রামগড়

অনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

This world is a fleeting show.
For man's illusion given ;
The smiles of joy, the tears of woe,
Deceitful shine, deceitful blow,
There's nothing true but Heaven.

—*Moore*

প্রচ্ছদপটশিল্পী : শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ়—১৩৬৫

উৎসর্গ

আমার স্বামীকে—

তাঁহার একান্ত ইচ্ছায় বহুদিনের পরিত্যক্ত

রামগড়

জীর্ণ সংস্কৃত ও লোক-চক্ষে প্রকাশিত হয়

তাই

তাঁহারই হস্তে

ইহা প্রদান

করিলাম

অনুরূপা দেবী প্রণীত

বাগদত্তা ৫৲

পথের সাথী ৩৲

বিবর্তন ৪৲

হারানো খাতা ৩৲

গরীবের মেয়ে ৪.৫০

মন্ত্রশক্তি ৪.৫০

পোষ্যপুত্র ৪.৫০

পূর্বাপর ৪৲

ভূমিকা

'রামগড়' ১৩১০ সালে প্রথম লিখিত হয়। সে সময় বৌদ্ধজগতের ইতিহাস এরূপ সুপ্রচারিত হয় নাই,—হইলেও সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নিতান্তই অল্প ছিল। কেবল মাত্র শাক্য-বিবাহ প্রথার অনুসরণে এবং গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী 'রামগড়' হ্রদ সম্বন্ধীয় একটি কিম্বদন্তী অবলম্বনে উপন্যাসখানি রচিত হয়। ইহার বহুদিন পরে জানিতে পারি ঠিক এই প্রকারের একটি ঐতিহাসিক ঘটনাই শাক্যবংশ ধ্বংসের হেতু।

উক্ত ইতিহাসের সহিত বহুস্থলে একতা সম্পন্ন হইলেও কল্পনার সহিত বাস্তবের মূল ঘটনাটিতেই অনৈক্য ঘটিয়াছিল, অগত্যাই ইহার মমতা ত্যাগ করিতে হয়।

কিন্তু আমি পরিত্যাগ করিলেও এই হতভাগ্য 'রামগড়ে'র সহানুভূতির অভাব ঘটে নাই। আমার প্রতি স্নেহসম্পন্ন আমার চিরদিনের পাঠক পাঠিকা মণ্ডলী লেখিকার ন্যায় ইহাকে বিস্মরণ হইতে পারেন নাই। তাই এত দিন পরে তাঁহাদের একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহে বহুস্থলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া পুরাতনে নূতনে মিশ্রিত 'রামগড়' সাধারণ্যে বাহির করিলাম। যতদূর সম্ভব ইতিহাস-সম্মত ঘটনা সন্নিবেশ চেষ্টা করিলেও উপাখ্যান ভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ সে চেষ্টা সর্ব্বত্র ফলবতী হইতে পারে নাই। যাহা হউক ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইহাকে পুরাপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাসের চক্ষে না দেখিলে এর ঐতিহাসিক ত্রুটি মার্জ্জনীয় হইতে পারিবে ভরসা করিতেছি।

মজঃফরপুর,
২২শে বৈশাখ, ১৩২৫।

লেখিকা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বহু বৎসর পূর্ব্বে নিঃশেষিত রামগড়ের পুনর্মুদ্রণ এত দিন সম্ভবপর হয় নাই, সে ত্রুটি আমার বা এই পুস্তকের নহে।

রাণীগঞ্জ
১৩৬৪

লেখিকা।

রামগড়

সূচনা

She has a baby on her arm,
Or else she were alone :—

—*Wordsworth.*

"ভগবান! কৃপা করে একবার নেত্রপাত করুন।"

সূর্য্যকিরীটী গিরিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে সুবিস্তৃত অরণ্যানী। দুর্গম এই মহারণ্য মাত্র ঝিল্লীরব-স্পন্দিত ; মানবের দুষ্প্রবেশ্য শ্বাপদসঙ্কুল।

আলোকশূন্য শব্দশূন্য মহাবন মধ্যে এক বিশাল বোধিদ্রুম মূলে শিলাসনে আজ সৌম্যমূর্ত্তি উদাসীন পদ্মাসনে ধ্যাননিমগ্ন এবং সেই পুরুষ-পুঙ্গবের পাদপ্রান্তে ক্ষুদ্র শিশু কক্ষে দীনাবস্থা তরুণী তাঁর ধ্যানভঙ্গ প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল-নেত্রে তাঁহাকে নিরক্ষীণ করিতেছিল।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা যেন বায়ু সঞ্চালনে ঈষৎ কম্পিত হইল। যতিদেহে চৈতন্যচিহ্ন প্রকটিত দেখিয়া দুঃখ-বিড়ম্বিতা উদ্বিগ্না নারী অসহিষ্ণু হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"ভগবান! নেত্রপাত করুন, আমি এসেছি।"

পুরুষবর বালারুণ সদৃশ স্নিগ্ধোজ্জ্বল নেত্রদ্বয় প্রণতার দিকে ফিরাইয়া করুণামথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"এ ভীষণ অরণ্য মধ্যে কি হেতু আগমন, মা রাজেন্দ্রাণি?"

নারী এ সম্ভাষণে চমকিতা হইল, কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া যতিরাজের প্রশান্ত নেত্রে অধীর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যন্ত্রণাদিগ্ধ স্বরে কহিয়া উঠিল,—"সর্ব্বজ্ঞ! আপনার অবিদিত কি আছে? আমার মত দুঃখিনী এ সংসারে দুর্ল্লভ! আমায় আশ্রয় দিন।"

ভিক্ষু কহিলেন, "বৎসে, এ সংসার দুঃখময়, চতুরার্য্য সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না থাকায় লোকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া

থাকে, একমাত্র দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখধ্বংসের উপায় —এই চারিটি মহাসত্যের সম্যক জ্ঞান দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি ও পুনর্জ্জন্মের উচ্ছেদ হয়। এতদ্‌ভিন্ন দুঃখ পরিহারের অন্য পন্থা নাই।"

"ভগবান! আমায় সেই সত্যই শিক্ষা দিন",—এই বলিয়া সেই দুঃখ-নিপীড়িতা উপদেষ্টার চরণযুগল ধারণ করিল।

"গ্রহণ করিলাম"—এই কথা বলিতে বলিতে নারী-কক্ষস্থিত ক্ষুদ্র মাণবক লক্ষ্যে সর্ব্বত্যাগীর শান্ত মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল,—"উহার কি করিবে?"

"এ জগতে এরই বা স্থান কোথায়?"

"সন্তান স্নেহ বক্ষে লইয়া ভিক্ষুণী-ব্রত অবলম্বন করিতে চাহিতেছ মা? বৎসে! যদি সম্ভব হয় নিজ সংসারে ফিরিয়া যাও।"

ভিক্ষু এই কথা বলিলে নারী অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল চিন্তান্বিতা থাকিয়া পরক্ষণে সমস্ত দ্বিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রহস্যময়ী দ্রুত উচ্চারণে কহিয়া উঠিল,—"সে পথ মুক্ত থাকলে এ পথে আসতাম না প্রভু! তাঁর পদসেবার পরিবর্ত্তে মোক্ষও আমার কাঙ্ক্ষিত ছিল না,—কিন্তু দেব! সে পথ আমার রুদ্ধ। আমি তাঁর চিত্তে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছি। যদি তাঁকেই ত্যাগ করলাম, তবে এই ভাগ্যহীন শিশুতেই বা কিসের মমতা? আপনি আমায় ত্যাগ করবেন না।"

এই বলিয়া সেই আশ্চর্য্য চরিত্রা মাতা সন্তানটিকে বক্ষে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতপাদক্ষেপে ঘন বিন্যস্ত লতাপাদপাচ্ছন্ন গভীর বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত রহিয়া রহিয়া বিরাট-স্তব্ধ মহারণ্য মধ্যে ক্ষুধিত শিশুকণ্ঠের রোদন-রব বহুদূর হইতেও ভাসিয়া আসিয়া একমাত্র করুণাময় শ্রোতার কর্ণমূলে পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইতে লাগিল।

সে ধ্বনি অস্ফুট হইতে অস্ফুটতর হইয়া যখন মিলাইয়া গেল ভিক্ষু তখন আত্মগতই কহিলেন,—"যে ভবিষ্য-মহানাটকের এই সূচনা,—আজিকার শিশু-রূপিণী তুমিই সেই মহানাট্যের মহানায়িকা।

রামগড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

Cursed be the social wants that sin against the
strength of youth.

—*Tennyson.*

যেদিন দেবগড়ের ভাগ্য গগন ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ করিল সে দিনের প্রথম শ্রাবণের বর্ষণক্লান্ত বিচ্ছিন্ন মেঘালোকে গোধূলির ক্ষীণ প্রকটিত ঈষদারক্ত আভা দেবগড় মহিষীর প্রতিপালিতা কন্যা শুক্লার পরিপুষ্ট গণ্ডে নিপতিত হইয়া উহা উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল। একরাশি বৃন্তচ্যুত সেফালি কুড়াইয়া সিক্ত পুষ্প সিক্ত অঞ্চলে লইয়া নিপুণ হস্তে সে মালা গাঁথিতেছিল। বর্ষার বাতাস চুরি করিয়া এক একবার তার আর্দ্র কেশে সোহাগের দোলা দিয়া যাইতেছে, বারবার কুটজকুসুমের গন্ধ-সম্ভার ঘরময় ছড়াইয়া দিয়া বারিধৌত মৃদু সৌরভ সেফালি হইতে গন্ধ আহরণ করিতেছিল। একটা ভ্রমর চম্পকদাম তুল্য সুবর্ণের জ্যোতিঃতে বিভ্রান্ত হইয়া পুষ্পভ্রমে গুন্-গুন্ করিয়া তার কাছে কাছে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। পশ্চাতে গুরু পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, আগন্তুক কুমার ইন্দ্রজিৎ। ঈষৎ বিস্মিত একটু লজ্জিত হইয়া যুবরাজ দুই পদ পিছাইয়া বলিলেন,—"শুক্লা!"

মহারাজ সুরজিতের কনিষ্ঠ যুধাজিতের একমাত্র সন্তান যুবরাজ ইন্দ্রজিৎই এ রাজ্যের ভবিষ্য রাজ্যাধিকারী। পিতৃমাতৃহীন ইন্দ্রজিৎ রাজমহিষী অরুন্ধতীর ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া আজ সর্ব্বশাস্ত্র ও শস্ত্রদক্ষ যুবকে পরিণত হইয়াছেন। রাজভ্রাতা রাজার পূর্ব্বেই বিবাহিত এবং এই সন্তানকে জ্যেষ্ঠের হস্তে সঁপিয়া দিয়া পত্নীর অনুগমন করেন। সূতিকাগৃহেই রাজবধূর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। যুবরাজ শুক্লার অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ, শুক্লা তাঁর ক্রীড়াসঙ্গিনী। তাদের মধ্যে অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল, এক্ষণে শুক্লা বয়স্থা হইয়াছে, যুবরাজও চারি বৎসর রাজগৃহের বিখ্যাত সেনাপতির নিকট অস্ত্রশিক্ষার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন, সেইজন্য কিছুদিন তাঁদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। শুক্লা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার হস্ত হইতে অর্দ্ধগ্রথিত মাল্য ও ক্রোড়

হইতে ভ্রষ্ট ফুলের রাশি,—যেমন করিয়া বর্ষার বাতাসে বৃক্ষশাখা হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছিল তেমনি করিয়াই উভয়ের পদপ্রান্তে ঝরিয়া পড়িল।

যুবরাজ চাহিয়া রহিলেন। শুক্লার আপাদ-চুম্বিত কাকপক্ষ কেশরাশি, শুক্লার নব বসন্তের পল্লবিনী চারু লতার মত অভিনব সৌন্দর্য্যস্ফুরিত মোহিনী মূর্ত্তি, শুক্লার পুষ্পরাশি মধ্যস্থিত পুষ্প কোমল পদপল্লব—মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। উন্মেষিতযৌবনা শুক্লাকে দেখিয়া উপবন-লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম জন্মে। মৃদুস্বরে কহিলেন,—"প্রবাসী বন্ধুকে স্মরণ আছে শুক্লা?"

যুক্তকরে অভিবাদন পূর্ব্বক শুক্লা মৃদু হাসিল, "দাসীর বড় বেশী মান বাড়াচ্ছেন। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, সাহস পেয়েই বলছি,—দেবগড়ের যুবরাজ এক তুচ্ছ অনাথার বাল্যবন্ধু বলে যখন স্বীকার করছেন সে আত্মপ্রসাদ কি ভুলবার?"

যুবরাজ বাধা দিলেন,—"একি কথা আজ শুক্লা! সেই অনাথা বালিকা দেবগড়ের যুবরাজের চির আকাঙ্ক্ষার ধন, সে কি তা' জানে না? অথবা সে কথা বিস্মৃত হয়েছে?"

শুক্লার কণ্ঠ, কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল। অর্দ্ধ-গ্রথিত ভ্রষ্ট মাল্য নত হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে যুবরাজের এ কথার বিশদ অর্থ না-বুঝিবারই ভাণে উত্তর দিল,—"সে কথা জানি বলেই তো আপনাদের প্রভু বলে মনেই করতে পারলাম না! মহারাজ, রাণীমা, রাজকুমারী ও আপনি চিরদিন জানি, আমারই মা বাপ আর ভাই বোন। এ আমার আশাতিরিক্ত পুরস্কার।"

"তোমার আশাতিরিক্ত পুরস্কার,—শুধু ঐ? তুমি কি আজও বুঝেও বুঝবে না? অজ্ঞতার ভাণ করবে?"

"যুবরাজ! বাল্যসঙ্গিনী বলে অজ্ঞাত-কুলশীলা দাসীর প্রতি বড় বেশী দয়া দেখাচ্ছেন! আপনার ভগ্নী অমিতার দাসী হলেও আপনাদেরই দয়াগুণে আমি আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নী। আমার পক্ষে একি কম পুরস্কার?" এই বলিয়া পুনরভিবাদন পূর্ব্বক ফুলের রাশি আঁচলে উঠাইয়া তড়িৎলতা যেমন মেঘের এক প্রান্ত হইতে মুহূর্ত্তে অন্য প্রান্তে চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া সে যুবরাজের নিকট দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। কিন্তু তাড়িতের যে দাহ্যমান শিখার জ্বালা তাঁর অটল চিত্তে জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া যাইতে তো পারিলই না বরং তা' বর্দ্ধিত করিয়া গেল।

যুবরাজ জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীকে জানাইলেন, তিনি রাজমহিষীর পালিতা শুক্লাকে বিবাহ করিতে চা'ন। এ সম্বন্ধে তিনি বহু পূর্ব্বেই দৃঢ়সঙ্কল্প। শিক্ষাধীন

অবস্থায় নীরব ছিলেন।—রাজ্ঞী ইহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু ইন্দ্রজিতের প্রকৃতি যুক্তি তর্কের অধীন নয়। মহিষী অগত্যা রাজাকে জানাইলেন। শুনিয়া মহারাজ চিন্তান্বিত চিত্তে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকাইয়া কহিলেন, "ইহা অসম্ভব!"

ইন্দ্রজিৎ বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অসম্ভব কেন পিতৃব্য?

"তুমি জান শুক্লা অজ্ঞাত-কুলশীলা, সে এই সম্মানিত রাজসিংহাসনের যোগ্যা নয়,—তুমি আরও জান শাক্যবংশের কুলপদ্ধতি ক্রমে শাক্যা স্ত্রী গ্রহণ ব্যতিরেকে সমাজ এবং সিংহাসনচ্যুতি ঘটে। এ সব জেনে শুনে, কেন এ অসঙ্গত প্রস্তাব করছো?"

কুমার ইন্দ্রজিৎ অধিকতর বিনীত ভাবে কহিলেন,—"আপনারা আমার আবেদন বুঝতে ভুল করেছেন, আমি রাজসিংহাসন চাইনি, শুক্লাকে চেয়েছি।"

রাজা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন, ইন্দ্রজিৎ নীরব হইতেই ত্বরিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "না, না, ইন্দ্র! এ তুই ভ্রমেও মনে আনিস্ নে'! ক্ষণিকের মোহে জীবনব্যাপী কত বড় অনুতাপের অগ্নিশিখা মানুষের প্রাণে জ্বলে, বালক তুই, তার কিছুই জানিস না! এখন মনে হচ্চে তার জন্য রাজ্যসম্পদ তুচ্ছ করতে পারবি, কিন্তু তা' হয় না, ওরে অবোধ! কেউ তা' পারে না। এমন সময় আসে যে দিন এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মাথা ঠুকতে ইচ্ছা করে।"—বলিতে বলিতে মানসোদ্বেগ তাঁর অসংবরণীয় হইল। আসন ত্যাগ করিয়া কক্ষ মধ্যে কম্পিত পদে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

এতবড় চলচিত্ততা দেখিয়াও একান্ত স্নেহাধার ভ্রাতুষ্পুত্র অবিচলিত রহিলেন; কহিলেন,—"সকলের মনোবল সমান হয় না মহারাজ! আমার মানসিক দৃঢ়তা আমার অজ্ঞাত নয়, আমি যা' পারবো স্থির করেছি, তা' নিশ্চিত পার্ব্বো, এ বোধ করি আপনিও অবিশ্বাস করেন না?"

পুত্র সম্বন্ধ হইলে কি হয়, শৈশব হইতে জ্যেষ্ঠতাত-রাজার নিকট প্রশ্রয় প্রাপ্ত ভ্রাতুষ্পুত্র-রাজকুমার তাঁর সঙ্গে সমকক্ষ আচরণে অভ্যস্ত।

রাজা ঈষৎ আত্মসংবৃত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন, বলিলেন,—"এ দুদিনের স্বপ্ন দুদিনে ভুলে যাবে। মহামান্য শাক্যকুল-প্রধানের ঘরে যে পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, আমি সেই কন্যা তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি। রূপে গুণে সে কন্যা তোমারই উপযুক্ত। ভুলে যেও না বৎস! রাজ সিংহাসন—"

"সিংহাসনে আমার লোভ নেই, আপনার যাকে ইচ্ছা তাকে দান করতে পারেন।"

রাজা একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি ভিন্ন জগতে আমার কে' আছে? তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব! তোমায় সুখী করতে কি আমার অসাধ? কিন্তু উপায় কি? রাজপুত্রের চরণ কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ, তার নিজ সুখ খুঁজবার অধিকার নেই।—আমার দিকে চাও, পিতৃপুরুষের কথা স্মরণ করে স্বার্থ ত্যাগ কর। বৃদ্ধ বয়সে আমায় শেলাঘাত করো না। তুমি যখন যা' চেয়েছ 'দিব না' বলি নাই, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দুরূহ কর্ম্মে ছেড়ে দিতে শংকায় আকুল হয়েছি, বাধা দিই নি। আজ সকাতরে অনুরোধ করছি,—আমার এই প্রথম আদেশ অগ্রাহ্য করে আমায় সন্তপ্ত করো না।"

যুবরাজ উঠিয়া ঈষদ্দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন,—"আমায় বৃথাই আজ্ঞা করছেন! এ রাজ্যে আমার স্পৃহা নেই,—নিজের পথে আমায় চলতে দিন।—এর জন্য অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর মনে করেন, কি করবো—আমি নিরুপায়।"

কুমার চলিয়া যান, রাজা ডাকিলেন, "ইন্দ্র!"

রাজপুত্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা কাতর স্বরে কহিলেন,—"ইন্দ্র! আমার কথা ভাল করে ভেবে দেখিস্,—ভেবে দেখিস্ কি বজ্র তুই আমায় মারতে চাস্! জগতে তুইই আমার একমাত্র আশা ভরসা। যুধা যখন তোকে আমার হাতে দিয়ে যায়, তুই তখন দুই বৎসরের অসহায় শিশু মাত্র! সেই হ'তে আজ দীর্ঘ ঊনবিংশ বর্ষ তোকে বুকের রক্ত দিয়ে পোষণ করেছি।—আমি অপুত্রক,—কিন্তু শুধু তাই নয়, তুই যে আমাদের পিতৃপুরুষের,—অতীত ভবিষ্যতেরও একমাত্র ভরসাস্থল। আমি এ গুরুভার বহন করতে সক্ষম নই, তুই রাজদণ্ড ধারণ করে আমায় অব্যাহতি দান কর। আমি শাক্যকুল কন্যা বধূ এনে পৌত্রমুখ দর্শনে নিশ্চিন্ত হয়ে পরলোকের চিন্তায় মন দিই।"

ইন্দ্রজিৎ ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি তাঁর আশৈশব কত ভালবাসা, কত নির্ভরতা সে বুঝি মনে পড়িল, কিন্তু পরক্ষণে আর এক বর্ণাঢ্য ছবি চিত্তফলকে ফুটিয়া উঠিয়া পুরাতন রেখাচিত্রকে উপহাস করিয়া বলিল, 'এর রং দুদিন পরেই মিলাইবে, অনর্থক সেই ক'টা দিনের জন্য চির ভবিষ্যৎ আনন্দময় জীবনটাকে নষ্ট করিবে কেন?' রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া যাহা হারাইবে তদপেক্ষা বহু গুণই হয়তো সে ফিরাইয়া পাইতে পারে, কেবল পাইবে না এই বাৎসল্য স্নেহ!—আবার সেই মায়ামূর্ত্তির ছায়ারূপ মনোদর্পণে বিম্বিত হইয়া

কি বলিল ?—কি কথা সে ? সেই কথাতেই না স্বর্ণলঙ্কা একদা সর্ব্বনাশের দহনে দগ্ধ হইয়াছে, আজও কত সংসার ইহারই তাপে বিদগ্ধ হইতেছে !—কুমার জ্যেষ্ঠতাতের কাতর অনুনয়ের উত্তরে একটিও আশার বাণী উচ্চারণ না করিয়া নীরবে প্রস্থিত হইলেন।

সুরজিৎ গভীর বিষাদে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। নিজ প্রশ্নের উত্তর তিনি পাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

I can die but can not part.

—*Burns*.

কুমার ইন্দ্রজিৎ সেদিন আবারও শুক্লার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজকুমারীর চিত্রশালায় সে একা একা ঈষিকা-হস্তে আলেখ্যে বর্ণ সমাবেশ করিতেছিল। রাজকন্যা সখীজন সঙ্গে উদ্যানস্থ বাপীতটে বায়ু সেবননিরতা। পুনঃ পুনঃ আহ্বানিতা হইয়াও শুক্লা নিজ কার্য্য ত্যাগ করিল না, রাগ করিয়া রাজকুমারী চলিয়া গেল, বলিয়া গেল, "থাক্ তুই, তোর সঙ্গে কথাই কইব না।"

শুক্লা আঁকিতেছিল হ্রদতটে উপবন, পুষ্পিত বৃক্ষ ও কুসুমিতা লতা, গুঞ্জননিরত ভ্রমর ও হ্রদে চন্দ্রচ্ছায়া চূর্ণিত চন্দ্রিকা। তীরে সুন্দর তরুণ পুরুষ, মুখে তাঁর করুণা ও প্রেম। সে মূর্ত্তি রাজবাটীর চিত্রশালাস্থিত বসন্তের প্রতীক চিত্র হইতে সংগৃহীত। সম্মুখে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রা সহাসারুণবদনা লজ্জারাগ-বিমণ্ডিতা কুমারী অমিতা নতমুখী। পুরুষরূপী বসন্ত বসন্তের নব পুষ্পে বিভূষিত দেহটি কুমারীর পদপ্রান্তে নত করিয়া প্রেমপ্লুত নেত্র করুণ প্রার্থনায় সুন্দরীর সলজ্জ মুখে সংস্থাপিত রাখিয়া কুসুম-বলয়-বেষ্টিত যুগল করে মাল্য ধারণ করিয়া আছেন। রাজকুমারীর হস্তে তদনুরূপ পুষ্পমাল্য। শুক্লা এইরূপে অনুপস্থিত কপিলাবস্তুর শাক্য-কুমার বসন্তশ্রীকে মদন সখা বসন্তরূপে চিত্রিত করিয়া ধীর হস্তে চিত্র-নিম্নে শ্লোক লিখিতে লিখিতে রাজকন্যার কথায় মুখ না তুলিয়া মাত্র মৃদু হাসিল, বলিল, "বেশ দেখা যাবে।"

রাজকুমারী শ্লোকটি পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"ইস্ পারিনে যেন ?—ও কি লিখছিস্ ?—পোড়ামুখি !—শীঘ্র মুছে ফেল,—ফেল্‌বিনি' ?

দেখ তবে তোর ঐ পটখানার কি দশা হয়।—ও ভাই অরুণা!—তুই শুক্লার হাতদুটো চেপে ধর্‌না—ভাই! একা কি আমি ওর সঙ্গে পারি? তোরা সব্বাই সমান। আমি চলে যাচ্ছি, আড়ি, আড়ি—আড়ি, যাঃ!"

রাগ করিয়া সে চলিয়া গেল, ক্রোধ যতটা মুখে প্রকাশ পাইল, মনে তার সিকিমাত্রাও ছিল না। একটু গিয়াই লবঙ্গিকাকে বলিল, "আয়, শুক্লার জন্যে মালা গাঁথি। আজ আমাদের স্বয়ম্বর স্বয়ম্বর খেলা হবে,—আমি শুক্লার গলায় মালা দেব।"

কিশোরী সঙ্গিনীরা এ প্রস্তাবে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। লবঙ্গিকা কহিল,—"হ্যাঁ ভাই রাজকুমারী! শুক্লা যেন ভাই মগধের রাজা অজাতশত্রু।"

অমিতা প্রবল বেগে মাথা নাড়িল,—"দূর! তাই কি হয়? ও কপিলা-বস্তুর রাজপুত্র, নাহলে আমি মালা দে'ব কি করে?"

শুক্লা যে শ্লোকটি লিখিয়া গালি খাইল,—লেখা হইলে সেইটি গীতচ্ছন্দে গাহিতে গাহিতে চিত্রখানা আধারের উপর রাখিতে উঠিয়া গেল।

গীত

ফুটেছে কুসুমকলি, মানস অলির আসার আশে।
উজ্জল আলো ছড়িয়ে ভালো তড়িৎ পশে মেঘের পাশে।
লক্ষ যোজন দূরে থাকি,—চাঁদ কুমুদের দেখা দেখি,
কমলিনী চিরদিনই ভানুর পানে চেয়ে হাসে,
চাতক চাহে মেঘ পানে, মেঘ তোষে তায় বারি দানে,
দূরের বাধায় বাধা না পায়, যে যাহারে ভালবাসে।

সত্যি শুক্লা! 'চাতক বারি যাচ্ঞা' করলেই 'নবমেঘ পরিত্যক্ত ধারা' মুখে তার নিপতিত হবে নাকি?"

শুক্লা কণ্ঠস্বরে চিনিয়াছিল প্রশ্নকর্ত্তা কুমার ইন্দ্রজিৎকে, ঈষৎ বিরক্তি-ভরে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মনোভাব গোপনে রাখিয়া সসম্ভ্রমেই কহিল, "রাজকুমারী উদ্যানে আসুন নিয়ে যাই।"

কুমার আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিলেন,—"রাজকন্যার কাছে তো আমি আসি নি, যাঁর সন্ধানে এসেছিলাম শুভাদৃষ্টে শুভ দর্শনও তাঁর পেয়ে গেছি। প্রশ্নের উত্তরটা আমার দাও,—জল চাইলেই চাতকের সে প্রত্যাশা পূর্ণ হ'বে তো?"

শুক্লা ভয় পাইল। ইন্দ্রজিতের ধনুর্ভঙ্গ পণ সে জানে। সেই পূর্ব্ব সূচনা যে এত শীঘ্র পরিণতির দিকে দ্রুত চলিয়াছে, ফল এর সেই শুদ্ধ পুরুষই জানেন, যিনি অমঙ্গলপূর্ণ মানব জীবের কল্যাণ পথ প্রদর্শনের অসাধ্য ব্রত লইয়া আজ মহাভিক্ষুক রূপে অবতীর্ণ!—কিন্তু সুফল যে ফলিবে না সে সম্বন্ধে সে পূর্ব্ব হইতেই সন্দিগ্ধ ছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত রাজপুত্রের ভালবাসা ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে এবং তাঁর প্রকৃতির দৃঢ়তাও তার কাছে অবিদিত নয়, তবে তাঁর সুদীর্ঘ প্রবাস বাসে ইদানীং কিছুটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। আশা ছিল তাঁর জ্ঞান স্পৃহা ও জীবন বৈচিত্র্য তাঁর চিত্তকে বাল-স্বপ্ন হইতে বিস্মৃতি দান করিবে। বুঝিল তার বাল্য-সখাকে সম্পূর্ণরূপে সে আজও চিনিতে পারে নাই। মনোভাব গোপন রাখিয়া স্মিত মুখ উঠাইয়া উত্তর দিল,—"সে চাতকের ভাগ্য! আমি এ সংবাদ তো মেঘের কাছে পাইনি, কি করে বলি? সংবাদ আনাতে চেষ্টা কর্ব্বো নাকি?"

প্রত্যাশাপন্ন হইয়া যুবরাজ কহিলেন,—"তবে সে অনুগ্রহটুকু করেই ফেলো না।"

শুক্লা মৃদু মৃদু হাসিয়া একান্ত সরলতার ভাণে শাক্যপতির গৃহস্থা যে কন্যার কথা মহারাজ আজই যুবরাজের নিকট বলিয়াছিলেন, তাহারই একটি আলেখ্যলিপি বাহির করিয়া তাঁর হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ একবার আলেখ্য লিখিত সুকুমারী বালিকা মূর্ত্তিটির প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সক্রোধে সে চিত্র দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—"রাক্ষসি!" —পরে সংযত হইয়া কহিলেন,—"তুমি যখন সব জেনে বুঝেও আমায় নিয়ে নিষ্ঠুর একটা খেলা করছো, তখন স্পষ্ট করেই বলছি, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি, এত ভাল কোন পুরুষ বোধ করি কোন নারীকে কখনও বাসেনি। আমাদের এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের বাইরে আমার জন্যে বিশাল কর্ম্মভূমি পড়ে আছে, আমার এই যুগল বাহু অজেয়, এ মস্তিষ্ক অনন্যসাধারণ, মগধরাজ আমায় সখা ভাবে আলিঙ্গন দিয়ে তাঁর প্রধান সেনানায়ক পদে বরণ করেছিলেন, এমন কি আমায় ধরে রাখতে না পেরে প্রিয় কন্যা নন্দাকে আমায় সমর্পণ করে চম্পারাজ্যের রাজদণ্ড পর্য্যন্ত প্রদান করতেও প্রস্তুত ছিলেন, সে সব আমি কা'র জন্যে পরিত্যাগ করে এলাম শুক্লা? সে কি পর্ব্বত বনাকীর্ণ, জগতের অজ্ঞানিত এই ভূমিখণ্ডের লোভে? না। ভবিষ্য জীবনের সম্পদ-সোপান এই যে আজ নিজের হাতে চূর্ণ করে পার্ব্বত্য মূষিকের অবস্থা পুনর্গ্রহণ করেছি, তার একমাত্র কারণ তুমি, তা' না হ'লে—এমন কি,

অজাতশত্রুর কুব্যবহারে অসন্তোষদগ্ধ প্রজাবৃন্দ এই আমাকেই তার বিশাল রাজত্বে বরণ করতেও অপ্রস্তুত ছিল না।"

শুক্লা দুইটি হস্ত সংযুক্ত করিয়া প্রণাম নিবেদন করিল। স্মিত মুখে কহিল, ধন্যা আমি! সিংহাসনের আপনি ভবিষ্য-অধিকারী, আপনার এ উদারতা আশ্রিত-বর্গের মহা ভাগ্যফল! আপনার কল্যাণময় ভগ্নী-স্নেহ—

"শুক্লা! তুমি কি আমায় পাগল না করে ছাড়বে না?"—যুবরাজ আসন ছাড়িয়া ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া আসিলেন, কহিলেন,—"আমি জানি তুমি নির্ব্বোধ নও, আমায় দগ্ধ করবার জন্য নিরর্থক এ ভাণ কেন তবে? ভগ্নী-স্নেহের উল্লেখ কেনই বা বারম্বার করছ? আমি তোমায় পত্নীরূপে পেতে চাই সে কথা তুমি ভালোই জানো এবং আবারও জেনে রাখো। এখন বলো আশা আমার পূর্ণ করবে তো? আর কেনই বা করবে না? আমি কি তোমার অযোগ্য?"

শুক্লা এতবড় স্পষ্ট কথা শুনিয়াও আদৌ বিস্মিতা হইল না। এ প্রস্তাব শুনিবার জন্য সে মনে মনে প্রস্তুতই ছিল। প্রত্যুত্তরে কহিল,—"এক হিসাবে আপনাকে আমার অযোগ্য ভিন্ন আর কি বলি? আপনি দেবদহের রাজপুত্র, আমি অজ্ঞাত-কুলশীলা অনাথা।—আপনি শাক্য-রাজকুমার, আপনি এ রাজ্যের ভবিষৎ গৌরব, আপনার কি সামান্য একটা দাসীর প্রতি এতটা লোভ করা সাজে? আপনার পক্ষে এ চিন্তাও যে ঘৃণ্য, একে মন হতে বিদায় দিয়ে চিত্তশুদ্ধি করাই যে আপনার কর্ত্তব্য।"

যুবরাজও ধীরভাবে শুক্লার কথাগুলি শুনিলেন, অবশেষে তারই মত শান্ত স্বরেই প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—আমি তোমার সব কথাই শুনলাম, তুমি আমার এই একটি মাত্র কথা শুনে রাখ,—যদি পূর্ব্বের সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়, তথাপি তোমায় আমি অন্যের হতে দেবো না। আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুমি, তোমায় আমি আমার করবো। জেনো আমার এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হবে না। আমার বাহু শত সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ। দেবগড় ত্যাগ করলেও তোমার ক্ষতি হবে না তা'তে সন্দেহ মাত্র নেই। অনর্থক বিভ্রাট বাধিও না। আমার সংগে চলে এসো।"

শুক্লাও উঠিয়া তার সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত মূর্ত্তির মোহিনী শ্রী বিস্তারপূর্ব্বক দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল,—"যদি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হ'ন তবুও আমার দ্বারা আপনার পিতৃ-রাজ্য পুত্রহীন হবে না, শাক্যবংশ অকলঙ্কিতই থাকবে, এ প্রতিজ্ঞা আমারও দৃঢ় রইল।"

"দেখা যাক, কে' হারে, জিতেই বা কে ! এই বলিয়া আরক্ত মুখে সক্রোধে যুবরাজ দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

অমিতার সখীরা গাহিতে গাহিতে আসিল,—

গীত

ওযে অভিমানে ফিরে গেল কেন তারে ফিরালি না ?
জানি না কি সুর দিয়ে বাঁধারে তোর মনবীণা !
বায়ু কেঁদে বলে হায়, পাখী ডাকে ফিরে আয়,
তুমি না ফিরালে সখী সে ত ফিরে আসিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

No more by thee my steps shall be
For ever and for ever.

—*Tennyson.*

জনারণ্য মহাসভা। ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে, কড় কড় মেঘের ডাকে, বৃষ্টির অবিরাম ধারা পতন শব্দে, ভেক কলরবে ভয়ানক দিনকে সমধিক ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

সে সভা স্তব্ধ, স্তম্ভিত। সে সভার ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, উদাসী সংসারী নিঃশব্দ নিষ্পলক। সেই মহাসভার দৃশ্যাবলী একান্তই মর্ম্মস্পর্শী এবং অত্যন্তই মর্ম্মবিদারক,—বুঝি তদপেক্ষাও ভীষণ কিছু,—রাজার এবং রাজ্যের সে এক সর্ব্বনাশের দিন।

শুভ্র-পরিচ্ছদধারী ধর্ম্মাধিকার ধর্ম্মাসনে অটল অচল, মনে হয় পাষাণমঞ্চে কোন পাষাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শুভ্র-পরিচ্ছদধারী শুভ্রবেশ মহামাত্য এবং সমুদয় অমাত্যমণ্ডলী গভীর বেদনা-চিহ্ন-প্রকটিত নত মুখে উপবিষ্ট। বন্দিস্থলে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত একমাত্র অনিন্দ্য মূর্ত্তি তরুণপুরুষ বন্দী রূপে দণ্ডায়মান। সভাস্থিত সবাকার ভয়-বিস্ময় বেদনা ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি অপলকে ইঁহারই উপর সম্মোহিতবৎ নিবদ্ধ অথচ অপরাধীর শৃঙ্খল পরিয়া এবং এত লোকের লক্ষ্যস্থলে লক্ষ্যরূপে দাঁড়াইয়াও সে ব্যক্তি ঈষৎ মাত্র সংকুচিত অথবা লজ্জিত নহে ইহা সুস্পষ্ট রূপেই জানা যাইতেছিল।—তার সমুন্নত মস্তক, সগর্ব্ব দৃষ্টি দর্পিত ভাব যাহা দর্শকদিগকে পরম বিস্ময়াপন্ন করিয়াছে তাহার মধ্যে অপরাধের চিহ্নমাত্র

নাই। সে-ই যেন বিচারক, এবং আর সকলেই যেন কোন অকথ্য অপরাধে তাহারই নিকট আজ অপরাধী।

সেদিন বিচার হইতেছিল রাজসিংহাসনের ভাবী অধিকারী কুমার ইন্দ্রজিতের। বিচারক তাঁরই স্নেহময় প্রতিপালক পিতৃ-প্রতিম জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ সুরজিৎ। অপরাধ বড়ই কঠিন,—সেইহেতু ধর্ম্মাধিকার নিজহস্তে বিচারভার গ্রহণ না করিয়া স-নৃপতি সচিব-মণ্ডলীর হস্তে এই মহাভার সমর্পণ করিয়াছেন।

একে একে গোপন তথ্য সবই উদ্ঘাটিত হইল। গভীর রাত্রে অন্তঃপুর হইতে অপহৃতা শুক্লার অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজভৃত্যবর্গ শান্তিরক্ষকগণের সহিত একটি পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে এক বৈদেশিকের সহিত উহাকে একত্র দেখিতে পায়। শুক্লা এবং ঐ বৈদেশিকের মধ্যে সে সময় ঘোরতর বিতণ্ডা চলিতে-ছিল, কিন্তু শান্তিরক্ষকগণ অতর্কিত প্রবেশ করিয়া যখন বাধা প্রদানে চেষ্টা মাত্র বিরহিত অপরাধীকে ধৃত করে, তখন শুক্লা বন্দী মুক্তির জন্য একান্তরূপেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে থাকে, বলে, বন্দী তাকে অসদুদ্দেশ্যে আনে নাই, এমন কি, শেষে বলে স্বেচ্ছায় সে ইহার সহিত আসিয়াছে,—কিন্তু ইহা যে তার স্বভাব-জাত সহৃদয়তা মাত্র তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না,—সেইজন্য ন্যায়পরায়ণ রাজকর্ম্মচারিবর্গ তারআকুলতায়বিচলিত হইলেও নিজেদের অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য ত্যাগ করিতে পারে নাই। শুক্লাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া মিথ্যা প্ররোচনায় বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ পূর্ব্বক অপরাধীকে রাত্রের মত কারাগারে রাখে। বন্দী তাদের কোন কার্য্যেই এতটুকু বাধা দেয় নাই, একটি প্রশ্নেরও সে উত্তর প্রদান করে নাই। পরিহিত পরিচ্ছদে তাহাকে আর্য্যাবর্ত্তের কোন প্রত্যন্ত-প্রাদেশিক বলিয়াই এদের ধারণা জন্মে এবং সেইহেতু ইহার এই কার্য্যে তাহারা সমধিক ভীতও হয়।

রাজা শুক্লাকে ডাকাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অপরিচিত বিদেশী কিরূপে পুরী প্রবেশ করে এবং কি প্রকারেই বা তোমায় লইয়া যায়, এ সম্বন্ধে বোধ করি তুমি ছাড়া আর কেহই কোন উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারগ হইবে না, সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল।"

ভূতগ্রস্তা-প্রায় বিবর্ণা শুক্লা সঘন কম্পিত দেহে সবেগে ভূমে বসিয়া পড়িয়া উচ্চ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"তারা কি তবে তাঁকে মুক্তি দেয় নি? সর্ব্বনাশ হয়েছে,—মহারাজ! এই রাক্ষসীর জন্যেই আপনার এতবড় সর্ব্বনাশ ঘটলো! এ বিচার করবেন না,—মহারাজ! এর বিচার করবেন না।"

বিরাট বিশ্ব যেন প্রচণ্ড ভূ-কম্পনে সঘনে দুলিয়া উঠিল। সে কম্পন বাহিরে নয়,—রাজদেহেই তার সৃষ্টি! সর্ব্বাঙ্গে কম্পিত সুগভীর আতঙ্কে আতঙ্কিত সুরজিৎ আর্ত্তরবে উচ্চারণ করিলেন, "সে কি!—কেন শুক্লা?"

"হায়! হায়! এতক্ষণ কেন আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলি নি! হতভাগিনী আমিই বুঝি আপনাকে ধ্বংস করলাম! মহারাজ! মহারাজ! এখনও কি এ বিচার বন্ধ করবার কোন উপায় নেই?"

রাজার সর্ব্বশরীরে শোণিত-সঞ্চালন রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রাণপণে নিরুদ্ধশ্বাস গ্রহণপূর্ব্বক উর্দ্ধস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"তবে কি, সে কি তবে আমার—"

"হায় মহারাজ! তিনি যুবরাজ-ভট্টারক।"

মহারাজ সুরজিৎ কাতরধ্বনি করিয়া উঠিলেন,—"শাক্যকুল-পতি ভগবান সূর্য্যদেব! এ আমার কি করলে!"

সেই মুহূর্ত্তে প্রতিহার ছুটিয়া আসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ হয়েছে, দেব!—গতরাত্রে ধৃত বৈদেশিক বন্দীকে বিচারের জন্য সভায় আনার পরে কৃত্রিম কেশ শ্মশ্রু শিরোস্ত্রাণ প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল,—হায় প্রভু! এ নিদারুণ বার্ত্তা কেমন করেই আমার পাপ জিহ্বা উচ্চারণ করবে?—ওঃ দেখা গেল,—দেখা গেল তিনি আমাদের পরম পূজ্য যুবরাজ-ভট্টারক।"

বিচারে সকলকারই ঘোর অনিচ্ছা ও সাক্ষীদিগের সম্পূর্ণ পক্ষপাতপূর্ণ সাক্ষ্য সত্ত্বেও বন্দীর অপরাধ সপ্রমাণ হইয়া গেল। অবশেষে পাষাণ-মূর্ত্তি হইতে পাষাণেরই মত স্থির গম্ভীর স্বর বাহির হইল,—"বন্দি! তোমার প্রতি আরোপিত এই অপরাধের বিরুদ্ধে তুমি কি কিছুই বলতে চাও না?"

"না"!—বিচারকের গম্ভীর স্বর ছাড়াইয়া আরও গম্ভীরতর স্বরে অপরাধী উত্তর করিল,—"না।"

দর্শকগণ প্রাণশূন্যবৎ স্তব্ধ। আবার সেই পাষাণ ভেদ করিয়াই অপর ধ্বনি উত্থিত হইল,—"কিছু বলিবে না? কোন কথাই কি বলিবার নাই?—সবই কি সত্য?"

"হ্যাঁ, সব।"

"কিন্তু বালিকা নিজেই বলিতেছে,—সে যে কঠিন শপথ নিয়ে পুনঃ পুনঃই বলছে, সে স্বেচ্ছায় তোমার অনুগমন করেছিল। তুমি কেন তবে সে কথা জোর করে অস্বীকার করছ? না, না, সে মিথ্যা বলবে কি জন্য? সে বয়স্থা, তার এ অধিকার তো আছে, কেন তুমি অস্বীকার করছো?"

"সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে ! স্বেচ্ছায় সে আমার অনুগমন করে নি, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলপূর্ব্বক অপহৃতা হ'য়েছিল।"

"তবে—" জনমণ্ডলী রুদ্ধশ্বাসে বিচারকের স্তম্ভিত নিস্পন্দ পাষাণপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া তেমনি নিশ্চল হইয়া রহিল, ভয়ে সন্দেহে কাহারও যেন শ্বাস বহিতেছিল না। বিচারক ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"তবে কি তুমি সমস্ত অপরাধই অপ্রতিবাদে স্বীকার করছো ?—কিন্তু ক্ষমা—ক্ষমা চাইবে কি ?"

"না !"

"ওঃ !—ওঃ !—অপরাধীর পক্ষে কোন্ শাস্তি বিহিত আমার, স্মরণ হচ্ছে না তো মহামাত্য !"

মহামাত্য কম্পিত অধর দুই বার চেষ্টার পর অস্ফুটে অর্দ্ধোক্তি করিল,—"প্রাণদণ্ড ! কিন্তু,—"

বিচারক বন্দীর দিকে ফিরিলেন,—"অপরাধি !"—বিচারক সহসাই স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

স্তম্ভিত জনমণ্ডলী ভয়ার্ত্ত কলরব করিয়া উঠিল। একদিকে ক্ষীণ প্রশংসা-সূচক অস্পষ্ট ধ্বনি ও প্রবল প্রতিবাদে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। সংগে সংগে আর্ত্তনাদ ও হাহাকারে চারিদিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

সচিবমণ্ডলী হইতে একজন কহিলেন,—"মহারাজ ! বিচার ন্যায়সংগত হয় নি ! ইহা সম্পূর্ণরূপেই সপ্রমাণিত হয়েছে যে, যুবরাজ কুমারী শুক্লাকে বিবাহোদ্দেশ্যেই লয়ে গিয়েছিলেন, এতে প্রাণদণ্ড বিধেয় নহে।—দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নে'ওয়া হউক।"

রাজা কহিলেন,—"অমাত্যবর ! নারীর অনভিমতে গভীর রাত্রে পুরীমধ্য হ'তে যে কোন উদ্দেশ্যেই হরণ করা হোক, পূর্ব্বাপর একই দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে, তাই নয় কি ?"

যুবরাজ ইতিমধ্যে রক্ষীদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ধীর ও স্থির স্বরে তাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন,—"চল, আমি প্রস্তুত আছি।"

রক্ষিগণ উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। দর্শকমণ্ডলীও বারেক চঞ্চল হইয়া আবার স্তব্ধ হইয়া গেল,—তখন রাজার কণ্ঠ শুনা যাইতেছিল। সাগরোর্ম্মিমালার ন্যায় সংক্ষুব্ধ-জন-কল্লোলের মধ্যে তাঁর প্রথমোচ্চারিত বাণী ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহা শুনা যায় নাই, শুনিতে পাওয়া গেল ;—"আমারও মানুষের প্রাণ,—আমি আজ তোমাদের নিকট করযোড়ে ভিক্ষা চাইছি,—বিচারক আমি ন্যায়বিচার করেছি,—কিন্তু বিচারকের মধ্য হ'তে আমার মানবত্ব

তোমাদের কাছে জোড় হাতে ভিক্ষা চাইছে, রাজা বলে কি তার ভিক্ষা পাবারও অধিকার নেই ?"

মহামন্ত্রী আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া সাশ্রুনেত্রে সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—"দেব ! আদেশ করুন—"

"অমাত্যবর ! আদেশ করতে পার্ব্বো না,—আদেশ করবার শক্তি যার, ভিক্ষা চাইবার অধিকার তার নেই । সে যে রাজা,—এ সে তো নয়,—এ শুধু পুত্রহারা অভাগা পিতা, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী হতভাগা সুরজিৎ। আপনারা এই দীন-হীন ভিখারীকে দয়া করে ভিক্ষা দেবেন কি ?—যদি দয়া করেন,—যদি কৃপার অযোগ্য বোধ না করেন, তবে এই ভিক্ষা দিন,—আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধনকে,—আমার প্রাণের ইন্দ্রকে আমার বুক হ'তে উৎপাটিত হ'তে দেবেন না। রাজা হ'লেও পিতৃব্য,—ওর পিতা তো আমি,—পিতা হ'য়ে পুত্রের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করতে যাচ্চি ; আপনারা কি তা'তে বাধা দেবেন না ? নিজের বুকের রক্তে সত্যই কি নিজেকে তর্পণ করতে হবে ? জানি মহাপাপী আমি, তথাপি মানব জীবের পক্ষে এ যে একান্তই সহনাতীত ! রাজনীতি অক্ষুণ্ণ থাক, কিন্তু দয়াও তো বহুজনে পেয়ে থাকে ? আমি আজ সেই দয়ার ভিখারী—"

রাজনীতিবিৎ বৃদ্ধ মন্ত্রীর কঠিন নেত্র দিয়া দরদর ধারা বহিতে লাগিল। তিনি গলদশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—"দেব ! অধীর হবেন না।"—বন্দীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—বন্দী ! চির নির্ব্বাসন দণ্ডের পরিবর্ত্তে তোমায় পাঁচ বৎসরের জন্য এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করা হলো।"

বন্দীর উজ্জ্বল নেত্র প্রোজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তিনি সদর্পে বিচারপতির প্রতি ফিরিয়া সুদৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন,—"দণ্ড-পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নেই, আপনার ন্যায়বিচার অক্ষুণ্ণই থাক।"

বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের মত রাজা অস্ফুটধ্বনি করিয়া সিংহাসন হইতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। চারিদিকে উচ্চ রোল উঠিল,—'যুবরাজ! যুবরাজ! ক্ষ্যান্ত হোন! ক্ষ্যান্ত হোন!'

তারপর সে সভার দৃশ্য বর্ণনাতীত! চারিদিকের বিলাপ কাতরোক্তির মধ্যে অপরাধী রাজকুমার সভাগৃহ যখন সগর্ব্ব পাদক্ষেপে প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, তখন সহসা মহারাজ উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া দুইহাতে তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর গর্ব্ব-স্ফীত প্রশস্ত বক্ষে নিপতিত হইয়া আকুল কণ্ঠে কহিলেন,—"ইন্দ্র! ইন্দ্র! বাপ আমার! কোথা যাস্?

—একবার এই বুকে মাথা রেখে ছোট বেলার মত ডেকে যা'। পুত্র! পুত্র! সরে যাসনে,—সরে যাসনে,—নিষ্ঠুর নির্ম্মম জ্যেষ্ঠতাতকে একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন দিয়ে যা'। পাঁচ বৎসর তোর অদর্শনে এ পাপ প্রাণ আমি কেমন করে এ দেহে ধরে রাখবো রে? – ওরে ইন্দ্র! সর্ব্বস্বধন আমার! একটু দাঁড়া—"

কুমার ইন্দ্রজিৎ শোকাহত জ্যেষ্ঠতাতের দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে নিজেকে সবলে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন, দ্বিধাহীন কঠিন কণ্ঠে কহিলেন,—"না মহারাজ! আমি আপনার পুত্র নই। একজন অতি ঘৃণিত অপরাধী আমি,—আর আপনি সিংহাসনের অধিপতি দণ্ডধর রাজা। আমার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ? একটা ক্ষুদ্র তৃণেরও এ সংসারে যে মূল্য আছে, আমার তা'ও নেই। নিরাশ্রয় নিঃসহায় অভাগা ভিখারী আমি, আপনার আমি কেউ নই।"

চারিদিক হইতে জনমণ্ডলী গভীর কোলাহলে ধিক্কার দিয়া উঠিল। যুবরাজ অগ্রসর হইলেন, রক্ষিদল তাহাকে অনুসরণ করিল।

এ যে কি প্রচণ্ড অভিমানের আঘাত, সে শুধু যার বক্ষে এ শেল পড়িল সে ভিন্ন এ সমাজের এই অযুতাধিক ব্যক্তিও বুঝিল না! মুমূর্ষুর দেহে খড়্গাঘাতের মতই এ আঘাতে মহারাজ মৃতবৎ হইয়া গেলেন, মহামন্ত্রী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বাহু অবলম্বন দান না করিলে বোধ করি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিতও হইতেন, কিন্তু পরক্ষণে দৃষ্টি তুলিতেই, যেমনই গতিশীল ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখনই আত্মস্থ হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার পথ রোধ করিলেন, আবার তেমনি অবরুদ্ধ আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"শুনে যা' ইন্দ্র! আমি মহাপাপী। এ রাজ্যের রাজা হ'বার ন্যায়সঙ্গত অধিকারীই আমি নই, তোর পিতৃরাজ্যে তুইই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দণ্ডধর। তুই আমার বিচার কর, তারপর তোর বিচার অন্যে করবে'। দোষীর তোকে দণ্ড দে'বার অধিকার কিসের? ফিরে আয়, তোর রাজমুকুট তোর সিংহাসন অধিকার করে তোর পিতাকে ও তোকে যে এতদিন প্রবঞ্চনা করেছি, তার জন্য আমায় দণ্ড দে'—"

যুবরাজ মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইলেন না। দুই হাতে পথ মুক্ত করিয়া যেমন সম্মুখ দিকে চলিতেছিলেন, তেমনিই স্থির অবিচল চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন, "রাজনীতিতে আমি অজ্ঞ নই, চিরনির্ব্বাসন দণ্ডই আমি গ্রহণ করলাম। শাক্য শাসনকর্ত্তার অম্লান ন্যায়-বিচারে কলঙ্ক-বিন্দু রাখবার প্রয়োজন নেই।"

সেই যে হতভাগ্য দেবগড়ের কপাল ভাঙ্গিল, তাহা আর যোড়া লাগিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Of sinful man, the sad inheritance

-*Scott.*

পশ্চিমোত্তরে চঞ্চলস্রোতা রোহিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিস্তৃতবক্ষা অশীরবতীর অর্দ্ধবৃত্ত বেষ্টনী, মধ্যস্থলে বিশালকায় দুর্গ দেবগড়। নদীমেখলা পর্ব্বত-সানুদেশাবস্থিতা প্রকৃতি হস্ত সজ্জিত চারুপ্রসাধনে সুশোভিতা এই প্রাচীন দুর্গশীর্ষে বহুদিন হইতেই শাক্য-পতাকা উড্ডীয়মান। কথিত আছে, বহু পূর্ব্বকালে কোন নির্ব্বাসিতা শাক্য-রাজকুমারীর সন্ততিবর্গ দ্বারা এই দুর্গ এবং জনপদ সংস্থাপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। কিম্বদন্তি বলে, সেই মানবী গর্ভজাত পুত্রগণ নাকি ব্যাঘ্র-সম্ভব এবং সেই ব্যাঘ্র নাকি কোন অভিশপ্ত দেবতাবিশেষ। সে যাই হোক এক্ষণে দেবদহ জনপদবাসী শাক্যশাখাই দুর্গের ও রাজ্যের পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রবল প্রতাপে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন।

বর্ত্তমান রাজার নাম সুরজিৎ। সুরজিৎ অপুত্রক, কন্যা অমিতা অতি শৈশবে কপিলাবস্তুর শাক্য শাসনকর্ত্তাদের মধ্যস্থ প্রধানতম শুক্লোদনের পৌত্র বসন্তশ্রীর বাগ্‌দত্তা রূপে উৎসর্গিতা। কপিলাবস্তুপতি শুদ্ধোদন দেবদহরাজ সুভূতি-কন্যা মায়া এবং মহা-প্রজাবতী দেবীকে বিবাহ করিয়া দুই বংশে আত্মীয়তা-বন্ধন করিযাছিলেন। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে সিংহ-হনুর পৌত্রী অরুন্ধতী দেবীর বিবাহও এই দেবদহেই সম্পন্ন হইয়াছে, তিনিই দেবদহের বর্ত্তমানা রাজমহিষী। এ বিবাহে কপিলাবস্তুর শাক্যকুল আপনাদিগকে অপমানিত বোধে বিরক্তি-ক্ষুব্ধ হইলেও দেবদহ হইতে সে ঘরে যে পুনশ্চ কন্যা গ্রহণ করা হইতেছে ইহার কারণ পাত্র পাত্রী উভয়েরই জননীদের একান্ত আগ্রহ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা। উভয়েই মহানামের কন্যা,—বৈমাত্র ভগিনী। শাক্যপ্রথামতে উভয়ে নিজ পুত্রকন্যা-বিনিময় প্রতিজ্ঞা তাদের জন্মের পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। যদিও মহাকাল সে আশার পূর্ণ ফল প্রদানে সম্মত হ'ন নাই, বসন্ত-জননী তপন কুমারীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তথাপি মৃতার শপথ ভঙ্গ পাপে পাপী হইতে তাঁর সপত্নী প্রেমাসক্ত স্বামীও সাহসী হয়েন নাই। সেইহেতু কনিষ্ঠা মহিষী লীলাবতীর ক্রোধাভিমানের বজ্র সহিয়াও এ বিবাহ সম্বন্ধের গ্রন্থি ছিন্ন হয়

নাই। ইতঃপূর্ব্বেই বহুদিনের ঈপ্সিত এ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াও যাইত, কেবল সেই ক্ষুদ্র বীজোৎপন্ন কারণেই ইহা বন্ধ আছে, যে আধিভৌতিক বিপ্লবের দ্বারা এ রাজ্যের ও রাজার সমস্ত আশা আনন্দের উৎস রুদ্ধ ও শুষ্ক হইয়াছিল তাহার সহিত উহা একই। পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে, তীব্র অভিমানী যুবরাজ মন্ত্রীদের দয়ার দান যে গ্রহণ করিবেন না ইহা সুস্পষ্ট! তাঁর স্নেহ-পীড়িত মর্ম্মাহত পিতৃব্যই শুধু মন হইতে এখনও দুরাশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া বিনিদ্র দীর্ঘ যামিনী শেষে এক একটি করিয়া প্রত্যেক দিনটি গণনা করিতে করিতে উন্মুখ আকুল প্রতীক্ষায় ঈপ্সিত কালের জন্যই কোনক্রমে ভগ্নদেহে ততোধিক ভাঙ্গা প্রাণ ধরিয়া রাখিয়াছেন। আর রাজমহিষী অরুন্ধতী পূর্ণ বিশ্বস্তচিত্তেই স্নেহ প্রসারিত মাতৃবক্ষ লইয়া তাঁর ভ্রষ্টনীড় অপহৃত শাবকটির প্রত্যাবর্ত্তনের পথ পক্ষীমাতার মতই ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া আছেন।—আর কি কেহ?—হ্যাঁ,—আরও একজন বোধকরি তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল,—কিন্তু সে প্রতীক্ষা এ রাজ্যের যুবরাজের নিজগৃহে,—আত্মীয়জনের বক্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা নহে,—সে নিরতিশয় ভয়-স্পন্দিত বক্ষে নিরুদ্ধ শ্বাসে নিয়ত প্রতীক্ষা করিতেছিল, অভাবনীয় অচিন্ত্যপূর্ব্ব অতর্কিত একটা ভয়াবহ অশনি সম্পাতের!

যে কন্যার জন্য রাজা ও রাজ্যের এই সর্ব্বনাশ ঘটিল সে কন্যার নাম শুক্লা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে অজ্ঞাতকুলশীলা তাহারও আভাস দিয়াছি, কিন্তু এ সংসারের মধ্যে সে এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিল কেমন করিয়া তাহা এখনও বলা হয় নাই। পরিচয়হীনা একটি কুড়ান মেয়ে, জগতে ইহার কতটুকুই বা মূল্য! এ সংসার উপবনের বৃক্ষতলে এমন কতই তো ঝরাফুল ঝরাপাতা প্রতিদিনই পতিত ও শুষ্ক হইতেছে, কেই বা তাদের চাহিয়া দেখে?—কিন্তু ইহার অপর আরও একটা দিক আছে,—যদি নির্জ্জন বনান্তরালে একটা পারিজাত পুষ্প ফুটিয়া ওঠে, তার যোজন-ব্যাপী গন্ধে মুগ্ধ করিয়া শত শত মধুকরকে সে নিজ পার্শ্বে আকৃষ্ট করিবেই।—যে অতুল সৌন্দর্য্য ও হৃদয় সম্পদের অধিকার দিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা এই স্বজনত্যক্তা বালিকাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অবস্থা তার যেমনই তিনি দিন, ইহাদের মূল্য যে অল্প নয়, কে' না ইহা স্বীকার করিবে?—রূপে যদি পুরী আলোকিত করা সম্ভব হয়, তবে একমাত্র শুক্লার রূপেই তাহা করিতে পারে। চরিত্রগুণে এ সংসারের ছোটবড় সকলকেই সে তার বশীভূত করিয়াছিল। এদের মধ্যে রাজার কথাই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। নিজ কন্যা অমিতার প্রতি স্নেহের অভাব ঘটে

নাই সত্য, তথাপি এই অনাথা শুক্লার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়া মনে মনে তিনি নিজেই আশ্চর্য্যানুভব করিতেন। কেন এ অহেতুকী ফেনিল উচ্ছাসে পূর্ণ স্নেহরস তাহাকে দেখিলেই চিত্তে তাঁর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে? এর মধ্যে কি কোন জন্মান্তর রহস্য আছে? না, কি, এ?

শুক্লা রাজকুমারী অমিতার বয়োজ্যেষ্ঠা। অতি শৈশবে সে পুরীদ্বারে পরিত্যক্তা ও অন্তঃপুরিকা দাসীদের দ্বারায় আনীতা ও প্রতিপালিতা। রাজা যেদিন প্রথম তাহাকে দর্শন করিলেন, সেদিন রাজগৃহ প্রমোদোৎসবে ভাসিতেছে, সেদিন নববিবাহিত রাজ-দম্পতি কপিলাবস্তু হইতে স্বগৃহে সদ্য প্রত্যাবৃত হইয়াছেন। ধনী দরিদ্র আবালবৃদ্ধ সকলেই রাজা রাণীর শোভাযাত্রা দেখিতে পথের দুধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। শান্তিরক্ষকেরা সে আনন্দোৎফুল্ল প্রজাবর্গের রাজভক্তি-প্রণোদিত উৎসাহ-স্রোতে বাধা দিতে পারগ হইতেছে না, সেই জয়ধ্বনি কোলাহল-মুখরিত, পুষ্প-লাজাঞ্জলি-বর্ষিত, শঙ্খ-মঙ্গলবাদ্য-নিনাদ-প্রকম্পিত পুরাঙ্গণে নব-পরিণীতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ সর্পদংষ্ট্রের মতই শিহরিয়া উঠিয়া নৃপতি দুই পদ পিছাইয়া গেলেন। কে' যেন তাঁহাকে বিষাক্ত-তীরে বিদ্ধ করিয়াছে, এমনি এক অননুভূতপূর্ব্ব যন্ত্রণা সহসাই অনুভূত হইল। বদ্ধ দৃষ্টিতে নির্নিমেষে অদূরবর্ত্তিনী দাসীর কক্ষস্থিতা ক্ষুদ্র বালিকামূর্ত্তিটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কখন যে কি হইল বুঝিবার কোন সামর্থ্যই যেন ছিল না, অজ্ঞাতেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল, শিশুকে লইয়া দাসীও অপসৃতা হইল, কিন্তু রাজার মানসনেত্রে কি যে এক অবিস্মৃত স্মৃতি-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া ছিল তাহার বর্ণরেখা আর মিলাইল না!

গভীর রাত্রে বিনিদ্র সুরজিৎ মুক্ত বাতায়ন সমীপে দাঁড়াইয়া পর্ব্বত বনাকীর্ণ উপত্যকা ভূমির পানে চাহিয়া চাহিয়া মর্ম্মবিদারী যন্ত্রণার অশ্রুবিমোচন করিলেন। কক্ষে গন্ধতৈলে স্নিগ্ধদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোকে স্খলিতাঞ্চলা শাক্যকুমারীর ঘুমন্ত মুখ পাতালবাসিনী স্বপ্নকন্যার ন্যায় অনুপম দেখাইতেছে। সেদিকে চাহিয়া বক্ষ যেন গুরু অপরাধের গুরুভারে অবসন্ন হইয়া উঠিল,—যদি সে এই অগ্নিগর্ভ অন্তরের গোপন বার্ত্তা জানিতে পারে!

রাজা শুক্লার পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা চির তিমির গর্ভশায়ীই রহিয়া গেল, কিন্তু সেজন্য শুক্লার স্নেহ যত্নের অভাব ঘটিল না। সাধ্বী সতী অরুন্ধতী স্বামীর চিত্তভাব বুঝিয়া লইয়া স্বেচ্ছায় অনাথাকে স্বীয় মাতৃঅঙ্কে তুলিয়া লইলেন। সেখানে সে নিরাপদ স্নেহনীড় রচনা করিয়া তাঁর

শরীর প্রসূত সন্তানের সহিত তুল্যাংশে সেই স্নেহসুধা বিভক্ত করিয়া লইল। রাজকন্যা অমিতা শুক্লা অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠা মাত্র। শুধু বয়সেই নহে সকল বিষয়েই সে নিজেকে তার সখী অপেক্ষা ছোট বলিয়াই মনে করে। স্বভাব-সংকুচিতা অমিতা তেজস্বিনী শুক্লার ছায়ার মতই তার সহচারিণী ছিল। শুক্লার পরিবর্ত্তে রাজকন্যা হইয়াও সে তার মনোরঞ্জন করিত,—পাছে শুক্লা তাদের পদ-মর্য্যাদাভেদ-স্মরণে কোন বিষয়ে সংকোচ করে, এই ভাবনায় সে সদা সন্ত্রস্তা থাকিত, কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রভুকন্যার প্রতি যেমন ভক্তি প্রীতি থাকা উচিত শুক্লার মনে তার প্রতি তদপেক্ষাও বোধ করি অনেকটা বেশীই ছিল।

অকস্মাৎ বিনামেঘে যেদিন রাজা ও রাজ্যের মস্তকে বজ্রপাত হইয়া গেল, সেই ভীষণ মুহূর্ত্তেই দেবদহের রাজার মৃত্যু ঘটিয়াছিল বলিলে বলা যায়, রাজদেহের কাঠামোখানায় ভর করিয়া একটা জীবনহীন প্রেত যেন বজ্রস্নিগ্ধ সিংহাসনে বসিয়া শাসন পালন করিয়া চলিয়াছে মাত্র, তাঁর চিরদিনের সুখের প্রদীপ-নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

And ne'or did Grecian chisel trace
A Nymph, a Naiad, or a grace
Of finer from, or lovelier face.
—*Scott.*

যেদিন শাক্যগণের প্রধান উপাস্য সূর্য্য-মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পথে স-সঙ্গিনী দেবদহ রাজকন্যা দস্যুহস্তে নিপতিতা হ'ন এবং এক অপরিচিত যোদ্ধা সহসা সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া তাদের উদ্ধার করেন, আবার সে ব্যক্তি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসরটুকুমাত্র না দিয়া সহসাই অন্তর্হিত হইল, সেদিন বাড়ী ফিরিয়া শুক্লা অকস্মাৎ বড় বেশী পরিবর্ত্তিতা হইয়া গেল। হাস্য-রহস্যময়ী শুক্লা বসন্তের নবপুষ্পিতা কানন-বল্লরীর মতই মন্দানিল-স্পর্শে হাসিত, দুলিত, সৌরভ ছড়াইত। রূপে রসে গন্ধে বুঝি তেমনি ভরপুর, তেমনি সুন্দর! নিজের দুঃখে পরকে ব্যথা দেওয়া তার স্বভাব নয়, তাই এত বড় যে কাণ্ডটা রাজ্যের আগাগোড়া উল্টাইয়া দিল, তাহার প্রধানা নায়িকা হইয়াও তার

মধ্যে যেটুকু বা বাকি ছিল, এইবার তাহা সম্পূর্ণ হইল! যে অবিবেচক বিধাতা দেহে তার অনাবশ্যক বোঝার মত সৌন্দর্য্যের রাশি চাপাইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে শত অভিসম্পাত সে পুনঃ পুনঃই করিয়াছে। রাজাকে মুখ সে দেখায় না, রাজার মনেও ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, এপর্য্যন্ত তিনিও তাহাকে ডাকিয়া একটা কথা বলেন নাই, শুধু অমিতার কাছেই এতদিন ধরিয়া সে শুক্লাই ছিল। আজ সহসা একি হইল? যার হাসিমুখে কুমারী-কানন আলোকিত, যার পুলকিত রসনাস্ত্র অসম্বরণীয়, সেই শুক্লা বোবা হইল নাকি?—সদাই সে বিমনা, ডাকিলে ভীষণভাবে চম্‌কিয়া উঠে, তখনি আবার গভীর চিন্তামগ্না হইয়া যায়। হাসির ঝরণা তো তার পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়াছিল, বাক্যস্রোতেও এবার ভাঁটা পড়িল না'কি? এ যেন শুক্লা নয়, অচেনা আর কেহ!

অমিতা প্রিয় সখীর এরূপ অকাল বৈরাগ্যে দারুণ অশান্তিতে পড়িল। সে বালিকা হাসিখুসী গল্পগান ব্যতীত সংসারের কোন রূঢ় পরিচয়েই আসে নাই। শুক্লাই তার আনন্দের উৎস,—হাসিখেলার প্রাণ। সে বোবা হইয়া থাকিলে প্রাণবায়ুর অভাবে সারাদেহের মত সবই যেন নিশ্চল হইয়া পড়ে। উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল,—"তোর হ'লো কি শুক্লা?"

"হবে কি?"—বলিয়া শুক্লা হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসি মুখে তার ফুটিল না।

"না, সত্যি কিছু তোর হয়েছে, বল না ভাই?"—বলিয়া অমিতা তার কণ্ঠলগ্না হইল, "নিশ্চয় তোর শরীর মনে কিছু হয়েছে, তুই কি এম্‌নি ছিলি?"

শুক্লা এ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সহসা তার সচেষ্ট গম্ভীর দৃষ্টি অশ্রুস্পন্দিত হইয়া আসিল। নিজের মধ্যে সে দারুণ দুর্ব্বলতা অনুভব করিল। মনের মধ্যে যদি সর্ব্বদাই অকথ্য যন্ত্রণা জমিয়া থাকে, এতটুকু সহানুভূতির মৃদু বাতাসেও মেঘের মত তরল হইবার জন্য সে যে আকুল হইয়া পথ খোঁজে। আত্মসম্বরণ চেষ্টা করিয়া শুক্লা কহিল, "বিধাতা তেমন রাখলেন কই রে?"

এ উত্তরের পর আর তর্ক করা চলে না, তবু এর বিরুদ্ধ যুক্তি যেটুকু ছিল প্রয়োগ করিতে অমিতা ত্রুটি করিল না, ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "সে কথা আর কেন?"

শুক্লা কহিল,—"যত দিন বাঁচবো কোনদিনই যা মন হতে যাবার নয়, তার আবার আজ কাল কিসের!"

সখীজনেরা এ লইয়া ইচ্ছানুরূপ জল্পনা-কল্পনা করিল। কেহ বলিল, "শুক্লা সেই উদ্ধারকারী যোদ্ধার জন্য বিরহকাতরা!"—কেহ রসিকতার মাত্রা চড়াইয়া প্রতিবাদ করিল,—"ও লো. না, তুই তো সবই জানিস্! শুক্লা সেই ষণ্ডামার্ক ডাকাত-সর্দ্দারটাকে দেখে তার জন্যে বিপ্রলব্ধা। ও যে বড় বীরভক্ত।" শুক্লা তার পৃষ্ঠে কৃত্রিম কোপে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিল,—"তাই বই কি! তোরা কেউ কিছুই জানিসনে।—আমি মহীরাম ধনুর্দ্ধরের নামের ঘটাতেই পাগল হয়েছি। তোর দশা কি হয় এখন ভেবে রাখ!"—মহীরাম লবঙ্গিকার স্বামী। এমনি যার যাহা খুসী বলা কহা করিল, কিন্তু বাস্তবিক কি ঘটিয়াছিল, অথবা যথার্থ কিছুই ঘটে নাই, তাহা জানিতে পারা গেল না। এমন করিয়া সময়ের সঙ্গে তার সেই সন্দিগ্ধ ভাবটা অল্পে অল্পে অপসৃত হইতেছে দেখিয়া রাজকুমারীর মনটাও কিছু সুস্থির হইল। শুক্লা যে তার প্রাণ, তার মুখের এতটুকু হাসির জন্য অমিতা সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে।

এমন সময় নিরানন্দ রাজগৃহে সবিশেষ শুভবার্ত্তা বিঘোষিত হইয়া ইহার মুমূর্ষু শরীরে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দিল। সুরজিতের আবেদন স্বীকার করিয়া লইয়া সপারিষদ রাজপুত্রকে শুক্লোদন বিবাহোদ্দেশ্যে দেবগড়ে প্রেরণ করিলেন। প্রধান শাক্যবংশে কন্যাদানের এ যে কি সম্মান, তাহা কেবল বংশাভিমানী শাক্যগণই জানে!—রাজাদেশে তখনই নিরানন্দ রাজপুরে আনন্দ উৎসব আরম্ভ হইল। বহু দিনের বুভুক্ষিত দুঃখী কাঙ্গালের মনে ভোজের আয়োজন দেখিলে যে আনন্দ উপস্থিত হয়, ইন্দ্রজিতের নির্ব্বাসনের পর ম্রিয়মাণ রাজপরিজনবর্গের চিত্তেও এ ঘটনায় তেমনি আনন্দোৎসাহ দেখা দিয়াছিল। বিবাহার্থিনী কন্যার মুখে না ফুটিলেও কুমারী-চিত্তসাগরে যে আশা-তরঙ্গ উঠিয়াছিল তার চিহ্ন মুখের উপর আলোক পুলকের বর্ণ ক্রীড়ার সমাবেশেই সুব্যক্ত হইল। কৌমার প্রেমের মন্দার মাল্য যাঁর কণ্ঠলক্ষ্যে আজীবন গ্রথিত রহিয়াছে, সেই চির ঈপ্সিত তার প্রতীক্ষা সফল করিতে আসিতেছেন,—এ চিন্তায় কুসুম-সুকুমার দেহলতা সুখকণ্টকিত হইয়া উঠে, লজ্জার অরুণিমায় আকপোল কণ্ঠ রঞ্জিত হয়। রহস্যপ্রিয়া প্রিয়সখীরা পাছে তার এই গোপন মনোবার্ত্তা জানিতে পারে, এই ভয়ে বিপন্না হইয়া বিপদকে সে আরও ঘনীভূতই করিয়া তোলে।

উদ্যানের মাধবীকুঞ্জে সাক্ষাৎকার ঘটিল। বসন্তের শোভা-সম্পদে রাজোদ্যানের আপ্রান্ত ভরিয়া আছে, কোথাও এতটুকু কোন অভাব নাই। সর্ব্বত্রই বৃক্ষে লতায়, লতায় লতায়, জড়াজড়ি কোলাকুলি করিতেছে। জননী ধরিত্রী শ্যামল

দূর্ব্বাদলে পুষ্পখচিত বিচিত্র শয্যাস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছেন। অশোকে কিংশুকে শিমুলে পলাশে চম্পকে চামেলিতে বর্ণে গন্ধে দর্শন শ্রবণ পরিতৃপ্ত এবং সেই চারু কুঞ্জবনের কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন উপেক্ষা করিয়া সমবেত নারীকণ্ঠে মঙ্গল-মিলন-সঙ্গীত ও পুষ্পবর্ষিত হইয়া শাক্য রাজকুমার বসন্তশ্রী সাগ্রহে অভ্যর্থিত হইলেন। চারিদিকে প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি, সুর-তরঙ্গে সুপ্রসন্ন অপরাহ্ণ আকাশ প্রতিধ্বনিত, এ আনন্দ-মধুর ক্ষণে পরস্পরে শুভ দৃষ্টি বিনিময় ঘটিল। একজন বিকশিত সস্মিতানন, অপরা প্রভাত চন্দ্রের মতই নিজের আনন্দজ্যোতি লুকাইতে পরম ব্যস্ত।—অন্তরের আনন্দ উচ্ছ্বাস যে কোনমতেই অব্যক্ত থাকিতেছিল না!

বসন্তশ্রী একান্ত মুগ্ধ হইলেন।—এই অমিতা?—এত সুন্দর সে?—তাঁর জীবন যৌবন শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই যেন সফল বোধ হইল। বাল্যে দেখা ক্ষুদ্র নির্ঝর আজ এ কি পরিপূর্ণা স্রোতস্বিনী রূপে দেখা দিল! আর অমিতা?—সে বুঝি নিজের মনকে পর্য্যন্ত কিছুই বলিল না! সে কেবল ব্রীড়ানত মুখে ক্ষণস্ফুরিত চকিত কটাক্ষে দুই নেত্র ভরিয়া ভরিয়া অতি গোপনে চাহিয়া দেখিল, আর মনে মনে নিজের ভাগ্যবিধাতাকে সহস্র প্রণিপাত করিল। ওই অনিন্দ্য সুন্দর রূপের মধ্যে কতবড় বংশশোণিত ওই সন্নত শরীরকে পোষণ করিতেছে! এ বংশের কন্যারা চিরদিনই যে ওই ঘরের কামনা করিয়া এযাবৎ তপস্যা করিয়া আসিতেছে,—যার সে তপস্যা সফল হয় সে নিজেকে পরম ভাগ্যবতী বোধ করে। ইহাপেক্ষা অপর কোন আকাঙ্ক্ষাই যে তাদের নাই।

সখীজনেরা ততক্ষণে সানন্দ হাস্যে লাস্যে অধীর হইয়া উঠিয়া কল কণ্ঠে গাহিতেছিল;—

আজি বসন্তে বাসন্তী সমীরণে, এস সখা! মধু ফুলবনে,
শোন শাখী শাখে, কি ছলে, কি বলে পাখী ডাকে,
দেখ ঝাঁকে ঝাঁকে, গুঞ্জরে অলিকুল ফুল কাননে।
কি মোহ কি মায়া, অন্তরে কি ছায়া,—
কি হাসি চোখে চোখে, ওগো, ক্ষণে ক্ষণে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

No, she never lov'd me truly, love is love for evermore.

—*Tennyson.*

এমন করিয়া ভবিষ্যৎ বরবধূ কয়েক দিনেই পরস্পরের নিকট অনেকখানি পরিচিত হইয়া আসিল। প্রতিদিন উদীচীর তীরে দিবসাধিপের শেষ শয্যা রচনার উজ্জ্বলচ্ছটা বিকীর্ণকারী কনকসূত্র-বিরচিত আস্তরণ বিছান হইলে রাজোদ্যানের আরক্ত বেদি-পীঠে আসন পাতিয়া সখীজনেরা কুমার কুমারীকে বেড়িয়া সভা স্থাপন করে। সেখানে সংগীতের সুধা ক্ষরিত হয়, বীণা মৃদংগ ললিত ঝংকার তুলিয়া সেই সুস্বর লহরে আরও অমৃত সিঞ্চন করে। হাসির ঘটায় রূপের ছটায় সুরসভাকেও ইহা পরাস্ত করিতে অক্ষম বলিয়া মনে হয় না। এদিকে নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া গন্ধ বিলায়। পাখীর কলকাকলি আবার সুন্দরীগণের কণ্ঠস্বরে সুর মিলাইয়া আরও তাহাকে মহোমিয় করিয়া তোলে।

আত্মহারা যুবরাজ বিহ্বল চিত্তে প্রেমপাত্রীর মুখে সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তি ঢালিয়া অনিমেষে চাহিয়া চাহিয়া ভাবেন,—'এত রূপ!—মানুষে এত রূপ লইয়া কি করিবে? ইহাকে কোথায় রাখিবে? এ শোভা যেন শুধু প্রতিমা অংগেই শোভা পায়! মানুষকে বুঝি এতখানি মানায় না!'

একথা শুনিয়া হয় ত অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। যে অর্ঘ তাহারই পদে প্রদত্ত, সে অর্ঘের ফুল অপূর্ব্ব সুরভি-নন্দিত যদি হয় তবে ইহাতে দেবতার অসন্তোষ কিসের? হায় মানব-চরিত্রানভিজ্ঞ বালক! বৃথাই তুমি সংসারে আসিয়াছিলে। মানুষ তো দেবতা নয়, তুমি বুঝিবে না কি অতৃপ্তির উপাদানে বিধাতা মানবচিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন! সে যখন রাজসিংহাসনে, তখন সে অসন্তোষের ভারে প্রপীড়িত হইয়া ভাবে, 'হায়,—কেন আমি পথের ভিখারী হইলাম না?' আর ভিখারীর নিরানন্দতার সংবাদও কি বর্ণনা করিয়া জানাইতে হইবে? তাই বলেতেছিলাম, কুমার বসন্তশ্রীকে দোষ দিলে চলিবে কেন?—মানুষের স্বভাবই এই,—সে কম পাওয়া এবং বেশী পাওয়া কোনটাই যে সহ্য করিতে পারে না, মনে হয় অতি বস্তুটা বড়ই সন্দিগ্ধ।

বিবাহের দিন নিকটতর হইয়া আসিতেছে। সদাসর্ব্বদা নহবতে সাহানা রাগিণী বাজিতেছে। পুষ্পগন্ধে পানে ভোজনে রংগ-তামাসায় সারা পুরী প্রমোদমত্ত। সে

আনন্দে শুক্লার বিষাদ বিষণ্ণ মুখেও আলোক-তরঙ্গ মধ্যে মধ্যে ক্রীড়া না করিয়া পারিতেছিল না। কেবল ভাবী বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম বেদনায় সবার মনেই একটু একটু প্রচ্ছন্ন ব্যথা প্রকটিত হইয়া আছে।

একদিন উদ্যানের চিত্রশালায় চিত্রাবলী সন্দর্শনে গিয়া রাজকুমার অপ্রসন্ন মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র অতি কুক্ষণে অমিতার সখী লবঙ্গিকা সেদিনকার দস্যু-বৃত্তান্তটি উত্থাপন করিতেই নারীদলে যেন উৎসাহের জোয়ার বহিল। তরুণা কহিয়া উঠিল,—"সে কথা আর বলিসনি ভাই! সে যে কি বিপদই আমাদের গিয়েছে,—আমি ত আর একটু হলেই ভয়ে মরে গিয়েছিলাম।" সখী অরুণা ইহা শুনিয়া রাগিয়া গেল, চোখ ঘুরাইয়া মুখ ভারি করিয়া বলিল, "বলিস্ কি, ক্ষত্রিয়াণী হ'য়ে মরণকে তোর এতই ভয়! তোর মরাই ভাল!"

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া সখী প্রত্যুত্তর করিল, "দেখেছি গো! সব্বাইকেই দেখেছি!—কেউ আর তখন জ্যান্ত ছিলেন না!—তবে হ্যাঁ, সাবাস্ মেয়ে বটে শুক্লা। এতটুকুও সে হেলে দোলে নি, অথচ দস্যুরা ওকেই তো বেঁধেছিল।"

কুমার ঈষৎ উৎসাহিত হইয়া শুক্লার দিকে চাহিলেন,—"সত্যি? দস্যু তোমায় বেঁধেছিল? তা' মুক্ত হলে তুমি কিরূপে?"

শুক্লার মুখ এ প্রশ্নে গাঢ় শোণিতাভায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে দৃষ্টি নত করিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে উত্তর দিল,—"একটি অচেনা লোক এসে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন"—এইটুকু বলিয়াই সে সহসা নীরব হইয়া গেল। কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যেন তার স্বর রুদ্ধ করিতেছিল। এ ঘটনা লইয়া সে কোনদিনই আলোচনা করিতে চাহিত না, বরং অন্যের শ্রুতিসুখকর গল্পের এত বড় উপাদানটাকে সে প্রাণপণে চাপা দিতেই চাহিত। কেন? ইহার মধ্যে কি কোন রহস্য বর্ত্তমান ছিল?—কে' এ'কথা বলিবে?- সেই শুধু একথার উত্তর দিতে পারে, কিন্তু দিবে না ইহা নিশ্চিত।

"অচেনা লোক? কে' এমন বীর এ অঞ্চলে আছে, যে একা একশত দস্যুকে পরাজয় করতে পারে! এটাও ঐ দস্যুদেরই একটা কৌশল নয়ত! হয়ত একদিন ঐ উপকারের মস্ত দাবী নিয়ে ওরা মহারাজের নিকট নিশ্চয় আসবে,—যে অর্থ তোমাদের অলঙ্কার হ'তে লাভ করতে সমর্থ হ'ত না।"

কুমারের এই স-তাচ্ছিল্য ব্যঙ্গে শুক্লার মুখখানা সহসা উদয়াচলের বর্ণে ও তেজে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল, কিন্তু সে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর মাত্র না করিয়া নীরব নতমুখে সক্ষোভে নিজের অধরদংশন করিল মাত্র। সে জানিত কুমার বসন্তশ্রী

নিজেকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও বীর আখ্যা দিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক! কিন্তু নিতান্ত সরলা অমিতা ইহা শ্রবণে ব্যথিত চিত্তে ভাল মন্দ না ভাবিয়াই তার কথার প্রতিবাদ করিল, সংসারের কূটনীতিতে সে তো শুক্লার মত অভিজ্ঞা নয়,—তাই বেগের সহিত বলিয়া ফেলিল,—"না না, এ অসম্ভব!—তাঁর মুখ দেখলে তাঁকে বনদেবতা বলে ভ্রম হয়! যেমন সুন্দর মূর্ত্তি,—তেমনি বিনম্র ভদ্রতা। দস্যুর কি কখন অত রূপ গুণ থাকে?"

কথাগুলি নির্দ্দোষ সরলতার,—কিন্তু বক্তার হৃদয়ে যে সংসারানভিজ্ঞ বালিকা চিত্তের গভীর কৃতজ্ঞতা ইহাকে প্রকাশ করাইয়াছিল, শ্রোতার মনে তাহার ছায়াপাত হওয়ার কিছুমাত্রও কারণ ছিল না।—বসন্তশ্রীর কমনীয়-শ্রী এই তীব্র ও অকুণ্ঠ প্রতিবাদে অকস্মাৎ বিকৃত হইয়া গেল। তাঁর বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কথা একেই তিনি সহিতে পারেন না,—তার উপর কি না তাঁর জন্যই যে সৃষ্টা, সেই কন্যাই তাঁর মুখের উপর কে' একটা কোথাকার পথের পথিক,—তাহাকেই দেবতার আসন দিয়া দিল! রুদ্ধ অভিমানে শাক্যকুমার নীরবে রুষ্ট হাস্য করিলেন।

মানুষের যখন কপাল ভাঙ্গে কোথা হইতে কে এবং কি উপলক্ষ্য যে সেই ভগ্নোৎসবের কার্য্যকারক হইয়া দাঁড়ায় বুঝিয়া উঠা যায় না! কুমার বসন্তশ্রী যে সময় অমিতার প্রতি মনে মনে ধৃষ্টতা দোষারোপ করিতেছেন, ঠিক সেই সময় সখী তরুণা ইহাকে পোষকতা করিয়া একটা গুরুতর বেফাঁস কথা বলিয়া বসিল,—শুধু একটুখানি রঙ্গ করিবার জন্যই কহিল,—"সেই বীরপুরুষটি দস্যু তাড়িয়ে আমাদের রাজকুমারীর পদতলে জানু পেতে বসে যখন করযোড়ে বল্লে, 'এখন দাসের প্রতি কি আদেশ কর্ব্বেন করুন?'—আমার তখন এত হাসি পেয়েছিল,—আমাদের বদলে তিনিই উল্টে আবার আমাদেরই হাত যোড করে বিনয় দেখাচ্ছেন, সুন্দর মুখের মজাই এই?"

অসতর্ক পথিক পথ চলিতে চলিতে বুঝি সহসা লতাচ্ছন্ন গুপ্তখাতের অতল গহ্বরের তলশায়ী হইল!—বসন্তশ্রী সুস্পষ্ট চমকে চমকিয়া উঠিলেন। চিত্রগৃহের সেই চিত্র-দৃশ্য তাঁর মানসনেত্রে তখনই ভাসিয়া উঠিল! লজ্জা-মুকুলিতাক্ষী অমিতার পদপ্রান্তে অনন্যসাধারণ কান্তিমান তরুণের মূর্ত্তি। সেই চিত্রিত-পুরুষ ইহার বর্ণনীয় ভাবেই ত দীন প্রার্থনা-পূর্ণ দুইনেত্র অনিমেষে রাজকুমারীর মুখে স্থাপিত করিয়া কি যেন ভিক্ষা করিতেছে!—নিম্নে চিত্র পরিচয় ছলে সেই বিশেষভাবের কয় পংক্তি কবিতা!—ঈর্ষার বৃশ্চিক শাক্যকুমারের সংশয় সঙ্কীর্ণ চিত্তে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা নির্গত করিয়া সজোরে দংশন করিল। 'সে মুখ দেবতার!'—

সেই চিত্র অংকন।—কি নির্লজ্জ এই অভিনয়! ঘোর উত্তপ্তচিত্তে বসন্তশ্রী একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা উঠিয়া চলিয়া গেলেন,—যাত্রাকালে বলিয়া গেলেন, "শিরঃপীড়া বোধ হইতেছে।"

এ সংবাদে সরলা অমিতার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু স্বভাবজাত লজ্জাবশে তাঁকে কোন কথাই সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, শুধু ম্লানমুখে নীরব বিদায় অভিবাদন জানাইল। অভিমানী বসন্তশ্রী মনে করিলেন,—অমিতা, আমার প্রতি সত্যকার আসক্তা নয়। কই, আমার জন্য তো কখনই তাকে ব্যস্ত হ'তে দেখি না? সেই 'বীরপুরুষের'ই ওই যে চিত্রাংকন করা ও রাখা, এ কোন মেয়েকে আমি বিবাহ করতে এসেছি?

মানবের চিত্তই ভগবানের বিশ্বসৃষ্টির উপাদান।—এর একদিকে সপ্তম-স্বর্গ-ব্রহ্মলোক ইত্যাদি অবস্থিত এবং অপরার্দ্ধে ভূর্লোক হইতে কুম্ভীপাকাধম-নরকাদি প্রতিষ্ঠিত। মানব আপন কর্ম্মানুসারে কখনও সেই স্বর্গাদি লোক হইতে ব্রহ্মালোকাদিতে, কখনও বা মানসিক প্রবৃত্তি-জাত নরক প্রভৃতিতে বিচরণ করিয়া ফেরে।—বাহ্য জগতের কোথায় কি আছে জানি না, আমাদের মনোরাজ্যের সংবাদই আমরা যেটুকু জানি তাই বলিতে পারি। দেখিতে পাই মানুষের মনকে প্রশ্রয় দিলে সে স্বর্গে-রসাতলে একাকার করিয়া ফেলিতেও সমর্থ। মন বস্তুটির মত প্রবল দানব আর কখনও তার দৈবীবলরূপ ইন্দ্রত্ব অমরত্ব অপহরণ চেষ্টায় মানবচিত্তের সুরসেনার বিপক্ষে যুঝিতে দাঁড়ায় নাই, ইহা পরিক্ষীত সত্য। বসন্তশ্রীর মনেও সেই অসুরের উপদ্রব দেখা দিয়াছিল,—সে অমিতার সলজ্জ সংকোচ হইতে সংসার অনভিজ্ঞ সরলতা পর্য্যন্ত সমালোচনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া বিশ্লেষণ পূর্ব্বক স্থির করিল, এত বড় বংশের বংশধরের বাগ্দত্তা হইয়াও চিত্তে তার যখন সামান্য একটা পার্ব্বত্য-যুবকের প্রতি আকর্ষণ এত দৃঢ়, যখন সে সামান্য ঐটুকু কারণেই তার প্রতি এতই অসামান্য পক্ষপাতিনী যে, এমন নির্লজ্জভাবে চিত্রাংকন করিতেও তার বাধে না,—অপর পক্ষে সেও তরুণ পুরুষ এবং সুরূপ,—এরপর তরুণী নারীর অহেতুকী এ কৃতজ্ঞতাকে কোন্ আখ্যা দেওয়া যায় ইহা তো সকলেরই অনুমেয়!

যে চিত্র দেবগড়ের ভাগ্যলক্ষ্মীর অপ্রসন্নতার দিনে একান্ত অলক্ষণা-কন্যা শুক্লার আলেখ্য-প্রসূত হইয়াছিল, সেই বসন্তের পরিকল্পনা-রূপী বসন্তশ্রীর কাল্পনিক মূর্ত্তিকে উপকারকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে এ অবস্থায় শাক্যকুমারের তিলার্দ্ধ বিলম্ব ঘটে নাই। আমরা পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি,—শুদ্ধ চিত্তের যে নির্ম্মল

আধারে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়, সেই চিত্ত অশুচি হইলে পঙ্কিল পল্বলের ন্যায় তাহা হইতে অজস্র বিষাক্ত বাষ্প এবং সংহার কীটের উৎপত্তি হইয়া সমীপ-বর্ত্তীদের ধ্বংস করিতেও কিছুমাত্রও পরাঙ্মুখ হয় না !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

The glory dies not,—and the grief is past.

—*Brydges*

যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজপুত্র হইয়াও নবজাত শিশুপুত্র প্রেমময়ী পত্নী এবং রাজ্যৈশ্বর্য্য অনায়াসে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জরামরণ-সংকুল ত্রিতাপতপ্ত সংসারে শান্তি-সোপান সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই কপিলাবস্তু রাজকুমার শাক্যসিংহের কর্ম্ম-প্রধান মৈত্রী-ধর্ম্মের আবির্ভাবে সমগ্র উত্তর ভারত এ সময়ে মাতিয়া উঠিয়াছিল।—অবশ্যম্ভাবী দুঃখ নিচয় নিরোধের উপায় খুঁজিতে মাগধ ও কোশল প্রজাবৃন্দ দলে দলে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছিল।

কপিলাবস্তুতে এ স্রোত ধারা বহিয়া আসিলে দ্বিতীয় রাজপুত্র আনন্দ গৌতমের প্রধান শিষ্যরূপে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। রাজমহিষী প্রজাবতী মহাভিক্ষুণীরূপে ভিক্ষুসঙ্ঘের পার্শ্বে,—জগতে এই সর্ব্বপ্রথম নরের ন্যায় নারীর ধর্ম্মীয় উচ্চাধিকার জ্ঞাপনার্থ ভিক্ষুণী সঙ্ঘের সংস্থাপনা করিয়াছেন। শিশু রাহুলে যে নবধর্ম্মের অংকুর প্রকাশ পাইয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর যুবা রাহুলে তাহা বিকশিত এবং রাহুল-জননী গোপার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে কমলদলের সৌরভে বৌদ্ধজগৎ আজ একান্ত আমোদিত। আবার বুদ্ধ-বিদ্বেষী ক্রূরকর্ম্মা দেবদত্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি পিতৃহন্তা মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ অহিংসক বৌদ্ধগণের প্রতি অযথা হিংসাচরণ পূর্ব্বক স্বল্পকালের জন্য দেশে একটা মহাভীতির সঞ্চারেও সমর্থ হইয়াছে।

কোশলেও একদিন শারীর-শক্তির অপেক্ষা দয়ার,—প্রতিহিংসা অপেক্ষা ক্ষমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ জেৎ তথাগতের পরমভক্ত ছিলেন। বুদ্ধভক্ত অনাথপিণ্ডদ এবং রাজকুমার জেৎ রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে তাঁহার বাসের জন্য জেৎ-বন-বিহার নামক উদ্যান এবং অপূর্ব্ব বিহারাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বুদ্ধ চরণে স্থান গ্রহণ করেন। সেদিনে

কোশল-প্রজার সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তন যদি এমন সব সময়ে রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারিত!—প্রসেনজিতের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ প্রজারঞ্জক নৃপতিরও যখন মৃত্যুর নিকট অন্যের মতই দুদিনের বেশী অবকাশ মিলিল না, তখন সে রাজ্যের হতভাগ্য প্রজাদের অদৃষ্টে কি আর শুভ সংঘটন হইবে? এর উপর যাঁর রাজ্যাধিকার সর্ব্বসম্মত, সেই জ্যেষ্ঠ কুমার জেতের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্য লাভ করিলেন তাঁরই হত্যাকারী পরম ধর্ম্মদ্বেষী ক্রুরকর্ম্মা কনিষ্ঠ কুমার বিরূঢ়ক্।

শ্রাবস্তী বৌদ্ধধর্ম্মের পুণ্য তপোবন।—এখানে রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের চরণকমল নিত্য সন্দর্শনে ধন্য হইত, সেবাব্রতের উচ্চাধিকারী নর ও নারীর পুণ্য আবির্ভাবে এই শ্রাবস্তী তখনকার প্রায় সকল নগরীকে পরাভাব করিয়াছিল, কিন্তু কোন মহৎ গৌরব বহুদিন অবিচল থাকে না, চন্দ্রের ন্যায় এ সংসারের সকল বস্তুই নিয়ত হ্রাস-বর্দ্ধন-শীল। বিশেষ মহৎ সুখের পর মহান্ দুঃখ এবং অতিশয় উন্নতির পরক্ষণে বিরাট অবনতি প্রায়শঃই ঘটে। ত্রিযামার শেষ যামে তপনোদয়ের পূর্ব্বাভাষ পূর্ব্বাকাশে উজ্জ্বলতা ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু তার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অন্ধকারকে নিবিড়তর বলিয়া মনে হয়। গত এবং অনাগত সৌভাগ্যের মধ্যখানে অবশ্যম্ভাবী এই যে দুর্ভাগ্য, এ যেমন সর্ব্বত্রই ঘটে, শ্রাবস্তীও তেমনি সে এক সময়ে অত্যাচারীর নির্ম্মম হস্তে দুঃখ-নিপীড়িত হইতেছিল।

মানুষের উপর মানুষ শ্রদ্ধানুভব না করিলে তাহাকে আদর্শ করিতে পারে না, যে রাজা প্রজার চিত্তে ভীতি সঞ্চারকারী সে রাজা কখনই প্রজার আদর্শ নহেন। প্রজা সেখানে স্বেচ্ছাতন্ত্রী অথবা হীন আদর্শে অনুপ্রাণিত।

শ্রাবস্তীরাজ বিরূঢ়ক প্রজার চিত্তাকর্ষণের জন্য বিশেষরূপেই চেষ্টিত ছিলেন। রাত্রে ঘুমাইয়াও সম্ভবতঃ সে অভাগাগণ তাঁর রোষাগ্নিদাহ স্বপ্নের মধ্যেও অনুভব করিত। এ রাজ-দরবারে কে কোন্ মুহূর্ত্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নির্ব্বাসিত বিধ্বস্ত ও বিধ্বংস হইবে ইহার কোনও স্থিরতাই ছিল না। বিধাতার অপেক্ষা এ রাজার বিধান আরও আকস্মিক এবং তদপেক্ষাও ভয়ংকর।

একদিন সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী কনিষ্ঠ দ্বারা অন্যায়রূপে বঞ্চিত শান্ত-প্রকৃতি রাজভ্রাতা জেৎ অকস্মাৎ রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলেন,—ধর্ম্মদ্রোহীর তুষানলই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, যদি তাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ না কর, রাজদণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।—রাজপুত্রের ধর্ম্মজ্যোতির্ম্মণ্ডিত প্রশান্ত মুখে এই ভীষণ সংবাদ এতটুকুও

ছায়াপাত করিতে সমর্থ হইল না। দণ্ডাদেশ শুনিয়া সর্ব্বত্যাগী রাজপুত্র ধীর স্বরে উত্তর করিলেন, "রাজাকে বলিও কোন ধর্ম্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ আমার নাই, রাজদণ্ড ধর্ম্মদ্রোহীর দণ্ড স্বীকার ও গ্রহণ করিলে নিজেকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া অংগীকার করা হয়, সেজন্য রাজাজ্ঞা পালন করিতে আমি একান্ত অসমর্থ। আমি ধর্ম্মেরই দাসানুদাস,—ধর্ম্মদ্রোহী আমি নই।"

এ সেই জেৎবন বিহার, যেখানে শাক্যমুনি তাঁর এই পরমভক্ত রাজকুমারকে নিজ বক্ষে গাঢ় আলিংগন দানে তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন! অনাথবান্ধব অনাথপিণ্ডদ কুমার জেৎকে বিহার ছাড়িয়া বহু দূরে কোশল সীমা পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে প্রস্থান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে মৃত্যুভয়হীন রাজকুমার হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'বন্ধু! অধম ভিক্ষু আমি,—ভিক্ষু মৃত্যুকে কখন ভয় করে না।"

রাজাদেশে ধর্ম্মদ্রোহীর দণ্ডরূপে সেই মহাসন্ন্যাসী রাজ-রক্তে বিহার পাদদেশ ধৌত করিতে উদ্যত হইলে, কোশলের যথার্থ রাজাধিরাজ প্রশান্ত মুখে কহিলেন,- "আমায় তোমরা বধ্যভূমে নিয়ে চল, এখানের পুণ্যভূমি আমার শোণিতে কলঙ্কিত হইলে দয়াবতার প্রভু আমার আর কখনও এখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।"

মৃত্যুকালীন রাজভ্রাতার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিঃশঙ্ক দণ্ড গ্রহণ সংবাদে রাজা মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর কঠোর চিত্তে এভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না, উচ্চ হাস্যে কহিলেন,- "শুনেছি সেই শাক্যরাজপুত্রটি নিজে ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করে অন্য ক্ষত্রিয়গুলোকেও পথের কুক্কুরের মত অপদার্থে পরিণত করছে!"

প্রকৃত সত্য কিন্তু কাহারও শাসনভয়ে চিরদিন ধরিয়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। রাজা বিরূঢকের প্রচণ্ড বৌদ্ধ বিদ্বেষ সত্ত্বেও কোশল প্রজা প্রসেনজিতের সময়েই যে মৈত্রীধর্ম্মের শীতল ছায়ায় হিংসা-জর্জ্জরিত ধর্ম্ম-বন্ধনহীন জীবন উৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিল না। নদীর স্রোতের মতই নব ধর্ম্মস্রোত তাহাদিগকে সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে খর বেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দণ্ডভীতি বা বিপদাশঙ্কা তাদের প্রাণের আবেগকে ঠেকাইতে সমর্থ হইল না। আচারভ্রষ্ট বিশৃঙ্খলাপূর্ণ মদমত্ত জনসমাজে যে অভিধর্ম্মের প্লাবন আসিয়াছিল, তাহা সে সেই সমাজকে জীবনীবেগে চঞ্চল, জাগ্রৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত, জ্ঞান ভক্তির পথে পরিচালিত না করিয়া পুনর্ম্মুষিকে পরিবর্ত্তিত করিল না।

কুমার জেতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে—কোশলের নব ধর্ম্মীরা রাজার বিরুদ্ধে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তর্বিপ্লবের এই সংবাদ পাইয়া ভগবান্ তথাগত শ্রাবস্তীনগরে নিজে আসিয়া অসন্তোষ ক্ষুব্ধ কুমার জেতের সহধর্ম্মীদের বিদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কহিলেন, "এই নশ্বর মরণশীল দেহনাশের জন্য এত অধীরতা কেন? জীবের হিতার্থে কর্ম্ম করাতেই জীবনের সার্থকতা নতুবা এ জীবনের মূল্য কতটুকু? রাজপুত্র জেৎ নিজের কর্ম্মবলে অর্হৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি দূর ভবিষ্যতে বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়া মহাপরিনির্ব্বাণ লাভও করিবেন। তাঁর হত্যাকারীকে তোমরা সেই পরম ক্ষমাশীলের ভক্ত হইয়াও কি হেতু ক্ষমা করিতে পারিতেছ না?"

শ্রেষ্ঠী সুদত্ত কুমার জেতের এই মৃত্যুর প্রিয়বন্ধু ছিলেন। একান্তভাবেই প্রতিশোধ ব্যাপারে তাঁহার চিত্তই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজিত হইয়াছিল। এমন কি ইহার জন্য তিনি তাঁর নবধর্ম্মমত পর্য্যন্ত বিস্মৃতির তলে নিক্ষেপ করিতেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। একান্ত লজ্জা-ক্ষিন্ন মুখে কহিলেন,—"ভগবান! যে রাজার জন্য প্রজাবর্গের ধন প্রাণ, এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নিরাপদ নয়, সে রাজার পরিবর্ত্তন চেষ্টা কি পাপ?"

উদাসীন মধুর হাসি হাসিলেন,—"প্রিয়পুত্র! ইচ্ছা পূর্ব্বক একটি বিষাক্ত সর্পের উৎসাদনও মহাপাপ! বলের দ্বারা শত্রুকে পরাজয় ইচ্ছা না করিয়া প্রেমের দ্বারা জয় করিতে আগ্রহান্বিত হও, উহাই প্রকৃত বিজয়।" প্রেমের দেবতার এই প্রেমপূর্ণ বাণী ভক্ত চিত্তকে সম্মোহিত করিয়া দৃঢ় সংকল্পের উচ্ছেদ সাধন করিল। এইরূপ চিরযুগে যুগেই তো হইতেছে!—সমুদ্র-মন্দর-মথিত কালানল দেবাদিদেব স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ না করিলে সেই বিষবাষ্পে বিশ্বচরাচর কবে না কবেই তো ধ্বংস হইয়া যাইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

High place to thee in royal court, high place
in battle line.

—*Scott.*

শ্রাবস্তী বহু প্রাচীন জনপদ। অশীরবতী নদীতটে সৌধ সমাকীর্ণ ভাস্কর শিল্পের সারভূত বিচিত্র হর্ম্ম্যমালা পরিশোভিত উত্তর কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী সমসাময়িক অন্যান্য নগরীগণের মধ্য মণিরূপে উত্তরাপথের রাজ্য সকলের মস্তক মুকুটে পরিগণিত হইয়া উত্তর ভারতের রাজধানী এবং কোশল সম্রাট্‌গণ উত্তর-ভারতে ছত্রপতিরূপেই সর্ব্বজন স্বীকৃত।

মানব শিল্পী এই নগরীর চারুদেহে শিল্পাভরণ ও রত্নাভরণ পরাইয়াছে। শিল্পী-প্রধানা প্রকৃতি সুন্দরী ইহাকে নৈসর্গিকী সর্ব্বোচ্চ শোভা সম্পদের অধিকার প্রদান করিয়াছেন, যুগাবতার ভগবান্ ধর্ম্ম-ধনে ইহাকে পরম ধনী করিয়াছেন, এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী নগরী তাই অতুল-শ্রী ধারণ পূর্ব্বক ভূস্বর্গের ন্যায় প্রতীয়মানা হইত। কোথাও এর রত্নমণ্ডিত মন্দির-চূড়া সূর্য্যকিরণে দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে, কোথাও অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরের সুবর্ণকলস সকল সূর্য্যকরোজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া দর্শকের নেত্র ঝলসিত করিতেছে, কোথাও ধবল উন্নত বিহারসমূহ দ্রষ্টার চিত্তে ধর্ম্মভাবের বীজ বপন করিতেছে। এদিকে বেশভূষা বিভূষিত নাগরিক ও নাগরিকাদিগের রূপপ্রভা বৈদেশিকগণের নেত্রে বিস্ময়-প্রশংসা ফুটাইয়া তুলিতেছে। নগরীর কোথাও প্রস্ফুটিত কুসুমোদ্যানের সুমধুর গন্ধ মন্দ মলয় বায়ু হিল্লোলে কর্ম্মক্লান্ত নরনারীর মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও দৃষ্টি সার্থক করিতেছে,—সর্ব্বত্রই ইহার বিচিত্র ও বিভিন্ন চমৎকারিণী মূর্ত্তি সকল দেখা যায়। প্রভাতে এই অপূর্ব্ব নগরীর ঊর্দ্ধাকাশ মন্দির—পূজার বন্দনা গানে এবং বাদিত্র বাদনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সন্ধ্যায় অসংখ্য দীপাবলী এর নৈশ সজ্জা সুসজ্জিত করে,—সংগীতে ও বাদ্যরবে অহোরহ এ নগরী ইন্দ্রসভার পরিকল্পনা জাগ্রত রাখে। আবার বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আরাধনারও অভাব ছিল না। নদীর পশ্চিমতীরে নগরীর মধ্যভাগে সুবিশাল রাজপ্রাসাদ। সুবিস্তৃত রক্ত পাষাণ প্রাচীর পরিবেষ্টিত শিল্প-নৈপুণ্য পূর্ণ হর্ম্ম্যমালার শোভা ও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না।

প্রভাতে নির্ম্মিত প্রাসাদের রক্তপ্রস্তর স্বর্ণ চূড়ায় শ্রীরামচন্দ্রমূর্ত্তি-লাঞ্ছিত পতাকা কম্পিত করিয়া প্রভাত বায়ু সানন্দে প্রবাহিত হইতেছিল, সে কম্পনের প্রতিচ্ছায়াও অদূর নদী বক্ষের বীচিমালায় বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। প্রশস্ত চত্বরের চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈনিকগণ অধিনায়কের ইঙ্গিতে উত্তোলিত অস্ত্রাধার নিম্নাভিমুখী করিয়া একসঙ্গে মাথা নোঙাইল। তোরণ দ্বারের নহবতে ভৈরব রাগের আলাপ আরম্ভ মাত্র বৈতালিকগণ উচ্চে বন্দনা গান গাহিতে লাগিল,

জয়জয় হে রাজাধিরাজ! সকল জনবন্দিত! ইন্দ্র যম বরুণ বায়ু রাজ্যে যাঁর কম্পিত।

সূর্য্যসম প্রতাপ যাঁর, ইন্দ্রসম করুণাভার, দীপ্ত তাঁর মুকুট মণি ইন্দ্রমণি লাঞ্ছিত।

পাত্রমিত্র সভাসদ সকলের শরীর রক্তে তরঙ্গ তুলিয়া পরমমহেশ্বর পরমভাস্কর পরমভট্টারক নৃপতিকুল-সূর্য্য সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীমন্‌মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়ক দেব তাঁর পৈতৃক সিংহাসনারূঢ় হইলেন।

কষিত কাঞ্চন বিনির্ম্মিত সেই অপূর্ব্ব সিংহাসনে স্থূলমুক্তাবলী সংযুক্ত রত্নখচিত সুবর্ণ ছত্রতলে স্বর্ণসূত্র বিরচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বৈদূর্য্য ও নীলা সংযুক্ত পাদপীঠে চরণ রক্ষা পূর্ব্বক পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কহিলেন,—"মহামন্ত্রি! বৈতালিকেরা আমার স্তুতিকালীন আমার প্রতি 'ভুবন-বিজয়ী' প্রভৃতি উত্তম উত্তম বিশেষণগুলি প্রয়োগ করলে না কেন?"

মহামন্ত্রীর আদেশে বৈতালিকগণ ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক পুনশ্চ গাহিল :—

"ত্রিভুবন বিজয়ী, বৃত্রারি সমতুল্য অমিততেজা, পরমমহেশ্বর পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ রাজ-রাজ-শ্রী বিরূঢ়ক দেব সমস্ত দেবগণের সৌন্দর্য্য ও শক্তিকে হীনশ্রী করিয়া ইন্দ্রাসন সমতুল্য বিশ্ব-বিশ্রুত কোশল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেছেন, এ আসন সামান্য আসন নয়। এই আসনে বসিয়াই একদিন রঘুরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এই আসনে উপবিষ্ট রাজা দশরথ ইন্দ্র-শত্রু সম্বরাসুরকে নিহত করিয়া দেবগণেরও ভয়ত্রাতা হইয়াছিলেন, অমিততেজা দেবারিমর্দ্দন—রাবণারী রামচন্দ্রের আসন কোথায়, যদি জানিতে চাও,—তবে ঐ দেখ! সসাগরা বসুমতী,—যাঁর উত্তরে মেঘাম্বরা সূর্য্য কিরীটিনী হিমাচল, দক্ষিণে অনন্ত নীলাব্জ নীল মহোদধি, যাঁর ত্রিদিবেশ তুল্য চরণ তলে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন,—সূর্য্য যাঁর রাজধানী মধ্যে ভয়ে কিরণ বর্ষণ

৩

করেন, যাঁর শাসন ভয়ে ভীত বরুণ দেব সময়ে ধারাবর্ষণ পূর্ব্বক শস্য উৎপাদনে প্রজাবৃন্দের লালন করিতেছেন, ছয়-ঋতু যাঁর কোপ ভয়ে শঙ্কিত চিত্তে নির্দ্দিষ্ট-কালের মুহূর্ত্ত মাত্র ব্যতিক্রমে সাহসী নহেন,—সেই বজ্রধর সমতুল্য ধরণীপতির চরণযুগল সন্দর্শনে হে সৌভাগ্যশালী কোশল প্রজাবৃন্দ ! সকল ক্লেশমুক্ত হও ।”

রাজসচিববৃন্দ যথাযোগ্য আসন সমালংকৃত করিলেন। মহামন্ত্রী অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভার্গবাচার্য স্বীয় নির্দিষ্ট ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট। মহাপ্রতিহার, মহানায়কগণ, দণ্ডনায়ক, অভিজাত-বর্গ ও দণ্ডধর প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় কার্যে নিরত হইল।

মহানায়ক সমন্তক কহিলেন, ‘ক্লেশ-মুক্ত’—কথাটা কিন্তু সংগত হয়নি !—‘ক্লেশ-মুক্ত’ হওয়ার কথায় বুঝায়, তারা ইতঃপূর্ব্বে ক্লেশ-ভোগ করছিল।”

নবীন সভাসদ অম্বরীষ পরিষদ মণ্ডলীতে সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং মাত্র স্বল্পদিনের আগন্তুক, এ অবস্থায় সর্ব্ব প্রান্তে আসন লাভ এবং রাজ-সম্বন্ধীয় আলোচনায় বিরত থাকাই তার পক্ষে সংগত কিন্তু এ যুবকের সম্বন্ধে এই সনাতন প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুকৃতির ফলে এবং স্বীয় কৃতিত্ব বলে ইতোমধ্যেই তিনি আসন পাইয়াছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর অমাত্যদলে এবং কোন আলোচনাই তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। মহানায়ক সমন্তকের মন্তব্যে আক্রমণাত্মক ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“এর অর্থটা ঠিক পরিগ্রহ করতে পারেন নি অমাত্যবর ! উক্ত ‘ক্লেশ’ অপর কোন ক্লেশ নয়,—আমাদের সূর্য্য-সদৃশ মহারাজাধিরাজের অদর্শনে যে ক্লেশান্ধকারের উদ্ভব হয়েছিল, সেই অদর্শন-ক্লেশ মুক্ত হ'বার জন্যই তাঁর পুনর্দর্শনে এই শব্দটিকে বিশেষ করে নির্দ্দেশ দেওয়া ঠিকই হয়েছে।”

মহানায়ক সমন্তক ঈষৎ অপ্রতিভ ও সবিশেষ বিরক্তি সহ নীরব রহিলেন। মহানায়ক অরিন্দম তাঁর স্থূলোদর-ভার বহনে ক্লান্ত দেহ আসন পৃষ্ঠে মেলিয়া গভীর ভাবোচ্ছ্বাসে মস্তকান্দোলন করিতে করিতে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কহিলেন, —“ঠিক্ ! ঠিক ! সূর্য্যোদয়ে যেমন মেঘমণ্ডলী—‘ওহো, না, না,—অন্ধকার রাশি দূরীভূত হয়,’ চমৎকার উপমা ! তবে তা'ও বলি, অম্বরীষ ! তোমারও আমাদের পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজকে ‘সূর্য্য-সদৃশ’ কথাটা বলা সংগত হয়নি ! আমাদের পরমমহেশ্বর ‘সূর্য্য-সদৃশ’ নহেন, তিনিই দীপ্ত-সূর্য্য।”

“আজি কালিকার দিনে প্রমত্ত বালকেরা নিজেদের বিদ্যাকে অত্যধিক বোধ করে, তাই অল্পবিদ্যা নিয়ে সম্মানিতদের উপযুক্ত সম্মান দিতে পারে না। সেই সব অহংকৃত লোকেরা রাজভক্তির স্বল্পতা নিবন্ধন মহারাজাধিরাজের সম্বন্ধেও

ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসে, উদ্দীপ্ত-আদিত্য মহারাজাধিরাজকে লোকচক্ষে হেয় করতেও সেই কৃতঘ্নদের বাধে না, এর চাইতে আশ্চর্য্য আর কি আছে।"—গভীর নিশ্বাস সহকারে এই আক্ষেপোক্তি করিয়া সমন্তক নবীন অমাত্যের প্রতি কুটিল বিষদিগ্ধ কটাক্ষ ক্ষেপ করিলেন।

অরিন্দম সমন্তকের 'উদ্দীপ্ত-আদিত্য'—বিশেষণের উপভোগ্য রস উপভোগ করিতে করিতে মস্তকান্দোলন করিলেন,—"উঁহুঁ, 'উদ্দীপ্ত-আদিত্য' শব্দটি তো শ্রুতিসুখকর ঠেকছে না হে! 'দীপ্ত-সূর্য্য' শব্দটায় একটা মাধুর্য্য আছে। 'মার্ত্তণ্ড',—'ভাস্কর'—এগুলোও 'আদিত্যের' পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলে। বিশেষতঃ সংগীতে যুক্তাক্ষর যুক্ত শব্দ যত বেশী থাকে, ততই তা' সুশ্রাব্য হয়।

অম্বরীষ পরাভব প্রাপ্ত হইতে বসিলেন।—এ সমাজে যে পরাভূত হয় তার বড় দুর্গতি। রাজা হইতে রাজপারিষদ সকলের নিকট তাকে পদে পদে লজ্জা গ্লানি কুৎসা সহ্য করিতে হয়। মাত্রাতিক্রম করিয়া সেই অকথা অবস্থা কোথায় পেঁছিতে পারে, তাও কি বলা যায়? সর্ব্বক্ষণ পারিষদবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগুন জ্বলিতেছে, পরস্পরকে নামাইয়া নিজের আসন উর্দ্ধে তুলিতে এ সভা সর্ব্বদাই সমুৎসুক। তরুণ অম্বরীষের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রের এতটা স্পর্দ্ধা সহিতে না পারিয়া পুরাতন দল নিজেদের মধ্যে যাহাই থাক ইহার বিরুদ্ধে একজোট হইয়াছেন।

অম্বরীষ চকিতে রাজার মুখভাব দেখিয়া লইলেন। নীরব কৌতুকে তিনি তাদের বাদানুবাদ উপভোগ করিতেছেন। তাঁর স্থূল অধর প্রান্তে ঈষৎ হাস্য আধারের ঘনত্ব ভেদ করিয়া সুস্পষ্ট ফুটিতে সমর্থ হইতেছে না।—তা' এইরূপই হয়, সরল হাস্য শ্রাবস্তি-পতির নিতান্ত অপরিচিত।—অম্বরীষ মৃদু হাসিলেন,—"'সূর্য্য' না বলে প্রকৃত-পরমেশ্বর পরমমহিমার্ণব মহারাজাধিরাজকে 'সূর্য্য-সদৃশ' বলায় দোষ দিচ্ছেন, তা' দিন, আবারও মুক্তকণ্ঠে বলছি—,—মহারাজাধিরাজ আদিত্য ন'ন 'আদিত্য-স্বরূপ'!—সূর্য্য যেমন জগৎকে তাপ ও আলো দানে নিয়ত জীবনী-যুক্ত করে রাখেন,—আমাদের সূর্য্যবংশীয় নরপতিও তেমনি প্রজাবর্গের পক্ষে জীবন-দায়ী সূর্য্য সদৃশ! স্বয়ং এইজন্য সূর্য্য ন'ন, যেহেতু সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না, কিন্তু মহারাজাধিরাজ সকলকারই নয়নানন্দকর শারদ-জ্যোৎস্না তুল্য স্নিগ্ধ দর্শন।"

"কিন্তু অম্বরীষ! সূর্য্যাপেক্ষা শরৎচন্দ্র কি—" মহানায়ক সমন্তক কথা শেষ করিতে পাইলেন না। পরম-মহিমার্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ

নিজেই বাধা দিলেন,—"অম্বরীষ ভাল কথাই তো বলেছে! এতে আবার কোথায় পেলে 'কিন্তু'? এত অল্পদিনে আমায় এমন করে চিনে ফেলেছ, অম্বরীষ! আমারই অন্নে চিরদিন পুষ্ট হয়েও আমায় এরা চিনলো না!"

এই বলিয়া অভাজন সভাজনদিগের অকৃতজ্ঞতায় পরিতপ্ত রাজাধিরাজ নিশ্বাস মোচন করিলেন।

আভূমি নত অম্বরীষ বিনম্র স্বরে উচ্চারণ করিল,—"আপনিই দাসের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন ক'রেছেন।"

সভাসীন অভিজাতবর্গের নেত্র হইতে যে স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইল, ভাগ্যক্রমে সে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি ছিল না, নহিলে শুধু অম্বরীষ নয়, সে অনলে সভাশুদ্ধ ভস্ম-স্তূপে পরিণত হইতে পারিত। হোন রাজা,—তাই বলিয়া এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য হয় না! তাঁরা কেহ রাজার পিতৃ-বয়সী;—কেহ সমবয়স্ক,—আর এই অপরিচিত আগন্তুক তাঁর পুত্রস্থানীয়। যুবরাজ পুষ্পমিত্রেরই সমবয়স্ক। কিন্তু উপায় কি? এ নিষ্ফল ক্রোধের ব্যর্থ অনুযোগ শুনিবে কে? পাশা খেলা চলিতেছে,—ন্যায়বিচার তো হয় না এখানে। মনের আগুন মনে চাপিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও দন্ত বিকাশ করিতে হয়,—নতুবা;—

রাজকার্য্য আরম্ভ হইল। নানা দিগ্‌দেশের দূতেরা বিদায় গ্রহণ করিলে সর্ব্বশেষে রাজ-নিয়োজিত চর রাজ্যের এবং শাসনাধীন প্রান্ত-প্রদেশ সকলের সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিল। সর্ব্বত্রই সুসংবাদ, কেবল বৈশালী প্রত্যাগত চর কুণ্ঠার সঙ্গে জানাইল,—সে রাজ্যের প্রজারা শ্রাবস্তির অধীনতা স্বীকার করে না। তারা বলে, 'সৌভাগ্যবলে আমরা কোশল প্রজা নই।—আমাদের মহাসামন্ত ধর্ম্মরাজ তুল্য, স্বয়ং তথাগত আমাদের ভিক্ষু-সদৃশ মহারাজের পরম বন্ধু,—আমরা আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান।'

সভাসীন সকলের মস্তকের কেশ হইতে সমস্ত শরীরের রোমকূপ কণ্টকিত হইতে লাগিল। 'চর', 'ধর্ম্মরাজ', 'লিচ্ছবিপ্রজা'—এমন কি, তাঁহারা নিজেদের জন্যও প্রমাদ গণনা করিলেন।

জলদ গম্ভীরস্বরে রাজা ডাকিলেন,—"মহামাত্য!"

মহামাত্য ভার্গবাচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর শুভ্রকেশ মূল হইতে লোলচর্ম্মাবৃত পদতল পর্য্যন্ত অন্তর্বাহ্যে সমভাবে কম্পিত হইতেছিল। রাজা কহিলেন,—"এই দুর্ম্মুখটা হস্তিপদে নিক্ষিপ্ত হোক।"

শুনিয়া দূতের প্রাণ উড়িয়া গেল!—হতবুদ্ধি হইয়া কহিল,—"মহারাজাধি-

রাজ! আমি সংবাদসংগ্রহকারী মাত্র, লিচ্ছবিপ্রজার পরিবর্ত্তে আমার 'পরে এ আদেশ কেন?"

রাজা ক্রোধে কম্পিত হইতেছিলেন, অম্বরীষের দিকে ফিরিয়া কোনমতে কহিলেন,—"কেন? উহাকে বুঝাইয়া দাও।"

অম্বরীষ আজ্ঞা পাইয়া সাগ্রহে দূতের দিকে ফিরিলেন। সভাস্থ সকলেরই মত তিনিও রাজ আজ্ঞার প্রতীক্ষায় নিরুদ্ধশ্বাসে চাহিয়াছিলেন। আকস্মিক মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্য চর যেন ইতঃমধ্যেই অর্দ্ধমৃত হইয়া গিয়াছে, অম্বরীষ তাহার দিকে চাহিয়া শান্তস্বরে কহিলেন,- "পরমমহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের ব্যাসকূট তোমার ন্যায় হস্তি-মূর্খের স্থূলবুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয়নি, সেজন্য তোমায় আমি দোষ দিই না। তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করছেন, যে দেশের প্রজারা তাঁর অশেষ গুণরাশির অপলাপ করে মিথ্যা কুৎসা প্রচার করেছে, তারা শীঘ্রই করিরাজ সদৃশ আমাদের মহারাজাধিরাজের শাসন দণ্ডতলে নিষ্পেষিত হবে,— এ কথাটা ভাল করে জেনে রেখ!"

দূতের বক্ষ স্পন্দন থামিয়া আসিয়াছিল, সে অকস্মাৎ অর্দ্ধমৃত দেহে প্রাণ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কহিয়া উঠিল,—"জয়মাতা চামুণ্ডা!—মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হোক!"

রাজা যখন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, 'ব্যাসকূটের' ব্যবধান রাখিয়া আদৌ তা' করেন নাই, কিন্তু ব্যাখ্যা গুণে ব্যাখ্যানটা কানে তাঁর তো মন্দ ঠেকিল না তো! অশুভ সংবাদবাহীর পাপ জিহ্বাকে চির নীরবতা দিতে আগ্রহ থাকিলেও প্রীতিপাত্রের ব্যাখ্যাকে খর্ব্ব করা সংগত হইবে না বুঝিলেন। ইহাতে নিজেকেই একটু রসবোধহীন খর্ব্ব করা হইবে। রাজা ছদ্ম-প্রীতিপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "সাধ করে কি বলি, অম্বরীষ! তোমার মত আমায় এরাজ্যে একজনও কেউ চিনতে পারলো না!—অবিলম্বে উহাকে রাজসীমা ত্যাগ করে চলে যেতে বলে দাও। আর কখনও যেন এ রাজ্যে ও মাথা না গলায়।"

মহামাত্য ডাকিলেন—"প্রতিহার!"

প্রতিহার উঠিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল। এই সময় সভা মধ্যে তুমুল আন্দোলন ও বিকট কোলাহল উত্থিত হইল,—"এর চেয়ে ওর প্রাণদণ্ডই ভাল ছিল। এই রামরাজ্যের বাহিরে নির্ব্বাসিত হয়ে কি সুখেই বা অভাগা জীবন ভার বহন করবে?"—"মহামহিমার্ণবের শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা হস্তিপদে চূর্ণিত হওয়াও শ্রেয়!"

রাজার 'শ্রীচরণ দর্শনে-বঞ্চিত জীবন বহন ক্লেশ'—হইতে মুক্তির আদেশ কোন মুহূর্ত্তে প্রদত্ত হইবে, সেই ভয়ে আতঙ্কিত দূত ব্যাকুল চক্ষে উদ্ধারকর্ত্তা অম্বরীষের প্রতি চাহিল। সে দৃষ্টি যেন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছিল,—'বাঘের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছ, এবার জম্বুক-দন্ত হইতে উদ্ধার কর!'

অম্বরীষ যুক্তপাণি হইয়া কহিলেন,—"রাজরাজ্যেশ্বর! হতভাগ্য চরের প্রাণদণ্ড প্রত্যাহারের প্রয়োজন নেই।"

রাজার সে ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে তখনও বিদূরিত হয় নাই। মনোভাব অপ্রকাশ্য রাখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন,—"সে কি!—একথা বলছো কেন অম্বরীষ?"

"আপনার রাজ্য সীমার বাইরে বাস যোগ্যস্থান কোথায়, মহারাজাধিরাজ? অভাগা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নে'বে?"

রাজা বড়ই প্রীত হইলেন,—এত প্রসন্ন তিনি বড় একটাই হইতে পান না। তথাপি মর্য্যাদানুযায়ী গাম্ভীর্য্য সহকারেই কহিলেন,—"সে কি অম্বরীষ! আমার রাজসীমা কতটুকু?—এর বাইরে বসতিযোগ্য স্থানই নেই? বল কি তুমি? ঐ তো বৈশালীই রয়েছে, যেখানের লোকেরা আমার প্রজা নয় বলে গর্ব্ব করে!"—বলিতে বলিতে অকথ্য অপমানের সুদুঃসহ স্মৃতি দুই চোখের যুগ্ম তারায় আগুন জ্বালাইল। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া সেই দহন জ্বালাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া সভামধ্যস্থ সকলকার দিকেই এক একবার চাহিয়া লইয়া তৃষাতুর ব্যাঘ্রের মত সেই শোণিতপিপাসু দৃষ্টি হতভাগ্য দূতের প্রতি নিবদ্ধ করিলেন, সে অভাগা মর্ম্মের মধ্যে দারুণ শিহরণে শিহরিয়া সভয়ে দৃষ্টি আনত করিল।

অম্বরীষ ক্ষণ নীরবতার পরক্ষণে রুদ্র মরু বক্ষে শিকর-শীতল সলিল বর্ষণবৎ সান্ত্বনা স্নিগ্ধ স্বরে কহিতে লাগিলেন,—"খ-ধূপ মুহূর্ত্তের অহংকারে ধরণীকে তুচ্ছ করে, কিন্তু ভস্মরূপে বিমান বিচ্যুত হয়ে তারই অঙ্কে যখন ঝরে পড়ে, তখন শেষ অনুতাপে নিজের ক্ষুদ্রতার পরিচয় জেনে যায়। লিচ্ছবিদের অহংকারের বহ্নি ইতোমধ্যেই তো তাদের দহন আরম্ভ করেছে,—সেখানে স্থান আর কোথা? বাকি হিমাচলের হিমবাহ, আর মহাসমুদ্রের অতল তল মাত্র! তাই ভাবি, মহারাজাধিরাজ! ওর গতি কি হবে।"

রাজা এবার হাসিয়া ফেলিলেন,—হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"কি কথার মালা গাঁথিতেই যে জান অম্বরীষ!—কা'র মনোরঞ্জন করে করে এমন রঞ্জন-বিদ্যাটি শিখলে,—সখা? আচ্ছা, যাক—এবারকার মত একে ক্ষমাই করা

গেল,—এ শুধু তোমায় খুসী করবার জন্যে,—বুঝলে অম্বরীষ! গুণীর মর্য্যাদা আমি সর্ব্বদাই রক্ষা করি।"

দূত আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে সভয়ে সম্রাট্‌কে যথাযথভাবে, তৎপরে সুগভীর কৃতজ্ঞ-শ্রদ্ধার সহিত অম্বরীষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া মুহূর্ত্তে হাওয়া হইয়া গেল। প্রণামের সে পার্থক্য রাজ-লোচনের বিষয়ীভূত হইলে খুব সম্ভব নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারিত,—অন্যের মত অম্বরীষও সশঙ্ক-নেত্রে রাজার দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিল।

সভাগৃহ নিস্তব্ধ। এ নীরবতা সভাসীনদিগের বিশেষ অশান্তিজনক। এ স্তব্ধতা রজনীর মধ্যযামে বিশ্ব প্রকৃতির বিশ্রাম স্তব্ধতা নহে, কালবৈশাখীর অশনি গর্ভ স্তম্ভিত আকাশের প্রবল ঝটিকার পূর্ব্ব-সূচনা।

"কোন্ রাজানুগ্রহ-কামী বীর সপ্তাহকাল মধ্যে কোশলের শত্রু নিপাতে সমর্থ? বৈশালীর 'ধর্ম্ম'রাজ'কে বন্যপশুর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যে ব্যক্তি সপ্তাহ মধ্যে রাজ সমক্ষে এনে দেবে, সেই কোশলরাজ্যের মহাসেনানায়ক, সে কোশল-রাজ্যেশ্বরের প্রিয় মিত্র,—সে বৈশালীর ভবিষ্যৎ দণ্ডধর, কা'র ঈপ্সিত এ পদ?"

প্রথম মুহূর্ত্ত সুগভীর সন্দিগ্ধ মৌনতার মধ্যে অপগত হইয়া গেল। দ্বিতীয় ক্ষণে নিরতিশয় ক্ষোভ বিরক্তি ও নিদারুণ লজ্জা জ্বালার মধ্য হইতে সকলে চাহিয়া দেখিল রাজার নব-প্রীতিপাত্র তরুণ অম্বরীষ যুক্তকরে রাজসমীপে দণ্ডায়মান। উত্তাল ক্রোধের রক্তোচ্ছ্বাস ললাট পট হইতে বিদূরীত করিয়া হৃষ্টচিত্তে মহামহিম কোশলেশ্বর বিরূঢ়কদেব উহার প্রতি দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন,—"তুমিই এ সমাজে একমাত্র জীবিত পুরুষ! এতদিন আমি পুরুষা-কৃতি ক্লীবদিগকে পোষণ করে এসেছি।—এসো বন্ধু! আজ হ'তে তুমি শুধু রাজবন্ধুই নও, এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি তুমি। জয়সেন! তোমার কটিবদ্ধ অভিষিক্ত তরবারি খুলে এখনি অম্বরীষকে প্রদান কর, ও বৃথা ভার বহন তোমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। গণনায়ক! দণ্ডনায়ক! মহাপ্রতিহার! তোমরা তোমাদের নবীন মহাসেনানায়ককে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে না! জীবনের মমতা রাখ না না'কি?"

সভাভঙ্গ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

Farewell to thee...when thy diadem crown'd me,
I made thee the gem and wonder of earth.

—*Byron.*

সাধুচিত্তের ন্যায় নির্ম্মল সলিলা গণ্ডকীতীরে বৈশালী নগরী সুশোভিতা। নরপতি বিশালদেব বিনির্ম্মিত বিশালকায় দুর্গশীর্ষে সমুন্নত লিচ্ছবি-পতাকা শোভা পাইতেছে। প্রজারঞ্জক বুদ্ধ ভক্ত মহাসামন্ত প্রদ্যুম্নরাজ বৈশালীর সাধারণ-তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি। শাক্য সমাজের ন্যায় বৃজি-লিচ্ছবি সমাজেও রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাধারণতন্ত্রের মতই শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ইঁহাদের মধ্যে মন্ত্রিসভার শক্তিই প্রবল এবং প্রধান বা রাজা মন্ত্রিসভার সহিত সর্ব্ববিষয়ে ঐক্যমত হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। লিচ্ছবি গণতন্ত্রের বহু শাখা-রাজ্য হিমাচলের তুঙ্গ শীর্ষ হইতে সমগ্র মৈথিল-প্রদেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান। সম্মিলিত লিচ্ছবিকুলের শাসনবিধি ব্যবস্থার জন্য বৈশালী নগরে একটি মহাসভা সংস্থাপিত ছিল। এই মহাসভা যেরূপ ব্যবস্থা দিতেন, তদনুবর্ত্তী হইয়া সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিচ্ছবিরাজ্য একই বিধিতে সুশাসিত হইত। কিন্তু এক্ষণে আর লিচ্ছবি-সমাজের সে বল নাই, যে একতার বলে বলীয়ান্ হইয়া এতদিন ইহা অজেয় ছিল, অজাতশত্রু ও তাঁর কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী বিশ্বকরের প্রাণপণ চেষ্টায় গৃহ বিচ্ছেদে তাঁদের সেই অটুট শক্তি হীন বল হইয়াছে। মাতামহকুলের প্রতি বিম্বিসার পুত্রের প্রচণ্ড বিদ্বেষ সর্ব্ববিদিত তাঁদের ধ্বংস চেষ্টারও তাঁর দিক হইতে বিরাম নাই।

বৈশালীপতি প্রদ্যুম্নরাজ বুদ্ধদেবের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান একথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। প্রসেনজিতের মৃত্যুর পর যুবরাজ জেতের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও বিরূঢ়কের সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটিলে ভগবান সিদ্ধার্থ শ্রাবস্তির জেতবন বিহারে আর প্রবেশ করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে বৈশালীর বালুকারাম বিহারে অনেক সময় তাঁর যাপিত হয়। ভক্ত শিষ্য পরিবৃত সেই দর্শনাথী ও দর্শনাথিনীগণ মগধ মিথিলা কোশলাদি নানা দেশ হইতে এখানেই সমাগত হয়। এই বালুকারাম বিহারে ভগবান তথাগতের পবিত্র মুখ নিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশাবলী জরামরণ রোগ বিয়োগ বিধবস্ত মানব জীবের উদ্দেশ্যে পাবনী জাহ্নবীর ধারার মতই উৎসারিত হইয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ ঋতুর পর চাতুর্ম্মাস্য কাল গত হইয়াছে। পবারণা-ক্রিয়ার শেষদিন—সারন্দদ চৈত্যে সদ্ধর্ম্মী ভিক্ষু ভিক্ষুগণের সমাবেশ হইয়াছিল, প্রভাত অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কল-বিহঙ্গ রবের সহিত বিহারের চতুর্দ্দিকে লোক সমাগম হইতেছে। এই পবারণা দিনে বৈশালীপতি সহস্তে ভিক্ষুদিগের পরিচর্য্যা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অন্ন পান ও চীবরাদি প্রদানে পরিতুষ্ট করেন, তাঁরাও চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম পালন শেষে পরস্পরের নিকট কয়মাসের দোষ ত্রুটি স্বীকারে প্রাতিমোক্ষক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচারার্থ দিক বিদিকে জয় যাত্রা করিবেন। তাই আজ বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে উদ্দীপনা ও আনন্দের স্রোত বহিতেছিল। গগন-মণ্ডল পূর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে ছিল,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বিশাল বিহার-চৈত্যের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য পীতবস্ত্রধারী মুণ্ডিত মস্তক প্রসন্নমুখ ভিক্ষু শ্রমণ সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের নিষ্ঠাপূর্ণ উজ্জ্বল মহিমা দ্যোতক সমুজ্জ্বলতর নেত্রগুলি যুগ্মতারকার মতই তাঁদের গগন সদৃশ উদার মুখমণ্ডল সকলের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছিল। এই সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আবার যথেচ্ছাচালিত কেন্দ্রহীন নহেন, ওই যে ভাস্কর সদৃশ তেজঃপুঞ্জ কায় পুরুষ-পুঙ্গব তাঁদের মধ্যভাগ অলংকৃত করিয়া আছেন, উনিই এঁদের কেন্দ্রপতি।

ভগবান তথাগত ত্রিতাপ তপ্ত জনগণকে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন,— "সংসারের সকল বস্তুই অলীক,—সকলেরই পরিণাম অশুভ এবং সমস্তই পাপময়,— এইরূপ ভাবনা করিয়া অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অনার্জ্জিত পুণ্যের লাভ, উৎপন্ন পাপের পরিত্যাগ ও পাপান্তরের অনুৎপত্তি এই চারিটি বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হইবে।—অনন্তর সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বাসনাসমূহের ক্ষয় করা অত্যন্তাবশ্যক।"

ক্রমে ক্রমে ভিক্ষুগণ দলে দলে বিদায় বন্দনা করিয়া ত্রিরত্ন স্মরণপূর্ব্বক বিহার পরিত্যাগ করিলেন। ভিক্ষু সংঘর্ষিত মহাবিহার প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল। আকাশে বাতাসে এবং শ্রোতাদলের অন্তঃকেন্দ্রে শুধু ধ্বনিত হইয়া রহিল;—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামিং, সংঘং শরণং গচ্ছামি।'

সেদিনের অপরাহ্ণে রাজ পরিবারবর্গের সহিত ভগবানের আলাপন হইতেছিল। রাজা আসন্ন বিপদের বার্ত্তা নিবেদন করিলে, ভগবান প্রসন্নমুখে কহিলেন,— "সংযত ব্যক্তির বৈর উৎপন্ন হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জ্জন করিতে

পারেন, রাগ দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ে নির্ব্বাণ লাভ হয়। অতএব আপনি চিন্তিত হইবেন না,—পার্থিব অমংগল ঘটিলেও আপনার পারমার্থিক অকুশল কোনক্রমেই কেহ ঘটাইতে পারিবে না।"

তৃপ্তচিত্তে রাজা বিদায় লইলে রাজকন্যা সুদক্ষিণা ভগবানের সম্মুখে যুক্তপাণি হইলেন।

—"কি বলিবে বৎসে ?"

"দেব! ক্ষুদ্রানারী আমি,—মন স্বতঃই চঞ্চল;—পিতার সমূহ বিপদ উপস্থিত জেনে কোনক্রমেই স্থির হতে পারছি না।—শুনেছি মহাসামন্ত এ রাজ্যে বৃথা রক্তপাত নিবারণ জন্য শ্রাবস্তি-সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করবেন।—না জানি তাঁকে তাদের হাতে কতই নিগ্রহ ভোগ করতে হবে!"

শান্তিপূর্ণ অভয় হাস্য তথাগতের অধর রঞ্জিত করিয়া মন্দ মলয়ানিলবৎ বহিয়া গেল—"বৎসে! সামন্তপতির সংকল্প অত্যন্তই মহৎ! তাঁর মত ধার্ম্মিকের পক্ষে জাগতিক হানি কিছুই নয়,—তাঁর পরলোক ইতোমধ্যেই সুরক্ষিত হইয়াছে, কোন চিন্তা নাই, বৎসে!"

সুদক্ষিণা কিছুক্ষণ বিস্ময়ে চমৎকৃত হইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে আবার কহিতে লাগিল,—"তবে কি তাঁর অদৃষ্ট ফল এই প্রকারই নির্দ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে? এর আর পরিবর্ত্তন নেই?—আমার এখন তবে কি করণীয় প্রভু?"

"ক্ষান্তি।—তোমার সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখের অপহর্ত্তার প্রতি যথার্থ ক্ষমাশীলা হইতে পারিলে তোমার সমস্ত কর্ম্মবিপাক সম্পূর্ণরূপেই বিদূরিত হইবে। বৎসে সুদক্ষিণা!—এ জীবনে তোমার সাধনা ক্ষমা পারমিতা। সর্ব্ব-সাধনার শেষ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাই যে, কন্যার একমাত্র সাধিত হইতে তোমার এখনও বাকি আছে!"

রাজকন্যা নতশিরে গুরুপাদরেণু মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় লইল। আসন্ন মহাবিপদের মহাভয় অতিক্রম পূর্ব্বক তার কিশোরচিত্তে এই মহাপ্রাণ উপদেশকের অবিচল শান্তমুখ এবং তাঁর এই কয়টি মহতী বাণী সুবর্ণ রেখায় ফুটিয়া উঠিয়া হৃদয় নিকষে অক্ষয় হইয়া রহিল।—'এ জীবনে তোমার সাধনা ক্ষমা পারমিতা',—এ বড় কঠিন সাধনা! তথাপি এ যে প্রভুর আদেশ!—বয়সে এখনও নিতান্তই বালিকা সে,—বিদায়কালে হৃদয়কে সম্পূর্ণ আবেগশূন্য করিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে তাই সম্ভব হয় নাই,—গাঢ়স্বরে কহিয়াছিল;—"ভগবান! আবার যেন শ্রীচরণ দর্শন হয়।"

গৌতম পরম স্নেহে প্রণতার মস্তকে আশীর্ব্বাদ পূত-মঙ্গল হস্ত সংস্থাপনান্তর স্নিগ্ধ মধুর হাসি মাত্রই হাসিয়াছিলেন। ইহার পর শান্তচিত্তে সুদক্ষিণা গুন গুন স্বরে একটি বন্দনাগীতি গাহিতে গাহিতে প্রস্থিতা হইল ;—

অন্তরযামি ! তুমিতো জানো, মোর জীবনের মরণের সকল কথা।
তোমার লাগি এ মোর হিয়া ; রোক্ জাগিয়া
তপনের দরশনে কমল যথা।
চরণে তব, হে অভিনব ! বাঁধন টুটে, উঠুক ফুটে, কেতকী সম, হে
প্রিয়তম ! জীবনমম, সহিয়া সহিয়া কাঁটার ব্যথা।—

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পরদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে ধূম্রবর্ণ মেঘরাশিতে গমনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। সে রাত্রি শুক্লপক্ষের হইলে কি হয় নিবিড় কৃষ্ণ মেঘমালার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত বিশ্বসংসার নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের অট্টহাস্যে সে অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হইতেছে,— আবার সেই ক্ষণস্থায়ী দীপ্তি মিলাইয়া গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ওই অন্ধকার সাগরকে যেন নিবিড় হইতে নিবিড়তর করিতেছে। অশান্ত বায়ু রহিয়া রহিয়া সরোষ গর্জ্জনে যেন কোন্ আসন্ন বিপদের বার্ত্তাই চারিদিকে বিজ্ঞাপিত করিতেছিল।

এই দুর্য্যোগময়ী এবং একান্ত অমঙ্গলময় নিশীথে বৈশালীর রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য দুই চারিটি অনুচরসহ দীনবেশে বৈশালীর রাষ্ট্রপতি প্রদ্যুম্নরাজ পদব্রজে গণ্ডকীতীরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। প্রকৃতির যে মহা-বিপ্লবে উপবাসী নিশাচরবৃন্দও সারাদিনের প্রতীক্ষিত ক্ষুন্নিবৃত্তি চেষ্টায়ও আশ্রয়-ত্যাগে সাহসী হয় নাই, আজ সেই দারুণ দুর্য্যোগে রাজ্যেশ্বর রাজা নিরাশ্রয় ভিক্ষুকের ন্যায় অনাবৃত মস্তকে প্রকৃতির রোষগর্জ্জনে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া অন্ধকার-স্খলিতপদে কঙ্করাকীর্ণ পথে বহু কষ্টে অগ্রসর হইতেছিলেন। সমভিব্যাহারী কতিপয় প্রভুভক্ত অভিজাতবংশীয় অমাত্য প্রভুকে দৃঢ়ব্রত হইতে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁর ভাগ্যের অংশভাগী হইতে সঙ্গ লইয়াছে। রাষ্ট্রপালের নিষেধ আজ তারা মান্য করে নাই, তাঁর সমস্ত আদেশ ও অনুরোধের একমাত্রই উত্তর দিয়াছে,—"মহাসামন্ত! আমরা রাজদ্রোহী, নীতিশাস্ত্রের বিধানে আমাদের প্রাণদণ্ড প্রাপ্য। হয় দণ্ডবিধান করে যান, নতুবা একসঙ্গে মরতে দিন।"

অশ্রু অন্ধনেত্রে নীরবে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া সামন্তপতি জলভার স্তম্ভিত কণ্ঠে কহিলেন,—"এস বন্ধুগণ! তবে একসঙ্গেই মরি।"

এরপর তাঁদের মধ্যে আর বাক্য বিনিময় হয় নাই।

বিদ্যুতের খেলা বাড়িতে লাগিল। নিকষ কৃষ্ণ গগনাঙ্গনে সে লুকোচুরি খেলার বিরাম মাত্র রহিল না। মধ্যে মধ্যে দশদিক প্রকম্পিত করিয়া মেঘ গর্জ্জন চলিল। প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে মুসলধারে বৃষ্টিপাতও আরম্ভ হইয়া গেল। পথিক কয়জন অগত্যাই দ্রুত পদক্ষেপে চলিতে বাধ্য হইলেন।

সেই ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে এইরূপে বহু পথ অতিক্রান্ত হইবার পর সহসা এতক্ষণকার সুচিন্তিত মৌন ভঙ্গ করিয়া রাজা কহিলেন,—"সুষেণ! আমরা নিশ্চয় পথ হারিয়েছি! প্রাসাদ হতে কোশল-সেনাপতির শিবির সন্নিবেশ তো এতটা দূরে নয়!"

বিজলী চমকিয়া অতি ক্ষণস্থায়ী তীব্র আলোকচ্ছটা প্রকাশ পাইলে জনৈক প্যারিষদ রাজবাক্যের পোষকতা করিয়া সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল,— "এ কি! আমরা যে ঠিক বিপরীত পথে এসেছি। অদূরে ঐ বৃদ্ধেশ্বরের মন্দির আর বুঢ়াই গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আসুন, ঐ মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে রাত্রিটা অতিবাহিত করা যাক্। প্রাতে গন্তব্যস্থলে সহজেই পৌঁছিতে পারা যাবে।"

সেই ঝড়—ঝঞ্ঝা—বজ্রপাত—ভীষণ পথের 'পরে অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা কহিলেন,—"বন্ধুগণ!—এই মুহূর্ত্তেই আমরা আবার ফিরে যাব।"

মরণপথের যাত্রিগণ কেহ কোন আপত্তি প্রকাশ করিল না। সেই দ্যুলোকে ভূলোকে পরিপূর্ণ বিশ্বভরা অন্ধকারে দশদিক এক হইয়া গিয়াছে, অবিশ্রান্ত জলের ধারায় কষ্ট সহনে অনভ্যস্ত অভিজাতবর্গ একান্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তথাপি সেই সংকটাবর্ত্ত মধ্যে প্রজাহিতার্থে আত্মবিসর্জ্জনে স্থিরসংকল্প রাজা ও রাজামাত্যবর্গ নির্ভীকচিত্তে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণার্থ আবার সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

কিন্তু সেই অন্ধকারময়ী দুর্য্যোগপূর্ণা রজনীতে জঙ্গলময় গ্রাম্যপথ ধরিয়া রাজধানী মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তনে রাজা ও রাজসঙ্গিগণ সক্ষম হইলেন না, তাঁরা পুনঃ পথভ্রষ্ট হইয়া নগরী হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িলেন এবং সে ভ্রম যখন জানিতে পারিলেন, ততক্ষণে উষাগমে অন্ধকার জাল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বৃষ্টির মুষলধারা চারিদিকে ক্ষেত্র গ্রাম পথ সমস্তই জলময় করিয়া দিয়া এতক্ষণে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। উৎপাটিতমূল মহা বিটপীরা মহাকায় রণক্লান্ত অসুরগণের মতই পথরোধ করিয়া ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে।

বৃক্ষাশ্রিত শত শত মৃত পক্ষী ও পক্ষীকুলীয় জীবগণ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। গত রজনীর মহাদুর্য্যোগে বহু জীবজন্তু মরিয়াছে, অনেক নরনারী আশ্রয়হারা হইয়াছে।

দ্রুতপদে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে ব্যাকুলকণ্ঠে রাজা কহিলেন,—"না জানি এতক্ষণে দুর্দ্দান্ত কোশল-সৈন্যহস্তে রাজধানীর কি অবস্থাই না ঘটিল!"

"রাষ্ট্রপতি! এই দুর্য্যোগে কোশল-সেনাপতি স্বীয় নিরাপদ পট্টাবাসে বিশ্রাম করছেন। করকাপাত তুল্য এই ভীষণ বারিপাত সহ্য করতে কখনই বহির্গত হ'ননি।"

"কি জানি, সুভূতি! চিত্ত আমার বড়ই অস্থির হয়েছে! শ্রাবস্তি-সেনাপতির নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, রাত্রি দেড় প্রহর মধ্যে গণ্ডকীতীরে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলে তিনি বৈশালীতে প্রবেশ করবেন না,—কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তো পারলাম না, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনেরও শেষ!—এ শবদেহের অনুগমন তোমরা এখনও পরিত্যাগ কর। আমার এ মুখ আর শত্রু-শিবিরেও দেখাবার যোগ্য নেই। একমাত্র জননী গণ্ডকীদেবীই আমার এ মহা লজ্জা নিবারণ করিতে সমর্থা।"

"রাজর্ষে! বৃথা পরিতাপ! বিধাতা স্বয়ং বাদী হ'লে মানুষের শক্তি কি যে,—এ কি! রাজধানীর দিক হ'তে ঘোর কোলাহল ও ধূমরেখা দৃষ্ট হচ্ছে কেন?"

"কোশল-সেনাপতি নিশ্চয়ই অরক্ষিত পুরী আক্রমণ করেছেন!"

"ভগবান!—ভগবান! এ মিথ্যাচারীর মস্তকে বজ্রপাত করলে না কেন?"

"ওঃ! দেখতে দেখতে অস্পষ্ট ধূমরেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে! অসহায় প্রজাবর্গের গৃহ দগ্ধ হচ্চে! ঐ যে দলে দলে নাগরিক নাগরিকারা দাবানল দগ্ধ বনবাসীর মতই প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে!—ভদ্র! ব্যাপার কি?"

কতিপয় বৈশালিবাসী নাগরিক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছিল। জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়া গেল,—"আর কি?—কোশলের কপটাচারী সেনাপতি প্রাসাদ বেষ্টন করেছে। নাগরিকগণের গৃহ লুণ্ঠিত ও অগ্নি সংযুক্ত হচ্ছে। যুধিষ্ঠির-সম আমাদের ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য নৃপতিকে ভক্ষণ করে দুরন্ত রাক্ষসের রাক্ষসী-ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় নি, বৈশালীকেও এক্ষণে উদরস্থ করতে চায়। এতদিনে পাপিষ্ঠ

অজাতশত্রুর মনোভিলাষ পূর্ণ হ'ল! মগধ এত চেষ্টাতেও যা' করতে পারেনি, কোশল বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা অনায়াসেই সে কার্য্য সিদ্ধ করলে।"

"বৈশালীও বীরশূন্যা নয়। কোশল-সেনাপতি নির্ব্বিবাদে পুরী অধিকার করতে পারবে না,—ইহা স্থির!—আমাদের প্রজাবৎসল রাজার জন্য আমরা সকলেই প্রাণ দে'ব। আপনারাও গিয়ে যোগ দিন, আমরা গ্রামীকদের সংবাদ দিতে যাচ্ছি।"

সংবাদদাতাগণ ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিল।

রাজা কহিলেন,—"বন্ধুগণ! আমার বিভ্রম ঘটেছিল,—গণ্ডকীগর্ভে আমার জন্য স্থান নেই! আমার পিতৃ পিতামহগণের পদধূলি-লাঞ্ছিত তোরণ পাদমূলেই আমার সত্যভ্রষ্ট কলুষিত দেহ শত্রু শরে বিভক্ত হয়ে সেই ধূলিতেই শেষ শয্যা বিছাবে,—এ ভিন্ন আর কোন প্রায়শ্চিত্ত আমার জন্য বিধেয় নয়।"

"রাজন্! সকল ক্ষত্রিয়ের জন্যই সেই স্থান ও সেই শয্যাই গৌরবের এবং সকলেরই উহা প্রার্থিত।"

দশম পরিচ্ছেদ

To see her is to love her,
And love but her for ever.

—*Burns.*

সুবিশাল একটি প্রাসাদ ভবনে শ্রাবস্তি যুবরাজ পুষ্পমিত্রের আবাস। প্রতিহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া অম্বরীষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি আদেশ যুবরাজ?"

কুমার পুষ্পমিত্র অম্বরীষের সমবয়স্ক তরুণ পুরুষ। দৈহিক সৌন্দর্য্যে কোশল-সেনাপতির বীরমূর্ত্তির নিকট যদিও তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত ম্লান দেখায় তথাপি পুরুষোচিত সুঠাম গঠনে সুগৌর বর্ণের উপর কুঞ্চিত কেশ কলাপে তাঁহাকেও সুপুরুষ মধ্যে গণ্য না করিবার কারণ নাই। অম্বরীষের সুন্দর মুখ বিষাদ গম্ভীর ছায়ায় যেন অবগুণ্ঠিতবৎ প্রতীয়মান হয়, কোশলযুবরাজের মুখে তার আভাষ মাত্র নাই। প্রকৃতিতে তাঁর হাস্য-লাস্য ব্যতীত কোন গুরুতর

বিষয়ের স্থানই ছিল না। লোকে বলিত অম্বরীষ দার্শনিক, কেহ বলিত সে কবি, সে যে কতবড় যোদ্ধা তার লিচ্ছবি বিজয়েই তাহা তো সপ্রমাণ হইয়াছে,—যোদ্ধা সে কতখানি ইহাও এ রাজ্যের কাহারও কাছে অবিদিত নয়, যেহেতু প্রকৃত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের সে প্রিয় বন্ধু। 'বন্ধু' এ শব্দ মহারাজাধিরাজের জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁর মুখে ইতঃপূর্ব্বে কেহ উচ্চারিত হইতে শুনে নাই। মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়কদেবের বন্ধু! সমতুল্য ব্যতীত বন্ধুত্ব জন্মে না, এ জগতে তাঁর সমতুল্য কে' আছে? সেই রাজা স্বয়ং জনসঙ্ঘের মধ্যস্থলে যাহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিয়া কোল দিয়াছেন, সে যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একথা কোন্ অর্ব্বাচীন অস্বীকার করিবে? কিন্তু পুষ্পমিত্রের মধ্যে এ সকল গুণের অল্পই বিদ্যমান। কাব্যসুন্দরী তাঁর বিলাসকুঞ্জের চতুঃসীমার মধ্যে নিজ মূর্ত্তি প্রকটিত করিতে পারেন নাই, দর্শনতত্ত্ব সেই প্রমোদমত্ত চিত্তে ছায়াপাতও করে নাই, তবে বীরত্ব?—তা' ক্ষত্রিয়সন্তান শস্ত্রশিক্ষা অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু বেতনভুক্ সহস্র সহস্র সৈনিক বিদ্যমানে ভবিষ্যৎ কোশলাধিপতি স্বহস্তে ইতর সাধারণের ন্যায় অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবেন কোন দুঃখে? ক্ষত্রজনোচিত একমাত্র ব্যসনে তাঁর আসক্তি ছিল তাহা শিকার-যাত্রা। মধ্যে মধ্যে এমনও দেখা গিয়াছে একটা পার্ব্বত্য হরিণী বা বন্য বরাহের পশ্চাতে ধনুর্দ্ধারী পরমভট্টারক কোশল যুবরাজ নিজের সকল গরিমা ও মহিমা বিস্মৃত হইয়া অতি সাধারণ সৈনিকের ন্যায় উন্মত্ত আবেগে বন হইতে বনান্তরে পর্ব্বতগুহাতিক্রম পূর্ব্বক ছুটিয়া চলিয়াছেন। অনুচর সহচরবৃন্দের সমাচার, ছত্রধারী পার্শ্বচারীর অস্তিত্ব সমস্তই মন হইতে তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই এক অবসরেই তাঁর ক্ষাত্র-প্রকৃতি জাগিয়া উঠে নতুবা কোশলের ভাবীরাজাধিরাজকে তাঁর বিলাসকানন 'নন্দনে' বিচিত্র ভূষণে ভূষিত বিবিধ সুগন্ধি অনুলেপনে অনুলিপ্ত ও সৌন্দর্য্য-সাগরে অবগাহিতই দেখা যায়।

অম্বরীষের প্রশ্নে রাজকুমার সহাস্যে উত্তর করিলেন,—"তোমাকে না ডেকে আর কা'কে ডাকবো ভাই? আজকাল যে জয়শ্রী তোমারই কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেছেন।"

অম্বরীষ উত্তর করিল,—"আপনাদের এই অনুগ্রহই তো আমার জয়শ্রী।"

যুবরাজ সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"এই যে লিচ্ছবি জয় করে এলে সে কি আমাদের অনুগ্রহের জন্য? বিনয় করে যাই বলো,—বাস্তবিকই তুমি অসামান্য! ওকি, ওকি,—দাঁড়িয়ে কেন?—বসো।

বসো। এই যে, কাছে এসে বসো।—বীর তুমি, রাজবন্ধু তুমি,—তোমায় যথোচিত সম্মান না করলে যে নিজেকেই হেয় করা হবে।”

আসন গ্রহণ করিয়া কৌতূহলবিহীন স্বরে অম্বরীষ কহিল,—“আদেশ করুন, রাজকীয় আজ্ঞা পালনে এ দাস কোন সময়েই পরাঙ্মুখ নয়।”

“কেন? কেন? ‘দাস’ কেন?—সে কি কথা, তুমি আমাদের বন্ধু, আমাদের দক্ষিণ বাহু। তবে সব কথা তোমায় খুলে বলি, সমস্তটা না জানলে ঘটনাটা ভাল করে বুঝতে পারবে না। শোন, তুমি যখন লিচ্ছবি জয় করতে গিয়েছিলে, আমিও তখন শিকার করতে রামগড় দুর্গে যাই। রামগড় দুর্গ জান তো?—জান না? —আচ্ছা তবে রামগড়ের ইতিহাসটাই আগে বলি। দেবদহের শাক্যরাজাদের রাজ্যসীমার পাশে রামগড় হ্রদের মধ্যে এক অজেয় দুর্গ আছে। পূর্ব্বে এ দুর্গ কোন্ এক বৃজি সর্দ্দারের অধীনে ছিল, নামটা আমার মনে নেই। দুর্গটি বড়ই মনোরম। এমন একটা ভাল জিনিষ সাধারণ একটা অসভ্য সর্দ্দারের ভোগে লাগা অনুচিত বিধায় বৎসর কতক মাত্র পূর্ব্বে আমাদের রাজাধিরাজ দুর্গটি এর সর্দ্দারের নিকট হ’তে গ্রহণ করেছেন। সর্দ্দারটাকে মিষ্ট বাক্যেই বলা হয়েছিল এ দুর্গ মহারাজাধিরাজের উপযুক্ত, তাঁকে এটি অর্পণ করে অন্য কিছু পরিবর্ত্তে প্রার্থনা করে নাও। নির্ব্বোধ হতভাগ্য এ উত্তরে উদ্ধত ভাষায় বলে পাঠালো—‘প্রাণ থাকতে প্রাণাধিক প্রিয় রামগড় দুর্গ কা’কেও দিব না।’— অগত্যা অনুপায়ে তার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতেই হ’ল! লোকটা ছিল সাক্ষাৎ নরপিশাচ! আমরা যদি অর্থবলে একজন দুর্গরক্ষীকে হস্তগত করে অন্ধকার রাত্রে অকস্মাৎ আক্রমণ না করতাম, তা’হলে রামগড় দুর্গের চিহ্নমাত্র কেউ দেখতে পেত না।—রামগড়ের মধ্যে নাকি কি এক গোপন রহস্য আছে, —দুর্গের একস্থানে এমন এক গুপ্তদ্বার আছে, যা টানলে হ্রদের জলে দুর্গ প্লাবিত হয়ে যায়। বৃজি সর্দ্দার ইহাই শেষ উপায় স্থির করে অতটা দর্প প্রকাশ করেছিল মনে হয়। যা হোক সংবাদটি জানা গিয়েছিল বলেই কৌশল করে অমন সুন্দর দুর্গটি রক্ষা করতে পারা গেল,—পারা গেল না, সেই পাষণ্ড সর্দ্দারটার ফুটন্ত ফুলের মত অপরূপ সুন্দরী কন্যাটিকে রক্ষা করতে।”

অম্বরীষ কোন কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকা অশোভন বিধায় নিস্পৃহ প্রশ্ন করিলেন,—“সে কিরূপ?”

“সে কথা শুনলে তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে পারবে না, এমন রাক্ষস-প্রকৃতি পিতা আমি ভূ-ভারতে দেখি বা শুনি নাই! যেমন কোশল সেনাপতি

জয়সেন মেয়েটার হাত ধরেছেন, অমনি তার মরণাপন্ন আহত পিতা অকস্মাৎ বাঘের মত গর্জ্জে উঠে নিজের বক্ষবিদ্ধ ছুরিকা টেনে নিয়ে নিজ কন্যার বক্ষে আমূল বসিয়ে দিতেই পিতাপুত্রী একসঙ্গেই দুদিকে ঘুরে পড়লো।—অদ্ভুত সন্তান স্নেহ নয়?…যাক্ সেকথা, সে জন্য কিছু দুঃখ নেই,—একটা অনর্থক নারী হত্যা এই যা'।—যা হোক, দুর্গটা বেঁচে গেছে এই মস্ত লাভ। সুন্দর দুর্গ অম্বরীষ! এবার যখন সেখানে যাব, তোমারও নিমন্ত্রণ রইল, সত্য মিথ্যা স্বচক্ষেই দেখে এস। এখানে এই যে ধূলির সমুদ্র দেখছ, সেখানে এ উপদ্রব নেই।—চারিদিকে শুভ্র ফেন-কিরীট ক্ষুদ্র-বৃহৎ তরঙ্গের দল ইচ্ছাসুখে রাত্রিদিন নেচে বেড়াচ্ছে! যতদূর দৃষ্টি যায়, জল-জল-জল! এখানে প্রাসাদের বার হলেই অপরিচ্ছন্ন কুটির, শীর্ণ, বৃদ্ধ, রোগী। এখানে ভিখারী ভিক্ষার জন্য ত্যক্ত করছে, সেখানে মৃত্যু-ক্রন্দন উঠেছে, বীভৎস! ইচ্ছা করে সহরের মাটি খুঁড়ে ফেলে লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে সহরটাকে প্রকাণ্ড একটা প্রমোদ কাননে পরিবর্ত্তিত করে ফেলি! না হয় রামগড়ের মত হ্রদ তৈরি করে দিই। আমি যখন কোশলের সিংহাসনে আরোহণ করবো হয় এখানকার সমুদয় ছোট লোকের বাস উঠিয়ে দে'ব, না হয় রামগড়ে রাজধানী নিয়ে যাব। কান্না-কোলাহল বা অপরিচ্ছন্নতা আমি সহ্য করতে পারি না। এসব দেখবার জন্যে রাজপুত্র হয়ে জন্মাই নি। জগতের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এত দরিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে বলতে পার,—অম্বরীষ?"

অম্বরীষ এ প্রশ্নোত্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ধনবানের ধন মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবার জন্যেই হয় ত বা!"

"ঠিক বলেছ অম্বরীষ! দরিদ্র না থাকলে ধনীর ধনগৌরবই বৃথা হত! দরিদ্র কুটিরের পাশেই রাজপ্রাসাদের শোভা অধিকতর না?—এই জন্যেই রাজাধিরাজ বুঝি তোমায় এত পছন্দ করেন? আচ্ছা অম্বরীষ, তরুণ পুরুষ তুমি, রাজসভায় এখন তোমার কিসের প্রয়োজন? তুমি কেন আমার কাছেই থাক না?"

অম্বরীষ প্রশস্ত ললাট ঈষৎ আনত করিয়া করস্পর্শে সম্রাট্পুত্রকে অভিবাদন করিলেন, সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"আমি আপনাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসানু-দাস, কিন্তু পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের বিনা অনুমতিতে তাঁর কৃপা দত্ত স্থান ত্যাগ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।"

"রাজাধিরাজের বিশ্বাস জগতের সমস্ত উত্তম বস্তুই ব্রহ্মা তাঁর জন্যে সৃজন করেছেন,—এ অত্যন্ত অন্যায়!"

অম্বরীষ চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর রামগড় হ'তে শিকার করতে করতে কোন্ দিকে গেলেন?"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সুসজ্জা সুন্দরী কিঙ্করিগণ সুগন্ধি তৈল-বাসিত কনকদীপ কক্ষে জ্বালাইয়া দিয়া গেল। কেহ কেহ উদ্যান-ভূষণ গন্ধপুষ্প স্বর্ণ-পাত্রে ভরিয়া আনিল। দীপপ্রভায় এবং রূপপ্রভায় গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শিকারের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে যুবরাজের মন হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজাধিরাজের অবিবেচনা জনিত বিরক্তি চলিয়া গিয়া তথায় পূর্ব্ববৎ আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল।—"বলিতেছি শোন"—বলিয়া পার্শ্বস্থ সালংকৃত হস্ত ধৃত কুসুম স্তবকটি গ্রহণ ও আঘ্রাণ পূর্ব্বক কিঙ্করীগণকে অপসৃত হইবার আদেশ দিয়া পুনশ্চ মহাসেনানায়কের দিকে ফিরিলেন,—"হ্যাঁ শিকারের পশ্চাতে ছুটতে ছুটতে একদিন রোহিণী নদীর তীরে তীরে একটা নিবীড় অরণ্যমধ্যে এসে পড়লাম,—লক্ষ্য ছিল একটা প্রকাণ্ড বন্যবরাহ। বরাহটার যেমন বৃহৎ আকৃতি, গতিও কি তার তেমনি ক্ষিপ্র!—প্রাণপণ চেষ্টাতেও সেটাকে বিঁধতে পারলাম না।—পাহাড়ের কাছে পেঁীছেই মারীচের স্বর্ণমৃগের মতই মায়াবলে যেন সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!"—বলিয়া যুবরাজ সোৎসুক্যে নির্ব্বিকার শ্রোতার মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন,—"তারপরের ঘটনাই আজিকার আসল বক্তব্য!—তারপর কি হল, আন্দাজ কর দেখি?"

অম্বরীষ একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন,—"এমন সময় একটা প্রকাণ্ড সিংহ কেশর ফুলিয়ে ছুটে আসছিল, আপনি তার নাসিকা লক্ষ্যে তীর ছুঁড়তেই সেই অব্যর্থ আঘাতে"—

যুবরাজ অধিকতর উচ্চৈঃশব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "না,—আবার আন্দাজ কর।"

"তবে বোধ করি সেটা বাঘ?—গণ্ডার?—বেশ সম্বর হরিণ তো বটে?—তা'ও না? তবে আর কি যে সেই দুর্গম অরণ্যে ঘটতে পারে, আমি তো ভেবেই পাই নে।"

"আহা অম্বরীষ! এই না তুমি অপ্রতিহত শক্তি অম্বরীষ? আমার কাছে তো পরাজিত হ'লে? যতই হোক আমি কোশলরাজ্যের যুবরাজ,—এই রাজ্যের রাজারাই তো একদিন ইন্দ্র পরাভবকারী ইন্দ্রজিত এবং রাবণকেও বধ করেছিল! তবে বলি শোন,—সেদিন ফিরবার পথে সহসা কোথা হ'তে ভয়ার্ত্ত নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনে খুঁজতে খুঁজতে দেখি, একদল দস্যু কতকগুলি স্ত্রীলোককে নির্য্যাতন করছে! দেখে—তোমার কাছে বলতে কি,

—মনে বড় ভয় হ'ল। হাতে কেবল মাত্র একটা বর্শা, তূণীর-তীরশূন্য, —এ অবস্থায় শতাবধি বর্ম্মধারী দস্যুর সম্মুখে পড়া!—অথচ নারী-আর্ত্তনাদে মনটাও বড় বিকল হয়ে গেছে!—যাহোক সাহসে ভর করে নিকটে ত গেলাম। অমনি--তোমায় বলবো কি,—এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেল। যেমন উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলেছি, 'কে রে পাষণ্ড! অসহায়া নারীর অবমাননা করছিস'!—অমনি সেই প্রচণ্ড দস্যুদল নিমেষ মধ্যে বন্য বরাহটার মতই নিঃশব্দে বনান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল! এ ঘটনায় প্রথমতঃ আমি নিজেও যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে স্মরণ হ'ল ঐশী-শক্তির আধার রাজরোষ সহ্য করা যার তার কর্ম্ম নয়!—যাহোক বিপদ অতি সহজেই কেটে গেল। ভয়বিহ্বলা নারীগণ হতে কৃতজ্ঞতার অজস্র স্তুতিলাভও ঘটল, —আর সেই সঙ্গে জীবনে কখন যা দেখি নি তাও প্রত্যক্ষ করলাম!—সে যে কি, তা' তোমায় কেমন করে বুঝাবো? যে সমুদ্র দর্শন করেনি সে কি তার কল্পনা করতে পারে?"

অম্বরীষ আনমনে মুক্ত বাতায়ন বহিঃস্থ বর্দ্ধিতান্ধকারের পানে চাহিয়াছিল, নিরুত্তরই রহিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুষ্পমিত্র আবার আপন হৃদয়োচ্ছ্বাসেই কহিয়া যাইতে লাগিলেন,—"সেই নির্যাতিতা নারীগণ শাক্য-বংশীয়া। দস্যুহস্তে আবদ্ধা অপরূপ রূপবতীই সে দেশের রাজকন্যা। দেবদহ নামে যে ক্ষুদ্র এক রাজত্ব বর্ত্তমান আছে, সে সংবাদ কে-ই বা জানতো! তুমি ওই রাজ্যের নাম কখন শুনেছিলে?—আমি ত কস্মিন কালেও শুনিনি।—সেই অজানা রাজ্যের কি না ঐ আশ্চর্য্য রূপসী রাজকন্যা! কি অন্যায় বলো ত?— রাজাবরোধে বা আমার 'নন্দন-কাননে' সে সৌন্দর্য্যের একটা কণাও দেখতে পাওয়া যায় না। সেই ইন্দ্রাণী সদৃশ রূপ-দর্শনে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। শাক্য-কন্যারা হয়ত কি যাদুমন্ত্রও প্রয়োগ করেছিল! আমি তো হস্তিমূর্খের মত করতলায়ত্ত রত্ন পরিত্যাগ করে এসেছি, কিন্তু সেই শাক্য-কুমারীকে না পেলে জীবন ধারণ আমার যেন বৃথা বোধ হচ্ছে! তুমি অম্বরীষ! রাজবন্ধু তুমি, সম্প্রতি লিচ্ছবি-জয়ী বীর, তোমার প্রার্থনা রাজাধিরাজ নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করবেন না, তোমার কিসের অভাব ভাই? আমার জন্যে ঐ দেবগড় কন্যাটিকে তুমি যাচ্ঞা করে নাও।"

অম্বরীষ নীরবে সব কথাই শুনিলেন। শুনিবার পরও কিছুক্ষণ তেমনই নীরব তেমনই স্তব্ধ রহিলেন, তারপর নতমুখ না তুলিয়া অস্ফুট মৃদুস্বরে

কহিলেন,—“যদি জেনে থাকেন, তিনি দেবগড় রাজকন্যা তবে সে কন্যার আশা ত্যাগ করাই আপনার বিধেয়। শাক্যবিবাহ প্রথা কি আপনি জানেন না? এক্ষেত্রে আরও বাধা আছে,—সে কন্যা জন্মাবধি কপিলাবস্তুতে বাগ্‌দত্তা।”

“অম্বরীষ! হতাশার কথা কইবার জন্য আমি তোমায় ডাকিয়ে আনিনি! এ সংবাদে আমি অনভিজ্ঞ নই,—তবে আর তোমার শরণাপন্ন হ'লাম কেন? পিতার সাহায্যে তোমাকে এসব বাধা দূর করতে হবে। সেই শাক্য-কন্যার পরিবর্ত্তে আমার সমস্ত ধন জন ভবিষ্যৎ আমি তোমায় তুলে দিতে প্রস্তুত আছি। আমি চিরদিন তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকতে প্রস্তুত আছি,—অম্বরীষ! অম্বরীষ! তুমি রাজাধিরাজকে নিশ্চয়ই সম্মত করাতে পারবে। তুমি আমার ওপর বিরূপ হয়ো না,—তুমি আমার সহায় হও ভাই!”—পুষ্পমিত্র ব্যাকুল আবেগে মহাসেনাপতির দুই হস্ত চেপে ধরলেন।

অম্বরীষের ওষ্ঠপ্রান্তে একপ্রকার জ্বালা পূর্ণ ঘৃণার হাস্য প্রকটিত হইয়াই তখনই মিলাইয়া গেল। আকস্মিক উদিত মনশ্চাঞ্চল্য সচেষ্টায় দমন পূর্ব্বক বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে সেই রহস্যপূর্ণ যুবক উত্তর করিলেন,—“মহারাজাধিরাজকে সহজেই সম্মত করান যেতে পারে, কিন্তু শাক্যপতি যে শাক্যরীতি ভঙ্গ করবেন, —এমন কোন ভরসাই হয় না।”

পুষ্পমিত্র গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—“কে' সে দেবগড়? কতটুকু রাজ্য তার? স্বেচ্ছায় তারা কন্যাদান না করে, আমাদের বাহুবল তাদের জোর করে করতে বাধ্য করবে,—সেজন্য তুমি ভীত হয়ো না, কোশল সেনাপতি!”

“বৃজি-সর্দ্দার স্বহস্তে কন্যার বক্ষে ছুরিকাঘাত করে কন্যাকে পরলোকের সাথী করেছিল,—কোশলেশ্বরী হ'বার জন্য তাকে পৃথিবীতে রেখে যাননি, এ কাহিনী এইমাত্র আপনারই মুখে শুনলাম, না?” যুবরাজের মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল, ভগ্নস্বরে কহিলেন,—“কিন্তু আমি তো তাঁদের নিকট প্রার্থনা করে তাঁর কন্যাকে কোশল রাজ্যের ভবিষ্যৎ পট্ট-ভট্টারিকা করতে চাইছি, বলপ্রয়োগ করতে ত' চাই নি।”

“শাক্যগণ এমনই হতভাগ্য, নিজেদের নিয়ম ভঙ্গ করে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাদের চিত্তে স্থান পায় না।”

এ সম্ভাবনা বোধ করি ইতঃপূর্ব্বে কোশল যুবরাজের অন্তরে স্থান লাভ করে নাই। অম্বরীষের কথায় এই নূতন ও ভয়াবহ চিন্তা অতি প্রবল ভাবেই তাঁর হৃদয় স্পর্শ করিল। সত্য!—জগতে এমন এক শ্রেণীর অভাগা জীব জন্মগ্রহণ

করে, বলীর বাহুও তাদের নিকট পরাভূত হইতে বাধ্য। যুবরাজ অম্বরীষের হস্ত অধিকতর দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"অম্বরীষ! কি জানি কেন আমি কোনরূপেই সেই শাক্যকুমারীর আশা পরিত্যাগ করতে পারছি না। নারীসৌন্দর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হয় চিরদিনই তা' অনুভব করেছি, কিন্তু তোমায় আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, এবার আমার চিত্তে সে ভাবের কণামাত্রও নেই! এ যে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত আকর্ষণে আমার সারা প্রাণ তাঁর অভিমুখে অহরহঃ ছুটে চলেছে, সে আমি কা'কেও জানাতে পারি না। মনে হয় এতদিনে আমার সাধনার দেবতা আমার নিকট প্রত্যক্ষ হয়েছেন! যেন একে না পেলে আমার এ জীবনের কোন মূল্যই থাকবে না!—তুমি কূট-নীতিজ্ঞ, তুমি এর উপায় উদ্ভাবন কর। আমি দেবগড়ের 'পরে বলপ্রয়োগ করতে চাই না, তার আত্মীয়জনের ক্ষতিতে তাঁকে শোকগ্রস্তা করবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। সে মিলনে তো সুখ হবে না। শোকাশ্রু আমার অসহ্য!—আমি যে তাঁকে আমার অন্তরের পূজার আসনে বসাতে চাই।"

অতি বিস্ময়ে অম্বরীষ পুষ্পমিত্রের আবেগ-রক্ত মুখের দিকে চাহিলেন। এই অশ্রু ছলছল বিষণ্ণ ব্যাকুল নেত্র, ঘন কম্পিতশ্বাস, ভগ্নকণ্ঠ ইহা কি সেই বিলাস প্রিয় অন্তঃসারশূন্য সুরাস্রোতে অবগাহিত কোশল-রাজপুত্রের? একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁর সবল বক্ষ ভেদ করিয়া লুক্কায়িত আগ্নেয়গিরি-গর্ভস্থ ধূমধারার ন্যায় উত্থিত ও বহির্গত হইয়া গেল। হায়, প্রেম!—তোমার অসাধ্য জগতে আর কি আছে? তুমি সিংহকে যখন চাটুকার শৃগালে পরিণত করিতে পার, তখন শৃগালকে সিংহ না করিবে কেন? মায়াবিনী যে তুমি! প্রবল প্রতাপ সম্রাট্‌পুত্র সামান্য প্রার্থীর ন্যায় উদ্বেগ কাতর নেত্রে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।—আবার অম্বরীষ বহুক্ষণ সেই মসীময় গাঢ় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আনমনে বসিয়া রহিলেন। তাঁর অন্তর মধ্যেও বোধ করি সেই সময় একটা অতি ভীষণতর দ্বিধার ঝড় বহিতেছিল!—তারপর বহুক্ষণ পরে সেই দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞার আভাষ অতি সন্তর্পণে দেখা দিল। পুষ্পমিত্রের সংশয়-শঙ্কিত নেত্রে অচপল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া উত্তর করিলেন,—"তাই হবে। দেবগড়ের রাজকন্যাকে আপনি পাবেন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

I loved thee ; but the vengeance of my verse,
The hate of injuries which every year
Makes greater, and accumulates my curse.

—*Byron.*

আলোক উৎসবময়ী অসংখ্য প্রাসাদ-অট্টালিকা-শোভমানা—বিপণি-বিহার-বিভূষিতা রাজধানী শ্রাবস্তির প্রান্তভাগে, ক্ষুদ্র শৈলমালায় অর্দ্ধ পরিবেষ্টিত নির্জ্জন নিরালা উদ্যান-গৃহে নবীন সেনাপতি অম্বরীষের বাসস্থান। প্রস্তরময় পর্ব্বত প্রাকারের অংগ বাহিয়া ঝুরু ঝুরু শব্দে পর্ব্বতকন্যা একটি ক্ষুদ্রা নির্ঝরিণী শৈবালাচ্ছন্ন গুহাপথে ঝরিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে হরিৎ-পল্লব ভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল ছায়া নিবিড় বক্ষে শীতলতা মাখিয়া দণ্ডায়মান। উপত্যকা অধিত্যকা সকল স্তরে স্তরেই পার্ব্বত্য গুল্মপত্র ও বন্যফুলের শয্যা যেন পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী সযত্নে বিছাইয়া রাখিয়াছেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সম্ভার মুক্ত করিয়া পার্ব্বত্য প্রকৃতি যেন পর্ব্বত অংকে নীলকান্ত মণিময় চত্বরে বিচিত্রবর্ণ বসনে ভূষণে সজ্জিতা রূপসী সুর বালিকার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উত্তর ভারতের বিখ্যাত রাজধানীর ঐশ্বর্য্যের দৃপ্ত সৌন্দর্য্যের পার্শ্বে এই শান্ত শীতল ছায়ালোকের পর্য্যায়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃশ্য যেন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রসূত এক বিচিত্র ত্রিদিব সৃজনের ন্যায় অলীকতার অবভাসে বিস্ময়ের ছায়া চিত্তে ফুটাইয়া তোলে। কবি জনোচিত এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে নগরের কোলাহল ও আনন্দ সমারোহের অন্তরালে, লিচ্ছবী-বিজয়ী অম্বরীষ যেন আপনাকে সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিবার জন্যই নিজ বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই শক্তিমান তরুণ পুরুষ এমন করিয়া উৎসবময় সংসার হইতে আপনাকে এতটাই নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন ও নির্ব্বাসিত কেনই রাখেন, সাধারণের ইহা অননুমেয়। এই কানন-ভবন স্বভাবক্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্যে অতি সুশোভন একথা অনস্বীকার্য্য হইলেও ভিতরে ইহার বিলাস-সজ্জার আতিশয্য আদৌ ছিল না। পূর্ব্বারাম বিহারেরই ইহা যেন অংশতর। দুই চারিজন যারা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যোপলক্ষে এখানে গতায়ত করিত, বিস্ময়ের সহিত ভাবিত, নূতন সেনাপতি যুবরাজ জেত বা অনাথপিণ্ডদের ন্যায় নবধর্ম্মী অগ্রহার না

হইলেও নিশ্চয়ই এক প্রকারের সুগত-শিষ্য। এ ধর্ম্মে জীবহিংসা নিষিদ্ধ নয়, এই তো সেদিন তিনি লিচ্ছবি উচ্ছেদ করিয়াছেন; কিন্তু ভিক্ষু-শ্রমণদিগের ন্যায় নারীসঙ্গ ইহার পক্ষেও বোধকরি নিষিদ্ধ। সেনাপতিভবনে দাস আছে, দাসী একজনাও নাই।

রাজাধিরাজ তাঁর প্রেমাস্পদের এই অদ্ভুত বৈরাগ্যে সবিশেষ ক্ষুব্ধ। তাঁর ইচ্ছা তাঁর সকল প্রমোদ-বিলাসের সে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু রাজকার্য্যে শাসন সাহায্যে অপ্রতিহত শক্তি অম্বরীষ প্রমোদোদ্যানের উল্লেখেই যেন শুষ্ক হইয়া যায়। এ কৌতুক বড় মন্দ নহে! রাজাধিরাজ যখন বিজিত বৈশালী তাহাকেই দান করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন নির্লোভ সেনাপতি তাঁর চরণে প্রণতি পূর্ব্বক উত্তর দিয়াছিলেন,—"যদি কোন দিন আবশ্যক বোধ করি, তবেই এ দান যাচিয়া লইব। বৈশালী এক্ষণে লিচ্ছবি রাজপুত্রের হস্তেই প্রদত্ত হয় এই আমার অনুরোধ।"

কিন্তু রাজা যখন কৌতুক ছলে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে কহিলেন,—"তবে আর তোমায় আমি কি দিই অম্বরীষ! যাহাই দিতে চাই তুমি আমার মনে ক্লেশ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করো। আচ্ছা এবার যা দিতে চাইব, নিতে দ্বিধা করবে না আমার কাছে অঙ্গীকার করো, নইলে মনে বড়ই আঘাত পাবো।"

শুনিয়া অপর পরিষদেরা বিশেষরূপ উৎসুক হইয়া উঠিল। রাজার 'মনের আঘাত' শুধু মনেই নিরুদ্ধ থাকিবে না এ বড় সত্যতত্ত্ব,—তাই নবীন সেনা-নায়কের উত্তর সকলেই আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল। তা' উত্তর তো বাঁধাই আছে।—এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবকাধমের প্রতি করুণার্ণব পরম কারুণিক মহারাজাধিরাজের কৃপার সীমা নাই। পরমভট্টারক রাজাধিরাজের একটি সামান্য ইচ্ছা পূরণার্থ যে ব্যক্তি হাসিমুখে অনলে, সাগরে, সর্পবিবরেও প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার নিকট প্রভুর এ স্নেহের ভিক্ষাদান যে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ স্বরূপ. কেমন করিয়া তাহা অস্বীকার করিব?"

রাজার ওষ্ঠে মৃদু মন্দ কুটিল হাস্য বিকশিত হইতেছিল। তিনি উহা সযত্নে চাপিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিতে লাগিলেন,—"বৈশালী রাজকন্যাকে আনয়নাবধি পরমভট্টারিকা দেবী রজতকুমারী আমার প্রতি অত্যন্ত বিমুখী হয়েছেন। তা' ভিন্ন রজতকুমারী অপেক্ষা স্বল্প রূপসী লিচ্ছবি-কন্যাকে আমি মহাদেবীর পদ প্রদানে ইচ্ছুকও নই। তুমি উহাকে বিবাহ করো। আমি সেই কন্যা তোমায় স্বহস্তে সম্প্রদান করে কন্যাদানের সাধ মিটাবো।"

এ এক নূতন রাজকীয় প্রমোদ বুঝিয়া রাজপারিষদবর্গ তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল,—"মহানায়ক সেনাপতি অম্বরীষ! পরম মহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কোশলেশ্বর স্বয়ং তোমায় কন্যাদান করতে ইচ্ছুক, সার্থক তোমার জীবন!"

কিন্তু সাধারণ দুর্লভ এতবড় সম্মানের সংবাদে অম্বরীষের মুখ মৃত ব্যক্তির মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়া তাঁর ললাট হইতে স্বেদজল ঝরিয়া পড়িল।

কোন প্রকারে এই বিবাহ প্রস্তাবরূপ বিপদও কাটিয়া গিয়াছে। রাজা যে প্রত্যাখ্যানে বিরক্ত হ'ন নাই এমন সন্দেহ করিবার কারণ পাওয়া যায় না, কিন্তু এই সেদিন অতবড় একটা উপকার পাইয়াছেন, সেই হেতু অপর কেহ হইলে এই প্রত্যাখ্যানে যতটা অপমানিত বোধ করিতেন বোধ করি তদপেক্ষা কিছুটা অল্প বোধ করিয়াছিলেন। তবে কোন কথাই মন হইতে তাঁর তো মিলায় না। স্বল্প-দিনে এই তরুণ সেনাগঠনে রণচাতুর্য্যে যে দূর দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে,—তাহা অনন্যসাধারণ। লিচ্ছবির পরাজয় যাহা সে অবলীলাক্রমে সাধিয়া আসিল, অপরের পক্ষে বহুবলক্ষয়েও তাহা সুসাধ্য হইত কিনা সন্দেহ!—অজাতশত্রুর আপ্রাণ চেষ্টাতেও এপর্য্যন্ত তো সম্ভব হয় নাই। মগধ উঠিতেছে,—কৌশাম্বীর মস্তকও উচ্চে,—এ ব্রহ্মাস্ত্র সযত্নে রক্ষা করিতেই হইবে।

পারিষদবৃন্দ যখন অম্বরীষের নির্ব্বাসন দণ্ডাদেশে বিলম্ব দেখিয়া বিস্ময় নিমগ্ন হইতেছিল, এমতকালে তাদের বিহ্বল করিয়া দিয়া রাজাধিরাজ নবীন সেনাপতির বাহু স্পর্শ পূর্ব্বক সহাস্যে কহিলেন,—"আরে! এত বুদ্ধিমান্ হয়েও এই সামান্য রহস্যটুকুও বুঝলে না হে? লিচ্ছবি রাজকন্যা মহাদেবী রজতকুমারীর মত রূপসী নাই হোক, সে একটি বিশিষ্ট রাজকন্যা। পুষ্পমিত্র সে কন্যাকে বিবাহ করবে। তুমি বন্ধু! যতই বীর হও রাজবংশীয় তো নও।"

অম্বরীষ বুঝিলেন এবারকার দণ্ড ঐ অপমানটুকু! এ পর্য্যন্ত এই মহা-সেনানায়কের পদ রাজরক্তহীন দেহে কেহই লাভ করে নাই।

যেদিন যুবরাজ পুষ্পমিত্র তাঁহাকে ডাকিয়া স্বীয় দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, সে রাত্রে গৃহে প্রত্যাগত অম্বরীষ অত্যন্ত বিমনা ভাবে জ্যোৎস্নাছায়া মিশ্র অর্দ্ধ আলোকান্ধকার অলিন্দোপরে বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। রাত্রি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রহরী ও প্রহরা নিযুক্ত কুকুরের প্রহরা-সূচক ধ্বনি ব্যতিরেকে

পৃথিবীতলে অপর কোন সাড়া রহিল না। তখন বিশ্ব চরাচর গভীর শান্তির স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে এমনি প্রশান্ত এমনি নিশ্চিন্ত বোধ হইতেছিল। কিন্তু বিশ্বপূর্ণ সেই অসীম শান্তির এতটুকু অংশও কি এই বিশ্রামহীন হতভাগ্য যুবকের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইল না? প্রাণ তার কূল কিনারা হারা মহা সমুদ্রের মতই তাই উত্তাল চিন্তা তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেই থাকিল!

উজ্জল জ্যোৎস্নালোক ক্রমশঃ ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া আসিল। ক্ষীণালোকে পর্ব্বতশ্রেণী এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ গুল্ম প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় অঙ্গ মেলিয়া যেন তাদের জোনাকি জ্বলা সহস্রলোচনে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বায়ুস্পর্শ জনিত দীর্ঘশ্বাসে ও নির্ঝরের অফুরন্ত বিলাপ মর্ম্মরে—তাদের সহানুভূতিই হোক আর তিরস্কারই হোক জানাইয়া দিতেছিল। অবশেষে দুঃসহ চিন্তার আক্রমণ জর্জ্জর অনুপায় চিত্তের আত্ম-সান্ত্বনা স্বরূপ গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক অম্বরীষ নিজেকে শান্ত করিতে চাহিলেন। মনে মনে বলিলেন—'পরীক্ষা করে দেখলাম সে জ্বলন্ত স্পৃহার বিন্দুমাত্র আজও তো নির্ব্বাপিত হয়নি! এদেহে জীবন থাকতে এ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কখনই হবে না।—কি করি? অন্তরের আহত-মনুষ্যত্ব প্রতিশোধের জন্য অহরহঃ আমায় আকর্ষণ করছে। আমি বিদায় তাকে তো দিতে চেয়েছি, সে তো ফিরতে চায় না। সে বলে,—'স্নেহ প্রেমের ঋণ শোধ হয়ে গিয়েছে, একটি ঋণই শুধু বাকি! সে প্রতিহিংসার আর অপমানের ঋণ! এর পরিশোধ ব্যতীত জীবনে তো শান্তি নেই।' এর আমি করি কি?—অন্তরের এ মহারুদ্রকে মিনতি কত না করেছি, শাসন করতেও কোন ত্রুটি করিনি, কিন্তু সে যে মানতে চায় না! জীবন যৌবনের সর্ব্বস্ব ঢেলে সেই ইন্ধনে যে যজ্ঞানল একদা জ্বালিয়েছি, যে বিনাশ মন্ত্রে যোগমগ্ন পিনাকীকে সংহার মূর্ত্তিতে আবাহন করেছি, সে তার প্রাপ্য হবি গ্রহণ না করে আজ তৃপ্ত হবে কেন?—আমার আর হাত নেই? সেই মহাপ্রলয়েরই সূচনা ঐ বুঝি প্রলয়-বিষাণে বেজে উঠলো? মহা জলপ্লাবনের কল-কল্লোল অদূরেই ঐ বুঝি শোনা যাচ্চে! বাধা দে'ব?—কেন দে'ব না? আমার এ বাহু পিনাক-পাণির ভীমবাহু হ'তে তো দুর্ব্বল নয়!—কিন্তু কেন?—কেন বাধা দেব? বাধা দে'বার আমি কে? আমার সাধনার ঈশ্বর যদি আজ সংহার-ভৈরবীর বেশেই দেখা দিতে এসে থাকেন, তবে ভয় পেয়ে চোখ মুদলে আজ চলবে কেন?"

অকস্মাৎ হরিদ্বর্ণ পাদপশ্রেণীর উপরে এবং দূর বিস্তৃত পর্ব্বত গাত্রে কে' যেন লাল আলো জ্বালিয়া দিল। সে আগুনের শিখা নাই, তার দীপ্ত ছটায় জ্বালা নাই, শুধু উজ্জ্বলে মধুরে মিশ্রিত লালে লালে পূর্ব্বগগনের প্রান্ত হইতে পর্ব্বতের ধূসর মলিন গাত্র পর্য্যন্ত অপূর্ব্বভাবে রাঙিয়া উঠিল। রৌপ্যশুভ্র নির্ঝরের জলে রাঙা ঢেউ উঠিল, গাছের পাতায় শিশিরবিন্দুর মুক্তাবলী আরক্ত চুনীর মালায় পরিবর্ত্তিত হইল, প্রস্তর অলিন্দে কে' যেন মুঠি মুঠি আবীর ছড়াইয়া হোলি খেলিতে লাগিল।

চিন্তাক্লিষ্ট সেনাপতি তখনও অলিন্দোপরি সেই একই ভাবে উপবিষ্ট, কিন্তু ততক্ষণে সংকল্প তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

প্রতিহার জানাইল, যুবরাজ ভট্টারক সাক্ষাতাভিলাষী! অম্বরীষ এতক্ষণ কোন দূর হইতে সুদূর জগতে অতীত দিনের দাহ্যমান স্মৃতির মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সময় জ্ঞান হারাইয়াছিলেন, সেই দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্যে আশ্চর্য্য হইলেন। কখন যে কৃষ্ণপক্ষীয় প্রভাহীন শেষ জ্যোৎস্না নেত্র বিমোহন ঊষালোকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁর বাহ্যজগতের সহিত বন্ধন বিচ্ছিন্ন অটল প্রতিজ্ঞায় লৌহবৎ কঠিন চিত্ত অনুভব করিতেও পারে নাই।

যুবরাজের বিলম্ব সহিতেছিল না। অম্বরীষ ব্যস্তে আসিয়া তাঁহাকে উপবেশন কক্ষে লইয়া গেলেন। তখন পূর্ব্বাকাশের সেই স্নিগ্ধ রক্তিমা হইতে সমুদ্রসলিলোত্থিত চন্দ্রমার ন্যায় স্নিগ্ধ কান্তি তরুণ তপনের অ-তীব্র কিরণসম্পাতে ও শিশিরাক্ত পুষ্পদলের কোমল সুগন্ধি নিশ্বাসে বিশ্বদেবতার করুণাময় মূর্ত্তি ও প্রীতির বারতা বিঘোষিত হইতেছিল। কিন্তু স্বার্থ-অধ্যুষিত মানবের অন্ধ চিত্ত নবীন দিবসের শুভবার্ত্তায় দৃষ্টিদান বা কর্ণপাতও করিল না।

ক্রোধোত্তেজিত কণ্ঠে আসবপান উত্তেজিত যুবরাজ কহিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি আমায় বিপন্ন করবার জন্যেই বৈশালী জয় করলে নাকি?"

"যুবরাজ ভট্টারকের এরূপ মন্তব্যের মর্ম্ম কি?"

"মর্ম্ম কি?- আশ্চর্য্য!—তুমিই এই অঘটন সংঘটিত করেছ, আবার এক্ষণে জিজ্ঞাসা করছো—'মর্ম্ম কি?' অদ্ভুত আচরণ তোমার মহা সেনাপতি!"

অম্বরীষ যুবরাজের আগমন-উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু রাজন্যসমাজে বিজ্ঞতা অপেক্ষা অজ্ঞতাই কিঞ্চিৎ নিরাপদ। বিস্ময়ের ভাণে কহিলেন,—

'বিধাতার বরে কোশলরাজ ও তাঁর বংশধরগণ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ব বিপদ মুক্ত,—তবে আমার কোন অজ্ঞাত অপরাধের উল্লেখ করছেন ?—আদেশ করুন !"

যুবরাজের মুখে বিরক্তির সান্দ্র-মেঘ কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল। আসন গ্রহণ পূর্ব্বক ললাটচ্যুত দীর্ঘকেশকলাপ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে করিতে কহিলেন,—"রাজাধিরাজ গত রাত্রে আমায় জানিয়েছেন লিচ্ছবি-কন্যাকে তিনি আমায় প্রদান করতে ইচ্ছুক। কাহারও কোন যুক্তিতে তিনি কখনই ত কর্ণপাত করেন না, আজও করলেন না। তার উপর বিমাতার কুমন্ত্রণা ! তিনিই শীঘ্র শীঘ্র লিচ্ছবি-কন্যাকে আমার স্কন্ধে চাপাতে ব্যগ্র।—কিন্তু এ বিবাহ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।—তুমি আমায় উদ্ধার করো।"

অম্বরীষ মনে মনে হাসিলেন। কিন্তু তার প্রশান্ত মুখভাবে অন্তরের সে ব্যংগ-হাস্য প্রকাশ পাইল না। বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"এ পৃথিবীতে কেবল রাজাজ্ঞার প্রতিরোধে অম্বরীষকে অশক্ত জানবেন।" তারপর যুবরাজের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"কিন্তু রাজকন্যা সুদক্ষিণা যথার্থই অতুলনীয়া, যুবরাজ্ঞী-ভট্টারিকা পদের অযোগ্যা ন'ন"। একথায় পুষ্পমিত্রের দুই নেত্র দীপ্তিস্মান্ হইয়া উঠিল, "যদি তুমি দেবগড়-কন্যাকে দর্শন করতে তবে সুদক্ষিণাকে সুন্দরীর পরিবর্ত্তে বায়সী বলতেও দ্বিধা করতে না অম্বরীষ !"

প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ব্যংগ হাস্যে অম্বরীষের মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "বলিতে পারি না, কিন্তু লিচ্ছবি-কন্যাও নিতান্ত নিন্দনীয়া নহেন।"

যুবরাজ এই মন্তব্যে বিশেষ প্রীত হইলেন না। কহিলেন, "আমি জানি না কেমন করিয়া কবিগণ তাঁদের মানসী-প্রিয়ার রূপ বিবর্জ্জিত মূর্ত্তির অংগে অজস্র রূপ-নির্ঝর বহাইয়া থাকে ! আমার তেমনি করে তাঁকে চিত্রিত করতে সাধ যায়, কিন্তু শক্তি নাই, নতুবা আর কেমন করে তোমায় বুঝাব, ভাল অম্বরীষ ! তুমি কবিতা লিখতে পার ?"

মৃদু হাস্য করিয়া অম্বরীষ উত্তর দিলেন,—"যুবরাজ ভট্টারক বিস্মৃত হচ্ছেন ক্ষুদ্র অম্বরীষ শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ নয় !"

"আমার কবি হ'তে সাধ যায়। হায়, যদি কোনক্রমে সেই জ্যোৎস্না-বিজড়িত বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল অপরূপ রূপের একটি স্তব গানও গাইতে পারিতাম !"—যুবরাজ অক্ষমতা জনিত ক্ষোভের নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

"ব্যক্তের চেয়ে অব্যক্তেই সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি! প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-অভিনব ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন, তাই প্রকৃতিদেবী এমন মোহময়ী। কাপিল শাস্ত্র তাই একে অব্যক্ত এবং মহৎ আখ্যা দিয়েছেন।"

"তুমি কাপিল শাস্ত্রও বিদিত আছ নাকি অম্বরীষ! এই না তুমি বললে তুমি শাস্ত্রজীবী নও শস্ত্রজীবী?" অম্বরীষ ক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়া সহাস্যে উত্তর করিলেন,—"শাস্ত্রের নাম জানা থাকলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায় না।"—তারপর বিষাদ-প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন,—"শাস্ত্রসাগর মন্থন করেছিলাম, অদৃষ্টে রত্ন মেলেনি।"

"কেন?"

"কেন?—শাস্ত্র মিথ্যা! শাস্ত্রসকল কল্পনা কুশল ব্রাহ্মণগণের প্রলাপ কাকলী মাত্র!"

পুষ্পমিত্রের শাস্ত্রজ্ঞান ও জ্ঞানস্পৃহা কোনটাই ছিল না। তিনি এ আলোচনা বৰ্দ্ধিত না করিয়া নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"এত তুমি শিখিলে কি করে অম্বরীষ?"

অম্বরীষ যেন শুনিতে পায় নাই, সে আত্মগতই কহিতে লাগিল,—"ঈশ্বর! ঈশ্বর কে? মানুষের অন্তর পুরুষ, তার নিজের তীব্র বাসনা, তার নিজস্ব পৌরুষ, সেই তো তার ঈশ্বর। পৌরুষই মানুষের শুভাশুভের একমাত্র সহায়। উদ্যমই তার বিধাতা। যে এই জীবন যুদ্ধে অপ্রতিহত, তার মধ্যেই ঐশ্বরিক শক্তির চরম স্ফূর্ত্তি,—দেবতা তার জাগ্রত!"

পুষ্পমিত্র নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য শুনিতেছিলেন। অম্বরীষের অসামান্যত্বে দৃঢ় নিশ্চিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "অম্বরীষ! তোমার 'জাগ্রত দেবতার' দোহাই! তুমি আমায় সুদক্ষিণার দায় হ'তে উদ্ধার করো। দেবগড়-কুমারীকে আমার অংকলক্ষ্মী যদি করতে পারো তখন বুঝবো তোমার কথাই সত্য,—পৌরুষই ঈশ্বর এবং তোমার দেবতা যথার্থই জাগ্রত।"

"সুদক্ষিণাকে গ্রহণে ক্ষতি কি?"

"প্রবৃত্তি নেই।"

"তাহলে দেবগড়-কন্যার বিষয় উত্থাপন করাই যে অসম্ভব হবে।"

"এমন অসময়ে বৈশালী জয় কেন তুমি করলে অম্বরীষ! সূর্য্যদেবতার শপথ করে বলছি, যে মুহূর্ত্তে গহন কাননের সেই দেবীপ্রতিমা সন্দর্শন করেছি, সেই শুভ মুহূর্ত্ত হ'তে আমার চক্ষে জগতের সকল নারীর সৌন্দর্য্য মসীময় হয়ে

গিয়েছে।—মিত্রাবরুণ সাক্ষী! সেদিন হ'তে আমি নন্দন-কাননের অপ্সরাবৃন্দের মুখের পানে ফিরেও চাই নি।"

"শ্রাবস্তির বিশাল রাজ-অন্তঃপুরে শত অন্তঃপুরীকার মধ্যে বৈশালী-রাজ কন্যার এতটুকু স্থান কি সংকুলান হবে না? কেন এইটুকুর জন্য ঈপ্সিত ভবিষ্যৎকে জটিল করতে চাইছেন?"

"কি যে বলে অম্বরীষ! শুনলে না রাজাব ও দ্বিতীযা মহাদেবীর ইচ্ছা লিচ্ছবি-সুন্দরীকে যুবরাজ-মহিষী করবেন।"

"ক্ষতি কি?—আবহমান কাল হ'তে কোশলরাজন্যবর্গ নারী-রত্নমালায় কণ্ঠ বিভূষিত করতে অনভ্যস্ত ন'ন।"

যুবরাজ ঈষৎ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু পবক্ষণেই তাঁর মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল, বিতৃষ্ণাভরে কহিয়া উঠিলেন,—"এ বংশীয়ের এক পত্নী-ব্রতের কথাও কি পণ্ডিতপ্রবর মহাসেনানায়ক অম্বরীষেব অবিদিত?"

তারপর যুবরাজ ক্ষণকাল বিষণ্ণ চিত্তে চিন্তা করিয়া সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, —"এক উপাযে সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে।"

"কি?"

"আশা করা যায় বৈশালী-কন্যা কোশল-সেনাপতির নিতান্ত অযোগ্যা হবে না।"

তপ্ত রক্তের সফেন উচ্ছ্বাস কোশল-সেনাপতির উন্নত ললাট হইতে বঙ্কিম গ্রীবা পর্য্যন্ত রঞ্জিত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িযা সহসাই তিরোহিত হইয়া গেল। দশনে অধব চাপিয়া অস্ফুট গর্জ্জনে সেনাপতি রাজকীয় সম্মান দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া মুহূর্ত্তে উত্তর দিলেন,—"এ কথা আপনি মনেও স্থান দেবেন না।"

এ মূর্ত্তির কাছে মন স্বতঃই সংকোচে নম্র হইয়া আইসে। যুবরাজ অপ্রতিভ ম্লান হাস্যের সহিত মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন,—"আমি তোমার মন পরীক্ষা করছিলাম।"

ধীরকণ্ঠে সেনাপতি কহিলেন,—"যুবরাজ ভট্টাবকের অনুগত দাস আমি, —এরূপ পরিহাসেরও আমি অযোগ্য।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

There is another—and a better world.

-Unknown.

মধ্যাহ্নিক বিশ্রামান্তে অম্বরীষ তাঁর তেজস্বী অশ্ব 'উচ্চৈঃশ্রবার আরোহণে সৈন্যদল পরিদর্শনে গমন করিলেন। কোশল সৈন্যদের চিত্ত এই তরুণ অধিনায়কের প্রতি এমনই আসক্ত হইয়াছিল, তাঁর কতটুকু ইংগিতে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। এমন সুকৌশলী ধীমান্ সহৃদয় এবং তাহাদের প্রতি পিতৃবৎ স্নেহসম্পন্ন শিক্ষক উহারা আর পায় নাই। মৃত্যুক্রীড়ার এই নির্ম্মম শিক্ষা কঠিন উপলব্ধ না হইয়া ইঁহার শিক্ষাগুণে মনে আনন্দেরই সঞ্চার করে।

তখন রাজপথে জনতার স্রোত বহিতেছিল। বারিকণা নিষিক্ত সুপ্রশস্ত বর্ত্মের দুই পার্শ্ব বিচিত্র দ্রব্য সম্ভারে সুসজ্জিত। বিপণি সকলে বহুতর বিভিন্নদেশীয় ক্রেতা বিক্রেতাগণ ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যাপৃত। কোথাও বারাণসীজাত অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যযুক্ত বিচিত্র বসন নক্ষত্র ভূষিত যামিনীর প্রতিচ্ছবি রূপে অতিশয় শোভা ধারণ করিয়া আছে, কোথাও সুবর্ণ রৌপ্য ও বৈদূর্য্য নীলা হীরক মরকত প্রভৃতি দুর্লভ মণি-মাণিক্য খচিত অলংকারের রাশি মণিকারের বিপণিতে পথচারীর উৎসুক দৃষ্টি প্রধাবিত করিতেছে, উজ্জ্বল ধাতুময় শস্ত্রসকল কোথাও সূর্য্যালোকে ঝকিয়া উঠিতেছে, কোথাও অপূর্ব্ব চীনাংশুক, কোথাও কোথাও ভারত-বহিস্থ বিভিন্ন রাজ্য হইতে বাণিজ্য ব্যপদেশে আনিত আসন, বসন, আভরণ, বাহন প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার বহুল বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। পথে হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, শিবিকায় বৃদ্ধ দুর্ব্বল নর বা নারী এবং পদব্রজে দরিদ্র ও সাধারণ নাগরিক নাগরিকারা ইতস্তত: যাতায়াত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহারও গতি ত্রস্ত মুখে ব্যস্তভাব, কাহারও বা শ্লথগতিতে ব্যস্ততার চিহ্ন মাত্র নাই, ইচ্ছাসুখে যত্র তত্র বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। শৌণ্ডিক-বীথিতে ক্রেতা ও মক্ষিকা উভয়ই দলে দলে ঘুরিতে ছিল এবং মাধবী, পৈষ্টি ও কাদম্বীর স্রোত বহিতেছিল, মধুচক্রবৎ নগরীর সর্ব্বত্র ভরিয়া একটা পরিপূর্ণতা ও গুঞ্জন রব উঠিতেছিল।

সেনাপতির গৃহ হইতে রাজপ্রাসাদের পথ নিতান্ত অল্প নয়। রাজপথে স্থানে স্থানে অত্যন্ত জনতা, যান বাহনে পথরোধ হইয়া গিয়াছে। বাধাপ্রাপ্ত তেজস্বী অশ্ব বক্রগ্রীবা সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক অনুযোগ করিতে লাগিল। সেনাপতি এখন এই বাধা দূর করণার্থে ঘুরিয়া নদী তীরের স্বল্প নির্জ্জন পথ ধরিলেন। একটা প্রকাণ্ড ধূসর পর্ব্বতের কোল দিয়া বহিতে বহিতে অশীরবতী সহসা এক স্থানে পূর্ব্ব-বাহিনী হইয়া নগরী বহির্ভাগে মাঠ জলা গোধূম ও যবাদি শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র শৈল উল্লম্ফনে অতিক্রম পূর্ব্বক প্রশস্ত মূর্ত্তিতে খর বেগে ছুটিয়াছেন। ঠিক সেই বক্রের মুখে শ্যামল শষ্পাবৃত মুক্তভূমির মধ্যভাগে বিশালকায় পূর্ব্বারাম-বিহার।

বিহারের ধবল কান্তি তার চতুর্দ্দিকস্থ অনাবৃত শ্যামলিমার মধ্যভাগে অপরাহ্নের আলোকে একখণ্ড-তুষার শৈলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। উহার নিকটে আসিবামাত্র কি যেন এক অজ্ঞাত ভাবে সেনাপতির নির্ভীক চিত্ত বারেক সঘনে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। নিজেরও অজানিতে বল্গা সংযত করিতেই অশ্ব ধীর গতি ধরিয়াছিল। বোধ করি তার পশু প্রকৃতিও এই নিভৃত নিলয়ের অন্তঃকেন্দ্রে এমন কিছুর সন্ধান পাইয়াছিল যাহার সান্নিধ্যে সমস্ত জৈবশক্তিকে লৌহবৎ সেই অয়সকান্তের অভিমুখী করিবেই করিবে।

পূর্ব্বারাম বিহারের সম্মুখ দ্বার উদ্‌ঘাটিত, বিহারের মধ্যস্থিত প্রশস্ত চত্বরে চৈত্য সম্মুখে বহু কাষায় বস্ত্রধারী শ্রমণ ও উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছু ভিক্ষু ভিক্ষুণী এবং ভক্তিমান গৃহপতিগণ বক্ষলগ্ন বাহু ও অবনতনেত্রে দণ্ডায়মান। তাদের মধ্যভাগে সৌম্যমূর্ত্তি প্রবীণ তেমনি মুণ্ডিত কেশ, ভিক্ষুসঙ্ঘের চিহ্নে তেমনি চিহ্নিত, বেদীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া সেই নিবাত নিষ্কম্প অসংখ্য শ্রোতাদের সম্বোধন পূর্ব্বক অমৃত সিক্ত উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। যখন কোশল সেনাপতি ও মহানায়কের অশ্ব বিহার সম্মুখে উপস্থিত হইল সে সময়ে তিনি এই কথা গুলি বলিতেছিলেন ;—

"শত সাম্রাজ্যজয়ী বীরের চেয়ে আত্মজয়ী বীরই শ্রেষ্ঠতম। সৎকার্য্য অমৃত এবং অসৎ কর্ম্মই বিষ,—যিনি এই অমৃত পান করে থাকেন অমরত্ব একমাত্র তাঁরই লভ্য। বিষ যে শরীরাশ্রয়ী হয়েছে ইতঃমধ্যেই মৃত্যুর রাজ্যে তার আসন চির নির্দ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। অসৎ কর্ম্মের ফল অনুতাপ, সৎকর্ম্মের ফল আনন্দ। ঊষর ভূমিতেও এর বীজ-বিনাশী শক্তি নিহিত নাই। নিশ্চিত জানিও

পাপীর নিকট পাপ যতক্ষণ না ফলপ্রদ হয় ততক্ষণই মধুর ন্যায় মিষ্ট অনুভূত হয় এবং পুণ্যকে বিষতিক্ত বোধ হইতে থাকে, কিন্তু উভয়ের ফলই উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করণের সহায়।"

"বৈর সম্পন্ন অথবা অশ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্ত অন্যের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, কিন্তু ভ্রান্তিপূর্ণ নিজ চিত্তকে এদের অপেক্ষাও অনিষ্টকারী বলে বিশ্বাস করো। স্বীয় অন্তরস্থ তীব্র বাসনা তরঙ্গ তোমায় এরূপ নিম্নগামী করিতে পারে, যেস্থানে তোমার প্রধানতম শত্রুও কখন তোমায় প্রেরণ করতে সমর্থ হইত না। অরণী-কাষ্ঠবৎ আত্মহৃদয় প্রসূত বাসনাবহ্নি তাকেই ভস্মীভূত করে ফেলে। অরণ্যজাত বিষলতা তার নিজেরই আশ্রয়তরুকে বিনাশপূর্ব্বক নিজেও বিনষ্ট হয়। দাবানলে কেবল অগ্ন্যুৎপাতশীল অরণীর প্রতিবেশীবর্গই দগ্ধ হয় না, স্রষ্টাকেও সেই সঙ্গে ধ্বংস হইতে হয়,—ইহাই প্রকৃত সত্য।"

অম্বরীষ অশ্ববল্গা সংযত করিল। দূর হইতে বক্তার মুখ সম্পূর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল না, ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্য দিয়া তাঁর শুভ্র ললাট ও মুণ্ডিত মস্তক মাত্রই দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল, অম্বরীষ দেখিল উপদেশক তাঁর বক্তব্য শেষ করিতেই সমবেত ব্যক্তিগণের সকলেই এক সঙ্গে নত জানু হইয়া তাঁর পাদবন্দনা করিল। তারপর সেই জনমণ্ডলী হইতে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতপূর্ণ গম্ভীরধ্বনি তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁর সর্ব্বশরীরের রোমকূপ কণ্টকিত করিয়া শব্দবহ মহাকাশে তরঙ্গে তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল;—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।"

অম্বরীষ কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। তাই সে আশ্চর্য্য-নেত্রে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অবনত দেহ ভিক্ষু ও শ্রমণগণের মধ্যস্থলে এইক্ষণে পূর্ণ প্রকটিত জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত এই অলৌকিক দেবমূর্ত্তির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। সেই মূর্ত্তি তখন তাঁর মহাভুজদ্বয় বিস্তৃত করিয়া পরম বাৎসল্যভরে প্রত্যেক ভিক্ষুর মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক আশীর্ব্বচন প্রয়োগে মৈত্রী প্রেম করুণা ও মুদিতায় নিজ নিজ শরীরস্থ রিপু-রাজ অহঙ্কারের বিলোপ সাধন জন্য অতি মধুর স্বরে উপদেশ প্রদান করিলেন, কহিলেন।—"জাগতিক বিলাস-ব্যসনই মানব জীবের একমাত্র বন্ধের হেতু এবং বাসনা বেগই এই অহঙ্কার-কারাবদ্ধ হতভাগ্য জীবকে অবিরত জন্ম মৃত্যুর ঘূর্ণাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত করিয়া তাহাকে অনাদি কাল হইতে এই মাংসলিপ্ত মলিন মল-মূলিত দেহপিঞ্জরের বন্দী রূপে পুনঃপুনঃই সংসার চক্রে

আবর্ত্তিত করিতেছে। মৃত্যুময় কাম লোকে অভাগা জীব স্বীয় কর্ম্মের বিভিন্ন ফলে বিবিধ ক্লেশাদি পরিণামী হইতে হইতে চির সংসৃত হয়, ফলে শতকোটী জন্মেও দুঃখাদি হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তিলাভ করিতে পারে না।"

অম্বরীষ সহসা যেন নিদ্রোত্থিত হইলেন। যে রাহুগ্রাস-মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের আকস্মিক প্রকাশ তাঁহার মত লবণাম্বুধিকেও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার প্রভাব সচেষ্টায় খর্ব্ব করিয়া দিয়া স্বীয় প্রকৃতিজাত বিদ্রোহের পতাকা উচ্চে তুলিয়া ধরিল। অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া সে হৃদয়োত্থিত বিস্ময় প্রশংসাজাত শ্রদ্ধার অংকুরটিকে আমূল উৎপাটিত করিতে চাহিল। মনে মনে হাসিয়া কহিল,—"ইনিই ভগবান সিদ্ধার্থ! আর এই এঁর নবধর্ম্ম?—এ আর নবীন কি?—সবই তো পুরাতন জরাজীর্ণ শাস্ত্র বাক্য, এ শুনিয়া শুনিয়া কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে! মানুষের চরণে কঠিন নিগড় দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখার সনাতন নীতি।—এঁরই উপর লোকের এত ভক্তি?"

ভগবান তথাগত এই সময়ে পুনশ্চ কহিলেন,—"এমন কি তোমরা যে সকল দেবতার আরাধনা করে থাক তাঁরাও কালধর্ম্মের অবিরোধী সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অধীন। স্বয়ং স্রষ্টা নামধেয় যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর অধিকারও কোটী কল্পান্ত স্থায়ী মাত্র! কল্প সকল নশ্বর মানবজীবের পক্ষে কল্পনাতীত দীর্ঘ হলেও অখণ্ড দণ্ডায়মান অনাদি অনন্ত কালসমুদ্রের হিসাবে কতটুকু?—সাগর বালুকা স্তূপের এক ক্ষুদ্রতর অণু-কণা মাত্র! যাঁর মধ্যে যে বস্তু নাই তা' তাঁদের দেয় নহে,—বি-নশ্বর দেবতা অবিনশ্বর নির্ব্বাণ ধন প্রদানে তাই সর্ব্বথা অসমর্থ জানিও। এই দেবদুর্লভ রত্নাহরণ জন্য সেই হেতু তোমার পক্ষে দেবতা বা ঈশ্বর অন্বিষ্য নহেন,—একমাত্র তোমার আত্ম-প্রচেষ্টা ও অনাদি বাসনা বিলোপই তোমার একক ঈশ্বর,—অপর ঈশ্বর তোমার পক্ষে অস্বীকৃত। নির্ব্বাণ লাভ শাস্ত্রাদি পাঠ বা অগ্নিযজ্ঞ দ্বারা লভ্য নয়, আত্মবিলোপ ও বাসনা ক্ষয় দ্বারাই একমাত্র প্রাপ্তব্য। বাসনা বিতৃষ্ণার পূর্ব্বরাগ মৈত্রী ক্ষমা করুণা ও মুদিতা।—প্রতিহিংসাপ্রবণ লালসা প্রদীপ্ত চিত্ত নির্ব্বাণের পরম শত্রু উহা 'মারে'র বিলাস কানন।—"

অম্বরীষ সহসা যেন গুপ্তাঘাতে শিহরিয়া মুখ ফিরাইল। এই প্রবীণ প্রচারক তাঁর প্রবীণ ও নবীন শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল মহাবাণী প্রচার করিতে ছিলেন, তাহা হয়তো তাহাদের মধ্যে অমৃত-বক্ষের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু এই 'বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম্মের' অ-শরণাগত অপর

শ্রোতার অন্তর মরূদ্যানে সে বীজ অফলা তো বটেই,—উল্টাইয়া তপ্ত লৌহ বর্তুলের আকারে বারংবার আঘাতই করিতেছিল। মানবের সর্ব্বগ্রাসী ভয়াবহ দানব সদৃশ প্রচণ্ডশক্তি মনে 'অহং'কে অতিক্ষুদ্র বিষাক্ত কীটের ন্যায় পদতলে দলিত করিতে এই সৌম্যমূর্ত্তি মধুর হাস্য রঞ্জিত অধরে যে আদেশ প্রদান করিলেন, মনে হইল অবলীলাক্রমে মর্দ্দিত সেই কীটাণুটাকে যেন কোন্ সুদূরেই বা তিনি নিক্ষেপ করিয়াছেন,—বোধ করি উঁহার শরণাগতগণের পক্ষেও এ কাজ অত বেশী কঠিন ছিল না,—কিন্তু এই আদেশের বিরুদ্ধে সেই মুহূর্ত্তেই যে তাঁর এক অজ্ঞাত শ্রোতার হৃদয়স্থ 'অহং'—আপন অহঙ্কারে দলিত ফণা তুলিয়া ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া দাঁড়াইল, তাহা হয়ত সেই প্রসন্নচিত্তের দ্বার স্বরূপ সদা সুপ্রসন্ন মুখকান্তি বিশিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য বুঝিতেও পারিলেন না? পারিলে কি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর ফুল্লারবিন্দতুল্য বদনমণ্ডলে অমন ক্ষমাশীল হাস্যপ্রভা চ্ছুরিত হইতে পারিত? অমন বিগলিত করুণধারা ঢালিয়া কি তন্মুহূর্ত্তেই কহিয়া উঠিতেন;—"পুত্র! বরং অন্যের নিকট প্রতারিত হইও, তথাপি নিজের নিকট নিজেকে প্রতারিত করিও না!"

শ্রমণাদিগণ পুনশ্চ তাঁদের উর্দ্ধোত্তোলিত শ্রদ্ধা প্রেমে পরিপূর্ণ শান্ত দৃষ্টি অবনত করিলেন। অতি প্রশান্ত স্থির গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চাপল্যবিহীন আনন্দের অপরিসীম স্নিগ্ধতা প্রত্যেকের নেত্রে ও মুখে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিল। ধীরে ধীরে সকলকেই আবার এক সঙ্গে তাঁদের মধ্য-কেন্দ্রস্থিত রক্তোৎপল চরণপ্রান্তে অবনত হইলেন। আবার আকাশের স্তব্ধতায় অপূর্ব্ব পুলক-শিহরণ আনয়ন করিয়া তার অখণ্ড রাগিণীর অবিচ্ছিন্ন সুরগ্রামকে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আনয়ন পূর্ব্বক ভাব-সত্যে সার্থকতা ভরা সঙ্গীতময় কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল:—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি!"

অশ্ববল্গা সবেগে আকর্ষিত হইবামাত্র বেগবান অশ্ব আরোহী সহিত মুহূর্ত্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের সান্নিধ্য হইতে প্রায় উড়িয়া চলিয়া গেল।

'বুদ্ধ', 'সঙ্ঘ' ও 'ধর্ম্মে'র শরণজনিত যে মহামন্ত্র মহাকাশের বিচিত্র রাগিণীর মধ্যে ও অন্তরের নীরবাকাশে পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিতে পড়িতেছিল, নির্জ্জন নদী-তীরের পথ ছাড়িয়া প্রধান রাজবর্ত্মের বিবিধ শব্দ লহরীর মধ্যে তাহা যখন বিলীন হইয়া আসিল, তখন অম্বরীষ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। "হ্যাঁ,—নূতনত্ব এই মাত্র যে, ধর্ম্মপ্রণেতার উদ্দেশ্য মানুষ এ ধর্ম্মের হাতে আত্মসমর্পণ করে পৌরুষ বিহীন মহা জড়ে পরিণত হয়! অগ্নি উপাসকগণ তবু তাদের অভিলষিত

বস্তুর জন্য উগ্রতপ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতে চায়, এই নবধর্ম্ম-বিধাতা শুধুই ফাঁকির মূল্যে মানুষকে ক্রয় করছেন! নির্ব্বাণ?—মানুষ তো জন্মমুহূর্ত্তেই নির্ব্বাণলাভের শক্তি নিয়ে জন্মেছে,—মরলে কে'না নির্ব্বাণ লাভ করে? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এমন কি, আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজটি পর্য্যন্ত কিছুতেই মহানির্ব্বাণের হাত ছাড়াতে পার্ব্বেন না। ধর্ম্ম?—জগতে সে ধর্ম্ম স্থায়ী হতে পারে না যে ধর্ম্ম মানুষকে মানবত্ব বিসর্জ্জনের আদেশ দেয়,—যে ধর্ম্ম তাকে সুখের—ভোগের—জয়ের—পৌরুষের জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দুঃখ অভাব অপমান ও নিস্পৃহার নিম্ন ভূমে অবনত মস্তকে দাঁড় করিয়ে রাখে। সচেতন মানবকে স্থাণু-ধর্ম্মী করে যে ধর্ম্ম, সেই ত অধর্ম্ম! না,—বাসনার ক্ষয়ে পৌরুষ নেই। মানুষ স্বভাবতঃই ভীরু। বাসনার বহ্নি অগ্নিহোত্রীর ন্যায় জীবনের যজ্ঞকুণ্ডে চির অনির্ব্বাণ রক্ষা করতে পারাতেই তার মনুষত্ব,—তা'তেই তার ফল সিদ্ধি! তারপর?—সেই সিদ্ধির ঐশ্বর্য্যবলে ঈপ্সিত, কাঙ্ক্ষিত বস্তু ভোগ এবং সেই ভোগই স্বর্গ। প্রকৃতিদত্ত নির্ব্বাণ সে তো জমা দেওয়া আছেই। কে' তা' কেড়ে নিচ্চে? গৌতমের নব-ধর্ম্ম বলীর ধর্ম্ম নয়,—ভিক্ষুর ধর্ম্ম—ভিক্ষুকের ধর্ম্ম! এ রাজাকে ভিখারী করে,—ভিখারীকে রাজা করতে পারে না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

As dreadful as the Manician God,
Adored through fear,—strong only to destroy.

—*Cwoper.*

রাজসভায় বৈতালিকগণ বহু বিশেষণে বিশেষিত করিয়া সীতাপতি-সমতুল্য কোশলপতির জয়গান সমাধা করিল। গন্ধতৈলে শত কনকদীপ জ্বালাইয়া শত সুরূপা বন্দিনী সভা-মণ্ডলের চারিদিকে দীপাধার রূপে শ্রেণীবদ্ধ দাঁড়াইল। সেই সকল চারুকুন্তলার শিরোভূষণ কূটজ-কুসুম হইতে অপর্য্যাপ্ত গন্ধ এবং হস্তধৃত দীপ ও চঞ্চল লোচনের অপাঙ্গ দৃষ্টি সুপ্রচুর আলোক বিতরণ করিতেছিল।

অগ্রসর হইয়া বৈদেশিক রাজদূত কোশল-পতির পাদবন্দনা সহকারে মূল্যবান উপঢৌকন স্থাপন করিল।

"পাবার মল্লরাজ রাজেন্দ্রের অম্বর চুম্বিত জয়কেতনের অশেষ পক্ষপাতী, তিনি মহিমার্ণবের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হতে একান্তই উৎসুক।"

"কোলারীয়গণ মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ চক্রবর্তীর অভয় চরণোদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণে জীবন সার্থক করণার্থ যৎপরোনাস্তি আগ্রহান্বিত।"

"কুশীনগরে মল্লাধিপতিগণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসন কেতন রাজ-রাজকুলশ্রীকে তাঁদের সঙ্গের চির সখ্যতার অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।"

দূতগণ একে একে সগর্ব্ব আতিথেয়তা প্রাপ্ত হইয়া বিদায় লইলে ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি সম্মুখীন হইলেন,—"এই জটিল-সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ কোশল রাজ্যের প্রান্ত সীমায় পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়া বহুবর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। সম্প্রতি সেই অগ্নিযজ্ঞের আহুতি স্বরূপে এ ব্যক্তি নরবলি দিয়াছে। ব্রাহ্মণ অবধ্য, পাষণ্ডের এই গুরু অপরাধের কোন্ দণ্ড প্রযোজ্য, এজন্য মহারাজাধিরাজের আদেশ গ্রহণে এসেছি।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী—রাজাজ্ঞায়—সম্মুখে নীত হইল। দীর্ঘ বপু, তপঃ শুষ্ক, মুখে কঠোরতার সহিত সমানাংশে নৃশংস হিংস্রভাব দেদীপ্যমান। মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়ক দেব তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"কাহার উদ্দেশ্যে নরবলি প্রদান করেছিলে, জটিলি?"

বজ্রনির্ঘোষে তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল,—"সকলেই পরিণামে যাঁর ভক্ষ্য, সেই সর্ব্বভুক্ ভগবান অগ্নির।"

"তুমি জটিল-সাম্প্রদায়িক?"

"ধর্ম্মের পথ মাত্রই জটিল, আমরা সেই জটিলতার গ্রন্থি ছিন্নকারী।"

"শুনেছি তোমাদের ধর্ম্মগুরু কাশ্যপ এবং তাঁর দুই ভ্রাতা শাক্য-পুত্রের নবধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে জটিল সম্প্রদায় ভেঙ্গে দিয়েছে। তাহলে তুমি কিসের আশায় এ যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলে?"

বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ চরণদ্বয় সবেগে টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঝনঝনা শব্দে কঠিন শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিল। দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মেঘগর্জ্জন শব্দে জটিলী কহিল,—"কিসের আশায়?—প্রতিশোধের আশায়—আর কিসের আশায়? সেই সকল ধর্ম্মত্যাগী কাপুরুষদিগের পরিত্যক্ত অগ্নিকুণ্ডে অনির্ব্বাণ অগ্নি বৎসর বৎসর জ্বালিয়ে রেখে যে উগ্র সাধনা করেছি, যদ্যপি ভগবান অগ্নি জাগ্রত দেবতা হয়েন, তবে সেই সকল মহাকুলাঙ্গার কুলের সহিত তাদের ভ্রান্ত পথ প্রবর্ত্তক দেব-ব্রাহ্মণ

হিংসক শাক্য কুলাংগারও সেই চিত্তানলের মহাহবি রূপে দগ্ধ হবে এই আশা। পূর্ণাহুতি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হতে পারলে এতক্ষণ এ পৃথিবীর মৃত্তিকা তাদের পদচিহ্নে কলঙ্কিত হতে পেতো না।"

জটিল সাম্প্রদায়িকের জীর্ণ পঞ্জরগুলি একান্ত ক্ষোভের রোষে ঘন ঘন ফুলিয়া উঠিতেছিল। বাক্যশেষে রুদ্ধবীর্য্য অজগরের ব্যর্থ গর্জ্জনের ন্যায় সঘন নিশ্বাসে তার সারাদেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। পরম কৌতুকে সশব্দ উচ্চ হাস্য করিয়া মহারাজাধিরাজ মহাধর্ম্মাধিকারের পানে ফিরিলেন,—"আহা, হা! শুভংকর! অমন একটা মহৎ কার্য্য সমাধা করতে না দিয়ে এত বড় সাধককে ঠিক সেই শুভক্ষণেই বন্দী করা হলো! এ কাজটা কিন্তু ভাল হয়নি, শুভংকর! না, না,—এ কাজটা তোমাদের ভাল হয় নি। এ না'হলে আমরা এতক্ষণ একটা কত বড অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পেতাম! আমার চিরদিনের সাধ কোন একটা অলৌকিক নূতন জিনিষের দ্রষ্টা হত। সেকালের মত এখন তেমন অদ্ভুত কাণ্ড বড় একটা তো একে দেখাই যায় না। আচ্ছা জটিলি! এখন কি আর তোমার পূর্ণাহুতি হ'তে পারে না?"

জটিলী রাজার হাস্য সংযুক্ত এই প্রশ্নের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্ন কোপে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিল,—"না, মহারাজ!"

"এঃ, তবে আর কি হবে! শুভংকর! দাও লোকটাকে ছেড়েই দাও,—ও আবার অগ্নিযজ্ঞ করুক গিয়া।—ওহে বন্দী! এবার পূর্ণাহুতিটা শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো, আর সেই সময় আমার কাছে সংবাদ পাঠিও,—বুঝলে? আমি স্বয়ং স্ব-শরীরে তোমার যজ্ঞ দর্শনে যাব।"

বন্দী হইতে সভাসদ্‌গণ পর্য্যন্ত ঘোর বিস্ময়ে রাজার দিকে চাহিল। ধর্ম্মাধিকার শুভংকর কৃতাঞ্জলিপুটে অর্দ্ধবিজড়িত ভাবে আরম্ভ করিলেন, —"মহারাজাধিরাজ! এ ব্যক্তি নরহত্যাকারী। অকারণে নিরপরাধ একটি বালভিক্ষুর প্রাণবিনাশ করেছে—"

জটিলী ঘোররবে হুংকার করিয়া উঠিল;—না, তাকে "হত্যা করি নাই, সত্য বলতে দ্বিধা করো না,—সেই হতভাগ্য জীবকে ভগবান শ্রীশ্রীঅগ্নিদেবের নিকট উৎসর্গ করেছি বলতে পার। মহারাজ! আপনিই বলুন, এতে কি সেই নাস্তিক্যবাদী বালকের পারলৌকিক কল্যাণ ঘটে নি? তার নিরানন্দ আত্মা অমরা সেবিত স্বর্গে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে না?"

শুভংকর নিজে গোপনে গোপনে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপাসক, তিনি

তৎক্ষণাৎ সকোপে কহিয়া উঠিলেন,—"চুপ কর, পাপিষ্ঠ! আমাদের পরমেশ্বর সদৃশ মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজের যশোমালিকা কোনদিনই নরঘাতকের কলুষনিশ্বাস স্পর্শে মলিন হতে পারে না। দেবোদ্দেশ্যে ছাগ মেষ মহিষ বলির শাস্ত্রীয় বিধি আছে, উহা ব্যবহার শাস্ত্র অসম্মত নয়,—কিন্তু নরবলির বিধি কোথাও নেই।"

মহানায়ক রত্নাকর কহিয়া উঠিলেন,—"অশ্বমেধ, গোমেধও শাস্ত্রানুসারে চলতে পারে, কিন্তু নরমেধ নয়।"

অম্বরীষ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"থামিয়া যাও বন্ধু! দশের মধ্যে বিদ্যাও আর প্রচার করো না। কলিতে বাজী মেধাদি নিষিদ্ধ।"

"এখানে কলির অধিকার কোথায় মহা-সেনাপতি? এতো দ্বিতীয় রামরাজ্য।"

রাজা এবার নিজেই অকস্মাৎ আক্রমণে বিপন্ন অম্বরীষকে বাঁচাইলেন। তিনি এ সকল কথায় কর্ণপাতও করেন নাই, উচ্চহাস্যে সভাগৃহ কম্পিত করিয়া সহসা কহিয়া উঠিলেন;—"আমি বলি কি, বলি যদি দিতেই হয়, তবে নরবলিই শ্রেষ্ঠ! নিরীহ পশুর অশ্রাব্য চিৎকারের অপেক্ষা কোমল-কান্তি মানবশিশুর মরণার্ত্তনাদ শুনতেও মিষ্ট এবং তা'তে দেবতুষ্টিও অধিকতরই সম্ভব। কি বল হে, জটিলি?"

সভাজন এই প্রকার বীভৎস হাস্য পরিহাসে এবং এই অনুসারে বাস্তব সংসারেও অনেকটাই চলিতে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে শিহরিল। জটিলী লুব্ধভাবে উত্তর দিল,—"মহারাজের রুচি এরূপ না হ'লে আর তিনি কোশল-সম্রাট্ হলেন কেন? প্রভু যথার্থই আজ্ঞা করেছেন।"

শুভংকর অধোমুখে রহিলেন। ইত্যবসরে চতুর জটিলী রাজাকে প্রসন্ন করিবার মানসে বাক্যজাল রচনা করিতে আরম্ভ করিল। জটিল-সম্প্রদায় যে বহু পুরাতন, এমন কি স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রই যে জটিলী-সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা, ইহাও সালংকারেও বহুবিধ বর্ণনা সহকারে প্রমাণ করিয়া দিল। সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং জানকীর পুনঃ পরীক্ষার প্রস্তাবে নিঃসন্দিগ্ধ রূপেই তাঁর অগ্নি-উপাসকত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এতবড় একটা প্রাচীন এবং পবিত্র সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন যে রাজদণ্ডের যোগ্য ইহাও সে বারংবার উল্লেখ করিতে ভুলিল না। অবশেষে রাজার অধিকতর চিত্তাকর্ষণ করিবার লোভে যোগ করিল;—"যদি আজ শ্রীরামচন্দ্রের কাল হতো, যদি তাঁর সুযোগ্য পুত্রের দণ্ডধারণ যুগ হতো, তবে কি আমার

দীর্ঘকালের কঠোর তপস্যার সিদ্ধি মুহূর্তে রাজকর্ম্মচারিগণ ভীষণমূর্ত্তি প্রেতের ন্যায় পূর্ণাহুতি ব্যর্থ করতে সাহসী হয়? হায়! কোথায় প্রভু অগ্নিসেবক রামচন্দ্র! তোমার রাজ্যে আজ তোমার সেবকাধম তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করতে একদিকে নাস্তিক্য প্রচারক দ্বারা অপরদিকে ধর্ম্ম-হা' রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হচ্ছে দেখে যাও!"

সহসা মেঘান্ধকার আকাশের মধ্য হইতে বিকট শব্দে অশনি গর্জ্জিয়া উঠিল, —"মহাপ্রতীহার! চির অন্ধকার অন্ধকূপে এই দুঃসাহসিক নরঘাতককে এই মুহূর্ত্তে নিক্ষেপ কর!"

কর-চরণ শৃংখলে ঝন্‌ঝনা বাজাইয়া রোষ আর্ত্তনাদের মধ্যে প্রতীহারিগণ জটিলীকে তৎক্ষণাৎ অপসারিত করিল।

নানা দিগ্‌দেশস্থ দূতগণ আপন আপন বক্তব্য সাবধানতা সহকারে রাজ-সমীপে জ্ঞাপন করিয়া রুদ্ধশ্বাসে সভাদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অবশেষে চর জানাইল,—"রাজ অতিথিশালায় অতিথি সেবার প্রচুর আয়োজন সত্ত্বেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সেখানের অন্ন-গ্রহণের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বারাম-বিহারে বা অপর কোন দরিদ্র সদ্ধর্ম্মীর গৃহে দারিদ্র্যপূর্ণ আতিথ্য গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হয় এইরূপ ব্যাপার নিত্য প্রত্যক্ষ করে এক ভিক্ষুকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি উত্তর করে,—'বৌদ্ধগণ রাজপুরীর ভোগ প্রাচুর্য্যের অপেক্ষা আত্মীয় ও বন্ধুজনের প্রেম-প্রদত্ত শাকান্নও পায়সান্নবৎ সানন্দচিত্তে গ্রহণ প্রীতিপদ বোধ করে। রাজা শ্রদ্ধা সম্মানের পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর গৃহ বৌদ্ধগণের আত্মীয়-গৃহ বা বন্ধুগৃহ নহে।"

"সেই দুর্ম্মুখ বৌদ্ধ-ভিক্ষুর জিহ্বা তপ্ত লৌহ দ্বারা ছেদিত হোক!"

সভা স্তব্ধ রহিল। অনুজ্ঞাটা অপরাধের অনুপাতে ভীষণ বলিয়াই সবারই মনে হইয়াছিল, তদ্‌ভিন্ন আজকাল এসভায় প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন অনেকেই। তাঁরা মর্ম্মাহত হইলেন। ভয়ে কম্পিত হইয়া চর আবার জানাইল,—"সেই সাহসিক ভিক্ষু প্রত্যূষে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বহু সন্ধানেও উহা জানিতে পারা যায় নাই।"

—"যেখানে যত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখা যাইবে, সকলকে ধরিয়া আনিয়া তাদের ললাটে 'রাজদ্রোহী' নাম অগ্নি-অক্ষরে লিখিয়া দাও।"

কোন এক ভীষণাকৃতি দানবমূর্ত্তি সহসা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হইলে প্রত্যেক দর্শকেরই যেমন একই ভয়বিস্ময়ে মস্তকের কেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত

কাঁপিয়া উঠে, সভাস্থ সকলেই এই ঘোষণা যেন এক সংগে মহাতঙ্কে জমিয়া গেল। অনেকেই সাতঙ্ক অনুনয়ে বাধাও তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু রাজাদেশের প্রতিবাদের সামর্থ্য আসিল না। তবে ইহাও নিশ্চিত যে নিরপরাধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি এত বড় অত্যাচার কোশলের প্রজাবর্গ সহিবে না।

এমন সময় অম্বরীষ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাঁর উন্নত শরীর ভয়জনিত কম্পনে কিছুমাত্র কম্পিত হয় নাই, যখন বাক্যোচ্চারণ করিলেন তাহাতেও এতটুকু জড়তা ছিল না। যেদিন তিনি লিচ্ছবি জয় করিয়া ফিরিয়া ছিলেন, সেদিনকার মতই সেই একই অনমনীয় দৃপ্ত ভাব। তখন সভাস্থিত সকলেরই 'দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ হইল।—রাজাও চাহিয়া দেখিলেন,—"বলো অম্বরীষ! তুমি আবার কি বলবে বল। আমার সভাস্থ সকলেই তো পাষাণ-পুত্তলিকায় পরিণত হয়ে গেছেন! এত বড় একটা অত্যাচার দমনের উপায় করে দিলাম, একজনও আমায় ধন্যবাদ দিল না!- হায় হায়—, এই অকৃতজ্ঞদের জন্যই আমি—দিবারাত্রি অক্লান্ত শ্রমে শরীর পাত করছি।"

রাজা হতাশাঙ্কিত নেত্রে উর্দ্ধে চাহিয়া পরে গভীর অবসন্নভাবে সিংহাসন পৃষ্ঠে মস্তক রক্ষা করিলেন। সভাসীনগণের চিত্ত বৌদ্ধ নির্যাতনের চিন্তা ছাড়িয়া আত্মনিগ্রহ চিন্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যে যত শীঘ্র পারিল, বিবর্ণ মুখে হাসি ফুটাইয়া বা না ফুটাইয়াও অট্টহাস্যের অভিনয়ের সহিত কোলাহল করিয়া উঠিল, —"রাজদ্রোহীদের দণ্ডিত করুন,—দেশে শান্তি স্থাপিত হোক।"

কিন্তু তাদের কণ্ট-কল্পিত এ আগ্রহ স্থায়ী হইল না এবং রাজাও তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁর ললাট মেঘাচ্ছন্নই রহিল। তখন কাহারও দোষানুসন্ধান চেষ্টায় অম্বরীষকে নীরব থাকিতে দেখিযা ভ্রূকুটিপূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন,— "তোমারও কি বাক্যরোধ হয়ে গেল?"

অম্বরীষ ঈষৎ চিন্তিত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন তাঁর নিকট বিশেষ কিছুই প্রয়োজনীয় নয়। তপ্ত লৌহ তাদের জিহ্বাকে চিরনীরবতা দানে শীঘ্র শীঘ্র সেই চিরধারিগণকে চিরনির্ব্বাণ পথের পথিক করিয়া দিলেও তাঁর আপত্তি ছিল না। স্বকার্য্য সাধনের জন্য স্বয়ং যমরাজের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধেও তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। বিপদের সহিত যুদ্ধ বা খেলাতেই তাঁর আনন্দ। শিশুকাল হইতে অগ্নি, অস্ত্র ও হিংস্র জন্তুই তাঁর ক্রীড়নক। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য সাধনের প্রয়োজন, এই দুই কারণ ব্যতীত আরও একটা তৃতীয় কারণ সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে বর্ত্তমান। আজ সেই উদারমূর্ত্তি প্রবীণ পুরুষ সেই যে কথাগুলি তাঁর শিষ্যদের

উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, সেই বিনম্র শিষ্যমণ্ডলী যে শ্রদ্ধা প্রীতি বিকশিত মুখে নিজেদের 'বুদ্ধ ধর্ম্ম' ও সঙ্ঘের' শরণাগত রূপে সঁপিয়া দিয়াছিল, তাহারই একটি ছবি—কেমন করিয়া বুঝা যায় না, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তাঁর চিত্তপটে অংকিত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার যুক্তিকে হাসিয়া খণ্ডন করিলেও তাঁর বিশাল নেত্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, করুণা-উচ্ছ্বসিত প্রচুর কণ্ঠস্বর তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। তাই তাঁদের এই আকস্মিক বিপৎ-সংবাদে চিত্ত বুঝি তাঁর সহসাই চঞ্চল হইয়াছিল? দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"বৌদ্ধ পরাভবের এর চেযে সহজ উপায় আমি দিতে পারি, প্রভুর আদেশ সাপেক্ষ।"

অম্বরীষের বাক্য শ্রবণে রাজা ব্যগ্রভাবে মাথা তুলিলেন;—"কি বলবে বল? নূতন একটা কিছু করা আমার ইচ্ছা। এরা সব গন্দর্ভের দল, কল্পনা শক্তি এদের বিন্দুমাত্র নাই!"

অম্বরীষ একবার চারিদিকে চাহিয়া কৌতূহলে ও নূতন কোন কল্পনাতীত অত্যাচারের কল্পনায় অভিভূত প্রায় জনগণের মুখভাব লক্ষ্য করিলেন, তারপর রাজার ঔৎসুক্য পূর্ণ নেত্রে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিলেন, ভিক্ষুগণ রাজাকে অসম্মান করে নাই, কেবল বলিয়াছে,—'রাজা সম্মানের পাত্র কিন্তু বন্ধু বা আত্মীয় নহেন'। অতএব ভিক্ষুদের বধ না করিয়া তাদের বন্ধু বা আত্মীয় হউন।'

যেখানে স্বর্গবিদ্যাধরিগণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁদের অপূর্ব্ব নৃত্য কৌশল দেখাইবার অথবা পাতালস্থ বলিরাজার বন্ধনমুক্ত হইয়া ইন্দ্রত্ব গ্রহণার্থ দ্বিতীয় অভিযানের জন্য চেষ্টিত হওয়ার কথা,—সেখানে যদি নিজ গৃহের প্রবীণা গৃহিণী ছিন্ন ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া দেখা দেয়, তাহা হইলে এক নিমেষে যেমন রুদ্ধশ্বাস দর্শকদলেব বক্ষ হইতে একসংগে সহস্র মুক্তির নিশ্বাস বাহির হইয়া আসে, এ'ও যেন তেমনি হইল! অলৌকিক কিছুই ঘটিল না, নূতন কিছুই শুনা গেল না, ভয় অধৈর্য্য সত্ত্বেও অনাগত রহস্যের মধ্যে যে অন্তরের আকর্ষণ আছে, সেইখানে টান ধরিল। অনেকেই প্রসন্ন হইয়া সাহসী যুবককে অন্ততঃ এই সহজ কথা ব্যক্ত করিতে পারায় মনে মনে প্রশংসা করিল, কেহ কেহ তাহার বিপদ বুঝিয়া দুঃখিতও হইল। রাজা যে এতবড় একটা নূতন আমোদের সাধ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন সে আশা আশাতীত। যে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, সে নিজেই মরিবে। অবশ্য যারা অম্বরীষের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত, তাদের অধর কুটিল আনন্দের চাপা হাসিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

রাজাধিরাজ ক্ষণকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া শূন্যে চাহিয়া রহিলেন, তারপর আহত বক্ষে দুই কর বেদনা ব্যথিত ভাবে স্থাপন পূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাস সহ উচ্চারণ করিলেন, "তুমি!—তুমিও আমার অপমানে তাচ্ছিল্য করলে?—তোমায় আমি বন্ধু বলি,—তার এই শোধ দিলে?"

* শ্রোতাদের বক্ষ স্থির হইয়া রহিল, এবার একটা ভীষণ দণ্ডাদেশের সহিত তাদের সম্মুখ হইতে ওই নির্ভীক সুন্দরকান্তি তরুণ সেনাপতি প্রহরীগণ কর্ত্তৃক অপসৃত হইবে!

অম্বরীষ বিনীত অভিবাদন পূর্ব্বক পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর উজ্জ্বল দুই নেত্রে ভয়ের ছায়া মাত্রও ছিল না, ধীরকণ্ঠেই কহিলেন,—"এমন পরামর্শ আমি দিতে চাই মহারাজাধিরাজ! আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতে যাতে বিস্ময়ের সঞ্চার কর্ব্বে মগধ হতে কৌশাম্বী পর্য্যন্ত বৌদ্ধজগৎ যাতে কোশলাধিপতির চির আত্মীয়রূপে তাঁর কীর্ত্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। কোশলের বৌদ্ধ প্রজাগণ রাজার সঙ্গে ধর্ম্মাচার্য্যের, রাজভক্তির সহিত গুরুভক্তির সম্মিলন করে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করবে।"

যারা অম্বরীষের ধ্বংস কল্পনা করিয়াছিল তাহারা নিজেদের মূর্খতা অনুভব করিল। যাহারা তাঁর ধ্বংস কামনা করে নীরবে তারা অধর দংশন করিল।

রাজা সেই অজ্ঞাত গৌরবের কল্পনায় হৃষ্টচিত্তে পাদপীঠ হইতে চরণ তুলিয়া জানুপরি সংস্থাপিত করিলেন।—"কি সে উপায় অম্বরীষ?—খুব বিস্ময়জনক তো?"

"শাক্যগণই বৌদ্ধদিগের প্রধান বন্ধু ও আত্মীয়। কোন শাক্যরাজ দুহিতাকে সম্রাট্ গৃহে আনয়ন করতে পারলেই তাদের আপনিও বৌদ্ধ-বন্ধু ও আত্মীয় হতে পারবেন।"

রাজার ললাট হইতে ত্বরিতে ঘন মেঘ সরিয়া গেল। করতালির সহিত কহিয়া উঠিলেন;—"ধন্য অম্বরীষ!" সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাকৃত ধন্য রবে সভামণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। অম্বরীষ আসন গ্রহণ করিলেন।

কিছুক্ষণ ধরিয়া নবীন-সেনাপতি ও বিচক্ষণ-বন্ধুর গুণ কীর্ত্তন সমাধা হইলে সভায় প্রতিবাদ উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠে মহানায়ক মঞ্জুশ্রী কহিলেন,—"শাক্য প্রথা সর্ব্বজনবিদিত। তারা নিজ আত্মীয় ব্যতীত অন্য কুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না, একথা জেনে শুনে এ প্রস্তাব উত্থাপন সেনাপতির সংগত হয় নি। এতে অনর্থক শাক্যদের গর্ব্বিত প্রত্যাখ্যান শুনতে হবে মাত্র।"

রাজাধিরাজও শাক্য বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহেন, সে কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া মাত্র উষ্ণভাবে অম্বরীষের দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তৎ-পূর্ব্বেই অম্বরীষ বিদ্যুদ্বেগে মঞ্জুশ্রীর দিকে ফিরিয়াছে,—"আশ্চর্য্য, মহানায়ক ! আমাদের পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের আদেশ কা'রও নিকট প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারে,—এই কি আপনার ধারণা ?"

ভয় বিবর্ণ মহানায়ক নীরব রহিল। অমাত্য পুষ্কলাদিত্য কহিলেন,—"শাক্যের ঘরে কে' এমন সুন্দরী আছে যে আমাদের পট্টমহাদেবীর স্থান গ্রহণ করতে পারে ? ভট্টারিকা প্রধানাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হওয়ায় বড়ই মর্ম্মবেদনা পেলাম !" বক্তার মুখ ভাবে তাঁর মর্ম্মাঘাত চিহ্ন স্পষ্টই ব্যক্ত হইল।

অম্বরীষও ঝটিতি উত্তর করিলেন,—"পরমমহেশ্বরী পরমভট্টারিকা মহাদেবীদের স্থলাভিষিক্তা হ'বার যোগ্যা এ পৃথিবীতে কে' আছে ?—মহারাজাধিরাজ ইচ্ছা করলে শাক্যকুমারীকে পুত্রবধূ রূপেও তো গৃহে আনতে পারেন ! আপনার অন্তঃসারশূন্য মস্তিষ্কে বুঝি এই সহজ কথাটাও প্রবিষ্ট হ'ল না ?"

রাজার মনেও বোধ করি পট্ট-মহাদেবী না হোক দ্বিতীয়া মহাদেবী সম্বন্ধীয় সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তাঁকে বিমনা দেখাইতেছিল, এই মন্তব্যে পথ পাইয়া তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিলেন ;—"উত্তম প্রস্তাব অম্বরীষ ! যুবরাজের জন্যই কপিলা-বস্তুতে দূত পাঠাও। শাক্যবধূ আনতে আমি কাল বিলম্ব করতে চাহি না।"

অম্বরীষ কহিলেন,—"কপিলাবস্তু নয়,—দেবদহের শাসক কন্যা শাক্যকুলের মধ্যে অদ্বিতীয়া রূপসী,—সেই কন্যাই একমাত্র কোশল-সম্রাটের অন্তঃপুরে আনবার যোগ্যা।"

শুনিয়া মহারাজ অধিকতর প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন,—"আমার ইহাতে আপত্তি নেই। আহা ! বন্ধু ! কত সংবাদই তোমার সংগৃহীত আছে। মহামাত্য ! পত্র সহ আজই বিচক্ষণ দূত দেবগড় যাত্রা করুক।"

এযাবৎ অম্বরীষের একাধিপত্যে আপনাদের একান্ত অপমানিত বোধে সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, সুযোগবোধে রত্নাকর প্রস্তাব করিলেন, "একদল সৈন্য সজ্জিত করে সংগে দেওয়া হোক, যদি দেবগড়ের রাজা তাঁর কন্যা পাঠাতে সম্মত না হ'ন, তবে রাজার মস্তক ও রাজকন্যাকে একত্রেই নিয়ে আসবে।"

রাজার এ পরামর্শ নিশ্চয়ই অসমীচীন ঠেকিত না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে দণ্ডাহত বিষধরের ন্যায় অম্বরীষ গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"নিরপরাধ দেবগড়পতির প্রতি এ অবিচার আমি হ'তে দেব না।"

"সে কি! সে রাজা আপনার কে'? প্রভুর অপমান ঘটতে দিয়ে তাঁর ধৃষ্টতার সমর্থন করতে চান না'কি?" সদ্ধর্ম্মী বুঝি আপনিও? বৌদ্ধ-জগতের প্রতি প্রাণের এত টান নাহ'লে কি জন্য?"—এই সকল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মধ্যে কোশল অভিজাতবর্গের অন্তর্জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অম্বরীষ কোন দিকে কর্ণপাত না করিয়া বদ্ধাঞ্জলি করে রাজার উদ্দেশ্যে কহিলেন,—"মহারাজাধিরাজ! স্বল্প বুদ্ধি অদূরদর্শীদের পরামর্শে মহারাজ-ধিরাজের অম্লান যশোভাতিতে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করে,—এ দাসের দেহে জীবন, বাহুতে বল, শ্রবণেন্দ্রিয়ে শ্রবণ শক্তি থাকতে তা' সহ্য হবে না! যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম প্রজা নিজের সর্ব্বস্ব দশরথ সমতুল্য সত্যাবতারের পাদপদ্মে উৎসর্গ করে নিজেকে রক্ষিত বোধে নিশ্চিন্ত রয়েছে, সেই অতি ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ উৎপাটনে লাভ কি? অরণ্যপতি সিংহ শার্দ্দুলেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, গৃহপালিত মার্জ্জার তার লক্ষ্যীভূত হয় না। শাক্যগণ অত্যন্ত অভিমানী, ভয় তাদের বশীভূত করতে পারে না, মৈত্রী তাদের বশীকরণের একমাত্র মন্ত্র। হয় তো সসৈন্যে কোশল রাজদূতকে দেবগড়ে প্রবিষ্ট হ'তে দেখলে শাক্য নারীরা আত্মঘাতিনীও হ'তে পারে। আমাদের উদ্দেশ্যই তো তা' হ'লে ব্যর্থ হযে যাবে, রাজার বা রাজ্যের কোনই উপকার হবে না।"

এবার আর কেহ এই দৃঢ় মতবাদের উপর টিপ্পনী কাটিতে সাহসী হইল না। রাজার মুখে—'আপত্তি টিকিবে না',—এই কথা স্পষ্টাক্ষরেই লেখা ছিল।

সভা ভঙ্গ কালে যখন বৈতালিকগণ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রাজার স্তুতি গান সুস্বরে আরম্ভ করিয়াছে, দীপধারিণী চারু নিতম্বিনী প্রমদা কুল মুক্তি আশায় স্মিত হাস্যে প্রতীক্ষা করিতেছে, সভাসদগণ প্রস্তুত হইয়া রাজ উত্থানের প্রতীক্ষা নিরত, সহসা রাজাধিরাজ কহিয়া উঠিলেন,—"ও, হো, হো! আমরা যে লিচ্ছবিসুন্দরীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছি! পুষ্পমিত্র স্বল্প-সুন্দরী লিচ্ছবিনীকে যুবরাজ্ঞী করতে অনিচ্ছুক। এখন কি করা যায় অম্বরীষ?--আমি তাকে বলেছি এ বিবাহ তাকে করতেই হবে। দ্বিতীয়া মহাদেবীর নিকট অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছি, না হ'লে আমিই তাকে বিবাহ করতাম। কি করি উপায় নেই!"

মহানায়ক দেবদত্ত প্রস্তাব করিল,—লিচ্ছবি-কন্যা মহাদেবীর সহচরীরূপে নিযুক্তা হোক অথবা তাম্বুল-করঙ্ক বাহিনীও হ'তে পারে। এ প্রস্তাব রাজার আদৌ মনঃপূত হইল না। একতো ইহাতে কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই, তার উপর সুদক্ষিণা উচ্চবংশীয়া রাজকন্যা, দাসী বা সহচরী হওয়ার যোগ্যা সে নয়! "তুমি

কিছু বলছ না কেন, অম্বরীষ? কেন? ভয় হচ্ছে তোমায় বিবাহ করতে আদেশ করবো বলে?"

অম্বরীষ সসম্ভ্রমে হাসিল,—"লিচ্ছবি-কন্যার জন্য স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করাই সর্ব্বোত্তম পন্থা।

আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতের মণ্ডলেশ্বর সিংহাসন ছাড়িয়া আসিয়া যুবককে দৃঢ় আলিঙ্গনে নিবদ্ধ করিলেন;—"অম্বরীষ! অম্বরীষ! আঃ! কি উর্ব্বরমস্তিষ্ক তোমার! কি অপূর্ব্ব কল্পনা-শক্তি তোমার! কত নূতন নূতন আমোদের সৃষ্টিই যে তুমি করতে পার!—এই নাও,—বন্ধু! রাজকণ্ঠের মণিময় হার অক্ষয় কবচের মত বক্ষে ধারণ করে কৃতার্থ হও!"

চারিদিকের ঈর্ষাতপ্ত নিশ্বাস সংযুক্ত কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

My daughter cannot be thy bride.

—*Scott.*

মৃদুমন্দ প্রাতঃ সমীরণে সুচঞ্চল বীচি তুলিয়া দুর্গ-পরিখার অনুকৃতিতে পরিবেষ্টিত নদীদ্বয় বহিয়া যাইতেছিল। নদী সঙ্গমের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র দুর্গটিকে প্রভাতের রক্তোজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটায় সদ্য উন্মীলিতনেত্র সহাস্য শিশুর মতই প্রসন্ন-সুন্দর দেখাইতেছে। নদী পরপারে নিবিড় শালবীথি শীর্ষে সোণালী জরির ওড়নার মত অতি ধীরে আলোকরেখা বিস্তৃত হইতেছে, ইহার তলদেশে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সূর্য্যদেবের প্রবেশাধিকার নাই। দুর্গবাসি জাগ্রত হইল, কর্ম্ম কোলাহলে ক্ষুদ্র নগরী পূর্ণা হইয়া উঠিলে বৈতালিক বন্দিত রাজা সুরজিৎ সিংহাসনারূঢ় হইলেন।

এমনই সময় প্রতিহার সমভিব্যাহারে শ্রাবস্তির রাজদূত পত্র হস্তে সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইল। সুরজিৎ মস্তক হইতে সুবর্ণ মুকুট মোচন করিয়া কোশল-সম্রাটের পত্রকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। আসন হইতে উত্থিত হইয়া মহামাত্য সে পত্র স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। মণিরত্ন খচিত বিচিত্র আধারে রক্তরাগ-যুক্ত সখ্যতা সূচিত সেই লিপি সুবর্ণ-পত্রে সযত্নে খোদিত। সে পত্র দৃষ্টে রাজা

হইতে সভাসদবর্গ গর্ব্বোৎফুল্ল দৃষ্টি বিনিময় পূর্ব্বক এই ভাবটি প্রকাশ করিলেন যে, কোশল-সম্রাটের সহিত সখ্য ভাবাপন্ন যে রাজা,—তার রাজত্বের পরিধি যতই ক্ষুদ্র হোক, নিজে তিনি নগণ্য ন'ন!

প্রহৃষ্টচিত্তে নরপতি পত্র গ্রহণ ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া পুনশ্চ মহামাত্যের হস্তে উহা প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁর অনুমতি ক্রমে সেই পত্রাবরণ উন্মোচিত হইল। সে পত্রের মর্ম্ম এইরূপ:—

"যথাবিহিত সম্ভাষণান্তর শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী পরমমহেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজা বিরূঢকদেব কর্ত্তৃক কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিম পরম স্নেহ-ভাজন শ্রীমন্মহারাজা সুরজিৎকে এই পত্র দ্বারা সবিশেষ আগ্রহের সহিত এই প্রকার অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তদীয় অলোকসামান্যা সুন্দরী কন্যাকে একদিন সম্রাট্-পুত্র পার্ব্বত্য দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি তিনি উক্তা কন্যার রূপগুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে সম্রাটের প্রার্থনা এই যে, উক্তা কন্যাকে তাঁহার পুত্রের সহিত আগত পূর্ণিমা তিথিতে বিবাহিতা করণার্থ সম্রাট্-গৃহে প্রেরণ করা হৌক। শাক্যবংশীয়া কোন কন্যাকে গৃহে আনয়ন করা তাঁহার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা। শাক্যকুলপ্রথা অতিশয় নিন্দিত, এমন কি উহা আর্য্য-প্রথাই নহে, অসভ্য অনার্য্যজাতি সেবিত অতিশয় কুপ্রথা। শাক্যগণ এক্ষণে উচ্চ ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত হওয়ায় ঐ প্রথা এক্ষণে তাঁদের পক্ষে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনা যায় মহারাজের কন্যা সর্ব্বাংশেই কোশল সম্রাটের পুত্রবধূ হওনের যোগ্যা।—অতএব দ্বিধাহীন চিত্তে উৎসবায়োজনে ব্যাপৃত হউন। পূর্ণিমা তিথিতে নিকটবর্ত্তী রাজদুর্গ রামগড়ে স্বয়ং কোশল-সম্রাট্ সসৈন্যে পুত্র লইয়া বিবাহমণ্ডপে সমুপস্থিত হইবেন। ইহার পূর্ব্বদিবসে কন্যাকে যেন তৎসহচরীবৃন্দ সহিত সম্রাট্-প্রতিনিধির সহিত প্রেরণ করা হয়। ইতি"—স্বাক্ষর স্থলে সম্রাটের নামাঙ্কিত মহামুদ্রা মুদ্রিত।

সূচিকা পাত হইলেও কর্ণগোচর হয় এমনি গভীর নীরবতায় রাজসভা ভরিয়া গেল। একি অসহ্য অপমান! শাক্যদুহিতার কর প্রার্থনা করিল শাক্যেতর ব্যক্তি? যতবড় ক্ষমতাশালীই হোন তিনি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র হইলেও তাঁহার ধমনীতে তো শাক্য শোণিত বাহিত হয় না। বামন হইয়া চন্দ্রলোলুপতাবৎ ক্ষুদ্রাশয়ের এ' কি নিঘৃণ্যতা! অপমানে ক্ষোভে সুরজিতের শরীরে অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া মহা প্রতিহারের প্রতি সম্রাট্ দূতের পরিচর্য্যাভার প্রদানে উহাকে অপসৃত করিয়া দিয়া উথলিত ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে

সুরজিৎ কহিয়া উঠিলেন,—"এ প্রস্তাব শাক্য-সন্তানের পক্ষে মৃত্যুরও অধিক ! মহামাত্য ! ধৃষ্ট শ্রাবস্তিরাজকে উত্তর লিখে দিন, শাক্য-পিতা কুলপ্রথা ভঙ্গের পরিবর্ত্তে স্বীয় কুলধর্ম্ম প্রাণপণে রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত নহে। কন্যাকে নীচকুলে প্রদানাপেক্ষা ইহাতে তাহারা গৌরব বোধ করে।"

রাজা ক্রোধের মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু কাজটা যে বড় সহজ নহে, সে কথা বুঝিতে না তাঁর, না সভাসীন কুলমর্য্যাদার মানদণ্ড স্বরূপ রাজ্যের ও শাক্যসমাজের প্রধানবর্গের কাহারও অধিক বিলম্ব ঘটিল না ! প্রাণটা ক্ষত্রিয়ের কাছে বড় নয় সত্য, সেটাকে প্রয়োজন মত পণ রাখা খুবই সহজ,—কিন্তু এ পণ তো তাঁদের নিজস্ব প্রাণ লইয়াই নয়,—এর মধ্যে সারা রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রাণের দায়িত্বও যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি একবার এই মৃত্যুবাণ শ্রাবস্তিপতির হাতে পেঁছায় তবে কি এ দেশের একখানা পাথরের টুকরা বা একটি শাক্য-প্রজার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে ? কোশলাধিপতির দেশজয়ের সংবাদ কে'না জানে ? পঙ্গপাল যেমন যে যে দেশের ক্ষেত্রে পতিত হয়, উহাকে মরুভূমে পরিণত করে, - ইঁহারও বৈরনির্য্যাতন সেই জাতীয়। তাঁহার বিশ্বাস এই দৃষ্টান্ত অন্য রাজার বিদ্রোহেচ্ছা প্রশমিত রাখিবে। তাই শাক্যকুল গর্জ্জিয়াছিল যত বর্ষণের আশা তার মত রাখিতে পারিল না। শরতের মেঘের মতই নিষ্ফল আক্ষোভে মনের মধ্যে গুমরিতে লাগিল। অতঃপর সুরজিৎ মনের ক্ষোভ মনে মারিয়া নিজ কুলপ্রথা এবং কন্যার শাক্যকুল-প্রধানের গৃহে আশৈশব বাগ্‌দানের বিষয় বিজ্ঞাপন ও যথোচিত মিনতিপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পত্র পাঠাইলেন।

এ দিকে কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোদনের নিকটও দূত প্রেরিত হইল, তাঁর বাগ্‌দত্তা গৃহবধূ তাঁহারই রক্ষণীয়া,—তিনি অবশ্য এ সম্বন্ধে দেবগড়কে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। বিশেষতঃ দেবগড় স্বতন্ত্র রাজ্য হইলেও ইহার রাজ-পরিবারবর্গ যখন শাক্যবংশীয ও তাঁহাদেরই কুটুম্ব স্থানীয় তখন কপিলাবস্তু হইতে যথার্থতঃ ইহা অভিন্নই, একের মান অপমানে উভয়েরই মান অপমান সমান সংশ্লিষ্ট।

সংবাদ শুনিয়া শাক্যপতি দেবগড়দূতকে কহিলেন,—"শাক্যবংশের এ অপমান কখনই শাক্যশোণিত বহন করিয়া কেহ সহ্য করিবে না। ইহাতে কোশল-সম্রাটের ক্রোধাগ্নি যদি গৌতমবংশ ভস্ম করিয়া ফেলে সেও শ্রেয়ঃ। সে কন্যা যখন এ গৃহের ভবিষ্য বধূ এবং এই গৃহেরই দৌহিত্রী।"

কিন্তু সুরজিৎ এবং অমিতার অদৃষ্ট,—রাজা শুদ্ধোদনের এ সমুচিত ক্রোধাগ্নি অন্তঃপুরের শীতল কক্ষে প্রবেশ মাত্রে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। মহিষী লীলাবতী তাঁর বৃদ্ধ এবং অর্ব্বাচীন স্বামীকে সমীচীন যুক্তিসহ বুঝাইলেন, কোথাকার কোন এক দূর-কুটুম্ব কন্যার জন্য আপনার এবং রাজত্বের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হওয়া বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। ক্ষুদ্র বল লইয়া তাঁহাদের কোশল-সম্রাটের প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করিতে যাওয়া প্রবল জাহ্নবী তরঙ্গে বাধা দিয়া ঐরাবতের অবস্থা প্রাপ্তি ব্যতীত অপর কোন ফলই প্রসব করিবে না। এই বাতুল চেষ্টা ও সেই সঙ্গে ওই অলক্ষণা-কন্যাটিকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

শাক্যপ্রধানগণের মধ্যে ঐকমত্যতা ধর্ম্ম সম্বন্ধ লইয়া পূর্ব্ব হইতেই শিথিল হইয়াছিল, এক্ষণেও এক্ষেত্রে মতানৈক্য ঘটিল। এক দল কুলমর্য্যাদা রক্ষার সপক্ষ এবং অন্যে আত্মরক্ষার পক্ষই গ্রহণ করিলেন। শাক্যপতি মহানাম বৃদ্ধ এবং অক্ষম, ইদানীং সংসার বহির্ভূত থাকিয়া নবধর্ম্মের সাধনায় চিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁর কথায় কর্ণপাত করিবে কে'?

দেবগড়ের দূত এই সংবাদ বহন করিয়া আনিল। অধিকন্তু রাজমহিষী স্বয়ং দাসী দ্বারা দূতকে বলিয়া দিলেন,—'যে উচ্চবংশজাত ক্ষত্রিয় সন্তান আপনার স্ত্রী কন্যার সম্ভ্রম রক্ষায় অসমর্থ, তাহার কন্যা শাক্য সমাজপতির গৃহে স্থান পাইবার যোগ্যা নহে। বসন্ত তেমন অক্ষম পিতার অধমা কন্যাকে বিবাহে ঘৃণা বোধ যদি না করে, বিবাহ করিয়া স্বতন্ত্র থাকুক, তার পিতা মস্তক অবনত করিয়া হীনজনের হেয়া—কন্যা গৃহে আনয়নার্থ স্বকুলের উৎসাদন করিতে সমর্থ হইবে না।'

এই একমাত্র শেষ আশা ভঙ্গে সুরজিৎ অধোমুখে বসিয়া পড়িলেন। ইতঃপূর্ব্বেই শ্রাবস্তি হইতে প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল,—পুত্রের ঈপ্সিতা-কন্যা, বিশেষ যখন বংশে শাক্য-কন্যা আনয়ন ব্যতীত সকল বৌদ্ধ-ভিক্ষু সম্রাট্ গৃহে অন্নগ্রহণে অনিচ্ছুক, তখন এ কন্যা ত্যাগ করা সম্ভব নহে। এই সকল কারণে কোশলাধিপ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুপায়! সুরজিৎ যেন অবিলম্বে বিবাহোৎসবে প্রযত্ন হ'ন। কন্যাসহ ধন-রত্নাদি প্রেরণ নিষিদ্ধ করেন যেহেতু সেগৃহে সে আসিবে তথায় পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলে খচিত আসনে সর্ব্বদা পাদপীঠ করা হইয়া থাকে। এইমাত্র আদেশ যে, কন্যার প্রিয় সঙ্গিনীগণও যেন কন্যার সহিত অবশ্য অবশ্য প্রেরিত করেন। নতুবা বালিকা নূতন পরিবেশে বিহ্বল হইতে পারে।' এ কথাও

লিখিত ছিল, কে অৰ্দ্ধ অক্ষৌহিণী সেনাসহ রাজ-প্রতিনিধি কন্যা আনয়নার্থ দেবদহ যাত্রা করিবেন, সেই বিপুল ব্যয় ভার ক্ষুদ্র দেবগড়কে অবশ্য বহন করিতে হইবে না, তাঁরা পুরীর বাহিরে থাকিয়া কেবল কোশল যুবরাজের গৌরবজনক বিবাহযাত্রার শোভা সংবৰ্দ্ধন করিবেন মাত্র!—কন্যার মাতামহ কপিলাবস্তুপতি মহানামকেও যেন সে সময় নিমন্ত্রণ করা হয়।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

The full moon cheers
The vale of tears
The eclipse comes
The gloom appears.

—*Unknown*.

কথাটা যখন প্রচার হইল তখন রাজসভা হইতে ভিখারী কুটীর পর্য্যন্ত রটনা হইতে বাকি রহিল না, কন্যান্তঃপুরেই বা গোপন থাকে কিরূপে? আগত বিবাহোৎসবের জন্য সখীরা বড় বিচিত্র কারুকার্য্যের বাহার খুলিয়া কাষ্ঠময় বিচিত্র আসনে আলিম্পন অংকিত করিতেছিল। শুক্লা তাদের অগ্রণী। বিবাহোদ্যোগে পড়িয়া আবার সে যেন পূৰ্ব্বের শুক্লা হইয়া উঠিয়াছে, রংগে রহস্যে হাস্যে সে সখী-ঋণ শোধ করিতে ত্রুটি মাত্র করে নাই। উহাকে পূৰ্ব্ব-ভাবাপন্না দেখিয়া অমিতার আনন্দও মাত্রাতিক্রম করিয়াছিল। সে কুমারীজনোচিত লজ্জারক্ত হইয়াও হৃদয়ভরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া গোপন আনন্দ ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেছিল। পাত্র যখন কানায় কানায় ভরা থাকে সামান্য বায়ুস্পর্শেও উহা উথলিয়া উঠে।

একদিন কারুকার্য্য নিরতা শুক্লাকে টানিয়া আনিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অমিতা বলিল,—"তুই আমার সংগে যাবি তো', শুনু?"

শুক্লাও কয়দিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল, ভাবিয়া যে উত্তর সে পাইয়াছিল অমিতার প্রশ্নের তাহা বড় অনুকূল নয়। তদ্গতপ্রাণা বাল্যসখীর সাদর নিমন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাই সে কথা সহসা মুখে ফুটাইতে পারিল না,— নীরবে উহাকে বক্ষে টানিয়া লইল। সংকল্প স্থির হইয়াই গিয়াছে। একথা

নিশ্চিত অমিতাও এই ইঙ্গিতে বুঝিল, সে ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "কেন যাবিনে' ভাই ?"

শুক্লা হাসিয়া উত্তর করিল, "কেন যাব,—তাই বল ? তোর বিয়ে হবে, বর হবে, আমি কি চিরদিন তোর বরের সঙ্গেই ঘর করবো না কি ? আমার বুঝি কিছুই হবে না ?"

শুক্লার যুক্তি শুনিয়া রাজকন্যা অশ্রুভরা নেত্রে হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া কহিল,—"তাই তো ! বরের ভাবনায় শুকিয়ে গেলি যে !—সে হ'লে তো বুঝতাম—"

শুক্লা আবারও হাসিল, কিন্তু তার এবারকার সে হাসিতে আনন্দের লেশও ছিল না, সে হাসি বর্ষার রাত্রের বিদ্যুদ্বিকাশের মতই অচিরস্থায়ী ও আঁধার বর্দ্ধনকারী, —কহিল, "তোমার সুখ দেখেই আমি সুখী হবো, আমার মনে স্বতন্ত্র সুখের কামনা নেই। তুমি তো জান এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তা' সুখের বা গৌরবের নয়।—আমার যা' সুখ তা' শুধু তোমার সুখেই—তোমায় ছেড়ে জীবনের সারই ছাড়তে হবে। কিন্তু আমার পক্ষে দেবগড়ের এই অঙ্কাশ্রয় ত্যাগ করা যে অসম্ভব !"

যে স্বরে শুক্লা কথা কহিল, ঐকান্তিকতায় তাহা গভীর ও গম্ভীর। অমিতার পতনোদ্যত অভিমানাশ্রু ইহার স্পর্শে নিমেষে লজ্জায় মরিয়া গেল। বিস্ফারিত নেত্রে সে নীরবে চাহিয়া রহিল। মনে সাভিমান প্রশ্ন জাগিলেও মুখে কথা ফুটিল না।

অমিতা আত্মদমন করিলেও তার অন্তরের জিজ্ঞাসা বুঝিতে জিজ্ঞাসিতার ভ্রান্তি ঘটে নাই, ধীর কণ্ঠে সে কহিল,– প্রশ্ন করবে 'কেন ?'—কিন্তু লক্ষ্মীটি বোন। এ প্রশ্ন তুমি করো না,—এর প্রকৃত উত্তর আমি দিতে পারবো না। 'কেন' ?— কেমন করে বলবো, কেন—যে মনে প্রাণে অস্থি মজ্জাতে কি যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন আমি দেবগড়ের প্রতি অনুভব করি।—কেন এর গগনস্পর্শী ধবল চূড়ায় উড্ডীয়মান শ্বেত পতাকা হতে, এর পথের রুক্ষ ধূসর ধূলিকণাও আমার নিকট পরম তীর্থ মনে হয়, বিশেষ করে মহারাজ ও রাণীমার চরণ সেবা ত্যাগ করে এমন কি তোমার সঙ্গও কামনা করি না, তুমি আমায় হয়ত অকৃতজ্ঞা মনে কর্ব্বে',—তোমার প্রতি আমার স্নেহাভাব দেখবে, কিন্তু উপায় নেই !—কেন ? হয়ত এ অনাথার প্রতি তাঁদের অসীম স্নেহ, হয়ত তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতির গ্লানি,—আর হয়ত জন্মজন্মান্তরের আরও কোনও অদৃশ্য আকর্ষণের তীব্র

জীবনব্যাপী অনুভূতি,—কি তা' জানি নে, শুধু জানি এর ঋণে আমি চির আবদ্ধ।

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অমিতার মন ভরিয়া উঠিল। শুক্লার বক্ষে মুখ রাখিয়া অপরাধী ভাবে কহিল,—"আমায় ক্ষমা করো শুনু!"

দু হাতে রাজকন্যার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া গভীর স্নেহে শুক্লা তাকে চুম্বন করিল, জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর প্রীতি পূর্ণ আশীর্ব্বাদের মতই কহিল,—"তুমি সুখী হয়ো রাজকুমারী! আমি জানি তুমি তোমার সুখের সংসারেও তোমার এই দুর্ভাগিনী সখীকে ভুলতে পার্ব্বে না! আমার সামনে তোমার সহস্র স্মৃতি আমার চিত্তে অক্ষয় করেই রেখে দেবে, কিন্তু এ গৃহের বাইরে আমাদের দেখা হবে এ আশা নেই।—কি লবঙ্গিকা! খবর কি রে? অত ব্যস্ত কেন?—মংগীরাম আবার কোথাও কনের সন্ধানে বেরিয়েছে না কি? সতীন তোর না করে সে ছাড়বে না দেখছি।"

লবঙ্গিকা দ্বার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"যুবরাজ তোমাদের খুঁজছিলেন।—সতীনের ভাবনা মাথায় তুলে রাখ।"

কুমার বসন্তশ্রীর এমন অতর্কিত আগমনে যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ থাকিলেও কেহ বিস্মিত হইল না। অমিতা এ সংবাদে লজ্জারুণ মুখে মুখ নামাইল। তার প্রিয়তম আপনি খুঁজিয়া অসময়েও তাহাকে দেখিতে আসিতেছেন, এর চেয়ে কি ঈপ্সিত থাকিতে পারে?

শুক্লা হাস্যমুখে যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল,—"একবার অকাল বসন্তাগমে তপোবনে নাকি কি সব মহা মহা বিঘ্ন ঘটেছিল, আজ আবার কুমারী কাননে এ অকাল বসন্তাগম কি হেতু যুবরাজ? অনঙ্গ তো অঙ্গহারা, হর-কোপাগ্নিতে অনঙ্গ হ'বে কে এবারে?" সখীজনেরা এ কৌতুকে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এ কেমন কথা শুক্লা! বসন্তোদয়েই যে নি-রঙ্গ অনঙ্গ পুনশ্চ তার দগ্ধ অঙ্গ ফিরে পেয়েছেন!"—কেহ বলিল,—"এবার বোধ করি তোর পালা, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ ভস্মীভূত, এবার অন্যার্দ্ধও শেষ হবে।"

কিন্তু যুবরাজের অকাল জলদোদয় তুল্য মুখকান্তি এসব রহস্য বাণীতে পরিবর্ত্তিত হইল না। আসন গ্রহণ না করিয়াই অমিতার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"রাজকুমারী! আমি সুসংবাদ এনেছি। আপনি যে 'দেবতুল্য' 'নিঃস্বার্থ' উপকারকের সন্ধানে ব্যাকুল হয়েছিলেন, তিনি তাঁর কৃতকার্য্যের মূল্য নিতে উপযাচক হয়েছেন, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করুন গিয়ে।"

বসন্তশ্রীর চক্ষে তীব্র দীপ্তি ও কণ্ঠে তীক্ষ্ণ জ্বালা নগ্ন মূর্ত্তিতেই প্রকটিত হইতেছিল, সে দৃষ্টি ও সে স্বর শুক্লার হৃদয়শোণিতে শিহরণ ও অপর সখীজনের চিত্তে শঙ্কিত বিস্ময় আনয়ন করিল, কিন্তু একান্ত সরলা অমিতার অন্তঃকরণে সেই সুস্পষ্ট বিদ্বেষ-কথা সন্দেহের আঘাতমাত্র হানিল না, উৎফুল্ল মুখে সে কহিয়া উঠিল,—“কোথায় তিনি ? তাঁকে আমার অদেয় কিছুই নেই।”

বসন্তশ্রীর কমনীয়শ্রী মুহূর্ত্তে বিকৃততর হইয়া গেল। রোষ-পাণ্ডু মুখে দুই নেত্র মুহূর্ত্তে হরনেত্রের মতই অগ্নিবর্ষণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পাংশু অধর ভেদ করিয়া বিদ্বিষ্ট কঠোর উচ্চহাস্য ঝটিকার বেগে ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনাদে নিনাদিত হইল,—“তিনি সে সংবাদে অজ্ঞ ন’ন।—কোশল-সম্রাট্-পুত্র জেনে বুঝেই কৃতজ্ঞতার মূল্যে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন, অসংগত দাবী করেন নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এখনও এসে পৌঁছান নি, তবে শীঘ্রই বর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে—দেবদহ রাজ-জামাতারূপে এসে পৌঁছাবেন সেই কথাই দূতমুখে সংবাদ এসেছে।”

বলিয়া যুবরাজ বসন্তশ্রী পশ্চাৎ ফিরিলেন। সেই সঙ্গেই অমিতার চক্ষের সম্মুখে রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের সমস্ত দীপ্তি নিমেষে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে ডুবিয়া গেল !

বিনামেঘে অদূরে অকস্মাৎ বাজ পড়িলে হয়ত লোকে এমনই বিহ্বল হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

There's sigh to those who love me,
And smile to those who hate,
And whatever sky's above me,
Here's a heart for every fate.

—*Byron.*

দেবগড়ের দূত ফিরিয়া আসিল আবার গেল। কোশল-সৈন্যসহ রাজ-প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেছে, কন্যা এবং তাঁর সমুদয় সহচরীবৃন্দই যেন রাজ-প্রতিনিধি সহ অবিলম্বে শ্রাবস্তি-প্রাসাদে প্রেরিতা হয়,—এই মর্ম্মে দ্বিতীয় পত্রে দৃঢ় অনুজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছিল। কপিলাবস্তুর ক্ষুদ্রতম সামন্তপুত্র হইতে

কোশলাধিপের আশ্রিতবর্গের কোনই ভয়ের কারণ নাই,—এ কথাও সে পত্রে জানাইতে ত্রুটি হয় নাই।

ইত্যবসরে শ্রাবস্তি-প্রাসাদে স্বয়ম্বর সভার আয়োজনে গভীর আগ্রহ ও আনন্দোৎসবের সমাবেশ হইতেছিল। সভাগৃহের সম্মুখবর্ত্তী প্রশস্ত চত্বরে দ্বিতীয় পাণ্ডব-সভাতুল্য অপূর্ব্ব-দর্শন সভামণ্ডপ রচিত হইয়াছে। বিচিত্র কারুযুক্ত ও রজত সুবর্ণ মণিমাণিক্যে খচিত আসন সকল সেই হর্ম্ম্যতলে রক্ষিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে উহার কৃত্রিম প্রস্রবণ গন্ধবারি বর্ষণে পুষ্পগুচ্ছের সুরভি-ভারাক্রান্ত চামর-বীজিত বায়ুকেও পরাভব করিয়া নিজেরই জয় ঘোষণা করিল। এই সভা-মণ্ডপের মধ্যস্থিত পটগৃহের চারিপার্শ্বে স্থানে স্থানে বিশ্রাম কুঞ্জ সকল বিবিধ লতাপত্র দ্বারা সুরচিত। সেই সকলের মধ্যে মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ নানা জাতীয় পক্ষী মিষ্ট স্বরে গান করিতেছে, গৃহপালিত মৃগযূথ অবাধে ভ্রমণ করিতেছে, বীণাবাদিনী সুন্দরীবৃন্দ যন্ত্রযোগে মধুর সংগীতে শ্রোতাগণের চিত্ত বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে, সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রূপের রসের গন্ধের ও সুরের তরংগ উঠিতেছে।

এই সমুদয় আয়োজনের ভার অম্ববীথ নিজেই লইয়াছিল। তাহার চেষ্টা যত্ন ও রুচি তার প্রতি রাজার সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিততবই করিতেছিল, অসন্তোষবহ্নির কণাটুকুও সঞ্জাত হয় নাই।

স্বয়ম্বর সভায় বহু প্রদেশাধিপ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কোশল-শাসনাধীন প্রাদেশিক রাজন্যগণ মহা সামন্ত বা প্রধান ব্যক্তিরাই শুধু নহে, কোশলের সহিত সম্বন্ধহীন রাজন্যবর্গও পৌরাণিক প্রথানুযায়ী স্বয়ম্বর সমাজে আমন্ত্রিত হইয়া উহার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু, কুশীনগর ও পাবার মল্লরাজগণ, মথুরাপুরী রাজপুত্র, কাশীরাজ, অবন্তীরাজ প্রভৃতি অমিততেজা পুরন্দর সমতুল্য ঐশ্বর্য্য ও শক্তিসম্পন্ন নরপতিবৃন্দের সমাবেশে সেই স্বয়ম্বর সভা ইন্দ্রসভা সমতুল্য রূপ ধারণ করিয়াছিল।

যথাকালে বৈতালিকগণ গাহিল,—প্রথমে কোশলপতির ও পরে পরে প্রধান প্রধান ভূপতিবৃন্দের যশোকীর্ত্তন করিলে কবি ও ভট্টগণ সুললিত গীত ছন্দে নান্দী ও মংগলাচরণ সমাধা করিল।

ইন্দ্র সভাসম, অতুল অনুপম, এ সমাজে ;
সুজন জনগতি, ভারত অধিপতি, গণরাজে।
মগধ মধুপুরী, কোশাম্বী পরিহরি, কাশী কুশী অধিকারী, আগত বরসাজে।
পুত্রগণ সাথ, কোশল নরনাথ, আসীন সভামাঝ, দিয়ে লাজ, দ্বিজরাজে।

কোশলেশ্বর মণ্ডলেশ্বররূপে সর্ব্ব মধ্যভাগে সূর্য্যদীপ্ত মুকুট ধারণ পূর্ব্বক গ্রহরাজরূপে শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণে যুবরাজ পুষ্পমিত্র বামে কনিষ্ঠ কুমার সাগরসন্তোলিত। অপর সকলে যে যাহার পদমর্য্যাদানুসারে স্বর্ণছত্র যুক্ত সিংহাসনে রাজবৃন্দ এবং মহা সামন্ত বা অমাত্যবর্গ রজতছত্রতলে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মতই কোশলেশ্বরের চতুর্দ্দিকে শোভিত হইতেছিলেন। সভায় চামরব্যজন নিরতা সুদর্শনা কিংকরীবৃন্দের অলঙ্কারশিঞ্জন রব এবং নৃত্যকারিণী নর্ত্তকীবৃন্দের সুস্বর সংগীত ও বাদ্যকরগণের বিচিত্র তাললয়যুক্ত বাদ্যবাদনের মিশ্রণে অপূর্ব্ব শব্দলহরীর সৃষ্টি করিয়াছিল। পুষ্প মাল্যে গন্ধবারিতে দিকসকল আমোদিত হইয়া উঠিতেছিল।

অপরাহ্নের রক্তরাগে রঞ্জিতাননা রক্তবাসধারিণী সুগন্ধি মাল্যধৃতকরা বৈশালী-রাজকুমারীর আবির্ভাবকে সেখানে উপস্থিত বিবাহার্থিগণ বিস্ময় কৌতূহলে নিরীক্ষণ করিয়া কেহই হতাশা অনুভব করিল না। কোশলপতিও সেই লজ্জা বিষাদ ম্রিয়মাণা অসহনীয় অবমাননায় অবমানিত বেদনায় আধিক্লিষ্টা কুমারীর প্রতি নেত্রপাত করিযা মনে মনে নবীন মহাসেনানায়ক অম্বরীষের রুচিকে প্রশংসা করিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, তিনি হইলে কোন কারণেই এ-দান প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইতেন না।

বৈশাখী গগনের ঘনমেঘমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী তড়িল্লতা সম আগুল্‌ফলম্বিত সুপ্রচুর কৃষ্ণকেশ মধ্যবর্ত্তী এই যে বিদ্যুদুজ্জ্বল দেহলতা এর মধ্যে কোথাও যেন এতটুকু দাহ্যশক্তির লেশমাত্রও ছিল না,—শুধু সেই রূপ, সেইমত অলৌকিক আলোকদ্যুতি অথচ জ্যোৎস্নার মতই তাহা শুচি-শুদ্ধ সুকোমল ও নয়নানন্দকর হৃদয়স্নিগ্ধকারী। কোশলেশ্বর মনে মনে বিচার করিয়া ভাবিলেন, —বোধ করি এ কন্যা কোশলেশ্বরী হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে!—উহার নিয়তির গতি কে' রোধ করিবে?

বেত্রধারিণী কঞ্চুকী সর্ব্বাগ্রে কোশলাধিপতির সম্মুখে বিবাহার্থিনীকে উপস্থিত করিয়া কহিল,—"দেবি! এই যে ত্রিদিব সিংহাসন সম তুলিত দিব্যাসনে ইন্দ্রতুল্য পুরুষপ্রবরকে অধিষ্ঠিত দেখিতেছেন, ইনিই মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম দীপ্তিশালী ও শারদচন্দ্রমার ন্যায় করুণা-কিরণবর্ষী শত্রুদমন-মিত্রপালক রাজরাজচক্রবর্ত্তী পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ কোশলেশ্বর বিরূঢ়কদেব। ইঁহার শাসনভয়ে ভীতা হইয়া সসাগরা বসুমতী স্বয়ং ইঁহার দাসীত্বে আত্মসমর্পণ

করিয়া ইদানীং বিপদভয় হইতে সুরক্ষিতা হইয়াছেন। এই মহানুভবকে আশ্রয় করিলে অপর কোন দেবতাকেও আপনার ভজনা করিবার প্রয়োজন হইবে না,—যেহেতু দেবগণ সকলেই এই দেবরাজ সম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মহীপতির সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ। ইহার প্রমাণ দেখুন,—ইঁহার রাজ্যে পর্জ্জন্যদেব যথাকালে মেঘ ও বর্ষণদ্বারা শস্য সকল উৎপাদনে সহায়তা করিয়া থাকেন,—অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্ হইলেও কখন এই নরপতির রাজ্যসীমায় কোনই উপদ্রব করেন না, চিরচপলা লক্ষ্মীদেবী ইঁহার নিকট আপনার চির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দান পূর্ব্বক রাজপুরে অচলাধিষ্ঠিতা আছেন,—অধিক আর কি বলিব, এই বৃত্রাসুর-হন্তা দ্বিতীয় বাসব তুল্য নরপতির কণ্ঠে মাল্যদান করিতে স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী শচীদেবীও মনে মনে কামনা করেন।”

সুদক্ষিণা দুই নতনেত্র ঈষৎ উন্নমিত করিয়া বারেকের জন্য এই ‘ইন্দ্রাণী-কাঙ্ক্ষিত’ মহারাজাধিরাজকে দেখিল, তারপর রাজরাজেন্দ্রাণীর ন্যায় ধীর মৃদু গমনে তাঁহার সান্নিধ্য ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। কোশলেশ্বরের তাম্রমুখ অন্তরের ঈর্ষা ও অপমানের তাপে প্রভাতসূর্য্যের অরুণিমা লাভ করিলেও এই ধৃষ্টা বালিকার অবহেলার দণ্ড নিজের ইচ্ছাকৃত স্বাধীনতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিতে যাওয়া নিতান্ত অশোভন হইবে বলিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় মাত্র নীরব রহিলেন।

বিবাহের বর কোন্ দেশেই বা সাজ সজ্জায় মনোযোগী হয় না? বিশেষ করিয়া যে সব সমাজে বর ও কন্যাকে পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পণ্যের ন্যায় পরস্পরকে লাভ করিতে হইবে সেখানের ত কথাই নাই। কোন্ দোকানদার নিজের দোকানের বাসনপত্র মাজিয়া ঝলকাইয়া না তোলে? মহারাজারা যুবরাজগণ রাজকুমারগণ মহানায়ক অধিনায়ক মহাসামন্ত সেনাপতিবৃন্দ সকলেই আজ তাঁদের যত্ন লালিত রূপকে উজ্জ্বলতর ও নবীনতর করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁদের মস্তকের সযত্ন সজ্জিত দীর্ঘ কেশগুচ্ছের কুঞ্চনের উপর মণিময় মুকুট হইতে পদের রত্নবিখচিত পাদুকা পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইঁহাদের মধ্যের কেহ কেহ চারিদিকের রূপের লহর দেখিয়া নিজের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বাস হারাইয়া কনক মুকুরে আপনার মুখবিম্ব গোপনে সন্দর্শন করিতেছিলেন, কেহ রেশম বস্ত্র নির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ডে পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ পূর্ব্বক মুখমণ্ডলের বয়োধর্ম্মের কুঞ্চনকে প্রশমিত করিতে চাহিতেছিলেন। কন্যা যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, অমনি তাঁর বক্ষে সংশয় ও আবেগের তুফান উঠিয়া প্রায় শ্বাসরোধ করিয়া দেয়, আবার যেই একটি মাত্র ক্ষুদ্র কটাক্ষে তাঁদের আপদ

মস্তকের প্রসাধন ও কঞ্চুকীর মুখ নিঃসৃত তাঁদের সকল যথার্থ ও কল্পনা কুশলতা দ্বারা রচিত যশোমাল্যের শুভ্র ও অম্লান কুসুমকে তুচ্ছ ও ম্লান করিয়া দিয়া বিবাহার্থিনী গজেন্দ্রগমনে স্থানান্তরে চলিয়া যায়, অমনি ক্ষোভে অপমানে অভিমানে তাঁহাদের সেই রুদ্ধ প্রায় শোণিত স্রোত বক্ষের মধ্য দিয়া সবেগে অগ্নিকণা ছড়াইয়া মস্তকে উত্থিত হইতে থাকে। স্বয়ম্বর সভায় প্রত্যাখ্যানের অপমান ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমরাঙ্গনে পরাভব অপেক্ষা কোন অংশেই তুচ্ছ নয়। সেখানে শুদ্ধ বাহুবলেরই পরীক্ষা,—আর এ পরীক্ষা যে তাঁদের রূপ যৌবন যশ ও ঐশ্বর্য্যের,—তাঁদের নিজেদের নিজস্বের।

কেবল একমাত্র কোশল সেনাপতিই আজিকার এই সৌন্দর্য্য-পরীক্ষার যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ম্মচর্ম্মবিহীন সারথি বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মণ্ডপের সর্ব্বশেষ প্রান্তে প্রায় অর্দ্ধ-লুক্কায়িত ভাবেই বসিয়াছিলেন। পুষ্পমিত্র নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার ভয়ে অনুপস্থিত থাকিতে সাহসী না হইয়াই এ মণ্ডপে আগমন করিয়াছিলেন এবং পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের মতই মনের মধ্যে গর্জ্জিতেছিলেন। রাজকন্যা যখন তাঁহাকেও উপেক্ষা করিয়া গেল, তখন তাঁর মনের সমস্ত জ্বালা এবং সেই সঙ্গে অপরাপর সমুদয় অপমানিত রাজন্যবর্গেরও বিদ্বিষ্ট ভাব কিয়ৎ পরিমাণে জুড়াইয়া আসিল।

একে একে মহাসামন্ত উপাধিধারী মল্লরাজগণ লিচ্ছবি-কুটুম্ব বৃজিরাজবৃন্দ দশার্ণ ও অবন্তীরাজ প্রভৃতি সমুদয় প্রধান ও অপ্রধান রাজন্যবর্গ মহানায়কেরা এবং কোশলের মহাপ্রতীহার সেনাপতি সকলেই এই বরমাল্যধারিণীর অতি স্নিগ্ধনেত্রের চকিত কটাক্ষের নিকট নিজেদের সকল মহিমা গরিমা হারা হইয়া গেলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে যখন অবমাননার ক্ষোভে রুষ্ট রাজন্যবর্গ পরস্পরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বিনিময় করিতেছিলেন, সেই সময় নিরক্তচিত্তে বেত্রধারিণী কন্যাকে মণ্ডপের শেষ প্রান্তে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট এই এক মাত্র অবশিষ্ট ব্যক্তির নিকট লইয়া আসিয়া স্বল্প বাক্যে তাঁর ক্ষুদ্র পরিচয় সমাধা করিয়া দিল,—"লিচ্ছবি-বিজয়ী মহানায়ক ও সেনাপতি।"—তখন অতি সহসা সহস্র দৃষ্টি নিজেদের দর্শন শক্তির নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে একান্তরূপে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াও একসঙ্গেই বিস্ফারিত-নেত্রে দেখিল,—এই শতাধিক মহামহিমান্বিত রাজাধিরাজের বাঞ্ছিত সেই মল্লিকা-মাল্য সেই মুহূর্ত্তে মুকুট মণিময়হার রত্নকেয়ূর বিহীন একজন সামান্য-বেশী যুবকের কণ্ঠলক্ষ্যে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইল এবং ঈর্ষার জ্বলন্ত অনলে শতচিত্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া উভয়কেই ভস্ম করিতে চাহিল।

আবার সেই মুহূর্ত্তেই আরও এক অভিনব নাটকোচিত অভিনয় সেই রংগভূমে অভিনীত হইতে দেখা গেল!—অযোগ্যকণ্ঠে মাল্যদানে উদ্যতা সেই কন্যাকে তারই ধৃষ্টতার প্রতিফল দিয়াই যেন তাঁহার নির্ব্বাচিত-পতি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবিচল কণ্ঠে কন্যার প্রতি স্থিরচক্ষে চাহিয়া কহিলেন,—"আমি তোমায় বিবাহ করিতে অপরাগ!—আমি এ মাল্য গ্রহণ করিব না।"

চারিদিকে তখন ভুমুলশব্দে শত হৃদয়ের রুদ্ধ তাপ উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায় এক সংগে হাস্য রহস্যের স্রোত উৎসারিত করিয়া দিল। উচ্চ হাস্যে এবং ঘনঘন করতালি ধ্বনিতে মধুর বাদ্যধ্বনি কোথায় ডুবিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সামাজিকতার শিষ্টাচারের ও ভদ্রতার সমস্ত শিক্ষা সৌজন্যের দেনা মিটাইয়া দিয়া বিশৃংখলভাবে কে' যে কোথায উঠিয়া পড়িল তাহার কোন স্থিরতাই রহিল না। মনে হইল যেন দক্ষযজ্ঞের পুনরভিনয়ই বা হইয়া যায়!

মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক বিরূঢ়কদেব এই ঘটনায় মনে মনে অত্যন্তই কৌতুকানুভব করিয়াছিলেন। সেনাপতি যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই এ অপরাধ মহারাজাধিরাজ তাঁহার বহু গুণরাশি সত্ত্বেও ভুলিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না,—যেহেতু এসব কথা ভুলিতে পারা রাজাধিরাজের স্বভাব ধর্ম্মে আদৌ লিখিত নাই, সেইহেতু তার এই অপ্রত্যাশিত পরাভবে তাঁহার মন যৎপরোনাস্তি আনন্দ মগ্ন হইয়া উঠিল। সুদক্ষিণার দিক হইতেও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করার অপরাধ নিতান্ত ক্ষমার্হ ছিল না। তাঁহার আবশ্যক থাক বা না থাক সে বালিকা কোন্ সাহসে তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে গেল? তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কাহার আশা সে করিয়াছিল? এক্ষণে তার সেই গর্ব্বিত অবহেলার দণ্ড তাঁহারই সেনাপতির নিকট হইতে সংগে সংগেই লাভ করিতে দেখিয়া সে আনন্দ সম্বরণ করা রাজাধিরাজের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

পরমেশ্বর সমতুল্য পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ আপন পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছাড়িয়া অভিনয় স্থলে দ্রুত আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—"সেনাপতি!—সে কি কথা! ভাগ্যবান্ তুমি,—শত রাজচক্রবর্ত্তীর বাঞ্ছিতা রাজকন্যা নিজে তোমার উপযাচিকা,—এমন নীরস পুরুষ কেন তুমি? আর ছি ছি, কি লজ্জা! কি অপমান, সুদক্ষিণা সুন্দরী! অ্যাঁ, এমন রূপ তোমার, অথচ এই সামান্য অম্বরীষ তোমার হাতের মালাটি নিতেও চাইল না! অম্বরীষ! আহা নাও, নাও, মালাগাছি কণ্ঠে ধারণ করো—বন্ধু! তোমার বিবাহের ফুল ফুটেছে, তুমি কি আর করবে?—এসো, এসো, আর লজ্জায় কাজ

নাই ! নাও, মাথা একটু নিচু করো দেখি, ঐ মৃণাল বিনিন্দিত হাত দুখানি অন্ত উচ্চে তো পেঁছাবে না সখা !"

সেনাপতির আকণ্ঠ-ললাট শোণিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি মাথা নত না করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন, কহিলেন—"দাও,—আমি তোমার মালা নিলাম, কিন্তু আমি তোমায় বিবাহ করতে পারবো না, এতে আমার ব্রত ভংগ হবে। মাত্র পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজের ইচ্ছা পূরণার্থই ইহা একান্ত অনিচ্ছায় আমি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেম।"

এতবড় অবমাননায়ও সুদক্ষিণার সেই বিষণ্ণ শান্ত মুখের প্রশান্ত ভাব যেমন তেমনি অপরিবর্ত্তিতই রহিল। সেনাপতির এই নির্দ্দয় প্রস্তাব শুনিয়া এতক্ষণকার ঈর্ষা-দীর্ণ চিত্ত অপমানিত বরের দলও ঈষৎ শিহরিয়া একটু কৃপালুভাবে সেই প্রভাত-কুসুম-শুভ্র কুমারীর দিকে চাহিয়া ছোট বড় নিশ্বাস ফেলিলেম। কোশলপতি আরক্তমুখে বিরক্ত চিত্তে কহিয়া উঠিলেন,—"সেনাপতি ! তুমি তোমার নিজ সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছ ! এমন কি তোমার ব্রত ? যা এতবড একটি রাজবংশের কন্যা গ্রহণে বিনষ্ট হয়ে যাবে ?"

"ব্রতের বিষয় যে প্রকাশ করতে নেই, রাজাধিরাজ। অধীনকে ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা আমি তোমায় পুনঃপুনঃই করে এসেছি, ক্ষমার আমার সীমা নেই, কিন্তু এবার এই ব্রতের বিষয় না জানালে আমার ক্ষমা আর তুমি পাবে না, তা'ও বলে দিলাম। কেন, দেবতার নিকট যদি ব্রতের বিষয় জানাতে পার, তবে রাজার নিকটই বা না পারবে কেন ? দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দেবরাজ মাত্র, তার অপেক্ষা উচ্চপদ দেব সমাজের মধ্যেও তো অন্য কিছুই দেখতে পাই না !"

অম্বরীয রাজার পদতলে জানু পাতিয়া উন্নমিতাননে তাঁর ক্রোধ প্রচ্ছাদিত হাস্য কুটিল তাম্রবর্ণ মুখের দিকে অকুতোভয়ে দৃষ্টি স্থির করিল,—"মহা-রাজাধিরাজ ! দেবেন্দ্রাধিক মহিমান্বিত ধরণীধর। আমার এ ব্রত অপর কোন কাল্পনিক দেবতার উদ্দেশ্যে নয়, এ তপস্যার উপাস্য দেবতা এই আমার সম্মুখস্থ আপনিই। কিন্তু এখনও আমার সিদ্ধির কাল অনাগত, ভয় হয় পাছে অকাল বরপ্রার্থনায় সিদ্ধিলাভে বিঘ্ন ঘটে। যেদিন কালপূর্ণ হ'বে, এ দাসানুদাস তার সম্মুখস্থ এই আরাধ্য দেবতা ব্যতীত অপর কোন নর-কল্পিত সহস্রলোচনের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরবে না, আমার কাছে তাঁদের কোন মূল্যই নেই। আমার সাধনা একনিষ্ঠ।"

এই স্তবগানে বিমানচারী দেবগণও মর্ত্ত্যমানবের সুখদুঃখে করুণা কটাক্ষপাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না, এই স্তুতি শেষ-শয়ান অনন্তের যোগনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে সৃষ্টি সংরক্ষণে জাগ্রত করিয়াছিল,—এই স্তব গান পরম-মহেশ্বর পরম ভট্টারক কোশলপতিকে কেমন করিয়াই বা অবিচলিত রাখিবে? মানুষ হইলে কি হইত বলা যায় না, তাঁহার প্রাণে তো আর নরলোকের কঠোরতা নাই, তাই মন তাঁহার প্রায় দ্রবীভূত হইযা সরল সানন্দ হাস্যে আপ্রান্ত মুখ ভরাইয়া তুলিল। সেই বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস নিরোধ চেষ্টা করিতে করিতে তখনও সেইরূপ অর্দ্ধ উত্তোলিত মাল্য ধৃত-করা কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"বিবেচনা করে দেখ রাজকন্যা' আমি তোমার বড সুহৃদ, তাই বলি, তুমি আমাদিগকে যদিও বডই অবমানিত করেছ, তথাপি আমরা নিজেদের মহত্ত্বগুণে বালিকা বোধে তোমার সেই অক্ষমনীয় অপরাধও ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি। আবার একবার ফিরে এস। এই সমস্ত মুকুট-মণ্ডিত মস্তকই তোমার ওই মল্লিকা মাল্যের নিকট আপনাদের অবনত করে নিজ নিজ ক্ষাত্রধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা কববে এতে কিছুমাত্র সংশয় নেই! আমার এই শ্রমণ-সেনাপতির ন্যাস নারী মর্য্যাদার অবমাননা করতে কেউই এ সমাজে সাহসী হবে না। এখনও ভাল করে ভেবে দেখ,—রাজেন্দ্র-মহিষী অথবা সেনাপতির দাসী কি তুমি হতে চাও?"

সুদক্ষিণা আবার তার সেই মায়া-রহস্যময় ছায়া-বিজড়িত নেত্রদ্বয় ভূমি দৃষ্টি হইতে সুধীরে উত্তোলিত করিল। সে নেত্র হিম কুহেলিকাচ্ছন্না শুক্লা যামিনীর ন্যায়,—কি তাহার ভাব, কি ভাষা তাহাতে নিহিত, ইহার কিছুই বুঝিবার সাধ্য অপরের নাই, বালিকা বারেক তাহার প্রতি সহসা এইরূপে কৃপা-প্রসন্ন মহারাজাধিরাজের দিকে প্রশান্ত মুখে চাহিয়া দেখিল, বারেক তাঁহার পদপ্রান্তে অবনত জানু নির্ভীক সুন্দর দৃঢ়কায় সেনাপতির সুঠাম বীরমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল, তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে সেই রাজ-রাজেন্দ্র বাঞ্ছিত অম্লান বর-মাল্য অপচল হস্তে নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অথচ অকম্পিত স্থির স্বরে কহিল,—"আমি আপনার দাসীত্বই গ্রহণ করলেম।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

That a sorrow's crown of sorrow,
Is remembering happier things—

—*Tennyson.*

দেবগড়ে এদিকে উদ্বেগের পরিসীমা ছিল না। কোশলপতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। সমস্ত শাক্য-শক্তি একত্রিত হইলে হয়ত নিতান্ত তুচ্ছ হইত না, কিন্তু শাক্যগণ আর্য্যাবর্ত্তের মাটির অবমাননা করেন নাই। তাঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা সহানুভূতি বিরহিত আত্মসর্ব্বস্ব মাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। কপিলাবস্তুতে বহু-প্রজ-রাজবংশীয়গণের মধ্যে মহানাম ও শুক্লোদনই প্রধানতর। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর যখন বালক রাহুল জননী যশোধরার সহিত 'বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্মে'র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিতৃ-প্রদর্শিত মার্গে চলিয়া গেলেন, তখন হইতে মহানাম ও শুক্লোদন উভয়কেই শাক্য সমাজের নেতৃত্বে বরণ করা হইল। এই প্রধান দ্বয়ের অধীনে আরও কয়েকজন সামন্ত ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের মত এক্ষণে পরস্পরের প্রতি তাঁরা আর সখ্যভাবাপন্ন ছিলেন না। কেহ কাহারও প্রাধান্য অন্তর হইতে স্বীকারও করিতেন না। বৃজি লিচ্ছবি মধ্যে যে অবস্থা তাহাদের পতন ঘটাইয়াছিল, শাক্য-সমাজের অবস্থাও তাহাবই অনুরূপ।

আজি এ মহা বিপদের দিনে যখন কপিলাবস্তু তাঁদের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না, তখন দেবগড়ের শাক্যসমাজ লজ্জায় ক্ষিপ্ত হইয়া গেল। এ সমস্যার আর কোন সমাধানই নাই, এক দিক তাঁদের ছাড়িতেই হইবে। হয় সমাজ-বন্ধন কুলপ্রথা আত্মগৌরব অথবা রাজ্য রাজমুকুট দেশের শান্তি ও সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ এবং মান। দুই দিকের দুই মহাহোমীয দুই পার্শ্বে রাখিয়া যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ইহার মধ্যের কোন একটাকে উৎসর্গ করিতেই হইবে। এখানেও দ্বিমত হইতে থাকে। তরুণেরা গর্জ্জিয়া ওঠে,—'আসুক কোশল, যুদ্ধ হয় হোক,—হারিতে হয় তো না হয় মরিয়াই জিতিব,—অসহ্য এ অপমান!'

কিন্তু যাঁরা বিচক্ষণ তাঁহারা আস্তে আস্তে মাথা দুলাইয়া বলেন, 'কথা ঠিকই, তবে কিনা—শত্রুরা তো যোদ্ধা কয়টাকে মারিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, যে মান বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ করিতে যাওয়া, সেই মানের মূলেই যে ছাই

পড়িবে! বৈশালীর কাণ্ড, রাজকন্যার দুর্গতির কথাটা কি এর মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছ?

শাক্য-দুহিতা তবে কি শাক্যেতর গৃহের বধূ হইতেই যাইবে? শাক্যকুলের এতবড় অমর্য্যাদার সমর্থনই বা কে' করিতে পারে? বিশেষ যেখানে রাজা কেবলমাত্র রাজাই নহেন, শাক্য-সমাজের গোষ্ঠীপতি, এ অপমান তো শুধু সেখানে রাজবংশেরই নয়, সমুদয় শাক্যবংশেরই শোণিতে এ মহাকলঙ্কের কালিমা যে দাগ টানিবে। শাক্যগণের উন্নত মস্তক চিরদিনের জন্যই যে অবনত করিবে। আবহ কাল হইতে শাক্যকন্যার শাক্যবংশ ভিন্ন অন্য বংশীয়ের সহিত বিবাহ সংবাদ শাক্যবংশের বংশাবলীর মধ্যে আর কখনও যে পাওয়া যায় নাই।

এর উপর আরও এক মহা সমস্যা উদ্দণ্ড হইয়া আছে। এই রাজকন্যার বিবাহ-বাগ্‌দান সেতো আজিকার কথা নয়, তা' ভিন্ন প্রধান শাক্যকুমার আজ বরবেশে এ গৃহের নিমন্ত্রিত অতিথি যে! তাঁহাকে কি তবে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে? শাক্যবংশে কাহারও এমন শক্তি নাই যে তাঁদের এতবড় অপমানের সমর্থন তারা করিতে পারে।

নিরুপায়! চারিদিকে প্রলয় প্লাবনের মহোচ্ছ্বাস! দেবগড় ধ্বংস হইবেই—ইহাকে কে' রক্ষা করিবে? হতভাগ্য রাজা বিদীর্ণ-বক্ষ দুই করে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর সম্মুখে যে অন্ধকার যবনিকা তাহা অপসারিত করিয়া এক বিন্দু আলোক প্রকাশের ছিদ্র মাত্র নাই। তমোরাশি অতি নিবিড় অত্যন্ত গাঢ় মুর্ত্তিতে সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছে, পলাইবার পথ কোথাও রাখে নাই! বাত্যাবিতাড়িত দিক্‌ভ্রান্ত তরুণীর কর্ণধারের ন্যায় তিনি আশা পরিশূন্য চিন্তাস্রোতে আত্ম নিমজ্জন করিলেন। মহারাণী কাঁদিয়া শাক্যকুল দেবতা সূর্য্যদেবের কৃপা কামনায় কৃচ্ছ্রব্রতের অনুষ্ঠানাদি করিলেন, সম্মানিত ভিক্ষু শ্রমণদের পীতবস্ত্র ও পায়সান্ন প্রদত্ত হইতে লাগিল, এ ভিন্ন এ বিপদের দিনে তিনি আর কোন্ সহায়তা করিতে পারেন?

এদিকে শাক্যেতর প্রজাবর্গ উদ্ধশ্বাসে কাঁদিয়া পড়িল, বলিল,—"মহারাজ! লিচ্ছবির ধ্বংসানল এখনও বৈশালীর ভগ্নস্তূপে অনির্ব্বাণ হইয়া আছে। প্রজাহিতের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সাধবী সতী সীতা দেবীকেও বর্জ্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই। এক কন্যা ত্যাগ করিয়া শত শত কন্যা-পুত্রের প্রাণ ও মান রক্ষা করুন!" এ আবেদনের পর আর কোন্ রাজা নিজের

বংশ-মর্য্যাদা, কৌলীন্য-সম্মান, আত্মীয়-কোপকে স্মরণ রাখিতে পারেন? দীর্ণ হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিয়া শোণিত-সিক্ত সম্মতি বিভীষিকা তাড়িত সহস্র নরনারীর ব্যাকুল আবেদনের উত্তরে বাহির হইল, 'তবে তাই হোক্!' মনে মনে বলিলেন, সুরজিৎ আজ অপত্যহীন হইল! এ পৃথিবীর শেষ আলো তার নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।—যাক্ সে যে মহা অভিশপ্ত!

কিন্তু কোন ব্যাপারেরই অল্পে তো নিবৃত্তি ঘটে না। এই রাজাকে যদি তাঁহার রাজমুকুট দণ্ড অথবা দেবগড়ের রাজসিংহাসন ত্যাগ করিতে বলা হইত তবে অতি সহজেই তাহা হইতে পারিত, কিন্তু এই সকল অচেতন আত্মশক্তি বিহীন জড় পদার্থের পরিবর্ত্তে কোশলেশ্বর তাঁহার নিকট যে জিনিব দাবী করিয়াছেন সে বস্তু তাঁর অধিকারস্থ হইলেও ঠিক ঐ দণ্ড-মুকুটাদির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দেওয়া নেওয়ার বস্তু তো নয়। তিনি না হয় নিজের বুকের কলিজা খসাইয়া স্রোতের মুখে উহাকে ফেলিয়াই দিলেন,—না হয় তাঁহার পৃথিবীর যে একটি মাত্র বন্ধন আজও এই সংসারের সঙ্গে তাঁর অবসাদগ্রস্ত জীবনের যোগ রাখিয়াছে, তাহা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াই লইলেন, কিন্তু নিজে সে,—সেই তাঁর দেয় বস্তু—সে নিজে তার আপন সম্পর্কে যদি ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া বসিয়া থাকে এবং এই নূতন বন্দোবস্তে যদি সে সায় না দেয়; তিনি তার কি করিতে পারেন?

অমিতা এ সংবাদে মূর্চ্ছিতা হইল। রাণী অরুন্ধতী রাজসভায় এই আকস্মিক বিপৎপাতের সংবাদ পাঠাইয়া রাজাকে ডাকাইয়া আনাইয়া ভর্ৎসনার সহিত কহিলেন,—"আপনি উন্মাদ হয়েছেন না'কি! এ'কি করছেন? বসন্ত শুনলে কি বলবে? মেয়েকে তার জন্ম মুহূর্ত্তেই তাকে দান করেছেন, এখন সেই দত্তা-কন্যা ফিরিয়ে নিয়ে দত্তাপহারী হবেন না কি?"

রাজার মধ্যে আর ভাল মন্দ বিচারের শক্তি ছিল না। তাঁর মধ্যে একটা গভীর নির্ব্বেদের শূন্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল, অর্থহীন চক্ষে কিছুক্ষণ রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তেমনি প্রাণশূন্য ভাবেই উত্তর করিলেন,—"তবে ওর জন্যে আর সব্বাই যাক্?"

"সে আমি জানি না। মেয়ে আমার বসন্তের বাগ্‌দত্তা, তাদের বিবাহ প্রায় হইয়াই গেছে, সে অন্যের গলায় মালা দিয়ে দ্বিচারিণী হ'তে পারবে না। ওকে বরং বিষ এনে দিন, না হয়—" বহুকণ্ঠে রুদ্ধ অশ্রু স্রোত বক্ষ উদ্বেল ও কণ্ঠ কম্পিত

করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিল। রাণী মুখে আঁচল চাপিয়া সহসা মুখ ফিরাইলেন।

রাজা সেইরূপ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, মস্তিষ্ক তাঁর ভালরূপে কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছিল না। রাণীর চিত্তে স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অভিমান জন্মিয়াছিল। চির মমতাময়ী এই রাজকুললক্ষ্মী তাঁর সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এ পর্য্যন্ত কোনদিন স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করেন নাই, স্বামীর আদেশ তাঁর পক্ষে দেবতার আজ্ঞা,—কিন্তু আজ বড় দুঃখেই তাঁহাকে স্বামীর ও রাজার এই অনুপায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। সতী জননী নিজ দুহিতার ধর্ম্মহানি কেমন করিয়া সহিবেন? কিন্তু স্বামীর এই বিমূঢ় ভাব তাঁহার সাধবী চিত্তে মুহূর্ত্তের অভিমান বিস্মৃত করাইয়া তাহার স্থলে আত্মগ্লানি জাগাইয়া তুলিল, আত্মতিরস্কার করিয়া মনে মনে কহিলেন,—ছি ছি, আমি কি পাগল হইলাম! এই কি আমার উঁহাকে তিরস্কার করিবার সময়? স্নেহময় পিতা আজ কত বড় সংকটে পড়েই এমন নির্ম্মম হয়েছেন, সে কি আমি জানি না!

ক্ষণপরে সেই গভীর বিষাদাচ্ছন্ন রাজ দম্পতির মৃত্যুতুল্য নীরবতার মাঝখানে অমিতার সহচরী তরুণা ভয়বিবর্ণ মুখে আসিয়া জানাইল,—"কুমার বসন্তশ্রীর কপিলাবস্তু প্রত্যাগমনের ইচ্ছার সংবাদে রাজকুমারী পুনর্মূর্চ্ছিতা হয়েছেন, কিছুতেই তাঁর সংজ্ঞা ফিরছে না।"

"শুনুন মহারাজ! এ কন্যাকে কি আর অপর পাত্রে প্রদান করা যায়?" বলিতে বলিতে রাণী অরুন্ধতী দেবী ভয় ব্যাকুলচিত্তে রাজকন্যার পুরোদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুরজিৎ সুদীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন,—"তবে কে আজ এ মহাপাতকীর বিংশ বৎসরের ধূমাইত পাপবহ্নির ইন্ধন হবে?—অমিতা নয়? কে' তবে?—ইন্দ্রজিৎ নেই। তাকে তো ইতঃপূর্ব্বেই এই প্রায়শ্চিত্তানলে দাহ করেছি। প্রাণের নিধি! জীবনের গৌরব! হৃদয়ের আনন্দ!—অন্ধনেত্রের অমূল্য মণি—সে তো আজ নেই! আমার মহাপাতকের দণ্ডস্বরূপ দণ্ডধারী আমার বুক ছিঁড়ে ফেলে সে অমেয় রত্ন হার আমার যে হরণ করে নিয়েছেন। ভেবেছিলাম এবার অমিতার পালা—তা' নয়?—তবে এবার আরও কিছু বেশী দিতে হবে?—আরও বেশী? কি চাই বন্ধু!—আরও চাই?—বুঝেছি,—এবার আমার দেবগড়,—আমার দেবদহ,—আমার—রাজ-

ভক্ত প্রজাবৃন্দ, আমার চিরবিশ্বস্ত শাক্যবীর সব,—আমার পতিগতপ্রাণা অরুন্ধতী, আর আমার প্রাণাধিকা অমিতা,—একসঙ্গে এ সমস্তই ধরে দিতে হবে। শুধু এই নয়, এ সবেরও যা' উপরে,—এ সবার চেয়েও যা' শ্রেষ্ঠ, সেই রাজ-কর্ত্তব্য, প্রজার জন্য নিজের বা সঙ্ঘের জন্য একের স্বার্থ,—সুখ শান্তি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন এই যে রাজধর্ম্মের মূলমন্ত্র, এবার এটাও কি তুমি আমায় ভুলিয়ে দেবে? যে নির্ম্মম কঠোর বিচারক সুরজিৎ পিতৃপুরুষের পিণ্ডদাতা, রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজাকে পর্য্যন্ত রাজধর্ম্মের জন্য বিসর্জ্জন দিতে পেরেছিল, সে আজ প্রজার ধন মান প্রাণ ধর্ম্মের বিনিময়ে নিজ কন্যার ধর্ম্মচ্যুতিকে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করলো!— এখনও তো বুঝতে পারছিনে এ' দুই এর মধ্যে কে প্রধান?—মন বলে সঙ্ঘ প্রধান, সমষ্টিই বড়,—ব্যষ্টি নয়! আমার ধর্ম্ম আমার বিবেক চিরদিন এই কথাই যে আমায় বলে এসেছে। নিজের 'পরেও সে এই লক্ষ্য ধরেই যে বিচার করেছে, কিন্তু এবার?—এবার বোধ হয় আর ঠিক রাখতে পারলো না? —এবার মনের সে বল কই? সে অক্ষুণ্ণ বিচার শক্তি কই? এবার তার সর্ব্বস্বই যাক্! পরে, পরে, পলে, পলে কেন, একসঙ্গে ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের মত, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্পের মত, প্রলয়ের মত সব শেষ হয়ে যাক্। পাপীর দণ্ড হোক্— ভাগ্যদেব শান্তিলাভ করুন। আমিও জুড়াই।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

Falser than all fancy fathoms,
Falser than all songs have sung.

—*Tennyson.*

সেই দিন অপরাহ্ণে যখন রাজোদ্যানের মালাকার হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে মনোহর বিনোদ মাল্য রচনা করিতেছিল এবং কোন গাঁথনির মাল্যে আগতপ্রায় বিবাহের বর কন্যাকে কিরূপ মানান হইবে প্রফুল্লমুখে সেই চিন্তা করিতেছিল,—সেই সময় তাহারই নিকুঞ্জ কাননের অধিনায়ক আগত বিবাহের বর তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সুপ্রশস্ত ও সযত্নসজ্জিত কক্ষে চিন্তিত চিত্তে পদচারণা

করিতেছিলেন। এই সেই অপরাহ্ণ! আজ প্রায় মাসাধিক কাল এই অপরাহ্ণ প্রতিদিনের চেয়েও প্রতিদিন কি স্বপ্ন সুষমা কি স্বর্গ সৌন্দর্য্যই না বিস্তৃত করিয়া তাহার নন্দন পরাজিত প্রমোদ কাননে তাঁহাকে সাগ্রহে আহ্বান করিয়াছে। আজ আবার সেই প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা আসিতেছে, তেমনি শান্ত তেমনি নির্ম্মল, তেমনি গোধূলি রক্তাম্বরা, কিন্তু সে প্রতীক্ষিত বেপমান হৃদয় আজ কোথায়?

রাণীকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, 'ভাবিবার অবসর দিন'—সময় এখনও পড়িয়া আছে এবং ইতোমধ্যে ভাবিলেনও অনেক, কিন্তু এ ভাবনার কোন কিনারাই মিলিল না। হৃদয় ফলকে অমিতার মূর্ত্তি কেমন করিয়া কে' জানে এত শীঘ্র এতই অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে! সে দিকে চাহিয়া সভ্রূভংগে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"বিশ্বাসঘাতিনি। দূর হইয়া যা! তোর মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।" তবু যেন সে প্রতিমা মন হইতে মিলাইয়া যাইতেও ত চাহে না! বুঝিলেন, দর্পণের প্রতিবিম্ব এ নয়, এ মূর্ত্তি পাষাণফলকে খোদিত। ইহাকে বিদায় দিতে হইলে রেখা মুছিলেই চলিবে না, হৃদয় পাষাণ চূর্ণ করিতে হইবে।

নিজের উপর অত্যন্ত বিরাগ জন্মিল। কপিলাবস্তুর প্রধান রাজপুত্র এত হীন? একটা স্বেচ্ছাতন্ত্রা নারীর জন্য এখনও সে এতই ব্যাকুল?—ধিক! দৃঢ়সংকল্প করিলেন,—উহাকে মন হইতে বিদায় দিতেই হইবে। যদি বুকে ছুরি মারিয়া তন্মধ্যস্থ প্রতিমাকে কাটিয়া বাহির করিতে হয় তবুও সেকার্য্যে বিরত হওয়া চলিবে না। দুষ্ট ব্রণকে শরীর রক্ত হইতে পৃথক করিবার জন্য কখনও কখনও দেহাংশকেও দেহ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। পরপুরুষ যাহাকে কামনা করে পরোক্ষভাবে সে কন্যার নির্ম্মলতা অক্ষুণ্ণ থাকে না, কোন উচ্চবংশজাত পুরুষের সেই কন্যার সহিত সম্বন্ধ প্রার্থনীয় নয়। এক্ষেত্রে শুধু তাই নয়, অমিতাও অন্তরে অন্তরে সেই বাসনাকারী পুরুষের প্রতি অনুরক্তা। না এ কলংকিত সংসর্গ তাঁহার পরিহার করাই কর্ত্তব্য। অমিতা তাঁর যোগ্যা নাই।

স্থিরসংকল্প হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিতেই মৃদু অলংকার শিঞ্জন রবের সহিত একখানি ভাস্কর প্রতিমা যেন যন্ত্রচালিত হইয়া দ্বারসমীপস্থা হইল। ঈষৎ বিবর্ণ—ঈষৎ ক্ষীণ সে মূর্ত্তি অমিতার। বসন্তশ্রী প্রথমে চমকিত পরে বিস্মিত এবং কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষার পর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। দ্বার সমীপে

আসিয়া কহিলেন,—"কিছু প্রয়োজন আছে?" উত্তর না পাইয়া ঈষৎ পরুষ-কণ্ঠে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন,—"আমার অপব্যয় করবার মত অবসর নেই, বলার কিছু যদি থাকে শীঘ্র বলে ফেলাই ভাল।"

হায়! এই কি সম্ভাষণ? এ সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আর কি কিছু বলা যায়? অমিতা কি তার জীবনে কোন দিন কাহারও মুখে এমন হৃদয়হীন নীরস ভাষা শুনিয়াছে? সে যে সবাকার পরম স্নেহের দুলালী! লজ্জার বাধা অশ্রুনির্ঝরের বাঁধ কোন মতে বিত্রস্তভাবে বাঁধিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে সে কহিল,—"পিতা উন্মাদ হয়ে গেছেন,—আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন না।"—এইটুকু বলিতেই তার ভিতরের প্রবল অশ্রু প্রবাহ বাহিরে আসিবার জন্য বিপুল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, এর বেশি আর কিছুই তাই সে বলিবার চেষ্টা করিল না। কাঁদিয়া ভাসাইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু কেমন করিয়া এমন সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া কাঁদিবে? ছি, ছি, তেমন করিয়া কাঁদিতে যে বড় লজ্জা করে।

কিন্তু যে কান্না চাপিতে সে এতখানি বিব্রত হইতেছিল, সে কান্না না চাপিয়া কাঁদিতে পারিলেই হয়ত তাহার পক্ষে মঙ্গল ছিল। বসন্তশ্রী দেখিলেন অমিতা যেমন পূর্ব্বে এখনও তেমনই সুবেশ সজ্জিতা সুন্দরী! ভয় দুঃখ তাহার দেহকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। নিম্মর্মস্বরে কহিলেন,—"তোমার পিতা উন্মাদ হয়ে গেছেন তার জন্য আমি এখানে থেকে কি উপকার করতে পারি? আমি তো চিকিৎসক নই; পথ ছেড়ে দাও, আমায় এখনি যেতে হবে।"

লজ্জায় অমিতার ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তার সেই অদম্য অশ্রুজলের উৎস সহসা যেন শুষ্ক হইয়া গেল। এ ব্যবহার যে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! কেমন করিয়া সে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিবে? সে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বসন্তশ্রী কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন না, কি ভাবিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িলেন। একবার তীক্ষ্ণ নেত্রে অবনতমুখী অমিতার স্তম্ভিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কিছুই কি বলবার নেই?"

অমিতা মাথা হেলাইয়া জানাইল,—"আছে—" কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করিতে জিহ্বা তাহাকে সাহায্য করিল না।

"কি ?"—বসন্তশ্রী প্রত্যাশাপূর্ণ উজ্জ্বল নেত্রে মুখের দিকে চাহিলেন।

"শুক্লা বলে, আমি—আমায় আপনি ফেলে যেতে পারেন না। তা'তে আমার —আপনার ঐতে অধর্ম্ম—অপযশ হবে। আমি—আমি, আপনার আমি—"

"শুক্লাকে বলো আমায় ধর্ম্মাধর্ম্ম শিক্ষা দিবার অধিকার তাঁর কিছুমাত্র নেই! আমার অধর্ম্ম অপযশ কিসে হয় তা' তাঁর চাইতে আমি বেশি বুঝি। এ কথা বলবার জন্য কষ্ট স্বীকার করে তোমায় পাঠাইবার প্রয়োজন ছিল না।"

বসন্তশ্রী প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া এই কথাগুলি বলিয়াই দ্রুত পদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।—অমিতা স্বেচ্ছায় আসে নাই? চতুরা শুক্লা তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে উহাকে পাঠাইয়াছে। আর এই ইহারই মুখে চাহিয়া এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তাঁহার সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্ত্তে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল? হা ধিক তাঁহাকে! না এ মায়ায় মন ভুলাইলে চলিবে না। শাক্য-সন্তান এত অপদার্থ নয়।

অমিতা এ ব্যবহারের কিছুমাত্র মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে অভিভূতার ন্যায অবাঙ্-নেত্রে চাহিয়া রহিল। একি হইল?—কিসের জন্য সহসা অমন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন? সে কি এমন অন্যায় কথা বলিয়াছে? কি এমন অপরাধ করিযাছে? ভয়ে লজ্জায় অপমানে শুকাইয়া গিয়া এই কথাই সে কেবল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শুক্লা যেমন যেমন বলিতে বলিয়াছে, তা' সে সবই তো সে একে একে বলিতেছিল, কই কিছুই তো ভুলিয়া যায় নাই!—তবে?—তিনি সব কথা না শুনিয়াই যে হঠাৎ রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তার জন্য সে কি করিবে? এখন সে কোন্ মুখে সখীদের মধ্যে ফিরিয়া যায়? শুক্লা কি বলিবে? মা যে তার পথ চাহিয়া আছেন! শুক্লা যে মাকে বলিয়াছে, 'এ মুখ দেখে বসন্তশ্রী কিছুতেই নিষ্ঠুর হ'তে পারবেন না।'—তার যে সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইল! ছি ছি, এর চেয়ে তিনি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া গেলেন না কেন? আপাদমস্তক সখী দত্ত প্রসাদনরূপ অগ্নিজ্বালায় অমিতার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ ক্ষতের ন্যায় জ্বালা করিতে লাগিল। তার পুঞ্জীভূত অশ্রুপ্রবাহও বক্ষের মধ্যে এ সময় যদি সহসা অমন তরল অগ্নি প্রবাহে পরিবর্ত্তিত না হইত, তবে বোধ করি সে একটুখানি শীতল হইলেও হইতে পারিত! একি হইল?—তাহার একি হইল?—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

Vessels large may venture more,
But little boats should keep near shore

—*Benjamin Franklin.*

আরাত্রিকের ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া বাজিয়া কোন্ সময় থামিয়া গিয়াছে। নিরানন্দ রাজপুরে দাসগণ যথাপূর্ব্ব উল্কা সকল প্রজ্বলিত করিতেছিল। দাসীগণও কক্ষে কক্ষে দীপদান করিল। কিন্তু সকলেরই চক্ষে আজ সে রাজপুরী যেন গভীর অন্ধকারাবৃতই রহিয়া গেল। যেহেতু সে অন্ধকারের জমাট ভাঙ্গিবার শক্তি এই সামান্য অগ্নিমুখী উল্কার বা দীপশিখার ছিল না।

রাজ-শয়নকক্ষে সুরজিৎ পর্য্যংকে শয়ান রহিয়াছেন, রাজবৈদ্য তাঁহার অবস্থা পরীক্ষান্তে ঔষধি ব্যবস্থা পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। রাণী অরুন্ধতী স্বহস্তে সে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মুখে তুলিয়া দিয়াছেন রাজাও তাহা গলাধঃকরণ করিতে দ্বিরুক্তি করেন নাই, কিন্তু হায়!—ফল? ঔষধে কি কখনও প্রাণের জ্বালার নিবৃত্তি হয়? যদি এই দুরন্ত মানসিক ব্যাধির কোন প্রতিষেধক এ সংসারের কোনও প্রাণী আবিষ্কার করিতে পারিত তা' হইলে এ পৃথিবীর সারভূত সমস্ত রত্ন সম্ভারের ভারে তাহার গৃহ কুবের ভবনকে পরাস্ত করিত! বিপদের চরম ফল ফলিতে বাকি নাই। বসন্তশ্রী অভিমান ভরে কপিলাবস্তু ফিরিয়া গিয়াছেন। মুখ্য শাক্যবংশের এ অপমান শাক্যসমাজ যে কি ভাবে গ্রহণ করিবে আজ পুরবাসিগণ তাহারই কল্পনায় মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া যাইতেছিল। এই কাপুরুষ অক্ষম রাজা জোর করিয়া তো তাঁহাকে বলিতে পারিলেন না যে—'তোমার পত্নীকে তুমি সংগে লইয়া যাও,—তাহাকে আমি ত বহুপূর্ব্বেই তোমায় প্রদান করিয়াছি।—এই দত্তা কন্যা লইয়া আমি কি করিব?—না একথা বলিবার সাহস হয় নাই। তবে কি কথা বলা হইয়াছিল?—সে কথা প্রকাশ করিতে লজ্জায় মুখ লুকাইবার স্থান যে রসাতলের অন্ধকার গর্ভেও খুঁজিয়া মিলে না! সে প্রস্তাব এই যে,—বসন্তশ্রী গোপনে অমিতাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশ চলিয়া যান এবং এদিকে শুক্লা অমিতা পরিচয়ে শ্রাবস্তি প্রেরিতা হোক।

এ পরামর্শ শুক্লারই প্রদত্ত। আর এ বিপদে এ ভিন্ন অপর কোন পন্থাও নাই ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।—কিন্তু বসন্তশ্রীর যে হৃদয়ের টানে এ কার্য্যের হীনতা দৃষ্টিগোচর না হইলেও না হইতে পারিত সে প্রাণের আবেগ যে ফুরাইয়া গিয়াছে। অমিতার প্রতি ঘোর সন্দেহে চিত্ত তাঁহার এক্ষণে বিষতিক্ত। কাজেই অনলে হবিঃপ্রক্ষেপবৎ এ প্রস্তাবের অবমাননা দ্বিগুণিত বোধ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দেবগড় পরিত্যাগ করিলেন। রাজা রাণীর ক্ষীণ আশা দীপ না জ্বলিতেই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে শুক্লা সেই গভীর শুব্ধ কক্ষে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রজিতের নির্ব্বাসনের পর এই প্রথম স্বেচ্ছায় সে রাজ সমক্ষে দেখা দিল। রাণী পদ শব্দে চাহিয়া দেখিলেন। এ সামান্য শব্দ অনুভবের শক্তি রাজার মধ্যে ছিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ ভাব পরিশূন্য চক্ষে যেমন একদিকে চাহিয়া পড়িয়াছিলেন তেমনই রহিলেন।

"মাগো! আব দ্বিধার অবকাশ নেই। এই পরামর্শই সমীচীন বোধ করে মহামন্ত্রী রাজানুমতি চেয়ে পাঠিয়েছেন। কোশলে আজই তবে সম্মতিসূচক লিপি নিয়ে দূত প্রেরিত হোক?"

রাণী শুক্লাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ নীরব অশ্রু জলে তাহাকে অশ্রুসিঞ্চিত করিবার পর রাজার হাত টানিয়া আনিয়া তাহার মস্তকোপরি রাখিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! দেবদহের রক্ষাকারিণী দেবীকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন, এ অকূল সমুদ্রে সে যে কূল দেখিয়ে দিয়েছে।—কিন্তু শুক্লা! মা আমার! এত বড় বিপদের মুখে তোমার আমি কেমন করে কোন্ প্রাণে ঠেলে দে'ব মা? যদি এ প্রতারণা কখন প্রচার হয়ে পড়ে!"

রাজা সবেগে নিজহস্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়া যেন সভয়-সন্দেহে দূরে অপসৃত হইয়া গেলেন, সাতঙ্কে কহিয়া উঠিলেন, —"মহিষি! মহিষি! ওকে ছুঁয়ো না, ওর নিশ্বাসে বিষ আছে, এখনি তোমায় ভস্ম করে ফেলবে। দেখলে না ওর স্পর্শে অত বড় বীর ইন্দ্রজিৎটা আমার ছাই হয়ে উড়ে গেল!"

"মহারাজ! মহারাজ! এ' কি একেবারেই যে ঘোর উন্মাদ হয়ে উঠলেন। ভগবান! ভগবান! একি করলে?"

"কিছু না মহিষি! শুধু একটু আমোদ করছেন! ঐ দেখ ওকে ছুঁয়েছে কি অম্‌নি তোমার মেয়ে অমিতার সর্ব্বশরীবে বেড়া আগুন বেষ্টন করে ধরে উঠেছে। এইবার সে ভস্ম হ'লো,—ভস্ম হ'লো,—ভস্ম হ'লো!"

"মহারাজ! মহারাজ!"

"মা! মা! মহাদেবি! আমায় আপনারা পরিত্যাগ করুন। আমায় বিদায় দিলেই আপনার সকল বিপদের শান্তি হবে,—নিশ্চয় জানবেন আমিই দেবগড়ের অমঙ্গল।"

"শুক্লা! মা আমার! তুমি আমার অমিতার যমজা। আমার ভাগ্যে যা' আছে হোক, আমি তোমায় সে শত্রুপুরে পাঠাতে পারবো না।"

উন্মাদ উচ্চহাস্য করিতে করিতে একলম্ফে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—"চেয়ে দেখ! চেয়ে দেখ! ঐ আগুনে সারা দেবদহ কেমন করে ভস্ম হচ্ছে,—দেখ,—দেখ।—আঃ মহিষি! মহিষি! ওকি করছো।—সরে যাও,—আগুনের কাছ হতে সরে যাও। এখনি তোমাকেও যে ভস্ম করে ফেলবে। তুমি জানো না,—আমি জানি ও' কে! কিন্তু সেকথা মুখে উচ্চারণ করতে পারবো না।"

শুক্লা মহিষীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল, দৃঢ়স্বরে কহিল,—"আমার এ সাধে বাধা দেবেন না মহাদেবি। আমার একান্ত বাসনা আমি কোশলেশ্বরী হই। আপনার নিকট বলতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নেই, ইতঃপূর্ব্বে আমি কৌমার-জীবন যাপনে অভিলাষিণী ছিলাম বটে, কিন্তু সেদিনের সেই অতর্কিত সাক্ষাতের মুহূর্ত্ত হ'তে কোশল যুবরাজের প্রতি আমি মনে মনে একান্ত অনুরক্তা।"

রাণী শুক্লার ললাট চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে কহিলেন,—"মা তুই যে কত মহৎ তা শুধু আমিই জানলাম। শতমন্যুর ন্যায় তুমি দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলে।"—মনে মনে কহিলেন,—বালিকা তুমি, এই প্রৌঢ়া নারীকে মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলাইবে মনে করেছ? নারী কি কখন নিজের গোপন অনুরাগের কথা প্রবীণার নিকট অমন সহজ ভাষায় অবিকৃত মুখে প্রকাশ করতে পারে?

বিংশ পরিচ্ছেদ

O what a tangled web we weave,
When first we practise to deceive.

—*Scott.*

কৌটিল্য-নীতি-পরায়ণ কোশল মহামন্ত্রী অথবা অপর কাহারও দ্বারা ব্যবহার শাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া ভট্ট-ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী পরিবৃত কোশল রাজ-প্রতিনিধি দেবগড়ে প্রবিষ্ট হইল। রাজা ঘোর অসুস্থ। বিশেষতঃ তাঁহার উন্মাদ লক্ষণের কিছু মাত্র হ্রাস প্রাপ্তি দেখা যায় নাই। কন্যা জামাতার এই বিপদ সংবাদে সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণে আমন্ত্রিত বৃদ্ধ রাজশ্বশুর মহানাম দেবগড়ে আগমন করিয়াছেন। রাজবৈদ্য তাঁহার যথাসাধ্য ঔষধ তৈলাদির বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন, মিথিলা হইতে অপর একজন বিচক্ষণ বৈদ্যরাজকেও আনা হইয়াছে, কিন্তু কিছুই ফল লাভ হয় নাই। সর্ব্বদাই সেই একইরূপ উন্মনা ভাব, কখন আত্মগত বিবিধ প্রলাপ বাক্য, কখন উচ্চ হাস্য, কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন, উন্মত্ততার আর কিছুই বাকি নাই!

কোশল রাজদূত সবিনয়ে নিবেদন করিল,—'ভবিষ্যৎ যুবরাজ্ঞী ভট্টারিকাকে বিবাহ যাত্রা জন্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার উপদেশ আছে। শাক্যগণের ভোজন কক্ষের পার্শ্বে রাজপ্রতিনিধিকে থাকিতে দিতে হইবে এবং প্রধান শাক্যরাজ মহানাম তাঁহার দৌহিত্রীর সহিত এক পাত্র হইতে অন্ন গ্রহণ করিলেই নিঃসন্দেহচিত্তে সেই কন্যা সম্রাট্‌পুত্র যুবরাজের জন্য গৃহিতা হইবে। অন্যথা চাতুরীতে সুদক্ষ শাক্যমণ্ডলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা সম্ভব নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে এই প্রকার জানা গিয়াছে যে, তাহারা তাহাদের কৌলিক—অতিশয় নিন্দিত আত্মীয় বিবাহ জন্য সকল প্রকার প্রতারণারই সাহায্য গ্রহণে সক্ষম।'

অধীনতার অপমান পদে পদে! ঘোর চিন্তাজাল সমাচ্ছন্ন মুখে মহানাম ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপ কোন হীন অভিনয়ের জন্যই যে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল এ অনুমান তিনি পূর্ব্বাবধিই করিতেছিলেন।

যথাকালে আহারের আয়োজন হইল। রাজপরিজনবর্গের সহিত মহামানী মহানাম আহারে বসিলেন। রাজদূত শাক্যভোজন গৃহে প্রবেশের অধিকারী নহে। মুক্ত বাতায়নের ঠিক বহির্দ্দেশে তাঁহার ও ভট্টের জন্য মহার্ঘ আসনদ্বয় বিস্তৃত হইল এবং অমিতার পরিবর্ত্তে শুক্লা অমিতার মাতামহের পার্শ্বে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। রজত পাত্রে পাত্রে সুগন্ধি অন্ন ব্যঞ্জন পায়স পিষ্টক সজ্জিত, বর্ণে ও গন্ধে দর্শকের চিত্ত বিমোহিত হইয়া উঠে, ভট্ট মনে মনে শাক্যদিগের রন্ধন বিদ্যার ও সুরুচির সুখ্যাতি করিলেন। উত্তরাপথের সুসমৃদ্ধ রাজধানী শ্রাবস্তির সূপকারগণ এই শাক্য কুলবধূদিগের নিকট হার মানিতে বাধ্য ইহা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। ভোজন-প্রিয়-ভট্ট শুক্লাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া উঠিল,—"মাতা! দেশে গিয়া মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ের ন্যায় সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করে এই লোভী ব্রাহ্মণ সন্তানকে ভোজন করিয়ে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। সম্রাট্ ভবনে প্রবিষ্ট হয়ে নিজের এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিটি পরিত্যাগ করো না, মা! দোহাই তোমার।"

শাক্যকন্যার প্রতি এই সম্বোধনে ও উক্তরূপ পরিহাসে শাক্যকুলের মুখমণ্ডল জলদসন্নিভ হইয়া উঠিল। কাহারও কাহারও হস্ত অসি স্পর্শ করিয়া আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। রাজ-শ্বশুরের পাত্র হইতে শুক্লা অন্নগ্রাস গ্রহণ করিল। মহানাম এক গ্রাস অন্ন হস্তে লইয়া এই সময়ে কোশল রাজদূতকে প্রশ্ন করিলেন,—"শ্রাবস্তির মহাবিহারে আজকাল নবধর্ম্মীদের সংখ্যা কিরূপ?"

"তা' নিতান্ত মন্দ নয়।"

"গৃহস্থ সংখ্যাও বোধ করি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্চে, অথবা উত্তরাপথের রাজধানীতে এ ধর্ম্মের তেমন প্রসার নেই?"

"আছে বই কি। মহারাজ প্রসেনজিতের সময় যতটা ছিল, এক্ষণে ততটা না থাকলেও এই সত্যধর্ম্ম তথায় নিত্য নিত্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে,—এখানে শাক্যকুলে এ নবধর্ম্মের প্রভাব কেমন?"

"এখানকার কথা আমি ঠিক বলতে পারি না, তবে কপিলাবস্তুতে এক্ষণে আপামর-সাধারণ সকলেই প্রায় গৌতম-শিষ্য।"

"তথাগত আপনার তো খুবই নিকট আত্মীয়?"

"হ্যাঁ,—সে কথা আর বলতে!—নিতান্তই আপনারজন, আর সে আমাদেরই পরম সৌভাগ্য!—এ' কি সুরজিতের চিৎকার শুনছি না?" পুরীর অভ্যন্তর

ভাগ হইতে এই সময় সত্যসত্যই রাজ-উন্মাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল—"ভস্ম হয়ে যাক! পাপের আগুনে সব ভস্ম—রাজধানী রাজপুত্র রাজকন্যা,—আর তুই—অগ্নিময়ি! তুই নিজেই কি বাঁচবি মনে করেছিস্? হাঃ, হাঃ হাঃ! তা'ও কি হয়?"—

হস্তস্থ অন্নগ্রাস ভোজ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মহানাম আচমনান্তে উঠিয়া পড়িলেন,—"দূতরাজ! ক্ষমা করবেন, জামাতা বড়ই অসুস্থ। আমার এক্ষণে তাঁর নিকট গমন করে তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করাই বিধেয়। আমি ব্যতীত কেহই তো ওঁকে নিবৃত্ত করতে পারে না।"

মহামানী শাক্য কুলপতি এইরূপ কৌটিল্যনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম-সম্মান এবং জামাতা-প্রাণ রক্ষা করিলেন। কোশল রাজদূত কথোপকথনে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাকে অভুক্ত বুঝিতে পারে নাই। হৃষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে উঠিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

Grave authors say, and witty poets sing,
That honest wedlock is a glorious thing.

—*Pope.*

আজ অভিনব রাজদুর্গ রামগড় এক অভূতপূর্ব্ব নবীনতর শ্রী ধারণ করিয়াছে। যুবরাজ্ঞী পট্ট-ভট্টারিকা অমিতার অভ্যর্থনাহেতু সে দুর্গের প্রতি তোরণদ্বার প্রত্যেক সৌধ-শীর্ষ কুটজ-কুসুম মাল্য দ্বারা বিভূষিত ধ্বজপতাকা দ্বারা সুশোভিত এবং প্রশস্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে রাজপ্রাসাদাবধি মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ কদলী বৃক্ষ ও পত্র পুষ্প মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছে। দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট সংস্থাপিত, সকলের পরিধানে রঞ্জিত বস্ত্র, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, অঙ্গে নব নব স্বর্ণা-লঙ্কার, অধরে, স্নিগ্ধ হাস্য। যেন সারা প্রদেশ আজ উৎসব আনন্দের সুখস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে সকলেই যেন কি এক স্বপ্নসুখে বিভোর। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল, দিবসাধিপতি সৌরেশ্বর ক্লান্ত শরীরে অস্তশয়ান হইলেন। সুলোহিত অরুণরাগ—রেখাগুলি উচ্চশীর্ষ তরুশিরে কিছুকাল উৎসবের বাতি জ্বালাইয়া

রাখিয়া আবার নীলিমা সাগরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে দেখিতে দেখিতে সমুদায় হর্ম্ম্যমালায় এবং রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে তীব্রদীপ্ত সহস্র সহস্র উল্কামালা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া আসন্ন রজনীর অন্ধকারের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিল।

রাজপ্রাসাদের এক সুসজ্জিত কক্ষে সুবর্ণ মণি বিখচিত মহার্ঘ পর্য্যঙ্ক সমাসীনা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর ব্রীড়ানত মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া তাহার অদূরে এক সর্ব্বাংগসুন্দর তরুণকান্তি যুবক দণ্ডায়মান। কক্ষস্থিত সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা যুবতীর সূক্ষ্ম অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখে তাহার ফুল্লারবিন্দ সদৃশ কমনীয় গণ্ডযুগলে নিপতিত হইয়া অবর্ণনীয় শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার স্বর্ণচম্পকদাম সদৃশ সুগৌর দেহলতা অসংখ্য হীরক পদ্মরাগ ও মরকত দ্যুতিতে বহু পুষ্পিতা লতার ন্যায় সমধিক সুষমা বিস্তার করিয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ যুবক সেই বল্লরী কোমল বাহুতলে পদ্ম-রাগ সংযুত কোমল করপল্লব প্রেমভরে হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সাধনার ধন!—অমিতা!"

রাজবধূ প্রথম দয়িত করস্পর্শে সলজ্জা, অন্তরস্থিত কোন সংশয় সন্দেহে শঙ্কিতা হইয়া ঈষৎ সরিয়া বসিলেন, তাঁহার বিকশিত শতদলবৎ মুখপদ্ম ঈষদারক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার যুবরাজ-স্বামী সেই আলোকোজ্জ্বল মুখের নূতন ছবি দৃষ্টে ভাবিলেন, অতুলনীয়!

"প্রিয়তমে! আমার মন্দভাগ্য শাক্য বংশে আমার জন্ম দিতে পারে নাই বলে তুমি আমায় হীন চক্ষে দেখবে না'ত? আমার মন প্রাণ দেহ আত্মা সর্ব্বস্ব আমি তোমার ঐ রাতুল চরণে—" বলিতে বলিতে কোশল যুবরাজ শাক্যসুতার পদতলে নতজানু হইলেন। সহসা কোশল যুবরাজের সর্ব্বদেহ কণ্টকিত করিয়া সেই সুরলোক নিবাসিনীর কমনীয় দেহলতা অবনমিত হইয়া সেই রাজরাজেন্দ্র বন্দিত শিব তাঁহারই পদপ্রান্তে অবনত হইল। বীণাবাদিনীর বীণাধ্বনিবৎ তাঁহার কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিল,—"অকল্যাণ করবেন না, প্রভু! আমি যে এক্ষণে আপনার দাসী।"

এ কি স্বপ্নের অতীত, কল্পনার অগোচর ফললাভ! শাক্যকুমারী তবে কোশলৈশ্বর্য্যের অথবা পুষ্পমিত্রের রূপযৌবনের বশীভূতা হইতে প্রস্তুত? মূর্খ অম্বরীষ বৃথাই ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল যে হয়ত শাক্যদুহিতা পুষ্পমিত্রের করতলগতা হইবেন না এবং ইহারই সম্ভাবনা সমধিক।

পুষ্পমিত্র মনে মনে প্রীত এবং যথেষ্ট গর্ব্বিতও হইলেন। নির্ব্বোধ অম্বরীষ! কোথায় কপিলাবস্তুর ক্ষুদ্র বসন্তশ্রী,—আর কোথায় সমগ্র উত্তরাপথের ও সুবৃহৎ কোশল সাম্রাজ্যের ভবিষ্য মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী! অন্তরের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগ রোধে অসমর্থ হইয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "শাক্যসুতা সেই দুর্ভাগা বৃজিনন্দিনীর ন্যায় নির্ব্বোধ নহেন, তাঁর শাক্য-পিতাও তেমন হস্তিমূর্খ নয়।—অম্বরীষটাই মহামূর্খ!"

পুষ্পমিত্রের নবপরিণীতা স্বামীর এই আশ্চর্য্য স্বগতোক্তি শ্রবণে বিস্মিত নেত্রে তাঁহার পানে চাহিল। এক মুহূর্ত্তের গভীর বিস্ময়ে তাহার ভুবন বিমোহন মুখের বধূজনোচিত সরক্ত শোভা অপনোদিত হইয়া গিয়া সেখানে রেখায় রেখায় যেন শুধু বিস্ময় চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। সে সন্দেহ কৌতূহলে প্রশ্ন করিল, লজ্জা তাহাকে একার্য্যে কিছুমাত্র বাধা দিল না,—"কে' অম্বরীষ?"

যুবরাজ সেই সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে যুবরাজ্ঞীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার এই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে উত্তর করিলেন,—"কোশলের মহাসেনানায়ক।"

"শাক্যসুতা সম্বন্ধে কি বলেছিলেন তিনি?"—শুক্লার স্বরে বিস্ময় ও সন্দেহ বর্দ্ধিত হইতেছিল।

যুবরাজ ঈষৎ চিন্তান্বিত হইলেন। যদিও আসব সেবনে চিত্ত তাঁর কিছু বিভ্রান্তই ছিল, তথাপি অভ্যাস প্রযুক্ত তাঁহাকে ইহা প্রমত্ত বা বিচার-শক্তি হীন করিতে পারে নাই। শুক্লার পদ্মপাণি সাদরে ধারণ করিয়া তিনি কিছু কুণ্ঠিত স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"সেকথা নাই শুনিলে?"

"বাধা থাকে শুনিব না,—কিন্তু বুঝেছি তিনি সংশয় করেছিলেন যে,—শাক্যকন্যা শাক্যেতর-স্বামীর অঙ্ক-শায়িনী হতে সম্মতা হবেন না, হয়ত স্বীয় কুলগৌরব রক্ষার্থ—"

শ্রাবস্তি যুবরাজের চিত্ত নিজের বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় প্রাপ্তে অভূত-পূর্ব্ব আনন্দময়। স্বপ্নের অতীত সৌভাগ্যলাভে তাঁর মন প্রাণ তখন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। শুধু এই সুদুর্লভা প্রার্থিতাকে প্রাপ্তিই নয়, তার এই অতুলনীয় রূপ যৌবনের মহাসাম্রাজ্যে অপ্রতিহত অধিকার ব্যতীত তাহার অন্তর রাজ্যেও যে তাঁর স্থান প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, এই আনন্দই আজ তাঁর সকল সুখকে পরাভূত করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে নারী হৃদয় রাজ্যের কোন সংবাদই তাঁর রাখিবার উপযুক্ত বোধ হয় নাই, এমন কি পুরুষের ভোগায়তন নারী-দেহে হৃদয় বলিয়া কোন বস্তু বর্ত্তমান আছে কিনা সে বিষয়েও চিত্তে তাঁর

হয়ত বা সংশয়ই ছিল, আজই জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথমবার মনে হইয়াছে এই অপূর্ব্বদর্শনা নারী-মাংস-পাঞ্চালিকার অধিকারই সমস্ত নয়, এই লাবণ্যময়ী মানবীর শরীরাভ্যন্তর্গত যে সমধিক সুন্দরতর হৃদয়রাজ্য আছে, তাহার অধিকার লাভ করিতে পারাই যথার্থ সার্থকতা। নতুবা প্রেমশূন্য হৃদয়ের ঔৎসুক্য বিহীন শীতল আলিঙ্গনে আর প্রাণহীনা মর্ম্মর প্রতিমা বক্ষে ধারণে বিশেষ করিয়া প্রভেদ কি? বড় ভাবনা ছিল যদি সত্যই অম্বরীষের সন্দেহ সত্য হয়। যদি পিতৃঋণ শোধ করিয়া মর্য্যাদাভিমানিনী রাজকন্যা মৃত্যুকে বরণ করিয়া কোশল-স্বামীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে? তাই বাস্তব ঘটনায় ইহার বিপরীতে স্বভাবের লঘুত্ববশতঃ অন্তর সে আনন্দ বেগ ধারণে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে শুক্লার এই আগ্রহ সহসা তাঁহাকে সভয়ে স্মরণ করাইয়া দিল, উত্তীর্ণ প্রায় বিপদের হেতু আপনা হইতে ডাকিয়া আনা তাঁহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে! মস্তকের কেশ হইতে পদনখ পর্য্যন্ত সহসা দারুণ শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। সভয় ব্যাকুল কণ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইল, "ক্ষমা কর অমিতা। মূঢ় আমি—"

শুক্লা তাঁর অনুশোচনাপূর্ণ ব্যথিত দৃষ্টি আত্ম-তিরস্কারপূর্ণ কাতর কণ্ঠ লক্ষ্য করে নাই, সে যেন শুধু নিজের এই শাক্যেতর-ব্যবহারের উত্তর পক্ষে প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই আত্মগত মৃদুমন্দ স্বরে উচ্চারণ করিল,—"এ দেহ মন যে সেই অজ্ঞাত উপকারকের নিকটে সেদিনের মহাঋণে আবদ্ধ ছিল, সে সংবাদ মহা-সেনাপতি তো অবগত ন'ন! সে যে কি ঋণ, সে কথা কেবল এ জগতে একজনই জানে,—আর কেহই নয়!"

প্রেম-প্রসন্ন নেত্রে সেই রঞ্জিতাননার অরুণাভ মুখের পানে চাহিয়াই সেইক্ষণে পুষ্পমিত্রের সকল সন্দেহের অবসান হইয়া গেল। তবে এই শাক্য-কুল ললনা সেই কৃতজ্ঞতা মূল্যেই তাঁহাকে আত্মদানে সম্মতা রহিয়াছে? তাঁর অনন্য সাধারণ রূপ যৌবন বা অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের মোহে নয়! চিত্ত তাঁর ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল কি?

এই সময় নববধূ কহিল,—"আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে।"

"কি বলবে বলো, সঙ্কোচ কিসের? তোমায় অদেয় কি আছে অমিতা!"

"শাক্য সমাজে সুরাপান বহু নিন্দিত।—আমার একান্ত অনুরোধ যেদিন তাকে দর্শন দেবেন—"

তাহার এ অর্দ্ধোক্তির অর্থবোধ করিয়া যুবরাজ সাগ্রহে তাহা পূরণ করিলেন,—"আজ হ'তে এ জীবনে কোনদিন সুরা স্পর্শ করবো না, ঈশ্বর সাক্ষ্যে এই শপথ গ্রহণ করলেম।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

Weel since he has left me, my pleasure gae'in ;
I may be distres'd, but I win na c mplain.

—*Burns.*

'বড় অন্যায় সন্দেহ করেছ যুবরাজ! আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি? ছলনা,—কিসের ছল? কেন করবো?—তোমার সঙ্গে ছলনা করবার আমার সাধ্য কোথায়? যে তোমার দাসানুদাসীরও অযোগ্যা, তোমার সঙ্গে ছলনা করবে সে কি বলে? শাক্যবংশের গৌরব রবি! শত রাজেন্দ্রকুমারীর বাঞ্ছিত ধন! চিরারাধ্য দেবতা আমার! তোমার সঙ্গে তোমার আশ্রয় ভিখারিণী দাসী ছলনা করবে? কেউ কখন আপনার উপাস্য দেবতার সঙ্গে ছলনা করতে পারে? এ কথা তুমি বুঝলে না, তুমি এতবড় ভুল করলে কেমন করে? তোমায় বুঝাবো আমি কেমন করে? আমি বুদ্ধিহীনা, জ্ঞানহীনা, আমার কথা তুমি বুঝবে কি? বুঝাতে পারবো কি? না, বুঝবে না, আমি বুঝাতে পারবো না, মনের সব কথা মনেই থেকে যাবে। মা বলেছেন, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি নি। কি বুঝাবো? কেন বুঝাবো? নিজে যা বুঝিনি, কেমন করে সে কথা বুঝাবো? সাধক তার ইষ্টদেবতার কাছে কি হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করে বলে?—কেন তিনি আমার প্রাণের কথা বুঝলেন না? কেন লিখলে আমি তোমায় ছলনা করবার জন্য তোমার চরণাশ্রয় চেয়েছি! কেন লিখলে--'ভীরু অধার্ম্মিক পিতার স্বেচ্ছাচারিণী কন্যা!' —আমি স্বেচ্ছাচারিণী? ঈশ্বর জানেন কত পরাধীনা আমি! আমি ছলনাময়ী! আমি অন্যাসক্তা!—বড় অন্যায় সন্দেহ করেছ যুবরাজ! এত বড় অপরাধের বোঝা কেমন করে আমি বইব? ওগো অকরুণ! কেমন করে— তোমার এতবড় নিষ্ঠুরতা—আমি সইবো?

দেবগড়ের ছিন্ন ভাগ্য সূত্রে যে গ্রন্থি বন্ধন চেষ্টা চলিতেছিল, তা সফল হইল না। যে ফুল একবার ফুটিয়া শুকাইয়া যায় প্রভাত শিশিরে শতবার সিক্ত হইলেও আর তা' বিকশিত হয় না।

শুক্লার দ্বারা রক্ষিত দেবগড়ে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইলেও রাজপরিবার তেমনি নিরানন্দ সলিলেই ভাসমান রহিলেন। রাজা আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন

না। উন্মাদ তাঁহাকে আশ্রয় করিল। কপিলাবস্তুতে বারংবার দূত প্রেরিত হইয়া পুনঃপুনঃই প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল। এবার মাতৃনির্দ্দেশানুসারে অমিতার স্বহস্ত-লিখিত লিপির উত্তরে যে প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল তাহা তাহার কুসুম সুকুমার চিত্তে কুলিশাঘাতের সদৃশ হইল। অরুন্ধতী কাঁদিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! অমিতা আমার নিরপরাধে একি নিদারুণ শাস্তি ভোগ করতে লাগলো? আদেশ করুন আমি নিজে এবার মেয়ে নিয়ে কপিলাবস্তু যাই।"

সুরজিৎ শূন্যনেত্রে শূন্য মার্গে চাহিয়া আপনার মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কত কি বকিতেছিলেন, রাণীর কথায় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—"বলি নি তোমায় সমস্ত পুড়ে যাবে? রাজার পাপে রাজ্য যায়, পিতার পাপে সন্তান যায়,—উভয় পাপের সমবেত অগ্নি,—জানো মহিষি!—এর কতখানি তেজ?"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

The maid who might have been his bride.

—*Byron.*

কোশল সেনাপতির প্রাসাদ ভবন ঘন-তমসাচ্ছন্ন। গৃহ জনবিরল, দাসদাসী নিদ্রামগ্ন। সেনাপতির শয়ন কক্ষে গন্ধ তৈলে দীপ জ্বলিতেছে মাত্র। অন্ধকারাচ্ছন্ন অদূর পর্ব্বতগাত্রে শীর্ণ জলপ্রপাত মৃদু শব্দে ঝরিয়া পড়িয়া যেন কোন অসুখী আত্মার অশ্রান্ত ক্রন্দনের ন্যায় অর্দ্ধস্ফুটভাবে শ্রুত হইতেছিল। নিকষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ গগনাঙ্গে অযুতকোটী তারকাদীপ্তি যেন কা'র রোষ দৃষ্টির ন্যায় নির্নিমেষে ফুটিয়া আছে। অলিন্দের স্তম্ভাবলম্বে এক দীর্ঘাকৃতি যুবা দাঁড়াইয়াছিল এবং অন্ধকারে সম্পূর্ণ আবৃতা থাকিয়া তাহারই অনতিদূরে এক তন্বী ও রূপসী নারী স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। রজনী গম্ভীর,—অদূর রাজমার্গে যামঘোষ-স্বরূপ রক্ষিদল গৃহস্থগণকে সজাগ ও চৌর-গণকে সন্ত্রস্ত করিতে লাগিল। প্রহর দামামা গভীর নির্ঘোষে দ্বৈপ্রহরিক ঘোষণা দিকে দিকে প্রেরণ করিল। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ সেই গম্ভীর নিঃস্বনে ঈষৎ চলচিত্ত হইলেন। এই সময়ে সহসা তাঁর কর্ণে মৃদু ভূষণ শিঞ্জন

ধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। শব্দানুসরণে ফিরিয়া ডাকিলেন,—"সুদক্ষিণা!" ধীর-পাদক্ষেপে সুদক্ষিণা নিকটবর্ত্তিনী হইল। "এখনও তুমি জেগে আছ?"

"আপনি যে অনাহারী।"

"আমার সর্ব্বদাই তো এরূপ ঘটে। বারম্বার নিষেধ করেছি আমার জন্য ক্লেশভোগ কেন ক'র সুদক্ষিণা?"

সুদক্ষিণা অবনতমুখী রহিল। যুবক দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক কহিলেন,—"বিচিত্র!"—তারপর ছায়া ম্লান জ্যোৎস্নালোকে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া স্নেহবিগলিত-বিচলিত স্বরে কহিলেন, "দিনের পর দিন মাসের পর মাস আমায় তুমি হইবে অক্লান্ত সেবায় ডুবিয়ে রেখেছ, পুরাণবর্ণিত দেবীদের মত সদা জাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে আছ, কি এর অর্থ সুদক্ষিণা? প্রশ্ন করে করে উত্তর পাইনি, কিন্তু এ কৌতূহল যে অনিবার্য্য, এ যে মন ছেড়ে যাবার নয়।"

সুদক্ষিণা কথা কহিল না। চারিধার নীরব শুদ্ধ, অন্ধকারাবৃতা নিশিথিনী কৌতুকনিরুদ্ধ শ্বাসে এই বিচিত্র-চরিত্র নরনারীর পানে অযুত তারকা নেত্রে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে সেই বাহ্য নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মৃদু মৃদু-স্বরে সুদক্ষিণা কহিল, -"আহার্য্যগুলি বিস্বাদ হয়ে যাচ্চে, আসুন।"

চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া পুনর্জ্জাগ্রত যুবক বলিয়া উঠিল,—"আহারের কথা বলছো?—চল যাই।"

আহারে বসিয়াও যুবক লক্ষ্য করিল প্রতিদিনের মতই সমস্ত আহার্য্যই সযত্ন প্রস্তুত এবং অগ্ন্যুত্তাপ সংরক্ষিত। কিঙ্কর কিঙ্করী কেহই জাগ্রত নাই, ব্যজনী হস্তে সুদক্ষিণাই ব্যজন করিতেছে। সম্মুখে ভৃঙ্গার পূর্ণ জল, আহারান্তে হস্ত প্রক্ষালন কালে সে-জল সে-ই ঢালিয়া দিবে,—প্রতিদিনই দেয়। এত সেবা।—ইহার অর্থ কি? এ কি—প্রেম?--তা'ও কি সম্ভব? পিতৃঘাতী দেশ-বৈরীর কণ্ঠে এই দেব দুর্লভ অমূল্য প্রেম-মাল্য, এ কি কোন শরীরিণী নারী অর্পণ করিতে পারে? কিন্তু তদ্‌ভিন্ন এ সব কিসের চিহ্ন আর? যদি তাই হয়,—তবে,—তবে এ' কি আশ্চর্য্য চরিত্রা নারী এ'!—হয় দেবী,—না হয় পিশাচী। হয়ত এ তার প্রতিশোধ।—ইহা সম্ভব বটে। ঐ সমস্ত সযত্ন রচিত মায়া জালের অভ্যন্তরে প্রতিহিংসার কালকূট কি আত্মগোপন করিয়া আছে? মণিবিভূষিতা বিষধরী লইয়া একত্রাবস্থান,—হোক তা'ই অম্বরীষ তাহাতে ভীত নয়। তবু ইহার অর্থ বোধ হয়, সে যেন তাহা হইলেও বাঁচে!

এইবার অম্বরীষ ঈষৎ স্বস্তিবোধ করিল। সুদক্ষিণার এই নির্ব্বাক অবদানের

তারে চিত্ত তার বড় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। বুঝি অন্তরেরও অন্তরতম প্রদেশে গোপনে তীব্রতর অনুশোচনার অগ্নিও এই একান্ত বিপরীত প্রতিদানে ধূমায়িতও হইয়া ওঠে বিবেক তীব্র তিরস্কার করিযা বলে, 'কা'র এত বড় সর্ব্বনাশ করেছিস? ওরে গর্ব্বান্ধ! চক্ষু কি তোর নাই? এ নারী যে জননী-ধরিত্রী অপেক্ষাও ক্ষমাময়ী! এ যে দেবতারও আরাধ্যা মহা দেবী!' বুঝি,—অগ্নিজ্বালাময় মহাভার গ্রস্ত শান্তিহীন প্রাণ তার ঐ শান্ত করস্পর্শে জুড়াইতে চাহে! জীবনের অশান্ত রণ-কল্লোল থামাইযা—একখানি বিরাম কুটির নির্ম্মাণোন্মুখ হইয়া উঠে। অশনি গঠিত কঠোর চিত্ত গলিয়া যাইতে চাহিয়া বলিতে থাকে;—'মরীচিকার সন্ধানে মরু-প্রান্তরে কেন ছুটিয়া মরিতেছ,—শীতল এই বাপীবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া জুড়াও না কেন!" কিন্তু,—কিন্তু এত অনায়াস লভ্য ধনে অম্বরীষ তো তৃপ্ত হইতে পারে না।

কোশল সেনাপতি ইদানীং যে বড়ই অন্যমনা রাজ-দৃষ্টিতেও সে অন্যমনস্কতা যেন আর ঢাকা ছিল না। মহারাজাধিরাজ তাঁর প্রতি মহাসেনানায়কের আগ্রহ-হীনতাও লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি যে লক্ষ্য করিয়াছেন, তার আভাষ দিতেও অবশ্য তাঁর পক্ষ হইতে বিলম্ব ঘটে নাই বলা বাহুল্য। বলিয়াছেন,—"মহানায়ক সেনাপতি ইদানীং কি বড়ই ভাবপ্রবণ হয়েছেন নাকি? তাঁর মন এখন আমাদের মত ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যবাসীকে ছেড়ে বোধ করি স্বর্গরাজ্যেই বিচরণ করছে!"

মহাসেনানায়ক অপ্রতিভ মৃদু হাস্যে ত্রুটি স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বাপরাধে পুনশ্চ অপরাধী হইতে থাকিলেন। রাজাধিরাজ বিরক্তিভরে অধরদংশন পূর্ব্বক ক্ষোভ দৃষ্টি ফিরাইয়া উহা জয়সেনের উপর সংস্থাপন করিতে দ্বিধা করিলেন না।

যদি ইহাতে আত্মবিস্মৃতের বিস্মৃতি দূর হয়।

অমাত্যমণ্ডলী পুলকিত বিস্ময়ে মনে মনে মন্তব্য করিল, "অম্বরীষের অটল আসন এইবার বুঝি টলিল!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

Thy strong right hand Lord ! Make it bear.

—*Burns.*

পূর্ব্বারাম মহাবিহারে লোক সমাগমের সেদিন বিরাম ছিল না। তিথি অষ্টমী, গৌতমের প্রিয় শিষ্য আনন্দ সারিপুত্ত প্রভৃতি অগ্রশ্রাবকগণের নিকট রাজধানীস্থ সদ্ধর্ম্মী জনসঙ্ঘ প্রাতিমোক্ষ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ সম্মিলিত হইয়াছিল। তাহার উপর তথাগতও বহুদিন পরে অল্পকালের জন্য বহু ভক্তের অনুরোধে এস্থানে আগমন করিয়াছেন। সমুদ্র দর্শনাভিলাষী নদ-নদীর ন্যায় অসংখ্য কোশল প্রজা তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনাশায় দূর দূরান্তর হইতে আসিতেছিল এবং সংসার তাপ-তপ্ত শত শত নর নারী তাঁহাব শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতময় উপদেশে দেহ প্রাণ জুড়াইতেছিল। পরিশেষে জনারণ্যময় সেই মহাবিহার যখন জনশূন্য হইল, রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহরোত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাগত আনন্দকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং বিহার প্রাঙ্গণ পরিত্যাগোদ্যত হইয়াছেন, এমনই সময় চৈত্য-পার্শ্ব হইতে একটি নিঃসঙ্গ নারীমূর্ত্তি ধীরপদে তাঁহার সমীপস্থা হইয়া ভূমে লুটাইয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিল। গৌতম সেই ক্ষুদ্র দেহধারিণীর মস্তকে ললাটে করুণা শীতল করতল অবমর্ষণ পূর্ব্বক মধুময় বাক্যে কহিলেন,—"বৎসে ! তোমার ব্রত উদ্‌যাপন কাল আর তো বহুবিলম্বিত নাই !—ইহলোক মধ্যাহ্নকালীন বটবৃক্ষ ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ভঙ্গুর এই জীবনের পরপারে যে অনন্ত জীবন প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অবিনশ্বর মহাশান্তি তোমার জন্য সঞ্চিত হইতেছে ইহা সুনিশ্চিত জানিও।"

বালা পুনশ্চ ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া প্রণিপাতসহ কহিল,—"ভগবান্ ! সহজে দুর্ব্বলা নারী আমি,—বড় অসহায়া, বড় দুর্ভাগিনী,—আপনার পাদপদ্মই আমার একমাত্র ভরসা !"—এই বলিয়া সেই রূপসী তন্বী তাহার সম্মুখস্থ পাদপদ্মের উপর নিজ ক্ষুদ্র মস্তক পুনঃপুনঃই লুণ্ঠিত করিতে লাগিল।

তাহার উপাস্য স্বভাব-প্রসন্ন কণ্ঠে সম্মিত মুখে কহিলেন,—"কন্যা ! সংসারের হলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া যে মৃত্যুকে বরণ না ক'রে সেই বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়া লয়, অমরত্ব কেবল তাহারই লভ্য ! হে অমৃতের প্রিয়-পুত্রি !

ত্রিজগতে এমন কিছুই নাই যাহা তোমার নিকট ভয়প্রদ। নারীদেহ ধারণ করিয়াও তুমি জীবন শেষে মহা মৃত্যুকে অবলীলায় বিজয় করিবে। দুঃখময়ী কামলোকে এই তোমার শেষ জন্ম। এই অনাগামী-অবস্থা অতিক্রম করিলেই তুমি এবার জরা মরণ বিহীন ব্রহ্মলোকে জাত হইবে। বৎসে! শোকচিন্তা চিত্তকোণে যেন বাসা বাঁধিতে না পারে, সর্ব্বদা সাবধান থাকিও।—সর্ব্বদা—'সর্ব্বম অনিত্যম্'—এই মহাবাক্য স্মরণে রাখিও এবং পূর্ব্ব উপদেশ মত যতিজন সুদুর্লভ 'নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তম'-ধ্যানে যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করিও।—যাও বৎসে! তোমার কোনই অপায় ঘটিবে না।"

বহুক্ষণ সেই অভয়চরণ ক্ষীণ বাহুলতায় জড়াইয়া তন্মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেখান হইতে বুঝি অপরাজেয় শক্তি সংগ্রহান্তে সে বালিকা উঠিয়া বসিল।—"দেব! তবে চলিলাম! ভগবদ্ আশীর্ব্বাদে সমস্ত চিত্তদৈন্য পুনঃ অপসারিত হয়ে গেল।" আবার সেই পদরেণু ভক্তিভরে শিরে ধারণ পূর্ব্বক পদযুগল পৃষ্ঠবিলম্বী আলুলায়িত দীর্ঘ কেশভারে মুছিয়া লইয়া তাহা নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষে চাপিয়া চুম্বন করিয়া ঘোর অনিচ্ছা মন্থর পদে মৃদু মৃদু গাহিতে গাহিতে সুদক্ষিণা চলিয়া গেল।

আরও দাও, আরও দাও, আরও দাও,—
দুঃখের বোঝা বুকের মাঝে চাপিয়ে; আমায় টেনে নাও,—
যত দুঃখ দিয়েছ আর, আরও দিলে সইবে আমার,
আমার ভাবনা শুধু আমায় প্রভু তুমি পাছে ছেড়ে যাও।

অন্ধকারে তার ক্ষুদ্র মূর্ত্তিখানি অদৃশ্য হইয়া গেলে সেই মহাতাপস তাঁর করুণা মথিত দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল,—"কুসলো চ জহাতি পাপকং রাগদ্বেষ মোহ ক্ষয়ায় স নিব্বুতোতি।"

গৌতম শ্রাবস্তিপুরে মাত্র সপ্তাহকালের অতিথি। অনাথপিণ্ডদ, শ্রেষ্ঠি সুদত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ ভগবানের সেবা তৎপর। এমত কালে মহারাজাধিরাজ বুদ্ধাগমন সংবাদ পাইলেন। শ্রমণ কর্ত্তৃক রাজান্নের অবমাননা-কোপ রাজার চিত্ত হইতে বিদূরিত হয় নাই।—তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী দূত রামগড়ে প্রেরিত হইল, শাক্যকন্যা-নবীনা-যুবরাজ্ঞীকে সত্বর রাজধানী আনয়নের অনুজ্ঞা লইয়া।

শ্রাবস্তির যোজন ব্যাপী সুবিশাল রাজপ্রাসাদে আজ আবার বহুদিন পরে আনন্দোৎসবের সহিত ধর্ম্মোৎসবের মহা সম্মিলন ঘটিল। মহারাজ প্রসেনজিতের

জীবিত কালে যাহা নিত্য কালের ঘটনা ছিল, তাঁর জীবনান্তের পর এই সুদীর্ঘ কালান্তরে সেই প্রাসাদে এবার তাহারই পুনরভিনয় হইবে। সাতশত শ্রমণ-ভিক্ষুর সহিত স্বয়ং ভগবান তথাগত আজ সেখানে রাজ-অতিথি। রাজাদেশে শাক্যদুহিতা যুবরাজ্ঞী সেই ভিক্ষুদলের পরিচর্য্যা ভার গ্রহণ করিয়া অন্নপূর্ণারূপে রন্ধনাগারে বিরাজিতা।

ভোজন কাল সমাগত। মন্দিরে দ্বৈপ্রহরিক মঙ্গল বাদ্য ও পুরদ্বারে নহবৎ যুগপৎ বাজিয়া উঠিলে অন্তঃপুরস্থ প্রাসাদ-ভোজনাগারে সমস্ত প্রধান ভিক্ষু শ্রমণ-গণের জন্য ভোজনস্থান প্রস্তুত হইল। সকলের জন্যই একই প্রকারের প্রশস্ত উত্তমাসন সকলেরই রজতপাত্র এক প্রকারের, কেবল সর্ব্বজন মধ্যে সর্ব্বোত্তম রত্নাসন ও সুবর্ণ পাত্রপূর্ণ ভোজ্য ভগবান তথাগতের জন্য সুরক্ষিত। পট্টমহাদেবী,—উত্তরাপথের মহাসম্রাজ্ঞী মহানন্দাদেবী বহু পূর্ব্বেই সুগতের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্বশুরের মৃত্যুর পর দুর্দ্দান্ত স্বামীর ভয়ে এ যাবৎ অন্তরের একান্ত আকুলতা সত্ত্বেও সমস্ত চিত্ত-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে দীক্ষা-গুরু সম্পর্কে নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন, আজ এতদিন পরে প্রাণের সেই অব্যক্ত কামনার একান্ত অযাচিত ও আকস্মিক পূরণে চিত্তে তাঁর সুখের সীমা ছিল না। যে বধূ এই মহা সৌভাগ্যের মূল, তার প্রতিও তাই তাঁর ভক্তি অবদান পূর্ণ মন প্রাণ সমধিকতর স্নেহে পরি-পূর্ণিত হইয়া উঠিয়াছিল। বধূর শ্রম-রক্তিম মুখের চুম্বন গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রাপ্তির সৌভাগ্যানন্দ বারম্বার প্রকাশে উঁহাকে লজ্জা সঙ্কোচে সমধিক সংকুচিতা করিয়া তুলিলেন। মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া গিয়া শুক্লার কেবলই ধরণী গর্ভ প্রবেশেচ্ছা অদম্য হইতেছিল। উঃ! এ' কাহার প্রাপ্য সে আজ চোরের মত চুরি করিয়া লইতেছে? এ চৌর্য্য যে একান্তই অক্ষমণীয়!

যথাকালে ভগবান যথাস্থানে আগমন করিলেন। স্বর্ণ-ভৃঙ্গার মহল্লিকাগণের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়া মহাদেবী রজতকুমারী ব্যতীত সমস্ত অন্তঃ-পুরিকাগণের সহিত পট্টমহাদেবী স্বহস্তে ভিক্ষু শ্রমণগণ সহ সুগতের চরণ প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন কাষায় বস্ত্র ও পাদ্য অর্ঘ গন্ধ মাল্য এবং সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি সমার্চ্চনান্তর সেই বিরাট ভোজন কক্ষে লইয়া গেলেন। সেস্থানে পাত্রে পাত্রে সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি সহ অন্ন পায়স পিষ্টকাদি ইতোমধ্যেই পরিবেশিত হইয়াছিল। সুবৃহৎ স্বর্ণপাত্রে অন্ন লইয়া ভারাবনত দেহে রাজ-বধূ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে অন্ন-প্রদানে নিরতা ছিলেন।

আহারে বসিয়া বহুবিধ সদালাপ এবং ধর্ম্মীয় প্রশ্নাদি চলিতে লাগিল। পুরুষ

কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। কেবল বহুক্ষণ প্রিয়া মুখ-সন্দর্শনে বঞ্চিত যুবরাজ মধ্যে মধ্যে নানা অছিলায় আজ আবার সেই শৈশব-কৈশোরের মতই বহুদিন পরিত্যক্ত মাতৃ-মন্দিরে গতায়াত করিতে করিতে প্রেমপাত্রীর মুখচন্দ্রিমা সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পট্টমহাদেবীর চক্ষে এ দৃশ্য অজ্ঞাত ছিল না। একে তো বিলাস ব্যসনে একান্ত আসক্ত লঘুচেতা পুত্রের এ বিবাহের পর হইতেই অসাধারণ পরিবর্ত্তনে বধূর প্রতি চিত্ত তাঁর স্বতঃই কৃতজ্ঞ, এখন ষট্‌পদ-বৃত্ত যুবককে এরূপে অনন্যানুরাগী এবং বিশেষতঃ বধূর উপলক্ষ্যে তাঁরও সান্নিধ্যে ঘুরিতে দেখিয়া সে কৃতজ্ঞতা বহুগুণেই বর্দ্ধিত হইয়া গেল। মনে মনে উহাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাবিলেন, "এইজন্যই উচ্চবংশীয়া কন্যা এরূপ লোক-প্রার্থিতা! এই ভগবানের বংশ শোণিত ইহারও শরীরে বহিতেছে তো—এরূপ না হইবেই বা কেন?"

এক সময়ে পট্ট মহাদেবী চাহিয়া দেখিলেন, এক সঙ্গেই প্রায় অনেকগুলি ভিক্ষু শ্রমণের পাত্রস্থ অন্ন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তিনি যুবরাজ্ঞীকে অন্ন আনিতে আদেশ করিবামাত্র অন্তরালে লুকাইয়া অপলক নেত্রে স্বীয় পত্নীর শ্রমরাগযুক্ত সুন্দরতর বদন সুধাপান-বিভোর যুবরাজ গোপন স্থল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিলেন,—"মা! একজনের দুইটি হস্তের দ্বারা এতগুলি লোকের অন্ন পাত্র পূর্ণ করতে হ'লে বহু বিলম্ব ঘটবে,—আদেশ করেন তো আমি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করে উহাকে কিছু সাহায্য করি!"

মহাদেবী অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"সে কি? তুই কি পারবি?"

"কেন মা! ভিক্ষু শ্রমণকে পরিবেশন করলে অনেক পুণ্য হয় শুনেছি, তা' তোমার বধূ একাই সেই সমস্ত পুণ্যই অর্জ্জন করবে, আর আমি কিছুই করবো না?—এ যে তোমার বড়ই অবিচার—মা!"

আনন্দাতিশয্যে রুদ্ধকণ্ঠা মহাদেবী আদেশ প্রদান করিলে সমস্ত অন্তঃপুরিকাগণ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল ক্ষৌম সূচিবস্ত্রে কোশল যুবরাজ সপত্নীক শ্রমণ ভিক্ষুগণের শূন্যপাত্র ভরিয়া দিতেছেন। সকলেই সাশ্চর্য্যে মনে ভাবিল, 'ভগবান তথাগত অথবা তাঁহারই বংশোৎপন্না যাদুকরী শাক্য-কন্যা—কাহার এ প্রভাব? এই ভীষণ আরণ্য ব্যাঘ্রকে কে' এমন নিরীহ মেষশাবকে পরিণত করিল?'

বিবিধ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও কুশল প্রশ্নাদিতে বিলম্বিত ও সুপরিতৃপ্ত আহার পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে আচমনাদি শেষে পট্টমহাদেবী সুগত চরণে ভক্তিভরে প্রণতি পূর্ব্বক সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার বধূ আপনার আত্মীয়া কিরূপ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছেন ? আপনার তৃপ্তিকারক হইয়াছে তো ?"

রাজবধূ নিশ্বাস নিরোধ পূর্ব্বক উত্তর শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, উত্তর হইল,—বালিকা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্বরূপা। ভোজনে ভিক্ষুসমূহ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।"

"দেব ! আমরা বহুদিন যাবৎ ভগবৎমুখনিঃসৃত সুমধুর উপদেশাবলী শ্রবণে বঞ্চিত আছি। কৃপা পূর্ব্বক আজ আমাদের কিছু শ্রবণ করান।"

ভগবান কহিলেন,—পুত্রি ! "তোমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য পতিপরায়ণতা। পতি সেবা এবং পতির সহিত একাত্মতা, সতীরই পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ! অতিথি ভিক্ষু শ্রমণ এমন কি একজন অর্হৎ প্রত্যেক বুদ্ধ বা বুদ্ধের অপেক্ষাও স্বীয় পতিকে সাধবী স্ত্রী অধিকতর শ্রদ্ধা সম্পন্না হইয়া পূজা-অর্চ্চনা করিবেন। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই গোপন রাখিবেন না। নিজ পতিকে যে নারী প্রতারিত করে, ইহলোকে সে অন্তরের তুষানলে দগ্ধ হয় এবং পরলোকে কালসূত্র নামক নরকে গমন পূর্ব্বক অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। আর যে নারী স্বামীকে ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহাকে অধোগতি হইতে রক্ষা করে, স্বামীর নিত্য-সঙ্গিনী রূপে সেই সাধবী স্বীয় অর্জ্জিত পুণ্যরথে পতি সহিত আরোহণ পূর্ব্বক রূপ-ব্রহ্মলোকে সপ্তকল্পাবধি অক্ষয় জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারিণী হয়।"

যুবরাজ্ঞী সেই মহা-অতিথির চরণে লুটাইয়া পড়িয়া সকল হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে প্রণতি পূর্ব্বক তাহার সুপবিত্র পদরেণু মাথায় তুলিয়া লইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

I could na tell, I moun na tell,
I dare na for your anger,
But this secret will break my heart,
If I conceal it langer.

—*Burns.*

স-শিষ্য সুগত বিদায় গ্রহণ করিলে কোশলের পট্টমহাদেবী অন্তঃপুরিকাবৃন্দের সহিত অন্তঃপুর দ্বার অবধি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা প্রস্থিত হইবার পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহাদেবী বধূর পানে চাহিয়া দেখিলেন তাহাকে একান্ত শ্রমকাতরা দেখাইতেছে। নিকটে আসিয়া মাথায় মুখে স্নেহভরে হাত বুলাইয়া সাদরে কহিলেন,—"যাও মা! কোশল কুললক্ষ্মী! এইবার তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হলো, বিশ্রামাগারে গিয়া একটু বিশ্রাম কর। আহা মা গো! আমার কত সৌভাগ্যেই পুষ্প তোমায় লাভ করেছিল। তোমারই জন্য আজ আবার বহুদিন পরে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সন্দর্শন ঘটলো।

রাজবধূর প্রবাল রক্ত অধর আজ নিরক্ততায় শববৎ বিবর্ণ,—তথাপি সেই পাংশু অধরকেই মৃদু মধুর হাস্য-রঞ্জিত করিয়া সে সাগ্রহে কহিল,—"বিশ্রামের কি প্রয়োজন মা! আজ আমি আপনাদের পরিবেশন করে খাওয়াবো। তারপর ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করবো।"

"না, না,—তোমার আজ অনেক পরিশ্রম হয়েছে, আজ আর নয়। আর একদিন তখন আমাদের খাওয়াইও। আজ তুমি এক্ষণে আপন মন্দিরে গমন কর। নতুবা পুষ্প কি মনে করবে?"

"না মা! আজই সব কাজ সেরে রাখতে সাধ হচ্ছে, তিনি কিছুই ভাববেন না।"

"তবে এসো। মা! তুই যেন পুষ্প-সাগরের চেয়েও আমার আদরের হয়ে উঠেছিস্! কত ভাগ্যেই যে তোকে পেয়েছিলাম!" পট্টমহাদেবী এই বলিয়া বধূর ক্ষুদ্র ললাট স্নেহভরে চুম্বন করিলেন।

"মা। আপনি আমায় বড় স্নেহ করেন তাই এসব কথা বলছেন, আমার যোগ্যতা কতটুকু।"

"না মা ! কিছুই বাড়িয়ে বলি নি। তোমায় পেয়ে আমি আমার হারাণো পুত্রকে খুঁজে পেয়েছি,—সে তো রাজধানীর বিলাস সাগরে বহু পূর্ব্বে ভেসে চলে গিয়েছিল।"

এমন সময় দ্বার খুলিয়া "মা ! আমি বুঝি আর তোমার একটুও আদর পাই না ?" এই কথা বলিতে বলিতে যুবরাজ সহাস্য মুখে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন।

"সে কি বাপ্ ! তোমরা দুজনেই যে আমার সমান সমান।"—এই কথা বলিয়া মহাদেবী সানন্দ হাস্যে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিলেন।

যুবরাজ হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, "না মা ! তা' নয় ! তুমি এইমাত্র বলছিলে, আমাদের অপেক্ষা ও-ই তোমার বেশী আদরের,—এখন আবার সে কথা চাপা দিয়ে বলছ 'সমান'।"

রাজেন্দ্রাণী মহানন্দে উভয়কেই উভয় করে নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "দুই কথাই সত্যিরে ! সমানও বটে আবার এক হিসাবে বেশীও বটে ! মনে করে দেখ্ দেখি সত্যি কি না ?"

যুবরাজ লজ্জা পাইলেন, প্রীতও হইলেন,—সকলেই সুখের হাসি হাসিল।

অপরাহ্নে যুবরাজ্ঞী স্বামীকে কহিলেন,—"চলুন,—এবার আমরা আপনার 'নন্দনকাননে' যাই।"

"আজ তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ, আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। আগত কাল হ'তে 'নন্দনে'র অধিষ্ঠাত্রীকে তাঁর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবো।"

"না, না, আমি একটুও ক্লান্ত হইনি। আজই আমার সেখানে যেতে একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে। —কি জানি যদি কাল কোন বাধা পড়ে যায়।

"তবে চল,—কিন্তু তোমার মুখে আজ যেন একটুও রক্ত নেই !—উঃ তোমায় আজ কি রকম বিবর্ণ ও ম্লান দেখাচ্ছে। বড্ডই শ্রান্ত হয়েছ, রাণি !"

"নূতন স্থানে নূতন দৃশ্যের মধ্যে হয়ত শরীর মন ভালই থাকবে।"

"তবে এসো যাই।"

" 'নন্দন কানন' বাস্তবিক মানুষের নন্দন কল্পনাকেও পরাজিত করে। ইহার রক্তমর্ম্মর রচিত হর্ম্ম্যরাজি গিরি-সন্নিভ গগন-স্পর্শী। কক্ষ-ভিত্তি ও হর্ম্ম্যতল বিবিধ বর্ণখচিত প্রস্তর-শিল্প দ্বারা বিখচিত, আর ঐশ্বর্য্যও ইহা অলকাপুরীকে পরাভব করিতে সমর্থ। এই দ্বিতীয় ইন্দ্রপ্রস্থ সদৃশ রাজভবন এতদিন বিলাসীর বিলাসকুঞ্জ ছিল, আজ আর ইহার মধ্যে সেই সকল বিলাস ব্যসন-সজ্জা বিদ্যমান

নাই। বিগত পাপপঙ্ক ধুইয়া আজ সে পুরী পবিত্র শুচি শরীরে তাহার প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

যুবরাজ প্রিয়তমার হস্ত ধরিয়া ইহার সুসজ্জিত উপবেশন কক্ষের রত্নসিংহাসন সন্নিধানে লইয়া আসিলেন। গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "—আজ আমার নন্দন-প্রতিষ্ঠা সার্থক হলো!—নন্দনের অধিষ্ঠাত্রী শচী-দেবী রূপে তুমি এইস্থানে চির অচলা হও!"

ইহার উত্তরে সেই বিচিত্রা-নারীর অধরে রহস্যময় ক্ষীণশিখা ঈষৎ একটু হাসি মাত্র দেখা দিল।

রজনীর বিশ্রামবাসরে শয্যাতলে বসিয়া যুবরাজ-মহিষী কহিলেন,—"আজ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের ও সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতির দিন। আমার মত সুখসৌভাগ্যের অধিকারিণী আজ এ সংসারে আর কে' আছে? আজ আপনাকে তাই একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো, দোষ নেবেন না,—আপনি এক্ষণে আমায় যথার্থই কি আন্তরিকভাবে ভালবাসেন?"

"এমন কথাও তুমি আজ আমায় জিজ্ঞাসা করছো অমিতা?"—যুবরাজের এই সাভিমান কণ্ঠস্বরে সুপ্রচুর বেদনা পরিব্যক্ত হইল।

"জানি বলেই জিজ্ঞাসা করছি প্রিয়তম!—আমাকে অদেয়,—আপনিই তো কতবার বলেছেন, আপনার নাকি কিছুই নেই। তাই না?"

"না, সত্যই কিছুই অদেয় নেই, একথা সম্পূর্ণ সত্য অমিতা!"

"তবে আজ আমায় একটি ভিক্ষা দিন—"

"অমিতা! প্রাণাধিকা! বারে বারে আমায় আজ এমন করে তুমি বিদ্ধ করছো কেন বল দেখি?"

"জানি প্রভু! এ কাঙ্গালিনীকে আপনি কত দিয়েছেন তা' যদি তার অবিদিত থাকতো, তবে যে ভিক্ষা আজ চাইছি, তা' চাওয়া আরও কঠিন,—যে আশা করছি, তা' করা দুরাশা মাত্রই হতো!—আপনার অপরিসীম ভালবাসার বলেই আজ আমি সবলা,—সেই বলেই সেই সাহসেই আজ আমার এই ভিক্ষা, এ অনুরোধ রাখবেন তো?—হয় তো এই আমার শেষ ভিক্ষা!"

"বল অমিতা। বল কি বলবে? এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি—তোমার অনুরোধ প্রাণ থাকতে কখনই অন্যথা হবে না। কিন্তু 'শেষে'র কথা কেন বলছো? আমাদের জীবনের এই তো সবেমাত্র প্রভাত কাল, এখনও রৌদ্র-করোজ্জ্বল সুদীর্ঘ সারাদিন যে আমাদের সম্মুখে প্রসারিত

হয়ে রয়েছে! আর সে কি অনাবিল আনন্দ ও গৌরবালোকে আলোকিত সমুজ্জ্বলতর দিবস!"

"কে' জানে! কখন কা'র জীবনে অকাল সন্ধ্যাও তো নেমে আসে, কিছুই তো স্থিরতা নেই! আমার এই ভিক্ষা যে, আমার বর্ত্তমানে এবং অবর্ত্তমানেও অপরিহার্য্যরূপে আপনি শাক্যবন্ধুত্ব পালন করবেন।—তাঁরা আপনার নিকট মহা মহা অপরাধে অপরাধী হ'লেও তাঁদের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটতে দেবেন না। বলুন, এ আশা আমার পূর্ণ হবে কি?"

যুবরাজ এতক্ষণকার কণ্ঠ-নিরুদ্ধ গভীর দীর্ঘশ্বাস স্বচ্ছন্দভাবে ছাড়িয়া দিয়া পরম আশ্বস্ত স্বরে কহিলেন,—"যাঁরা আমায় পঙ্ক হ'তে উদ্ধার করে এই সুবর্ণ-পঙ্কজ প্রদান করেছেন, তাঁরা আমার চিরপূজ্য! তুমি না বল্লেও আমার বিবেক নিজেই ইতঃপূর্ব্বে এ শপথ গ্রহণ করেছে। আজ এ প্রতিজ্ঞা আমার সুদৃঢ় হলো মাত্র!"

মুক্তির সুগভীর নিশ্বাস ভিতরে গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল নীরব থাকার পর সহসা যুবরাজ্ঞী স্বামীর কণ্ঠ বাহুবেষ্টিত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। "তবে আর কেন? আজই আমার জীবনের যে রহস্য আপনার নিকট এতদিন সযত্নে লুকিয়ে রেখে অপরাধিনী হয়ে রয়েছি, তা' জানিয়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করি, তার পূর্ব্বে একবার আপনি আমায় তেম্‌নি করে আদর করুন, আমি আপনাকে একবার প্রাণ ভরে—"

পুষ্পমিত্র সবলে উহাকে বক্ষ-মর্দ্দিত করিয়া গভীর আবেগ-স্পন্দিত সজল স্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"অমিতা! অমিতা। কেন তুমি বারে বারে আজ এমন হতাশার কথা কইছো! তোমার মনে আজ কি হয়েছে? কি তোমার জীবনের রহস্য,—কে' তা' শুনতে চায়। আমি শুনবো না। রহস্য তোমার জীবনে যদি কিছু থাকে,—থাক, আমার তা' শোনবার কোনই কৌতূহল নেই। এসো,—ওসব কাল্পনিক ভয় চিন্তা ভুলে আমরা এই আশাদীপ্ত অমর বর্ত্তমানকে প্রাণভরে উপভোগ করে নিই। রাত্রি গভীর, তুমি শ্রম-শ্রান্ত—"

"না না, আমায় বাধা আপনি দেবেন না। এ কথা না বলে আর যে আমার গতি নেই, প্রভু! কি করবো, এই সুখের কুলায় আমার, আমায় নিজের হাতেই আগুন জেলে দিতে হবে।"

পুষ্পমিত্র পত্নীকে আরও নিকটে টানিয়া লইয়া সভয়ে কহিয়া উঠিলেন,—"তবে কিছু বলো না! সে আমি সহ্য করতে পারবো না।—কিন্তু তোমার এই

পবিত্র জীবনে এমন কোন রহস্য থাকা তো সম্ভব নয়,—তবে মিথ্যা কেন ও সব প্রলাপবাক্য বকছো, শান্ত হও।”

“যদি থাকে ?”

“থাকে, থাক, আমি শুনবো না।”

“আমায় যে বলতেই হবে, প্রভু।”

“শুনলে কি সত্যই আমার এ'দিন আর থাকবে না ?”

“সে আপনারই ইচ্ছাধীন।”

“আমার ইচ্ছাধীন ? আঃ! আমায় বাঁচালে! তবে বলো,—যদি না বলে তুমি তৃপ্ত না হও, বলো,—আমি শুনবো।”

শুক্লা স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল! তারপর ধীরে ধীরে যেন অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া অতি অস্ফুট স্বরে কহিল,—“সে দিনের ঘটনা আপনার স্মরণ আছে হয়ত, যেদিন আপনি আমায় দস্যুহস্ত হ'তে রক্ষা করেছিলেন ?”

“যে মহামুহূর্ত্ত এই মনুষ্যত্ব বিহীন মানব নামধেয় পশুকে মানবত্বের অধিকারী করেছে, তার জীবনের সে যে সর্ব্বাপেক্ষা শুভতিথি,—সে দিন কি ভোলবার সাধ্য আছে অমিতা ?”

“সে দিন দস্যুহস্ত হ'তে যার লজ্জা সম্ভ্রম নারীধর্ম্ম এবং আরও অনেক কিছুই—আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল, যার চিরজন্ম-জন্মান্তর শুদ্ধ সেদিনের সেই উপকার-মূল্যে আপনারই চরণে বিক্রীত হয়ে গেছলো সেদিনের সেই কৃতজ্ঞতার মূল্যে চির-বিক্রীতাই কি সে দিনে আপনার প্রার্থিতা ছিল না ?”

“কি যে তুমি আজ পাগলের মত বলছো অমিতা! আমিতো সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকেই চেয়েছি এবং জানিনা আমার কোন্ অজ্ঞাত মহাপুণ্য বলে তোমা হতে আমায় বঞ্চিত হতে হয়নি। এজন্য ভাগ্য-নিয়ন্তাকে আমি সহস্রবার প্রণিপাত করেছি।”—এই বলিয়া কোশল যুবরাজ ভক্তিভরে যুক্তকর ললাটদেশে স্পর্শ করিলেন আজও করছি।

শুক্লা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। “আপনি সেদিনে আমাকেই দস্যু-কবল হতে রক্ষা করেছেন, আমাকেই চেয়েছেন একথা সত্য,—কিন্তু তথাপি, হায়—তথাপি—আপনি আমায় চা'ন নি,—আপনি আমায় যা' বলে জানেন আমি তো তা' নই। এ দীনার নাম অমিতা নয়,—শুক্লা।”

পুষ্পমিত্র প্রিয়তমাকে বক্ষতলে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন,

মুখে তাঁরও এতক্ষণে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাস্য প্রকটিত হইল, বলিলেন,—"শুক্লা! তা' এ অভিধান তো তোমারই উপযুক্ত সখি! অমিতার চেয়ে এ নামটি শতগুণেই শ্রেষ্ঠ!

শুক্লার শুভ্র অধরে বড় দুঃখের মৃদুহাস্য ক্রীড়া করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া গেল,—"শুধু তাই নয়, আপনি যে রাজকন্যাকে প্রার্থনা করেছিলেন, আমি সে নই।"

পুষ্পমিত্র ক্রমশঃ ঈষৎ বিস্ময়ানুভব করিতেছিলেন, তথাপি পত্নীর শীতল ঘর্ম্মাক্ত মুখ অতি আদরে চুম্বন করিয়া কৌতুকভরে কহিলেন, "কে' বলিল আমি তোমাকেই চাই নি? এই তো সেই আমার হৃদয়াঙ্কিত মোহিনী মূর্ত্তি! যিনি আমার উপাসিতা আমি তাঁকেই তো পেয়েছি! তাঁরা হয়ত স্বতন্ত্রা হ'তে পারেন, আমার তা'তে ক্ষতি বৃদ্ধি কিসের? আমি বসন্তশ্রীর বাগ্‌দত্তার পরিবর্ত্তে অন্যকে লাভ করায় বরং আজ নিজেকে সমধিক সুখীই বোধ করছি।"

শুক্লার অন্তরের অন্তর মধ্য হইতে যে ক্ষুধিত ব্যাকুলতা ছুটিয়া বাহির হইয়া উদ্দামবলে তাহার মুখ প্রাণপণে চাপিয়া ধরিতে চাহিতেছিল, তাহার শত সহস্র প্রলোভন, লাঞ্ছনা, পীড়ন সমস্ত নিষেধ শক্তিকে প্রাণপণ বলে দূরে ঠেলিয়া দিয়া সরাইয়া জঘন্য হত্যাকারীর আত্মাপরাধ স্বীকারের আশাহীন উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে সে আকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না, না, প্রভো! বাধা দেবেন না, আত্মসুখের জন্য আর আমি আপনাকে বঞ্চনা করে রাখতে পারবে না। এর জন্য আমার ভাগ্যে যা' ঘটবে আমি সেও সইব, শুনুন, রাজকুলে এ হতভাগিনী জন্মগ্রহণ করে নি, আমি একজন অজ্ঞাত-কুলশীলা অনাথা নারী মাত্র।"—বলিতে বলিতে ব্যাকুল হইয়া আবার সে স্বামীর বক্ষলগ্ন কণ্ঠলগ্ন হইতে গেল,—স্বামীকে হারাইবার মহাভয়ে শঙ্কাতুর হইয়াই তাঁহাকে যেন আকুল আগ্রহে আশ্রয় করিতে গেল,—কিন্তু সমর্থ হইল না! ততোক্ষণে যুবরাজের দৃঢবদ্ধ আলিঙ্গন পাশ অকস্মাৎ ঘোর বিতৃষ্ণ-ঘৃণাভরে শিথিল হইয়া পড়িয়া উভয়কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

সুবর্ণাধার বিলম্বিত দীপ শিখা আকস্মিক বায়ুবেগে কম্পমান হইয়া বারেক শেষ হাসি হাসিয়াই চিরদিনের মতই গভীর অন্ধকারগর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

I know not, I ask not, if guilt's in that heart.
I but know that I love thee, whatever thou art.

—*moore.*

"ভগবান! লোকে বলে আপনি সকলের সকল সমস্যার সমাধান করে থাকেন, আমার এই অন্ধকারময় জীবনের প্রহেলিকা দূর করতে পারবেন কি প্রভো?—এই সবে মাত্র আমার জীবনকুঞ্জে বসন্ত-সমাগম ঘটেছিল! পিকবর এই তো সে দিন মাত্র জীবন-কুঞ্জে শূন্য গিয়েছে। এখনও এ জীবন নাট্যশালায় উৎসবের বাতি সমস্তগুলি জ্বলে উঠতে সময় পায় নি,—আর এরই মধ্যে ভোজবাজির মতই আমার সব ফুরিয়ে গেল! আমি তো সত্যকার মানুষ ছিলাম না, আমার সুপ্ত মনুষ্যত্ব জেগে উঠেছিল কি শুধু এম্‌নি করে আহত হয়ে মরবার জন্য? যার স্পর্শে এই নিদ্রিত প্রাণ জেগে উঠ্‌লো, আজ জেনেছি সে স্পর্শ দেবতার নয়, সে যাদুকরের যাদুযষ্টি রহস্য-স্পর্শ মাত্র! আপনার আত্মীয়জনেরা প্রতারণা পূর্ব্বক শাক্যকন্যার পরিবর্ত্তে কোশল যুবরাজকে একটা নগণ্যা দাসীর সঙ্গে পরিণীত করে চির সম্মানিত শ্রাবস্তির চির-সম্মানিত সিংহাসনে ঘোর কালিমা লিপ্ত করেছে, সে কলঙ্ক শাক্যশোণিতে ধৌত করবারও আজ আমার পথ নেই! আমি তাঁদের ক্ষমা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনি জানেন, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা কোন কারণেই লঙ্ঘিত হতে পারে না। যার জন্য এ কলঙ্ক তাকে সেই ক্ষণেই পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু তার প্রতি আমার এই গভীর প্রেম আমি তো কোন ক্রমেই ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হচ্ছি না! কেবলই মনে হচ্ছে তার সঙ্গে আমার সমস্তই আজ আমি নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছি। আমার সব শূন্য হয়ে গেছে! শুনেছি আপনার নাম লোকবিদ্‌,—অনেকেরই জীবনের ভ্রষ্ট-পথ আপনি নাকি খুঁজে দিয়েছেন। আমার এই মহা সমস্যার সমাধান করতে পারবেন কি আপনি?"

উষাগমে সবে মাত্র নিদ্রিত জগৎ নিমীলিত নেত্র উন্মীলন করিতেছিল। জেতবন বিহারের মধ্যস্থ বিশাল চৈত্য সান্নিধ্যে তখনও ধ্যানাবস্থিত ভিক্ষুর দল একত্রিত হয় নাই। জেতবন বিহারের উত্তর-পূর্ব্বে আপ্ত-নেত্রবন-বিহার নামক মহাবিহার মধ্যে ভগবান তথাগত তখনও একক ছিলেন।

যুবরাজ পুষ্পমিত্র সারারাত্রি প্রাসাদশীর্ষে অলিন্দে উদ্যানে উন্মাদের ন্যায় পরিক্রমণ ও কখনও ক্রোধে অভিভূত, কখন মোহে অধীর হইয়া বিলাপ পরিতাপাদি দ্বারা সন্তাড়িত হইতেছিলেন। একবার নিদারুণ ক্রোধের জ্বালায় মনে হইল এই মুহূর্ত্তে পিতার নিকট ছুটিয়া গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া এই নিদারুণ অপমানের কঠোর প্রতিশোধ না লইলে শান্ত হইতে পারিবেন না। কিসের প্রতিজ্ঞা?—প্রতারক-সঙ্ঘের সহিত সত্য রক্ষার সম্বন্ধ কি? কিন্তু হায়! তখনি ছলছল জলে-ভরা বিশালনেত্র সংযুক্ত কাতর মুখচ্ছবি—সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখ—হৃদয়পটে উঠিয়া অতি করুণ স্বরে মিনতি করিয়া কহিতে লাগিল,—'এই শেষ ভিক্ষা!'—উঃ এ কি নিদারুণ শেষরে!—এ কি নিষ্ঠুর নিৰ্ম্মম পরিসমাপ্তি!—যুবরাজ বালকের ন্যায় পাষাণ অলিন্দে লুটাইয়া পড়িয়া মৰ্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় আকুল কণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন,—“পাষাণী! পাষাণী! কেন আমার এ অবস্থা করিলি?—কে' তোকে এ রহস্য প্রকাশ করতে বলেছিল? আমার সৰ্ব্বনাশ সাধন করে আজ আবার আমায় এমন করে ত্যাগ করতে তোর পাষাণ চিত্তে একটুও কি মমতা বোধ হলো না?”

পরক্ষণেই উদ্যত রোষে দীপ্ত হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে কহিলেন, “না আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করবো না। যাদের জন্য তুই আমায় এমন করে জন্মের মত ডুবিয়ে দিয়েছিস্; তারা সেই ছলনাপূর্ণ ঘৃণ্য জীবনভার বহন করেই বেঁচে থাক্—কিন্তু তুই যে আমায় ছেড়ে আবার তাদের নিকট ফিরে গিয়ে আমার এই লজ্জার কথা অপমানের কথা তাদের সঙ্গে আলোচনা করবি, সে আমি সইতে পার্ব্বো না। না, কিছুতেই না! আমি এ জন্মে তোকে আর গ্রহণ করতে পারি না।—কিন্তু তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচবো কি নিয়ে? আমার জীবন ধারণের এ কি সম্বল রইলো? কেন তুমি আমায় এমন দশা করলে!—ওঃ—আমি তো একবারও শুনতে চাইনি, তোমায় মিনতি করে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেম।

যুবরাজ এক সময় কি ভাবিয়া উঠিলেন। অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া বাছিয়া বাছিয়া একখানা তীক্ষ্ণধার শাণিত-কৃপাণ হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে আপনার শয়ন কক্ষে,—যে কক্ষে শুক্লার সহিত এই কতক্ষণই বা পূৰ্ব্বে আশা-সুখময় পুষ্পবাসরে শয়ন করিয়াছিলেন,—যে কক্ষে এই কিছুক্ষণ মাত্র পূৰ্ব্বেই এক

অচিন্ত্যপূর্ব্ব রহস্যোদ্ভেদে জীবন তাঁহার ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ অস্থির অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে,—সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। কক্ষ মধ্যে এক্ষণে তাঁহারই অন্তরের মত নিরন্ধ্র ও প্রগাঢ় অন্ধকার, সেখানে মনুষ্যবাস জনিত কোন শব্দই পাওয়া গেল না। তবে কি প্রতারিকা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে? প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। হা ধিক্!—ধিক্ তাঁহাকে!—এই তাঁর প্রণয়-মন্দার—মাল্যে প্রাণান্তপণে অর্চ্চনা করা দেবী! এতই ক্ষুদ্রচেতা সে?—অথবা একটা নগণ্যা দাসীর মূল্য আর কতটুকুই বা হওয়া সম্ভব!

অনলবর্ষী রুদ্রকণ্ঠে পুষ্পমিত্র ডাকিয়া উঠিলেন,—"শুক্লা।"

"প্রভু!"

"তুমি আছ?"—যুবরাজ শব্দানুসরণে সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন। এইতো সেই পর্য্যঙ্ক!—এইখানেই তো তিনি তাঁর একান্ত প্রিয়তমাকে অকস্মাৎ চিত্ত-জ্বালার অযুত বৃশ্চিক দংশনে অস্থির হইয়া ছাড়িয়া গিয়াছিলেন!

"তবে তুমি এখনও পালাও নি? কেন, কেন,—ওঃ, কেন পালিয়ে গেলে না? কেন গেলে না? কেন গেলে না তুমি?"

যুবরাজের কণ্ঠে সাতঙ্ক উৎকণ্ঠা প্রকটিত হইল।

"কেন পালাবো, স্বামিন্? কোথা পালাবো আমি?"

"কোথা?—কেন? শাক্যালয়ে! পালিয়ে গেলে হয়তো বা প্রাণে বাঁচতে পারতে।"

অতি স্নিগ্ধ মধুর জ্যোৎস্না ছটার ন্যায় মৃদু হাসি হাসিয়া শুক্লা উঠিয়া সেই অস্ফুট অন্ধকারে স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—"বাঁচবার আর প্রয়োজন কি প্রভু? এ জীবনে কোন সাধই তো আপনার কৃপায় আর অ-পূর্ণ নেই! হতভাগ্য দেবগড় আমার দ্বারা একদিন তার পুত্রহারা এবং সর্ব্বহারা হয়েছিল, তার সে ঋণ আমি তো আজ পরিশোধ করে দিয়েছি,—আপনাকে সে আজ চিরসহায়রূপে লাভ করেছে। এ দীনহীনা শুক্লাকে তার আর কিসের প্রয়োজন?"

"তোমার নিজের জন্য কি বাঁচবার কিছুই সাধ যায় না? জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই কি আর পূর্ণ হ'তে তোমার বাকি নেই?"

"অনাথা অভাগিনী শুক্লার আশার অতিরিক্তই তো সে পেয়েছে। সত্য জানবেন আপনাকে এই দুদিনের জন্য পেয়ে তার এ ক্ষুদ্র জীবন সে পরম চরিতার্থ বোধ করেছিল। আপনাকে প্রাণ ভরে পূজা করেছি, আপনার অতুলনীয়

ভালবাসা পেয়েছি, আর কিসের আকাঙ্ক্ষা প্রভু? আর তো আমার কিছুই পাবার বাকি নেই।"

"শুক্লা! শুক্লা! অনায়াসে তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাইছ। ওঃ, ওঃ,—কি পাষাণী তুমি! কি তোমার কঠিন প্রাণ!—আমার কিন্তু এখনও যে শত অতৃপ্ত বাসনা কামনার জালে সারা চিত্ত বিজড়িত। সহস্র অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যে আজও এই হৃদয়ের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। কেমন করে আমি তোমায় বিদায় দিব প্রিয়তমে?"

সেই অকলুষিত মুক্ত কৃপাণ হস্তে পুষ্পমিত্র অকস্মাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া সে কৃপাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন,—আবার তাহা কুড়াইয়া লইয়া বাতায়ন পথে নিম্নে পরিখা মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সে প্রলোভন রোধ করা তাঁর মনের সেই অসম্বদ্ধ অবস্থায় বুঝি বা সহজ হইতেছিল না। তারপর উন্মাদের মত ছুটিয়া গেলেন তথাগত সকাশে।

তথাগত কহিলেন,—"একেব অপরাধে নিরপরাধিনী অন্যা দণ্ডনীয় নহে, বিশেষতঃ তোমার পরিণীতা অতি বিশুদ্ধ চরিত্রা, সরলা এবং ধার্ম্মিকা তাঁহার গ্রহণে তোমার কুলে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না।"

যুবরাজের সংশয় সংকুল চিত্ত অনুকূল যুক্তি শ্রবণে নব জলধারা প্রাপ্ত পরিপূর্ণ-বক্ষ নদীর ন্যায় সঘনে দুলিয়া উঠিল, সংশয়িত তথাপি আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"কিন্তু সে যে অজ্ঞাতকুলশীলা।—কোন্ জাতি কোন্ গোত্র, তাহার কিছুই যে স্থিরতা নাই! হয় ত—" বলিতে বলিতে দারুণ অবমানিত লজ্জায় তাঁর গৌর মুখমণ্ডল অরুণবর্ণ ধারণ করিল। সেই লজ্জাজনক শব্দ জিহ্বা তাঁর উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল না।

সুগত সুপ্রসন্ন হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে?"

অনুপায় যুবক অধীর আবেগে আর্ত্তস্বরে উত্তর করিল—"সেই আশাতেই তো আপনার সমীপে এসেছি প্রভো!"

"তবে বিশ্বাস কর তোমার পত্নী উচ্চবংশীয়া ক্ষত্রিয় কন্যা—অতি পবিত্রা এবং সম্পূর্ণই সুজাতা।"

তথাগতের চরণ ধারণ করিয়া চিরগর্ব্বোদ্ধত উত্তরাপথের মহাসম্মানিত সম্রাট্-পুত্র পরম-ভট্টারক পুষ্পমিত্র শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। একান্ত ভীত শিশু অত্যন্ত ক্লেশ ভোগান্তে মায়ের অভয় কোলে প্রত্যাবৃত্ত

যে কান্না কাঁদে, ইহাও সেই গভীর আশ্বাসের চিত্ত দ্যোতকারী আশ্বস্তির ক্রন্দন।

মার্ত্তণ্ডদেব তখনও স্বকীয় রূপে গগন সীমান্তে দেখা দেন নাই, নবোঢ়া ঊষার সীমন্ত সিন্দূরের রেখাটির ন্যায় পূর্ব্বাকাশের মধ্যভাগে রক্তনেত্র উন্মিলীত করিয়াছেন মাত্র। রাজ মার্গ তখনও জনহীন। পৌরজন তখনও নিদ্রামগ্ন। নগ্নপদ বিস্রস্ত বেশ-বাস যুবরাজ নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সারা রজনীর জাগরণ ও অন্তরের এই প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাত,—তথাপি কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য প্রতিমাই তাঁর সম্মুখে। যুবরাজ দেখিলেন সে মূর্ত্তি বুঝি প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই! তাঁর নেত্রে ললাটে চিবুকে অধরে সর্ব্বত্র হইতে অন্তরের অফুরন্ত প্রেমের নির্ঝর যেন ক্ষরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ভয় নাই, চিন্তা নাই, দীনতা নাই, আবার এতটুকু উপেক্ষাও উহাতে বর্ত্তমান নাই। পূজা পরায়ণ-চিত্তে সংসারের সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলকে মুছিয়া লইয়া সে আজ নির্ব্বিকার হৃদয়ে এই যে নাট্যান্তের প্রতীক্ষা করিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে, কে' তাকে এই সর্ব্বংসহ মহা শক্তি প্রদান করিল? কর্ণকুহরে সহসা কে যেন বলিয়া দিল,—প্রেম! প্রেম! প্রেম!—স্বদেশ-প্রেম ইহাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিল,—আর আজ স্বামী-প্রেম তার সে সাধনায় আত্মবলি দিবার জন্য প্রস্তুতি দান করিয়াছে!

যুবরাজ ভাবিলেন,—"অজ্ঞাতকুলশীলা? হইলই বা অজ্ঞাতকুলশীলা! দাসী?—দাসী কি মানবী নহে? দাসীর কি হৃদয় নাই? ওরে নির্ম্মম! কেমন করিয়া এই সুবর্ণ প্রতিমা তুই চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলি?"

গভীর আবেগে অনাদৃতা-প্রিয়তমাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে পুষ্পমিত্র কহিয়া উঠিলেন,—"আমি তোমায় ছেড়ে দিতে পারবো না,—শুক্লা! রাজকন্যা হও,—বা দাসীই হও,—যাই হও,—তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী,—তুমি আমার! তুমি আমার!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

I will pluck it from the bosom, this my heart be at the root.

—*Tennyson*

সুখের স্বপ্ন অকালে ভাঙিয়া গিয়াছে,—কে' ভাঙিল? এ সুখের এ সাধের এ আশার স্বপ্ন কোন্ নিষ্ঠুর জাগরণ কাড়িয়া লইয়াছে? জীবনের ইন্দ্রজাল কোন্ পাষণ্ড ঐন্দ্রজালিক ছিন্ন করিয়া দিয়াছে? ফলে ফুলে সুশোভিত উদ্যান কোন্ প্রখর সূর্য্যতাপে ঝলসিত হইয়া গিয়াছে? সুবর্ণ পিঞ্জরের পোষা-পাখী কোন্ নির্ম্মম ব্যাধ চুরি করিয়া লইয়াছে? বক্ষের হীরক হার কোন্ প্রবল দস্যু কাড়িয়া লইয়াছে?—কে এমন করিল? সাধের ইন্দ্রাসন বিস্তৃত করিয়া আশা কাননের মধ্যখানে সে সুখ শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জীবন যৌবন উৎসর্গ করা হইয়াছিল, সহসা কোন্ প্রবল দৈত্য আসিয়া সে উদ্যান ছিন্ন ভিন্ন, সে রত্ন সিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণ এবং হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীকে অপরহণ করিয়া লইয়া গেল? প্রতিমা তো মন্দিরচ্যুতা হইলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভক্তেরও যে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। যাহা তাঁহাকে সমর্পণ করা হইয়াছিল তাহা তো তিনি ফিরাইয়া দিয়া গেলেন না! শূন্য মন্দির সেই সুখময় পূর্ব্বস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল! তাহার ক্রোধ দেবীর প্রতিই অধিক, দেবী কেন অচলা হইয়া মন্দির আলো করিয়া রহিলেন না? কেন দৈত্যের আহ্বান কানে শুনিলেন? দৈত্য—সে তো দৈত্য! তার কার্য্য তার কার্য্যেরই উপযুক্ত!—দেবী বুঝি ঐ দ্বারে দণ্ডায়মানা। ওই বুঝি তিনি দৈত্যকবল হইতে মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন! সাধক ঘোর অভিমান ভরে মুখ তুলিল না, দারুণ সন্দেহে দেবীর মুখপানে অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল মাত্র। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, তাহার সংকীর্ণ চিত্ত সংকীর্ণতর হইল। সে দেখিল দেবীর মুখমণ্ডল অবিকৃত! ঈর্ষায় প্রাণ তার জ্বলিয়া উঠিল। মন্দির দ্বার সে সেই ঈর্ষাজ্বালায় সবেগে রুদ্ধ করিয়া দিল। যাহা বহু সাধনায় মিলিয়াছিল, একান্ত হতাদরে পরিত্যক্ত হইল!

মূঢ় রুদ্ধদ্বারের মধ্যে বসিয়া ভাবিল, যদি দেবী তাঁর স্বর্ণবীণা ঝঙ্কৃত করিয়া আর একটিবার তাহাকে আহ্বান করেন!—কিন্তু দেবী ডাকিলেন না। বুঝি এ ডোর ছিন্ন করিতে না পাইয়াও ক্ষুব্ধ অবলাঞ্ছিত চিত্তভার বহন করিয়া

নত মস্তকে মন্দির দ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুজনে কাছাকাছি থাকিয়াও দূরে—বহু দূরে। দুজনের মাঝখানে এক অনন্ত অভেদ্য অ-দূর হইয়াও সুদূর ব্যবধান রহিয়া গেল, ইহাকে লঙ্ঘন করিয়া দুজনের আবার মিলিত হইবার একটি মাত্র পথরেখা দিগন্তের কোলে মহাসমুদ্রের তীর-লেখার ন্যায় অস্পষ্ট ও একান্তই সুদূর। সে কি সেই মহাসমাধি শয়নে শয়ন করিবার দিনটি? সেই মহাদিনে সকল সন্দেহের সকল বেদনার এই দীর্ঘ বিরহের একসঙ্গেই কি অবসান হইয়া যাইবে? তাই কি দুজনেই দুই দিকে বসিয়া বসিয়া উন্মুখ চিত্তে সেই শুভদিনের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন?

দ্বিপ্রহরে যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে নদী বন উপত্যকা শৈল্যশ্রেণী ও চৈত্য প্রাসাদ ঝলসিত হইতেছিল তখন কপিলাবস্তুর রাজপুরী মধ্যে একটি সুসজ্জিত কক্ষে এক সুদৃশ্য আসনে এক পরিণতযৌবনা সুন্দরী নারী উপবেশন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত হীনাসনে উপবিষ্ট অন্য এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রিয়দর্শন সুকুমারকান্তি এক তরুণপুরুষ। যদিও তাঁহার মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও নেত্রে অগ্নি জ্বালা, তথাপি কণ্ঠস্বর তাঁর একান্ত বিনীত এবং সুস্থির। তিনি ম্লান মুখে বলিতেছিলেন,—"কেন মা! আমায় বারে বারে এমন আজ্ঞা করছেন কেন? আমি তো আপনাকে বহু পূর্ব্বেই বলেছি, কুমারী চিত্রাকে আমি বিবাহ করতে অপারগ।—তবে আবার কেন পুনঃপুনঃ এ অসঙ্গত বিবাহের অনুরোধ করে আমায় মাতৃ-চরণে অপরাধী করছেন?"

এই ঋজু বলিষ্ঠ গৌরদেহ যুবক যাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিলেন, তিনি রাজা শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া মহিষী, রাণী লীলাবতী। রাজা তাঁহার এই রাণীকে বড়ই ভয় করিয়া চলিতেন। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী'—এই ঋষিবাক্য এই রাজদম্পতী সম্বন্ধে অকাট্য রূপেই ফলিয়াছিল এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বৃদ্ধ মহারাজ যুবতী সুন্দরী পত্নী পাইয়া তাঁহার কাছে সম্পূর্ণই বিকাইয়া গিয়াছিলেন। বস্তুত এখন রাজ্ঞী লীলাবতীই প্রকৃত শাসন-কর্ত্রী, রাজা তাঁর হস্তে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা মাত্র! তাঁহারই আদেশে রাজ্য শাসিত হইত, রাজা কেবল সিংহাসনে বসিয়া তাঁহার আজ্ঞারই পুনরাবৃত্তি করিতেন।

রাণী লীলাবতীর অখণ্ড প্রতাপ। কিন্তু এ গৌরব এ প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় নাই। এই আধিপত্যের কাল ক্রমশই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে যেহেতু লীলাবতীর গর্ভজাত পুত্র নাই,—আর থাকিলেও সপত্নী নন্দন বসন্তশ্রীই ত পৈতৃক অধিকারের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক। বিড়ম্বনাময় বিধিবিধানে তিনি

পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই ঈর্ষাপূর্ণ দুশ্চিন্তা রাজ্ঞীর অন্তরে সর্ব্বদা পীড়াদান করিত। পুত্রার্থে কত যাগযজ্ঞই তো হইল, কত না জ্যোতির্বিদ জ্ঞানী গুণী মহাপুরুষ দৈবগণনা করিলেন, ঔষধ-সেবন কবচ-ধারণ মন্ত্রপঠন ব্যবস্থা করিয়া গেলেন,—শেষ ফল কিন্তু সকল কার্য্যেই একইরূপ হইল অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া গেল।—রাণীর পুত্র স্থানে নাকি ত্রিপাপ যোগ আছে। শনি, রাহু ও শিখি বিরূপাবস্থায় বিদ্যমান থাকাতে তাঁহার অদৃষ্টে সন্তান লাভ যোগ নাই। পুত্র জন্মিলেও জীবিত থাকিতে পারে না।

লীলাবতীর একটি ভ্রাতুষ্কন্যা ছিল। পুত্রহীনা রাণী তাহাকে আত্মজার ন্যায় পালন করেন। এখন সে পূর্ণ যৌবনা ও সুন্দরী। লোকে তাহাকে শুক্লোদনেরই দুহিতা বলিয়া মনে করে। বসন্তশ্রী তাহাকে ভগ্নীস্নেহে ভাল বাসেন। সে কন্যা পিতৃষ্বসাকে মাতৃ সম্বোধন করে। রাজ্ঞীর গর্ভজাতা না হইয়াও সে সর্ব্ব বিষয়ে রাজকন্যাই হইয়া গিয়াছে।

রাণীর সাধ এই কন্যার সহিত সপত্নী-পুত্রের বিবাহ দেন, কিন্তু তাহা হইবার উপায় ছিল না;—কেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজকুমারী অমিতা বসন্তশ্রীর আজন্ম বাগ্‌দত্তা।

মৃত্যুকালে তপনকুমারী তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজাও মৃত্যুশয্যার সমাসীনা পত্নীর কাছে যে শপথ করিয়াছিলেন তাহা কনিষ্ঠা মহিষীর মানাভিমানের আঘাতে ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। প্রিয়তমার নিকট এ অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেও হইতেছিল, তথাপি এই একটি মাত্র অবাধ্যতা তিনি কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

রাণী এ অবমাননা ভুলিতে পারেন নাই,—যখন দেবগড়ের রাজা সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁর প্রেরণাতেই শুক্লোদন তেমন রূঢ় উত্তর দিয়াছিলেন। তারপর ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া আসিল। ভাগ্যহীন দেবগড়ের হীনতায় অমিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসন্তশ্রী গৃহে ফিরিলেন, লীলাবতীর নষ্ট আশা পুনরুদ্রিক্ত হইল। বুদ্ধিমতী লীলাবতী অল্পদিনেই বসন্তের মনের অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। রাজাকে বলায় তিনি উত্তর দিলেন;—আমি বড় রাণীর সত্য হতে মুক্ত হয়েছি। তাঁর পুত্র যখন সে কন্যাকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক, তখন আমি আর কি করিতে পারি? সে যদি চিত্রাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়, আমার আপত্যি কিসের।"

রাণী বসন্তের কাছে কথাটা পাড়িলেন, শুনিয়াই কিন্তু যুবরাজ বিদ্যুৎ-

স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া উত্তর দিলেন ;—"যে শুভ্রা,—সে চিত্রা, দুজনেই আমার ভগ্নী। এদের মধ্যে কোন পার্থক্য আমি দেখিনি। চিত্রাকে বিবাহ করতে বল কোন্ হিসাবে—ছোটমা ?"—শুভ্রা বসন্তশ্রীর সহোদরা ভগ্নী।

ছোটমা ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সেদিনের মত নীরব রহিলেন, তবে হতাশ হইলেন না।

তারপর অকস্মাৎ একদিন দেবগড় হইতে পত্র আসিল। সে পত্র পাঠ করিয়া রাজা দয়ার্দ্র হইলেন, কিন্তু রাণীর অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁর পক্ষে সুসাধ্য নহে। সচিব স্বরূপিণী গৃহিণীকে সবকথা বলিতে হইল, অতঃপর কহিলেন,—"বসন্তকে আমি বলিব, তার স্বর্গীয়া জননীর সত্যপালনে সে বাধ্য ! তাহাকে এ বিবাহ করিতেই হইবে।"

রাণী দেখিলেন তাঁহার আশা তরু বুঝি অংকুরেই শুকাইয়া যায় ! ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"আপনি থাকুন মহারাজ ! আমি তাকে বুঝিয়ে বলছি।—আপনি সব কথা ঠিক করে হয়ত বলতে পারবেন না। এই দেখুন না আমি এখনি গিয়ে তাকে সম্মত করিয়ে আসছি। আমায় সে না বলতে পারবে না।"

রাজা এ পরামর্শ অসমীচীন বুঝিয়াও বাধ্য হইয়াই সম্মত হইলেন।

বসন্তশ্রীকে ডাকাইয়া লীলাবতী বলিলেন,—"দেবগড়ের রাজা লিখে পাঠিয়েছেন, তোমার মাতৃ-সত্য পালন করতে তুমি ধর্ম্মত বাধ্য ! রাজা জানতে চাইলেন তোমার এতে কি বলবার আছে ? তিনি তো এই গর্ব্বোদ্ধত পত্র পেয়ে নিজেকে বড়ই অপমানিত বোধ করেছেন। হীন-ঘরের কন্যা আনতে যে প্রধান শাক্যকুল কারোও কাছে বাধ্য হতে পারে, এমন ধারণা ইতঃপূর্ব্বে এ বংশের অপর কারও ছিল না ! এক্ষণে যেমন দিন কাল এসেছে অনেক নূতন কথাই সে শুনাবে !"

বসন্তশ্রী কালধর্ম্মের এতবড় অবিচারের সংবাদেও প্রথমতঃ বড়ই বিমনা রহিলেন। দেখিয়া লীলাবতীর মনে ভয় জন্মিল। কহিলেন,—"সে মেয়ে এখন অন্য পুরুষের নামে উৎসর্গিতা, ধরতে গেলে অন্য-পূর্ব্বা !"

এবার রাণীর এই নিষ্ঠুর মন্তব্যে কুমার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া উগ্রস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমি এ সংসারে কারও কাছে কোনরূপে বাধ্য নই। মাতৃসত্য পালনে বাধ্য ছিলাম যখন—" কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন তাহা সম্বরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন,—"সে দিন গত হয়েছে,—মাতা যখন সত্য করেছিলেন, তখন

তিনি জানতেন না যে, সুদূর ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে, পিতাকে বলবেন এখনকার অবস্থায় তাঁর সে সত্য আর রক্ষা করা চলে না।"

রাণী গিয়া রাজাকে জানাইলেন,—"কুমার বলেছেন, 'যদি পিতা আমায় এরূপ অসংগত আদেশ করেন তবে আমি তদ্দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জ্জন করবো।' কোশল যুবরাজের নামে দত্তা-কন্যাকে আমি কোনক্রমেই বিবাহ করতে পারি না।"

লীলাবতীর লীলা-মুগ্ধ শুক্রোদন পত্রোত্তর দিলেন,—'আমার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র এ বিবাহে যখন অসম্মত, তখন আমি আর কি করিব? আমার ইহাতে কোনই হাত নাই।'

ক্রোধভরে বসন্তশ্রী যখন বাহিরে গেলেন, তখন লবঙ্গিকার শিক্ষামত মহীরাম তাঁহাকে রাজকুমারীর পত্র প্রদান করিল এবং অশেষ বিশেষে মিনতি করিয়া জানাইল অমিতা কেবল একটিবার মাত্র তাঁহার দর্শন ভিক্ষা করিয়াছেন।

অমিতার পত্র!—অমিতা! সেই অমিতা! তাঁহার সেই ঈপ্সিতা আরাধ্যা অমিতা! সে তাঁহাকে ডাকিয়াছে? পত্র লিখিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছে? লৌহ হৃদয় দ্রব হইতে লাগিল। এতদিন যে আহ্বান শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া আছেন, শুনিতে না পাইয়া অভিমানে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতেছেন, আজ এতদিনে তাহা আসিয়া পেঁছিল?

আসিয়াছে,—কিন্তু হায়, বড় অসময়েই আসিয়াছে! বিমাতার চাতুর্য্য-প্রতারিত বসন্তশ্রী ক্রোধে তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর চিত্ত সেইহেতু মন্দটাই মনে লইল। পিতা মাতায় ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে দূত পাঠান হইয়াছে!—অমিতা আপনা হইতে কখনই তাঁকে ডাকে নাই। আরও একদিন সে শুক্রার দ্বারা পরিচালিতা হইয়া এমনি ছলনাভিনয় করিয়াছিল।—একার্য্যে সে খুবই অভ্যস্ত! এও তাহারই পুনরভিনয়মাত্র। অগ্নি-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কুমার প্রিয়ার প্রথম লিপি,—অতি ভীরু, অত্যন্ত করুণ,—সে লিপি খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন করিয়া দূত মহীরামকে অকথ্য তিরস্কারে জর্জ্জরিত করিলেন। সর্ব্বত্র হতাশ হইয়া সে ভগ্নচিত্তে ফিরিয়া গেল।

মহীরাম প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর যুবরাজ নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কে নিপতিত হইয়া বালকের ন্যায় বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এতদিনের রুদ্ধ অভিমান আজ তাঁহার চিত্তে শোকের মূর্ত্তিতে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রোধের শিখা যেন সে তরঙ্গে আবার মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। আজ হৃদয়াবেগ বড় অসহ্য হইয়াছে। সেই অসহ্য হৃদয়া-

বেগের ঘাত-প্রতিঘাতে যোদ্ধার কঠিন চিত্ত যেন ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ নীরব রোদনে তাঁহার পাষাণরুদ্ধ চিত্তভার কথঞ্চিৎ লঘু হইয়া আসিল। তখন উঠিয়া বাতায়ন সন্নিধানে দাঁড়াইয়া রৌদ্র ঝলসিত প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—'আমার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু কে ভাঙ্গিয়া দিল ? আমার এ কষ্টের জন্য, দায়ী কে—পুষ্পমিত্র ? অমিতা ? অথবা আমি নিজেই ?'

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

No more of that ; in silence hear my doom.—

Wordsworth.

লীলাবতী সরোষে কহিলেন,—"চিত্রা তোমার ভগ্নী নয়, ধরিতে গেলে সে তোমার কেহই নয় ! তাও যদি হইত—তোমাদের কুল-প্রথায় মাতুলকন্যা বিবাহ ত প্রচলিতই আছে। দেবগড়ের রাজপুত্রী তোমার মাতৃস্বসার আত্মজা। চিত্রা মাত্র আমার ভ্রাতুষ্কন্যা, তাকে বিবাহ করলে কেনই যে অসংগত হবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তা' প্রবিষ্ট হয় না। রূপে গুণে সে কি একেবারেই তোমার অনুপযুক্তা ?"

"রূপ গুণে চিত্রার মত কন্যা কা'র ঘরে ক'জন আছে ? কিন্তু মা ! যাকে ছোটবেলা হতে কোলে করে আদর করেছি, সম্পর্ক থাক, নাই থাক, মনের মধ্যে আশৈশব যাকে সোদরা দৃষ্টিতে দেখে এসেছি, কেমন করে তাকে বিবাহ করি ? তুমি মা বুদ্ধিমতী হয়ে কেন যে এরূপ অবুঝের মত কথা বলছো ? যদি চিত্রার বিবাহকাল সমাগত হয়ে থাকে সে কথা আমায় বলিলেই এখনি আমাপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ বর আমি খুঁজে এনে দিচ্ছি। চিত্রার বিবাহের ভাবনা কি ? রামগ্রামের কোলীয়দের ভিতর রূপ গুণ সম্পন্ন বহু পাত্রের সংবাদ আমি জানি। তোমার চরণে ধরি, মা ! আমায় আর একথা বলে বারবার অপরাধী করো না।"

লীলাবতী রোষভরে উত্তর করিলেন,—"তুমি যতই কেন বল না, আমি চিত্রাকে অন্য বরে বিবাহ দিব না। চিত্রা তোমায় ভালবাসে, সে তোমায় স্বামীলাভ করলে সুখী হবে। তুমি যদি আমার এ অনুরোধ রক্ষা না কর তবে আমি তোমার সামনে আত্মঘাতিনী হয়ে মরবো।"

ঘোর বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমার ভাবিলেন,—"ভাল !

ইঁহার আদেশ পালনে অংগীকার করলামই বা তাতেই বা আমার ক্ষতি কি?"—প্রকাশ্যে কহিলেন,—"অমন কথা বলো না, মা! তোমার যদি এতই আগ্রহ,—তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি অংগীকার করলাম।"

লীলাবতী গভীর আনন্দে সপত্নী সন্তানের চিবুকস্পর্শ পূর্ব্বক আপন করাংগুলি চুম্বন করিলেন। প্রসন্ন চিত্তে কহিলেন,—"চিরজীবী হয়ে থাক। এইবার তবে বিবাহের দিনস্থির করি?"

"না, মা! কিছুদিন অপেক্ষা কর। আমি যখন তোমায় কথা দিয়েছি তখন তুমি অনর্থক ব্যস্ত হচ্চো কেন? আমি একবার দেশপর্য্যটনে বাহির হবো। খুব বেশী বিলম্ব হবে না ফিরতে।"

রাণী সানন্দচিত্তে নিজ পরিজনবর্গকে শুভ সংবাদ দিতে উঠিয়া গেলেন।

রাজ্ঞী চলিয়া গেলে কুমার উঠিয়া অধীরভাবে কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। একবার অস্ফুট স্বরে আত্মগতই মুখ হইতে নিঃসৃত হইল,—"যা হোক একটা সিদ্ধান্ত হযে গেল, বাঁচলাম।"

গৃহত্যাগের জন্য দ্বারসন্নিহিত হইয়া যবনিকা উত্তোলন করিতে গেলে অলংকার শিঞ্জনের সহিত কেহ সেখান হইতে অপসৃত হইয়া গেল বুঝিতে পারিলেন! কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইতেই পলায়ন-পরা চিত্রাবতীকে দেখিতে পাইলেন। এ দৃশ্যে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"চিত্রা! তুমি এখানে কি করছিলে? গোপনে অন্যের কথা শুনবার অধিকার কে' তোমায় দিয়েছে শুনি?"—শেষ কথাগুলোয় যথেষ্ট তিরস্কার মিশ্রিত ছিল।

চিত্রা পলাইতেছিল, ধরা পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যুবরাজের কথার কোন প্রতিবাদও সে করিল না। বসন্তশ্রী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, চিত্রার পদতলে ভূমির উপর বৃষ্টিবিন্দুর মতই নীরব অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। বসন্তশ্রী ব্যথিত হইলেন, তিনি চিত্রাকে বড় ভাল বাসিতেন, কাছে আসিয়া সস্নেহে কহিলেন,—"চিত্রা বোনটি আমার! আমার অন্যায় হয়েছে। আমায় ক্ষমা করো।"

চিত্রার অশ্রুপ্রবাহ দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমে উপবেশন করিল এবং সেখানে বসিয়াই মুখে আঁচল চাপিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুমার একান্ত লজ্জিত ও ব্যথিত হইলেন।

ক্ষণকাল রোদন করিবার পর অশ্রুবেগ কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিলে বসন্তশ্রী নিকটস্থ একখানি আসনে বসিয়া চিত্রার হস্ত আপন হস্তে তুলিয়া লইয়া স্নেহভরে কহিলেন,—কেন কাঁদছিস্ চিত্রা?—আমি ভৎর্সনা করেছি বলে? এর

চেয়ে তো কতদিন কত কি বলেছি, কখনও তো তোকে এমন করে কাঁদতে দেখিনি ?"

চিত্রা বসন্তশ্রীর হস্ত মধ্য হইতে সবেগে হাত টানিয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—"তাই বুঝি ! তাই বুঝি আমি কাঁদছি ? এই বুঝি তোমার মনে হ'ল ? বেশ বুদ্ধি তো তোমার !"

"তবে কি জন্য কাঁদছো বোন ?"

"কেন মা বল্লেন, আমি তোমাদের কেউ নই ! কেন মা তোমায় এসব কথা যখন তখন বলেন ?"—এই কথা বলিতে বলিতে চিত্রা রোদনোচ্ছ্বাসে ফুলিতে ফুলিতে ত্বরিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আবার বুঝি কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্যথিত হইয়া রাজপুত্র ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে কহিলেন,—"সব কথাই তাহলে তুমি শুনেছ ?"

মস্তক হেলাইয়া চিত্রা জানাইল সব কথাই সে শুনিয়াছে।

"মার ইচ্ছা তুমি কপিলাবস্তু-প্রধানের পুত্রবধূ হও, এতে বোধ করি তোমার অসম্মতির কোন কারণ নেই ?—শুনে থাকবে, চিত্রা ! আমার সম্মতি আছে।"

চিত্রার মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিল, সে ভগ্ন কণ্ঠে কহিল,— "শুনেছি, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করি নি—ভেবেছিলাম তুমি মিথ্যা বলে মাকে ভুলাচ্ছো।"

"ভুলাচ্ছি ?—সে কি চিত্রা ! আমি মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, তা'ও তো তুমি শুনে থাকবে।"

চিত্রার মুখে এইবার ভয়ার্ত্ত ভাব প্রকটিত হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই ক্ষুদ্র বালিকা স্রপ্রতিষ্ঠ ভাবে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া তাহার পক্ষে যেন কতকটা অশোভন দৃঢ় স্বরেই উত্তর করিল,—"কিন্তু আমি তো আর এ প্রস্তাবে সম্মতি দিই নি, আর কখনও দে'বও না, আমি তোমায় আমার সহোদর ভাই বলে. জাইনি, আমি চিরদিন তাই জানবো। অন্য সম্বন্ধের কথা ভাবলেও আমার পক্ষে মহাপাতক হবে। আমি সে কথা কোনদিন ভাবতেই পারবো না।"

"সে কি চিত্রা ! এ সম্মানিত রাজকুলের কুললক্ষ্মী এবং ভবিষ্যৎ রাজরাণীর পদ তুমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে চাইছো ? এ রাজ্য সম্পদ সকলই যে একদিন তোমার হবে তা' কি তুমি বুঝতে পারছ না ?"

"কেন বুঝব না, সবই আমি বুঝি। কে' তোমায় বললো আমি রাজ্য-সম্পদ

পরিত্যাগ করতে চাইছি? আমার ভাই রাজা হলে আমি রাজভগ্নী হ'ব না নাকি? এখন তো আমি রাজকন্যার সম্মানেই আছি। এর চেয়ে বেশী কি আবার আছে? যদি কিছু থাকে তা' থাক, আমার তা'তে কিছুমাত্র লোভ নেই।"

কুমার বসন্তশ্রী এ বালিকার প্রতি মনে মনে প্রীত হইলেন। প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন,—"কি করি চিত্রা। মাতা এ সকল যুক্তির বশীভূতা ন'ন। তাঁকে বারেবারে বুঝিয়ে আমি হার মেনেছি। যা হোক, আমি তাঁর অনুরোধের দায়ে তোমাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি সত্য, কিন্তু বিবাহ তো এখনই হচ্ছে না। ইতোমধ্যে কিছুদিন দেশ পর্য্যটনের জন্য অবসর পাওয়া গিয়াছে। শুনেছি মগধে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত। বহুদিন যুদ্ধ করি নি, ইচ্ছা এই যুদ্ধে যোগদান করি। যুদ্ধে যোদ্ধার জীবন মৃত্যু কিছুরই স্থিরতা নেই। চিত্রা! তুমি ভেবোনা। যদি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি মরে যাই—"

কুমারের হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক ত্রস্তস্বরে চিত্রা সভয়ে কহিয়া উঠিল,— "থামো থামো,—ও কি কাল কথা বল্‌ছো তুমি? ও সব কথা আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

কুমার হাসিয়া ফেলিলেন,—"ধরে নাও, তোমার ভাল-না-লাগা-সত্ত্বেও যদি আমি মরে যাই,—তা হলে তো তোমায় আমাকে বিয়ে করতে হবে না। হয়ত,— হয়ত কেন, যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনাই তো বেশী, আমার মৃত্যু হওয়াই ত সম্ভব।"

কুমার মনে মনে কহিলেন, —"মৃত্যু ব্যতীত সে মুখ যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না, এখন মৃত্যু ভিন্ন আর আমার উপায়ই বা কি?"

চিত্রা কি ভাবিল, বলিল,—"তবে তুমি যুদ্ধে যেও না দাদা!"

"তা হলে ছোটমার আজ্ঞা পালন করতেই হবে। আমি যেমনই হই, তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বারে বারে কেমন করে লঙ্ঘন করি' বল? তিনি যখন আমার মাতৃস্থানীয়া।"

চিত্রা সকাতরে কহিল, —"আমি মাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলি।"

"বলতে হয় বলো, কিন্তু বৃথাই বলবে কোন ফল হবে না।"

"আচ্ছা, যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক এ কথা আজ কেন বলছ? তুমি তো আরও কয়েকবার যুদ্ধে গিয়েছিলে, সে সময় আমায় কাঁদতে দেখে কত হেসেছিলে, মনে নেই বুঝি? বলেছিলে, 'আমি না হয় যুদ্ধে যাচ্চি, মরে যেতেও পারি, কিন্তু শয্যাশায়ী হয়ে অধিকাংশ লোকই তো মরে, কোন্ ভরসায় তোরা শয্যায় শয়ন করিস্?' তবে আজ এ কথা কেন বলছ ভাই?"

সবিষাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বসন্তশ্রী কহিলেন,—"সে এক দিন ছিল চিত্রা! সে দিন কি আর আছেরে! তখনকার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ছিল বীর্য্য পরীক্ষার জন্য, আর আজকার এ সমর স্পৃহা কেবল সেই সকল আশার পরিসমাপ্তি হেতু! তুমি বালিকা, তুমি এ সকল কথার কি বুঝবে।"

চিত্রা তার পদ্মপলাশ চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমার বয়স পঞ্চদশ বৎসর আর আমি বালিকা? আমি ব্যাকরণের সমুদয় সূত্র বুঝতে পারি, আর আমি তোমার দুটা মুখের কথা বুঝতে পারবো না?"—মনে তার বড়ই অভিমান হইল। বসন্তশ্রী তাহাকে এখনও এমন অবজ্ঞেয় ঠাহরিয়া রাখিয়াছেন? ছি!—বস্ত্রাঞ্চলের সূত্র ছিন্ন করিতে করিতে সেই মানসিক অভিমানটুকু মৌনাবলম্বন দ্বারা সে বিজ্ঞাপিত করিতে চাহিল।

কিন্তু এতটা ছোট্ট ব্যাপার দেখার মত মানসিক অবসর বসন্তশ্রীর ছিল না। তাঁর চিত্ত তখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আপনাকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না, যে মেঘ এতদিন আকাশে জমিয়া উঠিয়া ছিল, আজ উহা আর বৃষ্টি সংবরণ করিতে পারিল না, সম্মুখের এই ছোট্ট ক্ষেত্রটুকুর উপরেই তার বারি-প্রত্যাশী তপ্ত-মরুর প্রার্থিত অজস্র সলিল ধারা অপ্রয়োজনেও ঢালিয়া দিল। যুবরাজ তখন সমধিক গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিতে লাগিলেন,—"শোন চিত্রা! বিবাহ আমি তোমায় করব না। শুধু তোমাকেই কেন, এ পৃথিবীর কা'কেও নয়, আমার এ সঙ্কল্প দৃঢ় ও অবিচল। সহস্র অনুরোধেও এ সঙ্কল্প এক তিল টলবে না, কিন্তু আমার মনে বাঁচবার সাধ নেই। আমার মৃত্যুই যখন আকাঙ্ক্ষিত, তখন ছোটমাকে কেন অনর্থক মনঃক্ষুণ্ণ করি? তাঁর কাছে আজ যে অংগীকার করলাম, যদি বেঁচে থাকি, তবে আমায় একদিন না একদিন তা' পালনও করতে হবে, কিন্তু সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত! আমি জানি, আমি এই যে দেশপর্য্যটনে বাহির হচ্ছি, সেখান হ'তে আর ফিরে আসবো না।"

চিত্রার মুখখানা রজনীগন্ধার মত শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। সে চমকিত হইয়া বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল,—"ফিরবে না? সে কি! কোথায় যাবে?"

কুমার উত্তর করিলেন,—"তোমাকে বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বলাতেও কোন ক্ষতি নেই,—আমি মরবো, মরবার আশাতেই যাচ্ছি—বেঁচে থেকে আমার এতটুকু সুখ নেই, আমায় মরতেই হবে।—আমার মৃত্যুর পর অভাগা ভাই বলে আমার কথা কখনও কখনও মনে করো বোনটি!" প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

চিত্রা চিত্রাপির্তের ন্যায় নির্বাক চাহিয়া রহিল। কুমার বসন্তশ্রী কোন্ সময় তার চক্ষের সম্মুখ হইতে উঠিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন সে বুঝি সেকথাটা জানিতেও পারিল না।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

That well-known name awakens all my woes.

— *Pope*

সন্ধ্যা সমাগত। শ্রাবস্তি মহানগরীর প্রান্তভাগে কোশল সেনাপতির গৃহ দীপাবলী সুশোভিত। প্রশস্ত কক্ষে গন্ধদীপ ও পুষ্পমাল্যের সুরভি বায়ুমণ্ডলকে স্নিগ্ধ করিতেছে। পরিচারকগণ ইতস্ততঃ গৃহকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। গৃহাধিষ্ঠাত্রী বাতায়ন সমীপে দাঁড়াইয়া প্রসারিত রাজপথের দিকে চাহিয়াছিল। বহুক্ষণ অতীত হইলে সেই বালা নিশ্বাস সহকারে আত্মগতই কহিল,—"আজ এত শীঘ্র ফিরছেন যে!"

ততক্ষণে প্রশস্ত রাজবর্ত্মের উপর দুজন অশ্বারোহীকে পাশাপাশি অশ্বসঞ্চালন করিতে দেখা গিয়াছে। সুদক্ষিণা চিনিল একজন অম্বরীষ; অপর ব্যক্তিকে সে দূরত্ব প্রযুক্ত চিনিতে পারিল না। কিছু পরেই যুবরাজ পুষ্পমিত্র অম্বরীষের হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ কুমারী! আপনার নিকট আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি।"

"মহারাজ কুমারী!"—সুদক্ষিণার প্রতি আজ একি নির্ম্মম উপহাস বর্ষণ! ভিখারিণী অপেক্ষাও যে হীনমন্যা, বারনারী হইতেও ঘৃণ্যতমা, বিচারাধীন হত্যাকারিণী হইতেও যে পরম পরতন্ত্রা,—সেই পরগৃহ-প্রবাসিনী নাম-পরিচয় বিহীনা সুদক্ষিণা নাকি 'মহারাজ নন্দিনী!'

নির্ব্বিকার নারীচিত্ত অর্দ্ধমুহূর্ত্তের মানসিক বিদ্রোহ পুনর্দমন পূর্ব্বক আপনার স্বাভাবিক প্রশান্তমুখে রাজপুত্রের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রশ্ন সে করিল না,—করা তাহার স্বভাব নয়, চিত্ত তাহার সমস্ত মানসবৃত্তির ন্যায়ই কৌতূহলকেও বুঝি একান্ত ভাবেই বর্জ্জন করিয়াছে!

সকলে আসন গ্রহণ করিলে গৃহ ভৃত্য সুবর্ণময় পানপাত্র এবং সুস্বাদু কাদম্বী আনয়ন করিল। যুবরাজ হাসিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন। পরিচারকগণ

সবিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময় করিয়া আনীত উপহার বস্তু ফিরাইয়া লইয়া গেল। অম্বরীষও আরেক চকিত কটাক্ষে রাজপুত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বাস্তবিকই শাক্য-কন্যারা বশীকরণ বিদ্যায় অতুলনীয়া। গৃহস্বামী এবং সুদক্ষিণাকে নির্ব্বাক দেখিয়া যুবরাজ নিজেই প্রসংগাবতারণা করিয়া কহিতে লাগিলেন,— "অমন করিয়া নীরব থাকলেই তো ছেড়ে দেব' না মহাসেনানায়ক মশাই! রামগড়ে এবার তোমায় আমাদের সংগে যেতেই হবে। মনে করে দেখ, কতদিন হ'তে তোমায় নিমন্ত্রণ করে রেখেছি! সেই যখন আমার বিবাহের ঘটকালি করবার জন্য তোমায় ধরেছিলাম, এ সেই তখনকার কথা।"—

বলিতে বলিতে সুখময় পূর্ব্বস্মৃতির উদয়ে যুবরাজের ওষ্ঠপ্রান্তে গভীর আনন্দের সুস্মিত-হাস্যরবি রশ্মিচ্ছটার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সংগে নিজের পূর্ব্বজীবনের কথাও স্মরণ হইল। এখনকার তুলনায় অৰ্দ্ধ-মানব এবং অৰ্দ্ধ-পাশবতায় সে অতীত জীবন তাঁর গঠিত এবং পুষ্ট হইয়াছিল। অশান্ত তৃষ্ণায় হৃদয় তখন ওই পরিচারকের হস্তস্থিত সুরাপাত্রের ন্যায় কানায় কানায় ফেনাইয়া উছলিয়া পড়িতে থাকিত। ভোগের সে নিদারুণ কণ্ঠশোষ ভোগবৃদ্ধির সহিত দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল, নিবৃত্তির সুখ ধারণার মধ্যেও তাঁর ছিল না। উঃ! কি রক্ষাই বিধাতা তাঁহাকে করিয়াছেন! মনে মনে সেই অজ্ঞাত বিধাতৃ-শক্তিকে এবং সুপরিজ্ঞাত অপরা এক দেহধারিণী দেবীকে সে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিল। যদি তাহাকে সে নিজের জীবনে না পাইত!

অম্বরীষ আজও তেমনি বিমনা। তথাপি বাহ্যদর্শনে তাঁর অন্তরের সে অশান্ত ঝটিকার কোন চিহ্নই প্রকটিত হইল না। হাসিয়া কহিলেন—"এ যে বড়ই বিষম ঘটকালি দেখতে পাই! ঘটকরাজ বিবাহ দিয়াও কি নিষ্কৃতি লাভ করবেন না? এখনও তাকে নিয়ে টানাটানি।"

"বর-বধূকে কি তুমি এতই স্বার্থপর ঠাহরাইয়াছ, ওগো ঘটক-চূড়ামণি? 'বিবাহ হলে বেদীতে পদাঘাত' বলে একটা প্রবচন আছে আমরাও কি তাই করবো নাকি?"

"আমি বলি কি সেইরূপ করাই ভাল! আমার ঘটক-বিদায়ের দাবী আমি বরং তুলেই নিচ্চি, দোহাই যুবরাজ! গরীবকে এই রাজধানীর ভিড়ের মধ্যেই একটি পাশে পড়ে থাকতে দিন, অতটা জলীয় বাতাস এ ধাতুতে সইবে না।"

"ও সব আপত্তি টিঁকবে না মশাই! এবার তোমায় যেতেই হবে। আমার

বিবাহের সময় তো রাজকার্য্যে অবসর করেই উঠতে পারলে না, তা' এখন তো আর কোথাও যুদ্ধ বিগ্রহ নেই, এবার আর কি নূতন ছল বাহির করবে ?"

অম্বরীষ কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তার পর সুদক্ষিণার অন্বেষণে ইতস্তত দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"সুদক্ষিণা যাবে কি ?—ও তো যাবে না।"

যুবরাজ এ কথা শুনিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই মৌন প্রতিমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, সসম্ভ্রমে কহিলেন—"এই কথাই তো আমি মহারাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে আপনারা দুজনেই আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন।"

"তা'তে তোমাদের লাভ ?"

"হয়ত কিছু থাকলেও থাকতেও পারে, তোমার ক্ষতি কিসের মহাসেনাপতি ?"

"ক্ষতি ? তা' থাকলেও ত কিছু থাকতে পারে ?"

"কি ?"

"সব কথাই কি বলা যায় ?"

"কি এমন গোপন কথা যে বন্ধুর নিকট বলা যায় না ? আপনিই বলুন দেখি মহারাজকুমারি। সেনাপতির এ বড় অন্যায় না ? কেন উনি বন্ধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করবেন ?"

যুবরাজ যে ভাবে যেমন অনায়াস-সহজে সুদক্ষিণাকে তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে টানিয়া আনিতেছিলেন, যেমন কবিযা সেনাপতির নামের পরেই তাহার নাম যোগ করিতেছিলেন, তাহাতে,—বিশেষতঃ সুদক্ষিণার প্রকৃত অবস্থা যখন তাঁর অজ্ঞাত নয়, তখন তাদের মধ্যে কোন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াই যে যুবরাজ তাহাকে এরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন ইহা বুঝিয়া কোশল-সেনাপতির সুপ্রশস্ত ও উন্নত ললাটতলে অস্বস্তির বিরক্তি জমিয়া কালো হইয়া উঠিতে লাগিল, অথচ লোকের মনে এ হীন গ্লানিকর ধারণা বদ্ধমূল করিয়া তুলিবার হেতু তিনি যে নিজেই ইহা স্মরণ করিয়া সে বিরক্তিকে ক্রোধে পরিণত হওয়া হইতেও সযত্নে দমন করিতেই হইতেছিল ! দশনে অধর সজোরেই চাপিয়া রাখিলেন।

এবারও সুদক্ষিণার প্রতি সানুনয় প্রশ্ন ব্যর্থ হইল দেখিয়া দুঃখিতান্তকরণে পুষ্পমিত্র আবার কহিলেন,—"আমাদের যখন এতই ইচ্ছা, তখন কেন যা'বে না অম্বরীষ ? শুক্লার বড় সাধ বহু সম্মানিত লিচ্ছবি-রাজকন্যা সুদক্ষিণা দেবীকে তিনি তাঁর যোগ্যপদে স্থাপন করবেন এবং—"

অকস্মাৎ তড়িৎ সন্তাড়িত হইয়া কোশলের প্রবল প্রতাপান্বিত মহাসেনানায়ক বীরবর অম্বরীষ একলম্ফে আসন ছাড়িয়া উত্থিত হইলেন এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য—উদ্ভ্রান্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কা'র ইচ্ছা? কা'র ইচ্ছা? ও—কি নাম আপনি উচ্চারণ করলেন যুবরাজ?"

"আমার বলবার ভুল হয়েছে সেনাপতি! ও নাম আমার পত্নীর এক পরম-প্রিয়সখীর। তাঁরা উভয়ে বিশেষ সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধা, তাই একের নাম করতে অন্যের নাম করে ফেলেছি। যুবরাজ্ঞীর ইচ্ছা তাঁর কুটুম্বিনী ও সুবিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশীয়া রাজকন্যার প্রতি তুমি সমুচিত সম্মাননা প্রদর্শন পূর্ব্বক গত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে, আর—"

"রামগড় যেতে আমি প্রস্তুত আছি? জানলেন কুমার পুষ্পমিত্র!"

"কোশল যুবরাজ্ঞীর আদেশ অমান্য করবার শক্তি দেখছি শুধু কোশল-যুবরাজেরই নয়, কাহারও নেই।"

* * * *

উঃ এখনও ও নামে এত জ্বালা! এখনও এ নামে এত আশা!

কৃষ্ণানবমীর শেষ জ্যোৎস্নায় ধরণীবক্ষকে সে সময়ে রোগ পাণ্ডুর মুখের ন্যায় অত্যন্ত করুণ দেখাইতেছিল। বায়ু শীতল, তারকা মলিন, চন্দ্রমা দীপ্তিহীন। অম্বরীষের অন্তর মধ্যে প্রলয়ের ঝড়ে গভীর তুফান উঠিতেছিল, বহুবিলম্বে ও বহুলায়াসে মানসিক ঝটিকাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যা অধিকৃত সেই আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া ডাকিলেন,—"সুদক্ষিণা!"

"প্রভু?"

"যে বন্যা-প্লাবনে সারাদেশ ধ্বংস হয় নিজে সে কত বড় বেগবান তার পরিমাণ করতে পার কি সুদক্ষিণা?

আনতাননা সুদক্ষিণা ধীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল,—"না প্রভু!"

"তোমার ওই শান্ত মৌন বক্ষতলে কোন তীব্র কামনার অনির্ব্বাণ অগ্নিজ্বালা কখনও কি তুমি অনুভবও কর না? প্রতিশোধের? প্রতিবিধিৎসার?"

"না প্রভু!"

"এ জগতে একমাত্র তুমিই সুখী সুদক্ষিণা!"

বদ্ধপাণি সেবিকা উত্তরে বিনয় বচনে কহিল,—"হাঁ প্রভু!"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

And kind as kings upon their coronation day.

—*Dryden.*

প্রবীণ বয়সে নবীনের প্রেমে পতিত হইলে যে অবস্থা হয় এ বয়সে এক তরুণ যুবকের প্রণয় ফাঁদে পতিত হইয়া মহারাজাধিরাজের ঠিক সেই একই দশা ঘটিয়াছে। তরুণীর চিত্তে যেমন কখন যে কি খেয়ালের খেলা জাগে কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না তাহার চলচ্চিত্তের অনুসরণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবীণের শুধু প্রাণান্ত হয়। এই নবীন কোশল-সেনাপতি ও মহানায়ক সম্বন্ধে মহামহিমান্বিত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজও আজ ঠিক তদবস্থ। অম্বরীষ আর এক্ষণে রাজাধিরাজের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত নহে, সভাসদগণও শ্রাবস্তির সমুদয় অভিজাতবর্গ জ্বলন্ত ঈর্ষানলে প্রায়-দগ্ধ হইতে হইতে দেখেন সেনাপতির উড়ন্ত মন প্রাণপণে ফিরাইয়া আনিয়া নিজের পুরাতন পিঞ্জরে ধরিয়া রাখিবার জন্য এক্ষণে কোশলের পরমমহেশ্বর মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়ক দেবই যেন সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত।

অপরাহ্লে বিশ্রামাগারে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। অম্বরীষ আজ আবার বহুদিন পরে নিজের সেই ঘোর তন্দ্রামগ্নতা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কোন আবেদনের উত্তরে সহাস্যবদনে মহারাজাধিরাজ কহিতেছিলেন,—"আহা অম্বরীষ! সূর্য্যবংশীয় রাজন্যবর্গের গুণগাথা কীর্ত্তনকারী বাল্মীকির ন্যায় কবিত্ব শক্তিতেও যে তুমি অতুলনীয়! আমায় বল দেখি সখা! গোপনে গোপনে কি তুমি কাব্য রচনা করিয়া থাক?"

অম্বরীষ সস্মিত মুখে কাব্য রচনায় নিজের অক্ষমতা জানাইল, কহিল,—"কবি গুরুর ন্যায় শক্তি ধারণ করিলে সে শক্তি কি এত দিন এমন করিয়া ব্যর্থ করিতাম রাজাধিরাজ! আমার এই আরাধ্য দেবতার পাদপদ্মেই এতদিনে সেই শক্তি—আহরিত গন্ধ পুষ্প সম্ভারে রাশি রাশি অর্ঘ রচনা করিয়া কি তা' ঢালিয়া দিতাম না?"

মহারাজাধিরাজ প্রসন্নতার সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন,—"আহা শ্রীরামচন্দ্র আমাপেক্ষা কতই না ভাগ্যবান! শত ধিক, এই আমার আশ্রিতগণকে!"

সভাজন এ ধিক্কার শ্রবণে অভাজনবৎ অধোমুখে ও আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠিল। মনের মধ্যে থাকিলেও কাহারও মুখ ফুটিয়া বলিতে শক্তি হইল না যে, সেই বাল্মীকি মুনি শ্রীরামচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন না,—তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ শক্তি ধারণ করিয়া জন্মাইতে না পারায় কোশল-সাম্রাজ্যের রাজধানীস্থ রাজসভার অমাত্যবর্গের বস্তুতঃই কোন অপরাধ ঘটে নাই। কিন্তু হায় এমন কথা কে' বলিবে?—যে বলিতে পারিত তার বলিবার কোন আগ্রহই নাই। অম্বরীষের বিদ্বেষ্টাগণ ঘোর বিরক্তি ভরে তাহার নিশ্চেষ্ট মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জনসাধারণের এতটুকু সামান্য উপকারও আর তাহার দ্বারা হয় না।

অবশেষে বৃদ্ধ মহামাত্য সাহসে ভর করিয়া কথা কহিলেন। অশেষ বিশেষ স্তুতি মিনতিপূর্ব্বক তিনি জানাইলেন, তাঁহার তরুণবয়স্ক পুত্র প্রিয়দর্শী কবিতা রচনায় সক্ষম, রাজ-উৎসাহ লাভ করিলে নিশ্চয়ই সে যুবক ভবিষ্যতে একজন মহাকবি হইতে পারিবে। ইহা শ্রবণে রাজসচিববৃন্দ মনে মনে প্রমাদ গণনা করিলেন। রাজানুগ্রহ সেই তরুণ কবিকে সাম্রাজ্যের যে কোন প্রধান পদে এই দণ্ডেই অভিষেক করিতে সমর্থ। সে জন্য কাহারও যোগ্যতা বিচারেরও কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না।

এ দিকে এই সুসংবাদে হর্ষগদ্‌গদচিত্তে রাজাধিরাজ আকর্ণ হাস্য রঞ্জিতাধরে পরম আগ্রহভরে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন,—"আঃ! এমন সুসংবাদ তবে এতদিন আমার কেন দাও নাই তুমি মহামাত্য! এখনি প্রতিহার প্রেরণ করে তোমাব সেই কাব্য-রসিক রসরাজ পুত্রটিকে আমাদেব সমাজে সত্বর আনয়ন কর। সে আমার যশোগাথা কবিতা-পুষ্প দিয়ে গ্রথিত করবে কবে? তার কবিতার ভাষা সুললিত হবে তো? স্মরণ রেখো যে শ্রুতিকটু দুরক্ষর কবিতা মহাকাব্যের উপযোগী হতে পারে না।"

"রাজাধিরাজ। এই সে দিন মাত্র সে যে চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি রচনা করেছে তেমন শ্রুতিসুখকর রচনা ইদানীং অতি অল্পই আমাদের কর্ণগোচর হয়।"

কবিকে রাজ-আহ্বান জানাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী প্রতিহার প্রেরিত হইল। অম্বরীষ এই সময় একটি কুটিল প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "সে কবিতাটি কার উদ্দেশ্যে বিরচিত হয়েছে মহামাত্য মশাই?"

মহামন্ত্রী সুবন্ধু শর্ম্মার শতহস্ত স্ফীত-বক্ষ অন্ততঃ দশহস্ত পরিমিত নামিয়া গেল।

"কা'র উদ্দেশ্যে?"—তিনি কাশ কুসুম বিনিন্দিত মস্তক ঘন ঘন কণ্ডুয়ন

করিতে করিতে বক্তব্যকে গুছাইয়া লইতে না পারিয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিলেন,—"উদ্দেশ্যে ? আমার উত্তমরূপ স্মরণ হয় না, তবে যেন মনে হচ্ছে উহা শাক্য-বুদ্ধের গুণ কীর্ত্তন করেই বিরচিত হয়ে থাকবে।"

সংগে সংগে উচ্চহাস্যে সভামণ্ডপ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। "আমারও সেই সন্দেহ হয়! আমি উত্তম রূপেই জানি প্রিয়দর্শী 'ত্রিরত্নের' শরণাগত,—গৌতমের একান্ত পাদ-পূজক। শুনেছি তার পাদোদকও নাকি সংগ্রহ করে রেখেছে, একটু করে সেই জল প্রত্যহ মুখে না দিয়ে সে অন্নাহার করে না।"

সুযোগ বুঝিয়া মহানায়ক জয়সেন যোগ দিলেন,—"তা' ভিখারীর দাস ভিক্ষুকের স্তবগান না কবে আর কি করবে ? শিক্ষা সংসর্গ প্রবৃত্তি অনুসারেই তো কার্য্য হয়ে থাকে। রাজকবি হওয়া তা' বলে ও সকল হীন সংসর্গীর কর্ম্ম নয়।"

আবার অট্টহাস্যে রাজসভা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। এবার স্বয়ং রাজাধিরাজও সেই অট্টহাস্যে যোগদান করিলেন—"এরা রচনা করবে ভিখারী সাহিত্য।"

বৃদ্ধ সুবন্ধু শর্ম্মা কৃতী পুত্রের জন্য একখানি উচ্চাসনের সন্ধান বহুদিন হইতেই করিতেছিলেন, পুত্র যদিও এ সমাজে প্রবিষ্ট হইতে সম্মত নয় তথাপি তাঁর দিক হইতে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। মনে আশা ছিল সুশীল সন্তান পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। হতাশায় ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তীব্র প্রতিবাদ তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল,—"মহাকবি বাল্মীকি নিজে সাম্রাজ্যেশ্বর ছিলেন না, বল্কলধারী মুনি ঋষি ছিলেন।"

"তিনি বল্কলধারী ছেড়ে দিগম্বর হো'ন না তা'তে আপত্তি কে করছে, তাঁর কাব্যে তো আর ভিক্ষুকের গুণগান তিনি করেন নি, বন্দনা করেছিলেন লোকপাল মহা রাজার।"

"ভাল কথা বলেছ অম্বরীষ! আজি কালিকার এই হীনচিত্ত বিকৃত রুচি লোকগুলার জন্য আমার মনে বড় দুঃখ হয়। সেকালের লোকেদের এমন ক্ষুদ্র দৃষ্টি ছিল না। তুমি ঠিক বলেছ। ওই নীচতাগুলো আমার দু চক্ষের বিষ। মহাপ্রতিহার! প্রিয়দর্শীকে আনতে বারণ করে অবিলম্বে দ্বিতীয় প্রতিহার প্রেরণ কর। ভাল কথা, সখে অম্বরীষ! তোমায় কি রামগড় যেতেই হবে ?"

"দেব! প্রসন্নমুখে আদেশ দান করুন।"

"প্রিয় সখা! কেন যেতে চাও ? এ গরীব রাজাকে কি আর তোমার ভাল লাগে না ?"

"অশেষমহিমার্ণব কৃপানিধে! এই কীটস্যকীট কোশল-সম্রাটের পরিহাসের আদৌ যোগ্য নয়। বহুদিন রাজধানীতে আবদ্ধ আছি। মাত্র স্বল্পকালের জন্য একটু অবসর ভিক্ষা চাই।"

মহারাজাধিরাজ ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া প্রিয়পাত্র মহা.সেনাপতির উৎকণ্ঠা রক্তিম মুখে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমায় বিদায় দিতে আমি অক্ষম অম্বরীষ! তবে তুমি যেমন আমার মর্ম্মব্যথা বুঝলে না, আমি শক্তি সত্বেও নিজ মহত্ত্ব শূনে তার প্রতিশোধ নেবো না। তোমার বাসনা পূর্ণ করবো, আমিও মনে করছি তোমার সংগে রামগড় যাব, নিয়ে যাবে তো বন্ধু?"

বাহ্যাড়ম্বরের সমস্ত কৃত্রিমতা বিসর্জ্জন দিয়া অকৃত্রিম ভক্তি—আবেগের ভরে ঝাঁপাইয়া সেই গর্ব্বিত যুবক-সেনাপতি প্রৌঢ় মহারাজাধিরাজের চরণে পতিত হইলেন, অশ্রু আবেগে স্পন্দমান কণ্ঠে কহিলেন,—"রাজাধিরাজ! দুর্ভাগাকে যথার্থই আপনি এত ভাল বাসেন!"

সে রাত্রে গৃহে ফিরিবার পথে অন্তর্বিবেকের মহাসমরে কোশল-সেনাপতি একান্ত জর্জ্জরিত শোণিতাক্ত ও প্রায় পরাজিত হইয়াই ফিরিলেন। অংকুশাহত ব্যথা-জর্জ্জর প্রাণ তাঁর দারুণ বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিয়া রোষ-রক্ত নেত্রে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—'কিসের জন্য এমন করে দগ্ধ হয়ে মরছো? এত পাওনা এজগতে পায় কে? এই সব মহাধনে ধনী হও, ধন্য হও। অর্থ রাজ্য নাম কীর্ত্তি কিছুই তো তোমার অপ্রাপ্য নেই। এমন কি অকৃত্রিম প্রেমও হয়ত ইচ্ছা করলেই লাভ করতে পারবে। ভোগ কর, মানব জন্ম সফল হোক।'—কিন্তু না, প্রতিজ্ঞা পালনের বাড়া অপর কোন সুখ শান্তি অন্য কোন মহৈশ্বর্য্যের স্পৃহাই যে তার এ জগতে প্রার্থিত নেই। সে তো তা' থাকিতে দেয় নাই,—আজও তা' দিতে পারে না।

গৃহে ফিরিয়া সেবা সম্ভার মধ্যবর্ত্তিনী ক্লান্তিহীনা সেবিকার যূথিকা শুভ্র নির্ম্মল সৌন্দর্য্য আজ তার অন্ধকার মানস নেত্রে ভরিয়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু না, আবার যে বহুদিন বিশ্রুত সেই অগ্নিযজ্ঞের মহামন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, সে মন্ত্র নির্ব্বাপিত প্রায় যজ্ঞানলকে পুনঃ ধূমাইত করিয়া তুলিতেছে, যজ্ঞ অসমাপ্ত রাখিলে তো চলিবে না। শেষ চাই, ইহার যত বড় নির্ম্মম হোক,—অকরুণ হোক, শেষ চাই!

আত্মসংবরণ সচেষ্ট অম্বরীষ সুদক্ষিণাকে কহিলেন, "আগত কল্য আমি রামগড় চললাম। ইচ্ছা হয় এখানে থেকো, ইচ্ছা হয় পিত্রালয়ে গমন করো।

তোমার জ্যেষ্ঠ এক্ষণে আমার বিশেষ চেষ্টায় বৈশালীর মহাসামন্ত পদাভিষিক্ত। স্বেচ্ছায় না হোক, আমার আদেশে সেখানে তোমার স্থানাভাব ঘটবে না। যদি এখানে থাক, আমার এই গৃহ এবং ইহার যাবতীয় ধনসম্পত্তি আমি তোমাকেই দান করলাম। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।”

সুদক্ষিণার সৌম্য মুখে কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইল না। অকম্পিত বীণাধ্বনিবৎ স্বরে শুধু উত্তর আসিল,—“আমি রামগড়ে আপনার সঙ্গিনী হবো।”

ইহা আবেদন অনুরোধ অথবা আদেশ ভালরূপে বুঝা গেল না। বিস্মিত সেনাপতি সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিলেন,—“স্বাধীনতাও নেবে না ?”

“না।”

“সুদক্ষিণা! সুদক্ষিণা! তুমি দেবী না রাক্ষসী? বলো বলো বলো—সত্যই কি তুমি,—সত্যই কি তুমি আমাকে,—এই পিতৃঘাতী স্বদেশবৈরী—এমন কি, তোমার নারী মর্য্যাদার পরেও জঘন্য অবমাননাকারী এই আমাকেই,—এই আমাকেই—না না, এ আমি কি বলছি?—একি আত্মবিস্মৃতি আমার!—কিন্তু যাই হোক, বিষই হোক, অমৃতই হোক কি তোমার দেয়, সে তুমিই জানো, আমি আজ আর তা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম নই।—চল, তবে তুমিও চলো।”

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Hope like the gleaming taper's light, adorns and cheers
the way,
And still, as darker grows the night, emits a brighter ray.

—*Goldsmith.*

প্রেমিক যখন প্রেমের পথে প্রথম পদার্পণ করে, তখন সেই প্রথম অংকুরিত প্রণয়ের নবোন্মেষ তাঁর অন্তর মধ্যে উদ্দাম উন্মুক্ত চঞ্চল ঝটিকাবেগে প্রবাহিত হয়, হৃদয় তখন তর্ক যুক্তিকে দূরে ঠেলিয়া ফেলে, বাধা বিঘ্ন কিছুই সে মানিতে চাহে না, কেবল উগ্র ও উন্মত্ত হইয়া প্রণয়াস্পদের প্রতি ধাবিত হইতে চাহে, ইহার মধ্যে অন্তরায় স্বরূপে আসিয়া পড়িলে গজরাজ ঐরাবতকেও ভাসিয়া গিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিতে হয়, কিন্তু এ ব্যবস্থা চিরদিনের নয়।

এই ব্যাকুলতার, তীব্র আকাঙ্ক্ষার কিছুদিনের মধ্যেই বিবর্ত্তন ঘটে। তখন এই বিশ্বনাশী এবং সর্ব্বগ্রাসী প্রণয়-ক্ষুধা কথঞ্চিৎ শমিত হইয়া প্রেমপাত্রের সান্নিধ্যলাভে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু তখনও সে প্রণয়পাত্রকে নিরবধি জড়াইয়া রাখিতে ঘেরিয়া থাকিতে চায়, ইহাতে বিঘ্ন সংঘটন সহিতে সে একান্তই অপরাগ। আবার ধীরে ধীরে পরিণতির পানে প্রেমের গতি হইতে থাকে। অতীন্দ্রিয় অবস্থায় বা চরমাবস্থায় প্রেমিকের চিত্ত আর অশান্তি অতৃপ্তি বা জ্বালাময়ী উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হয় না, তখন উভয়ের অন্তররাজ্যে যোগসাধন হইয়া গিয়া তাহা একাকার ধারণ করে। পরিপূর্ণ পাত্রের ন্যায় আর তাহা বায়ু সঞ্চালনে কম্পিত হয় না, মিলনে বিরহে হর্ষশোকানুভবে আর তেমন করিয়া পাগল করিতে পারে না, আধার এবং আধেয় তখন আর পৃথক নাই, প্রাণ তখন প্রাণাধিকের সহিত একীকৃত। ইহাই এই প্রেম শাস্ত্রের অদ্বৈতবাদ।

যুবরাজ পুষ্পমিত্র এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সিদ্ধৈশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিয়া নিতান্তই সকামচিত্তে তমোগুণাশ্রিত বিপথে তাঁহার সাধনারম্ভ ঘটিলেও আজ সাধক নিজের একনিষ্ঠ সাধনাবলে সত্ত্বাশ্রিত উচ্চমার্গে ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অবশেষে আজ সাধ্যের সহিত আপনার সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া দিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিয়াছেন। আজ আর সে উন্মত্ত ব্যাকুলতায় দিশাহারা হইয়া পরিক্রমণ নাই, তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম মনোবৃত্তিকে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে না, ধীর স্থির অচপল গাম্ভীর্য্যে শুধু আপনার অন্তরস্থিত সুন্দরের মূর্ত্তিখানি ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চাহিয়া দেখা, তাহার আপনার বাসনা মদ কলুষিত হৃদয় পাত্র প্রাণপণে ধৌত পবিত্র করিয়া তাহার পূজার উপহার-সম্ভার তাহাতে সযত্নে সজ্জিত করা; আর তাহারই সুখের স্রোতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া দেওয়া। পুষ্পমিত্র এ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, পূর্ব্বের রূপ-তৃষ্ণা আজ তাঁর অন্তঃস্থলে একনিষ্ঠ প্রেমের মন্দাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রণয়-দেবতা যেন তাঁহাকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন। কে বলিবে এই সেই পূর্ব্বের বিলাস-প্রিয় উচ্ছৃংখল চরিত্র কোশল-যুবরাজ, নারী ও কাদম্বী মাত্র যাঁহার জীবন যাত্রার দুইটি অবলম্বন ছিল।

শুক্লারও বুঝি এ সুখের সীমা ছিল না। পিতৃ-পরিচয়হীনা মাতৃ-ত্যক্তা অনাথা বালিকার এত সৌভাগ্য কে কবে কল্পনা করিতে পারিয়াছে? কে বলে এ সংসার সুখের নয়?—কোথায় অসুখ?

সে দিন বসন্তের এক রম্য মধুর দিবসান্ত। রামগড়ের রাজোদ্যান ফুলের মেলায় ভরিয়া উঠিয়াছে। যে দিকে চোখ ফিরাও বিবিধ বর্ণের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া অজস্র ফুলের রাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, পুষ্পবিতানে মধুকর মধুমক্ষী ও প্রজাপতির বিচিত্র সভা বসিয়াছে, পাখীগুলিও সুযোগ বুঝিয়া আজ যেন সুরের ফোয়ারা ছড়াইয়া দিয়াছে, সর্ব্বত্রই আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন। আর এই সমস্ত শোভা সুগন্ধও আনন্দের অধিষ্ঠাত্রীর ন্যায় রামগড়ের অধিষ্ঠাত্রীকে পার্শ্বে লইয়া পুষ্পমিত্রের মনে হইতেছিল, এই পৃথিবীই স্বর্গ, আর এই চারি পার্শ্বের সংসারই সেই স্বর্গস্থিত চিরানন্দময় নন্দনকানন। এর কোথাও অন্ধকার নাই, সর্ব্বত্রই ভরিয়া আছে অফুরন্ত আনন্দ আর অপর্য্যাপ্ত আলোকে।

একটি লতা বিতানের ভিতরে বাহিরে মাধবীলতার অজস্র পুষ্প আকাশভরা নক্ষত্রের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই কুঞ্জ মধ্যে উদ্যান ভ্রমণ শ্রান্ত যুবরাজ-দম্পতি বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়ের হস্ত উভয়ের হস্ত মধ্যে নিবিড় বন্ধনে নিবদ্ধ। সেই যাদু যষ্টিবৎ মধুর স্পর্শসুখে উভয়েই যেন বাহ্য সংজ্ঞাহারা,—আত্মবিস্মৃত।

বাহিরে উদ্যানের মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ দেখিতে দেখিতে গোধূলির স্বর্ণ রশ্মিরেণুতে ভরিয়া উঠিল, শান্ত মৃদু মন্দ বায়ু লতায় পাতায় দোল দিয়া দিয়া সন্ধ্যাগম সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে যেন সুপ্তির সুনিবিড় নীরবতায় শান্তিদেবী বিরাজ করিতে লাগিলেন, নীরবে চাহিয়া থাকিলে চিত্ত যেন সংসারের তাপ দাহ ভুলিয়া জুড়াইয়া যায়।

উভয়ে অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। পুষ্পমিত্র অমিতার জন্য আন্তরিক দুঃখিত। তিনি সেই সরলা রাজবালার সর্ব্বনাশের হেতু সে জন্য তিনি যথার্থই অনুতপ্ত। তিনি বলিয়াছেন,—'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিব। তোমার সখীর স্বামীকে যদি তোমার স্বামী সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ করিতে না পারে তবে তুমি তাকে কোন দিন বিশ্বাস করিও না।' গভীর সুখে শুক্লা মনে মনে বলিয়াছে,—'আমার স্বামীর মত এমন স্বামী এ জগতে কোন নারীর ভাগ্যে কখনও কি মিলিয়াছে? আমার মত অযোগ্যার এই দেবতুল্য স্বামী এ যে ধারণা করিতে পারা যায় না!'

যখন কোন গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে যুবরাজ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত কিছু-ক্ষণের জন্য পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া কুঞ্জ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখনও

আত্ম-স্বপ্নে বিভোরচিত্তা শুক্লা তন্ময়চিত্তে সেই পূর্ব্বালোচিত কথাই ভাবিতেছিল। মনে মনে তোলাপাড়া করিতে ছিল, যেমন গভীর ইঁহার প্রেম তেমনই উদার মহৎ হৃদয়। এ হৃদয়ে স্থান লাভের বিনিময়ে স্বর্গও অতি তুচ্ছ! হায়—ইঁহার অন্তরৈশ্বর্য্যের একটি কণাও যদি বসন্তশ্রীতে থাকিত!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

He started up with more of fear
Than if an armed foe were near.
God of my fathers! What is here?
Who art thou?

—*Byron.*

সেই রাজ্যোদ্যানের অপর পার্শ্বে এক বিচিত্র সৌধে যুবরাজ-অতিথি কোশলের মহাসেনানায়কের বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে পুরী ও রাজপুরী সমতুল্য সুসজ্জিত এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমাবেশে ঐশ্বর্য্যময়ী। সেই সুরম্য সৌধমধ্যে একটি কক্ষে মহাসেনাপতি এবং সুদক্ষিণা দাঁড়াইয়াছিলেন। কক্ষ তখন আলোকান্ধকারের মধুর মিলনালোকে উদ্ভাসিত। পশ্চিমের বাতায়ন পথে অস্তগমনোন্মুখ তপনের একটা সুলোহিত রশ্মি বাতায়ন সমীপে অবস্থিতা সুদক্ষিণার যৌবন মাধুরী যুক্ত মুখে যেন আবীর মাখাইয়া দিয়াছিল। তাহার অনাড়ম্বর বেশভূষায় তাহাকে নবীনা ভিক্ষুণী মনে হইলেও সে মুখের শান্ত নম্র সৌন্দর্য্য যেন ইহলোকের নয় বলিয়া ভ্রম জন্মে। অম্বরীষের এতদিন পরে সহসা আজ মনে হইল এমন একখানি মুখ বুঝি সে জীবনে আর কখন প্রত্যক্ষ করে নাই! সে একটু বিস্ময়ের সহিত চাহিল। কিছুক্ষণ সেই যৌবন তরঙ্গায়িত রূপোন্মেষ, সেই আগুলফলম্বিত ঘন মেঘজাল সদৃশ কেশরাশি পলক-হীন নিস্পন্দনয়নে চাহিয়া দেখিবার পর তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। হৃদয় যেন একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিল,—হয় এই মায়াময়ীর মোহপাশে আপনাকে বাঁধিয়া দাও, নতুবা ইহাকে নিকট হইতে শীঘ্র অপসৃত কর। ওই মরকতপ্রভ মৌন অধরপুট দুটি না জানি নীরবে কি যে বশীকরণ মন্ত্রপাঠ করে, এই অনুতাপহীন আত্মবিশ্বাসী দ্রঢ়িষ্ঠ হৃদয় তাহারই

প্রভাবে যেন কোন এক অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া যায়! এ কুহকিনী এই কুহকমন্ত্রে আচ্ছন্ন করিয়াই বুঝি তাহার গোপন প্রতিহিংসা বৃত্তি কে চরিতার্থ করিবে?

সেনাপতি যতক্ষণ বিমনা ভাবে এই সকল কথা ভাবিতেছিলেন, ততক্ষণে সুদক্ষিণা নিজের ভূমি সংবদ্ধ শান্ত দৃষ্টি উত্তোলিত করিয়া সুধীরকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"আমার কিছু ভিক্ষা আছে।"

"কি চাও?"

"স্মরণ রাখবেন ক্ষমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন এ জগতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই।"

"একথা কেন সুদক্ষিণা?"

"যদি কোন সময় এর অর্থ বোধ করেন তখনই স্মরণ করবেন,—ক্ষমাশীলের হৃদয় শান্তিদেবীর বিশ্রামাগার। ক্ষান্তি পারমিতা সম্পাদন করে এ জীবনকে সফল করুন।"

সেনাপতি আবাব কতক্ষণ গভীব বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পবে আপনার হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সুদক্ষিণাব অতি ক্ষুদ্র পদ্মপাণি ধাবণ করিয়া আবেগ বিকম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—সুদক্ষিণা!"

সুদক্ষিণা সহসা উত্তর দিতে পারিল না। তাহার প্রশান্ত নেত্র তারকা অকস্মাৎ অশ্রুআবিলতায় অন্ধ হইয়া আসিল। এই স্পর্শে অসংবরণীয় মানস-বিদ্রোহের যৎসামান্য ক্ষণস্থায়ী একটা তরঙ্গ বহিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার তাহা শান্ত হইয়া গেল, সংযত চিত্তে উহা স্থাযী হইতে পারিল না।

"সুদক্ষিণা। বুঝেছি, তোমার ব্রত এই 'ক্ষান্তি পারমিতা'! তাই তোমার এই এত বড মহাবৈরীকেও তুমি ক্ষমা করতে পেরেছ। 'ক্ষমাশীলের হৃদয় যে শান্তিদেবীর বিশ্রামাগার'—তোমায় অহোরাত্র চোখে দেখে কে তা' অবিশ্বাস করতে পারে? কিন্তু, দেবি। একথাও স্থির জেনো, এ জগতে সবাই দেবতা নয়! ক্ষমা সর্ব্ব ধর্ম্মের সার হতে পারে, ক্ষমাশীলের শান্তিও আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তথাপি আশৈশব আমার ধর্ম্ম যে আমায় এর বিপরীত শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্র ধর্ম্মই আমার নিজ ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম পৌরুষের,—জডত্বের নয়।"

নীলেন্দীবর তুল্য যুগল নেত্র আবার অতি ধীরে উত্তোলিত করিয়া সেই নীরব তপস্যাপরায়ণা কিশোরী আজ আবাব কি উদ্দেশ্যে বলা কঠিন প্রভু বাক্যের প্রতিরোধ করিয়া ধীর স্বরে কহিল,—"ক্ষাত্রধর্ম্ম তো ক্ষমার বিরোধী নয়,—প্রভু। মিনতি করি, অতীত বিস্মৃত হউন, ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন, একমাত্র তা'তেই আপনার সকল অশান্তি দূর হবে।"

অম্বরীষের সুঠাম বীরমূর্ত্তি আভ্যন্তরিক অগ্ন্যুৎপাতে সহসা যেন অগ্নিময়

হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। দৃপ্ততেজে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"কি বলছ তুমি সুদক্ষিণা! অতীত ভুলবো? তবে ভবিষ্যৎই বা আমার কোথায়? আমার অনাগত যে আমার বিগতেরই ভিত্তির উপর বিরচিত। অতীতকে বিদায় দিলে ভবিষ্যৎকেও যে সেই সঙ্গে সঙ্গেই ধূলায় লুটিয়ে দিতে হয়!—যে সংকল্পের জন্য প্রথম জীবনের সমুদয় সুখ-সৌভাগ্য,—যার জন্য করতলায়ত্ত অতুল সুখ-ঐশ্বর্য্য, অপ্রতিহত রাজসম্মান, স্নেহ প্রেম, আশা আনন্দ, এমন কি,—শান্তিময়ী তোমাকে পর্য্যন্ত নেত্র কোণে চেয়ে দেখি নি, যে সংকল্প শোণিতপায়ী জীবের মত অহোরহঃ হৃদয়শোণিত আমার শুষে নিয়েছে বলে আজ যে অম্বরীষ সমগ্র উত্তরাপথের একছত্রা ছত্রপতি হতে পারতো, হয়ত যে অম্বরীষের শাসন দণ্ডতলে আসমুদ্র হিমাচল,—সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তও একদিন একীকৃত হ'ত, সেই অম্বরীষ এই ভগ্নহৃদয় নিরানন্দ দাসবৃত্ত ক্ষুদ্র অম্বরীষ,—সেই মহা সংকল্পকে আজ এতদিন পরে পরিত্যাগ করে, নারী ও দুর্ব্বলের অসহায় অবলম্বন আশ্রয়ে আত্ম প্রশান্তিলাভ করতে বল?—সহজে ভীরুস্বভাবা ক্ষুদ্রা নারী তুমি, পুরুষের এই জীবনোৎসর্গ-কারী মহাব্রতের তুমি কি বুঝবে? নিষ্ফল প্রণয়ের তীব্র অভিশাপে হৃদয় তো তোমার পাষাণ হয়ে যায় নি, অবিচারের মৃত্যু-ভীষণ তুষানলে তুমি কি জীবনে কখন পলে পলে তিলে তিলে গুমে গুমে পুড়েছ? সমস্ত অন্তঃকরণের সার-সম্ভৃত পূজার পুষ্পাঞ্জলি চরণে বিমর্দ্দিত করে তোমার মাঝখানে চির আরাধনার একমাত্র দেবতা কি তোমার ও তার প্রতিজ্ঞার পাষাণ প্রাকার তুলে ধরেছে? তুমি কেন ক্ষমার কথা বলবে না! সমুদ্রবক্ষের অশান্ত ঝটিকাকল্লোলে তোমার হৃদয় প্রাণ তো সুদীর্ঘ দিবা ধরে বর্ষে'র পর বর্ষ, মাসের পর মাস, দিনের পর রাত্রি,—অহর্নিশি আর্ত্ত-আবেগে ফেটে যেতে চেয়ে মরণ-কান্না কাঁদে নি,—তুমি ক্ষমার কথা কেন বলবে না সুদক্ষিণা?"

সুদক্ষিণা নিরুত্তর রহিল। যে অন্ধ অতি সহজ সত্যের আলোক দেখিয়াও দেখিতে পায় না তাহাকে কে তা' দেখাইবে? একথার উত্তর কি তাহার পক্ষে কিছুই দিবার ছিল না? এ কথা কি তার বলিবার ছিল না—যে, হে বীর! হে ক্ষাত্রধর্ম্মের সুযোগ্য উপাসক! সহজে দুর্ব্বলা নারীর পক্ষে যাহা সহজ-ক্ষম, এই বীরচিত্তে কি সেইটুকু সহ্য শক্তিও তোমার পড়িয়া নাই? যে অবস্থার কথা দৃপ্ত অহঙ্কারে আজ তুমি আমায় বর্ণনা করিয়া বলিতেছ, তদপেক্ষাও অধিকতর,—নারীর পক্ষে যাহা সহনাতীত,—ধারণাতীত, ঠিক তেমনি এক অকথ্য লজ্জাস্কর নিষ্ঠুর অবস্থায় কি এই তুমিই এই অসহায়া অভাগিনী নারীকে একদিন নির্ম্মম

কঠোর হস্তে টানিয়া আন নাই ? সে যে তোমার মত পৌরুষকে তুচ্ছ করিয়া ক্ষমার আশ্রয় লইয়াছে ইহাকে তুমি ভীরুতা দোষারোপ করিতে হয় করিয়া তৃপ্ত হও, বস্তুত ক্ষমার অপেক্ষা অধিকতর পৌরুষ প্রতিশোধের মধ্যে নাই।

তখন তাহাকে বাধ্য-বিমুখ দেখিয়া অম্বরীষ তাহাকে একান্ত দুঃখিত বিবেচনায় মনে মনে ঈষৎ লজ্জানুভব করিলেন। ক্ষণকাল নীরবে তাহার সেই চির অপরিবর্ত্তিত গঠিতবৎ প্রশান্তমুখ সেই স্বর্ণাভ রক্তরাগের মধ্যে স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ানুভবের সহিত প্রশংসমান কণ্ঠে পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন,—"যখন তোমায় দেখি, মনে হয় তুমি বড় সুখী,—অথচ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে আমরা উভয়েই প্রায় সমাবস্থ,—বরং নারী তুমি, এ হিসাবে তোমার অবস্থা ধরিতে গেলে সমধিকই শোচনীয়, কিন্তু তুমি তো তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিও চির-জীবনের জীবনাধিক প্রিয়তম প্রেম পাত্রদের দ্বারায় এ অবস্থাপন্না হও নি! প্রাণোৎসর্গ ভালবাসার বিনিময়ে তোমার মুখে তোমার প্রেমপাত্র তো স্বহস্তে কালকুট তুলে ধরে নি!—উঃ কাহাকে—কাহাদের তুমি ক্ষমা করতে বলো সুদক্ষিণা! তোমার ব্রত তুমি স্বচ্ছন্দে পালন কর, তোমার পুণ্য তোমার স্বর্গ অক্ষয়া হোক, স্বর্গ মোক্ষ আমার কাম্য নয়,—এই পৃথিবীই আমার সব।"

এই বলিয়া সেই অদ্ভুতকর্ম্মা যুবক তাঁর অন্তরের নিভৃত কন্দরে সংগোপনে লুক্কায়িত আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক সুদীর্ঘতর তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন,—"ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা পালনই তার পক্ষে একমাত্র ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম পালন সামর্থ্য ধরেও যে এত দিন শত সহস্রবার অগ্রসর মুখে পশ্চাৎপদ হয়েছি এতে আমি নিজেই বিস্মিত!—কেন? কে বলবে? এ দ্বিধা কা'র জন্য,—কে জানে? বুঝতে পারি না। বুঝি সব ভোলা যায়, শুধু শৈশব-জীবনের জীবনীধারা যে বক্ষতল দান করেছে, তার স্মৃতি সপ্ত-সমুদ্রের লবণাম্বুরাশি ঢেলেও ধৌত করা যায় না! অথবা—সর্ব্বজন সুবিদিত কঠোরান্তঃকরণ মহানায়ক ও সেনাপতি কি ভাবিয়া এই স্থলেই থামিয়া গেলেন, কি ভাবিয়া এ আলোচনা মধ্যপথে বন্ধ রাখিয়া সহসা অপ্রয়োজনেও চেষ্টা-কল্পিত উচ্চহাস্যের সহিত কহিয়া উঠিলেন,—"এমন সুন্দর অপরাহ্ণ মিথ্যা অ-ফলা আলোচনায় অপব্যয় করে না সুদক্ষিণা! তোমার সন্ধ্যা উপাসনাদি সম্পন্ন করতে যাও। দেবগণ অথবা তোমার উপাসিত দেব-পাদীয় শাক্যসিংহ—কে তা তুমিই জানো, তোমার পরে সুপ্রসন্ন হবেন। আমিও ততক্ষণ উদ্যান ভ্রমণ করে আসি।"

কনকরঞ্জিত নীল সমুদ্র মধ্যে অস্তমান-রবি ডুবিয়া গেলেন। উদ্যানস্থ

কৃত্রিম পর্ব্বত গাত্র ও বৃহৎ অটবী হইতে ছায়াপুঞ্জ ধরাতলে নামিয়া আসিল। মন্দানিল সংস্পর্শে তরুপল্লব ঈষৎ কম্পিত ও তৃণপুঞ্জ ঈষন্নমিত হইয়া বিষাদ-মধুর মর্ম্মর ধ্বনি করিতে লাগিল। পাপিয়ার উন্মাদকর সংগীত যেন দীর্ঘ-বিরহ-সন্তাপিত-চিত্ত প্রেমিকের বিরহবেদনাযুক্ত দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় সেই নির্জ্জন কানন-ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া রহিল,—পিউ কাঁহা? পিউ কাঁহা? পিউ কাঁহা?

জলপ্রপাতের কল শব্দে অতি মৃদু মৃদু গুঞ্জন তান লতা বিতানের অভ্যন্তর-ভাগ হইতে শ্রুত হইল,—'উপাসিনী তোমারই প্রেমের আমি রূপসী তোমারই রূপে—' কোন রাজকুল ললনা আপন মনে মৃদু গুঞ্জনে বড় সুখের গীত গাহিতে গাহিতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। তাহার শুভ্র চরণ দুইখানি হরিৎ পত্রাভ্যন্তর হইতে কোশল-সেনাপতির নেত্রে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অপসৃত হইতে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে সেই পুষ্পচযন নিরতা নারী সেই সুখ-সংগীতের দ্বিতীয় চরণ দুটি কণ্ঠে লইয়া কুঞ্জগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের সারভূত সমুজ্জ্বল রত্ন ও মুক্তা খচিত ললাটিকা ভূষিতা সেই নারীমূর্ত্তির পানে বাবেক চাহিয়া সহসাই চির নির্ভীক ও অমিত বিক্রম কোশল-সেনাপতি যেন প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে অচল হইয়া গেলেন।—আর তাঁর সম্মুখস্থ রূপযৌবনের ভারে অবনতাংগী বিকশিত শতদল সদৃশী বিধাতার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আদর্শস্বরূপিণী সেই নারী? আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাতে এক নিমেষে প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শবদেহ যেমন পূর্ব্বাবস্থ থাকিয়া তারপর মৃত্তিকায় পতিত হয় ঠিক সেই প্রকার প্রাণহীনাবৎ সেই রমণী সেই সহসা দৃষ্ট পুরুষমূর্ত্তির দিকে পলক শূন্য নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ইহার দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আত্মসম্বৃত সেনাপতি বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন,—"শুক্লা!"

তখন মহাতঙ্কে আতঙ্কিতা শুক্লার মুখ হইতেও মৃদু কম্পিতস্বরে অস্ফুটে উচ্চারিত হইল,—কুমার ইন্দ্রজিৎ!"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Hark! to the hurried question of Despair:
"Where is my child?" an echo answers—"Where?".

—*Byron.*

"আমার সমস্ত জীবনটাই অনন্ত দুঃখে কাটিয়া গেল। জীবনের প্রথম প্রভাতে সেই যে মহাপাপ করেছিলাম তারই বুঝি এই জীবন কালব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত। সুপ্রিয়া! বুঝেছি, তোমার ব্যথিত নিশ্বাসই এ রাজ্যের সর্ব্বনাশ করেছে। বুঝি তোমার অভিশাপেই আজ আমার এ দুর্গতি। তোমায় বড় অনাদর করেছিলাম, কোথায় কি অবস্থায় তোমার প্রাণ গেল তাও অনুসন্ধান করি নি। মৃত্যুকালে তুমি হয়ত কত যন্ত্রণাই সহ্য করেছ। মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কতই না অশ্রুপাত করেছিলে, সেই অশ্রুই দেবগড়ের উপর বন্যাধারার মত দুঃখের প্লাবন এনে দিয়েছে সে আমি বুঝেছি, কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? উপায় যখন ছিল তখন তো এ জ্ঞান হয় নি, বুঝি তা' হয় না।"

চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত গৃহোদ্যানে বিনিদ্র নৃপতি চিন্তাকুল অস্থির চিত্তে একাকী পরিক্রমণ করিতেছিলেন। শয়ন-কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি মহিষী অরুন্ধতী দেবী নিদ্রিতা। গবাক্ষ মুক্ত। সেই গবাক্ষ পথে চন্দ্রকিরণ প্রবিষ্ট হইয়া রাজরাণীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখে নিপতিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় মহিমময় শোভা বিস্তার করিয়াছিল। রাণীর শান্ত মুখে গভীর বিষাদের ঘন ছায়া, সে ছায়া নিদ্রিতা-বস্থাতেও অপসারিত হয় নাই। নেত্রপ্রান্তে একবিন্দু বিষাদাশ্রু।

রাণী ঘুমাইলেন, রাজার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। বারেক মহিষীর মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর উঠিয়া প্রাণের জ্বালায় উদ্যানে বাহির হইয়া পড়িলেন! কতবারই এমন হইয়াছে। এ মুখ কত সুবিমল চন্দ্রালোকে, কত শ্যামলা সন্ধ্যায়, কত রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে এই দীর্ঘ দ্বাবিংশ বর্ষ ধরিয়া দিবা নিশিই তো দেখিতেছেন, ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তো এমন হয় নাই! আজ এই প্রসুপ্ত বিষাদিত মুখ একখানি অর্দ্ধ-বিস্মৃত সকরুণ মুখচ্ছবি স্মরণ করাইয়া দিল। সেই শেষ দেখা। আজ এই দীর্ঘ দিবস পরে বুঝি সে মুখের স্মৃতি রাজার ব্যথিত প্রাণটাকে বড় অস্থির বড়ই কাতর করিল। সুখের দিন যাহাকে মন হইতে দূরে ঠেলিয়াছিল, দুঃখের দিনে সে তার সমস্ত

স্থানটা অধিকার করিয়া মনের মধ্যে অনুতাপের অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে। আজ সে জ্বালা বড় বেশি অসহ্য হইল। ভূপতি তখন দুই হস্ত অঞ্জলীবদ্ধ করিয়া সকাতরে বলিতে লাগিলেন,—"সুপ্রিয়া! দেবী তুমি, নিশ্চিন্ত আজ তুমি তুষিতাদি প্রধান স্বর্গলোকে বিরাজিতা, আমার এ সকাতর নিবেদন শুনিতেছ কি? তোমার প্রতি ঘোর অন্যায় করেছি, সেই পাপেই আজ আমার এ দুর্গতি। দেবি! তুমি এইবার প্রসন্না হও! আমার আর কিছুই তো বাকি নেই, শুধু এই স্নেহের পুতুলী অমিতা আছে, তুমি তার পর হতে কোপদৃষ্টি সংবরণ করে নাও। সুপ্রিয়া! কৃপা করো, সুপ্রিয়া!"

বুঝি রাজার সে আকুল আহ্বান পতিব্রতা শুনিতে পাইয়াছিলেন। সহসা রাজার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল,— "মহারাজ! দুঃখিনীর গচ্ছিত ধন কোথায় রেখেছেন? দুঃখিনীর ধন দুঃখিনীকে ফিরাইয়া দিন।"

স্বপ্ন-শ্রুত সংগীতধ্বনির মত সে স্বর! বংশীরবমুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় রাজা সে স্বর শ্রবণে চমকিয়া মুখ ফিরাইলেন, দেখিলেন অদূরে—পীতবাস ধারিণী ভিক্ষু নারী। সে রমণী ইচ্ছা করিয়াই যেন পার্ব্বণ-বিধুর সমুজ্জল আলোকাচ্ছটা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিযাছে।

এ অসময়ে পুষ্পোদ্যানে ভিক্ষুণী দর্শনে রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাব সংগোপন করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"ভগবতি! অসময়ে আগমনের হেতু কি প্রকাশ করে বলুন। আপনার গচ্ছিত ধন কে অপহরণ করেছে? নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং আপনার ধন আপনি নিশ্চিত প্রাপ্ত হবেন।"

"মহারাজ! অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম ক্ষমা করবেন। আমার যে ধন আমি বহু পূর্ব্বে পরিত্যাগ করেছিলাম আজ এই দীর্ঘ কালান্তরে আবার তাকে দেখতে এসেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রাজপুরীতে কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। হয়তো আমি তাকে চিনতে পারি নাই। সে যখন নিতান্ত শিশু তাকে অঙ্কচ্যুত করেছিলেম, এতদিন পরে কেমন করেই বা চিনব? তার বাম বাহুমধ্যে এক ত্রিপত্রাকৃতি রক্তবর্ণ চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, সে চিহ্ন কোনদিনই মুছবার নয়, ভরসা ছিল এই চিহ্ন দেখে আমার পরিত্যক্ত শিশু আমি চিরদিন পরেও চিনে নিতে পারবো, কিন্তু সে চিহ্ন তো কোথাও দেখলাম না,— মহারাজ! সে কি তবে বেঁচে নেই?"

হর্ষ-বিস্ময়ে রাজা ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"দেবি! তবে কি আপনি শুক্লা-জননী? অত্যন্ত শিশুকালে সে এই পুরী দ্বারে পড়ে ছিল। কে' আপনি? আপনাকে কখন ত দেখি নাই, কিন্তু—কিন্তু ও স্বর যে আমার বড় পরিচিত! জানি না ও কণ্ঠস্বর কবে কোথায় কতদিন পূর্ব্বে শুনেছিলাম। স্বপ্নে কি জাগরণে তাও স্মরণ হয় না, কিন্তু আমার মর্ম্মের মধ্যে যেন তা' বিঁধে আছে!"

ভিক্ষুণী রাজার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন,—সে-ই তবে আমার কন্যা মহারাজ! কোথায় সে, দয়া করে বলুন সে কোথায়? একবার,—একবার মাত্র তাকে দেখে জন্মের মতই চলে যাব। ভেবেছিলাম, আর দেখবো না, যা পরিত্যাগ করেছি, তা আর ফিরে কুড়ান কেন, কিন্তু হায়! মায়ের প্রাণ কত সহ্য করতে পারে? সব ছেড়েছি কিন্তু এইটুকুই যে পারিনি। মহারাজ! এ মায়া আজও আমি ত্যাগ করতে পারিনি। বৃথাই এ সারা জীবন ধরে সাধনা করলাম। চতুরার্য্য সত্যের তত্ত্ব শিক্ষা মাত্রই সার হল, শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের অধিকারিণী হ'লাম কই? বুঝি এই জন্যই ভগবান বলেছিলেন, 'তুমি শত বন্ধনে জড়িতা।"

ভিক্ষুণী মনের উচ্ছ্বাসে মনভাব ব্যক্ত করিলে নৃপতি সমধিক বিস্ময়ানুভব করিলেন, দারুণ সন্দেহে তাহাকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি! আপনার কন্যার জন্য আপনি চিন্তিতা হবেন না, যদিও গোপন কথা,—তথাপি আপনাকে অবিশ্বাস করবার কারণ দেখি না, সে কন্যা এখন উত্তরাপথের সম্মানিতা যুবরাজ্ঞী। কিন্তু, আপনি কে বলুন? যে দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে মরে গিয়েছে—আপনি তার রূপ ধরে কেন এসেছেন? সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া!—না না তুমি সুপ্রিয়ার ছায়া কিম্বা হয়ত তার অশরীরী মূর্ত্তি!"—বলিতে বলিতে সুরজিৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভিক্ষুণীর পাদমূলে পতিত হইলেন। তখন সেই তাপসী বড় ব্যস্ত হইয়া রাজাকে ধরিয়া তুলিল। তাঁর মস্তক সযত্নে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক কাষায়াঞ্চলে তাঁহাকে বীজন করিতে করিতে মৃদুস্বরে ডাকিল,—"মহারাজ! মহারাজ!"

রাজার চৈতন্যসঞ্চার হইল। তিনি অল্পক্ষণ পরেই চাহিয়া দেখিলেন কে তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতেছে, রাজা ডাকিলেন,—"অরুন্ধতি!"

মধুর স্বরে উত্তর হইল,—"আমি ভিক্ষুণী।"

"ভিক্ষুণী!"—আবার সেই কণ্ঠ! আত্মবিস্মৃত সুরজিৎ সবেগে উঠিয়া বসিয়া

নিমেষ মধ্যে সেই অপরূপ রূপবতী প্রৌঢ়া ভিক্ষুণীর আনত মুখ দুইহাতে তুলিয়া ধরিলেন, দেখিলেন—নশ্বর পদার্থ মাত্রেই বিতৃষ্ণ-চিত্তা বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপাসিকা সংসার-ত্যাগিনীর গণ্ডপ্রবাহী অশ্রুধারায় মুখের বিভূতিপ্রলেপ ধৌত হইয়া গিয়াছে, আর সে মুখ কা'র?—তখন দুই হস্তে ভিক্ষুনারীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাজা বলিলেন,—"হয় আবার আমি উন্মাদ হয়েছি, না হয় তুমি সুপ্রিয়া। প্রাণময়ী হও, অথবা সুরালোক বিহারিণী দেবীই হও, তুমি সুপ্রিয়া! শতযুগ অতীত হলেও এ মুখ ভুলিবার নয়,—তুমি সুপ্রিয়া!

কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে ইন্দ্রিয় গ্রাম অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, বিঘূর্ণিত মস্তকে সুরজিৎ ভিক্ষুণীর স্কন্ধে মস্তক ভার নিজেরও অজ্ঞাতে রক্ষা করিলেন। আর ভিক্ষুণী? ভিক্ষুণীরও তখন শরীরে যেন সংজ্ঞা ছিল না। সে রমণীও নিশ্চেষ্ট পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় রাজার আলিঙ্গনে নিবদ্ধ থাকিয়া নীরবে অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল। এই কি তার এই দীর্ঘ দিনের তপঃ সাধনার ফল? কিন্তু হায়, সে যে নারী,—নারী কি কখন নারীত্বকে বিসর্জ্জন দিতে পারে? যার জন্য সর্ব্বত্যাগিণী হইয়াছে তাঁকে কি ত্যাগ করা যায়? তা সে যতদিনের অদর্শনই হোক।

এমনি করিয়া কিছুক্ষণ গত হইলে সহসা ভিক্ষুণী সচেতন হইয়া উঠিয়া তড়িৎবেগে রাজার শিথিল আলিঙ্গন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া লইয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিয়া উঠিল,—"হায়রে অদম্য হৃদয়!"—

রাজার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বললেন মহারাজ? সে এখন শ্রাবস্তির যুবরাজ্ঞী? বিধিলিপি তবে পূর্ণ হতেই চল্লো!"

নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলে প্রথমটা স্বপ্নকেও বাস্তব মনে হয়। রাজারও তেমনি তখনও স্বপ্নঘোর টুটে নাই! তিনি বিস্মিত ভীত ও কাতর নেত্রে সেই আশ্চর্য্য-আগন্তুকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁর অন্তরে কত ভাবের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছিল, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বহুক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া আবার আত্মগতই কহিলেন,—"সেই সব, শুধু সময়ের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত মাত্র! এ মুখ যে বজ্রানল দিয়ে আঁকা! হায় সুপ্রিয়া! এতদিন পরে এ কি ছলনা? আমি তোমার নিকট ঘোর অপরাধী, তথাপি আমি তোমার স্বামী, তুমি ত দেখছ কত যন্ত্রণা পাচ্ছি, আর আমায় তুমি যন্ত্রণা দিও না। তোমার সন্তানকে দেখিনি, তাই আমার স্নেহাধার আজ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হচ্ছে! আমিও এ দীর্ঘ জীবনে বড় কম যন্ত্রণা ভোগ করছি নয় সুপ্রিয়া!

আর আমায় তুমি কণ্ট দিও না, তোমার পায়ে ধরি, তোমার এই ছায়ামূর্ত্তি অপসারিত করো—”

রাজা সত্য সত্যই ভিক্ষুণীর পদতলে পতিত হইলেন। তখন ব্যস্ত হইয়া তাপসী দূরে সরিয়া গেল, রাজার পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া বলিল,—“কি করছেন মহারাজ! কেন আমায় নরকে নিক্ষেপ করছেন, যদি এসেইছি তবে আর লুকাব না, সত্যই আমি আপনার সেই অভাগী সুপ্রিয়া। এ আমার ছায়ামূর্ত্তি নয় জীবিত দেহ,—আমি মরিনি।”

“সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া! তুমি বেঁচে আছ? কেন তবে এতদিন লুকিয়ে ছিলে? কেন আমায় দেখা দাওনি?—বলিতে বলিতে রাজার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল!

বাস্তবিকই তিনি আজ সুপ্রিয়াকে জীবিত জানিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইয়াছিলেন। দরিদ্রা সুপ্রিয়াকে প্রথম যৌবনের মোহবশে যখন গোপনে বিবাহ করেন, তখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখেন নাই, কিন্তু পরে যখন মন হইতে রূপের নেশা ছুটিয়া গেল যখন তাঁর চিত্ত প্রেম ভোগাপেক্ষা ঐশ্বর্য্য ভোগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিল, তখন তিনি বুঝিলেন তিনি স্বেচ্ছায় কণ্ঠে ফণীহার ধারণ করিয়াছেন। যাহা তাঁর অবশ্য প্রাপ্য তাহা তাঁর নিজ কর্ম্মদোষেই হস্তচ্যুত হইতে বসিয়াছে। শাক্যেতর-বংশীয়া এই দরিদ্রা নারীকে বিবাহ করিয়া এ বিপুল ধনৈশ্বর্য্য হইতে তিনি আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শাক্য বংশের চিরপদ্ধতি শাক্যবংশ ব্যতীত বিবাহে সামাজিক সম্মান ও রাজ্যাধিকার বিনষ্ট হয়। সুরজিৎ বিষাদ সমুদ্রে ভাসমান রহিলেন। তাঁর মনের অশান্তি তাঁহাকে জ্বালাইয়া সেই দুর্ভাগা নারীর উপরেই নিপতিত হইল। বিতৃষ্ণায় ক্রমশ হৃদয়ও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এখন আর সুপ্রিয়ার নিকট যাতায়াত করাই ঘটিয়া উঠে না।

এদিকে রাজমাতা সকল সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। ক্রোধে ক্ষোভে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে ডাকাইয়া সত্যাসত্য নিরূপণ করিলেন। যুবক নৃপতি মাতার ভয়ে কিছুই অস্বীকার করিতে পারিলেন না। শুনিয়া রাজমাতা পুত্রকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন এবং পরিশেষে তিনি তাঁহাকে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ নিষেধ করিয়া দিলেন। যদিও রাজা সুপ্রিয়ার প্রতি মনে মনে প্রসন্ন নহেন, যদিও তাহার সঙ্গ এক্ষণে তাঁর বিসতুল্য বোধ হইত, কিন্তু তিনি তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতেও চাহেন নাই, সুপ্রিয়া তাঁর সিংহাসনের

কণ্টক, সেইহেতু সুপ্রিয়া তাঁর যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এ অপরাধে অপরাধিনী সে তো নয়, তিনি নিজেই অপরাধী। তাই মায়ের আদেশে অভাগিনীর প্রতি ঈষৎ করুণা হইল, গোপনে তাহার কুটীরে গমন করিলেন। দেখিলেন রোগশয্যা শায়িত অতি শীর্ণকায় শিশুর পার্শ্বে দুঃখিনী সুপ্রিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্তা হইতেছে। রাজাকে দেখিয়া সে আর হৃদয়াবেগ প্রশমিত করিতে পারিল না, অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজাও দুঃখিত হইলেন, আশ্বাস দিলেন। অভাগিনী চক্ষু মুছিল। রাজা স্তোক বাক্যে ভুলাইলেন, বলিলেন, রাজকার্য্যের জন্য আসিতে পারেন না। সে সকল কষ্টই বিস্মৃত হইল। সন্তানটির পীড়া, সে আবার চক্ষু মুছিল। তার ঘোর দারিদ্র্য সে স্বামীকে জানাইতে পারিল না। যাঁর সর্ব্বস্বের অধিকারিণী সে তাঁরই কাছে একমুঠি অন্ন ভিক্ষা? তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! রাজা আপন চিন্তায় মগ্ন, এ সব তুচ্ছ কথা তাঁর স্মরণেও আসে না। তিনি বৃথা আশ্বাসে তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আসিলেন মাত্র, ইচ্ছা থাকিলেও মাতৃ-আদেশ ও তাঁর বিপদ বার্ত্তা মর্ম্মপীড়িতাকে প্রদান করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহা অপ্রকাশও ছিল না, সুপ্রিয়া সবই বুঝিয়াছিল।

ইহার পর এক মাস গত হইল, এই দীর্ঘকাল মধ্যে একবারও রাজা পত্নী বা নিজ সন্তানের সংবাদ পর্য্যন্ত লইলেন না। একদিন সহসা কর্ত্তব্যবোধের উদয় হইলে তাদের কুটিরে গিয়া দেখিলেন সে কুটির শূন্য পড়িয়া আছে। একমাত্র প্রতিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, অভাগিনী সুপ্রিয়া সন্তান সহিত উন্মাদিনী হইয়া রোহিণী-গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে।

সুপ্রিয়া মরিয়াছে—তাঁর সিংহাসনের পথ মুক্ত, কিন্তু এ সংবাদে রাজার মন একান্ত বিচলিত হইল। তিনি সেই ভগ্নকুটিরে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া অতীতের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সেই প্রথম সাক্ষাৎ! সেও এই পার্ব্বত্য উপত্যকায়। সে তার রুগ্না অন্ধ জননীর জন্য সামান্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছিল, মৃগয়াক্লান্ত রাজা দ্বারে আসিয়া জল চাহিলেন, মাতা অন্ধ শয্যাশ্রয়ী, কিশোরী কুমারী ছিন্ন পরিধেয়ে অঙ্গাবরণ পূর্ব্বক মৃন্ময় পাত্রে জল আনিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বুঝি তরুণ কন্দর্পের ন্যায় দিব্যকান্তি মহামূল্য পরিচ্ছদধারী পুরুষের হস্তে মৃন্ময়পাত্র প্রদান করিতে মনে মনে কুণ্ঠানুভব করিতেছিল। রাজা তাহা বুঝিলেন; হাসিয়া সুন্দরীর হস্ত হইতে পাত্র

গ্রহণ করিয়া জলপান পূর্ব্বক বলিলেন,—"কি সুস্বাদু শীতল জল! এ আর বিচিত্র কি, এমন হস্তে জল যদি না শীতল হবে, তবে হবে কোথায়?" সে কথা রাজার বারে বারেই স্মরণ হইল। তারপর যখন সুরজিৎ রাজার একজন ক্ষুদ্র সৈন্যাধ্যক্ষ পরিচয়ে তাদের কুটিরে যাওয়া আসা ও অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন, সেই দরিদ্রা নারী বা সে দান গ্রহণ করিতে চাহে নাই, সেই নির্লোভ স্বভাব তাঁহাকে তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট করিয়া ছিল,—সে কথা স্মরণে আসিল। যেদিন নৃপতি তাহাকে হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ প্রেম নিবেদন করেন, সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল! বিমুগ্ধ রাজা যেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া হাত ধরিতে গেলেন, হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—"বিবাহ না করলে আপনি আমার ছায়াও স্পর্শ করতে পার্ব্বেন না, স্থির জানবেন।" সেই তেজোদৃপ্তা গরীয়সী মূর্ত্তি রাজার আজ আবার মনে পড়িল।

আর একদিনের কথা,—যখন সে তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিল, তখন সে কি নিদারুণ আতঙ্কে কি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সে শত হস্ত দূরে সরিয়া গিয়া মর্ম্মবিদারী হতাশয় বলিয়া উঠিয়াছিল,—"তবেই আমার সকল আশার মৃত্যু হ'ল!"

সে সব কথা ফিরিয়া ফিরিয়া রাজার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি জীবিতে যাহাকে ফিরিয়াও চাহেন নাই, তাহার উদ্দেশ্যে অসংবরণীয় অসহ্য ব্যথায় আকুল হইয়া কতক্ষণই রোদন করিলেন। সুপ্রিয়ার মৃত্যুর হেতু যে তিনিই, ইহা ভাবিয়া মনের মধ্যে বড়ই অনুতপ্ত হইয়া রহিলেন। বাহিরে অতি সহজেই সমস্ত গোল মিটিয়া গেল!

তারপর সুপ্রিয়ার স্মৃতি স্বপ্নের ন্যায় কখন স্মরণে আসিত মাত্র,—ক্ষতের দাগ না মিলাইয়া গেলেও ব্যথা জ্বালা ঘুচিয়াছিল। সৌভাগ্যের মাঝে দুর্ভাগ্যের কথা কে কোথায় মনে রাখে? তবে ইদানীং এই বড় বড় বিপৎকালে কেবলই মনে হইত বুঝি সেই মর্ম্মপীড়িতার মর্ম্মান্তিক অভিশাপের ফলেই তাঁহার এ দুর্গতি! মনের মধ্যে অনুতাপাগ্নি বড়ই প্রবল বেগেই জ্বলিয়া উঠিয়া ছিল, তাই রাজা সুরজিৎ দ্বাবিংশ বর্ষ পরে তাঁর প্রথম যৌবনের সঙ্গিনীকে জীবিতা দেখিয়া একান্ত উল্লসিত হইলেন।

সুপ্রিয়া রাজার কথার উত্তরে কহিল,—"ফিরে এসে কি করতাম মহারাজ? ফিরব বলে তো যাইনি। দেখলাম আপনি আমার জন্য ঘোর অসুখী হয়ে পড়েছেন, আপনার সিংহাসনের কণ্টক বলে এদিকে রাজমাতাও আমায় গোপনে

উৎখাত করতে চাইছেন, তাই স্বেচ্ছায় কুটির ছেড়ে পলালাম। ফিরে এলে আপনার সুখের অন্তরায় হ'তাম মাত্র।"

রাজা গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"সুপ্রিয়া তুমিই ধন্য! যে নারী স্বামীর মঙ্গলের আশায় তাকেও ত্যাগ করতে পারে সে-ই যথার্থ সাধ্বী। আমি মহাপাতকী তাই এমন মনস্তাপ পাচ্ছি! এতদিন কোথায় ছিলে সুপ্রিয়া?"

"আমার কাহিনী আর কি শুনবেন মহারাজ? প্রাণের জ্বালায় অধীর হয়ে কুটির ও গ্রাম ত্যাগ করে মহারণ্যে এক মহাপুরুষের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাইলাম, কিন্তু তিনি আমায় কৃপা করতে ইচ্ছুক হয়েও আমার ভাগ্যহীনা কন্যাটিকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তখন আমার নিকট সমস্ত বিশ্ব সংসার বিষ-তিক্ত হয়ে উঠেছে, কিছুতেই স্পৃহা নেই, তাই ভেবে চিন্তে তাকেও পরিত্যাগ করবো বলেই স্থির করলাম। সবই যখন ত্যাগ করেছি তখন কন্যাতেই বা আমার কি প্রয়োজন? তাকে এই পুরদ্বারে ফেলে গেলাম, ভেবেছিলাম আপনি তাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন, যতই হোক সে তো আপনারই সন্তান! বিশেষ তার হাতের লাল জতুক-চিহ্ন দেখলে নিঃসংশয় হবেনই। নিশ্চয়ই উহা আপনার অগোচর নয়। আমি ভুল করেছিলাম বুঝতে পারছি—আপনি তার পানে কোন দিন চেয়েও হয়ত দেখেন নি। এই দীর্ঘ দ্বাবিংশ বৎসর বহুস্থানে ভ্রমণ করেছি। বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের শরণাগত হয়ে পরহিতার্থে আত্মোৎসর্গ করেছি, কিন্তু হায় দুর্ভাগিনী আমি, চিত্ত জয় করতে পারিনি। পরার্থে আত্মনিয়োগ করবো কি, আমার নিজ চিত্তই মায়াপাশে বদ্ধ। আপনার প্রেম আমি ত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু অপত্যস্নেহ যে কি বিড়ম্বনার পাশ, সে বন্ধন ছিন্ন করা মায়ের সাধ্য নয়! এই সুদীর্ঘকাল পরিত্যক্ত শিশুর সেই আর্ত্ত-ক্রন্দন আজও আমার দুই কান বধির করে অনিবৃত্ত তানে বেজে চলেছে। সেই ক্ষুদ্র মুখ—যাক্ সে সব কথার আলোচনায় কাজ নেই,—মহারাজ! এত কাল পরে আপনার কাছে এসেছিলাম, বড় আশা করে এসেছিলাম, সে আশাও আমার ভেঙ্গে গেল। মনে করেছিলেম আমার পরিত্যক্ত ধনকে জন্মের শোধ চোখ ভরে দেখবো। মনে করেছিলেম বিধিলিপি পূর্ণ হতে দেব না, তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। ভিক্ষুণী কন্যা ভিক্ষুণীব্রতই গ্রহণ করবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়। পতিগৃহে অকাল মৃত্যু সে কন্যার অদৃষ্টলিপি। সে লিপি মুছবার সাধ্য কারও নেই।"

সুরজিৎ সুপ্রিয়ার সকল কথা শুনিতেও পান নাই, তাঁর চিত্ত তখন অপর

চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সহসা তিনি ক্ষিপ্ত ব্যাকুলতায় উচ্চ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়া! আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, কিন্তু তুমি—তুমি তার ভীষণ হতেও ভীষণ প্রতিশোধ নিয়েছ! তুমি আমার সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করে আত্ম-নির্ব্বাসন না করলেই ভাল করতে। তাহলে আমায় অহর্নিশি তুষানলে দগ্ধ হয়ে পলে পলে মরতে হত না। তুমি তোমার কন্যাকে যদি আমারই দ্বারে ত্যাগ করে গেলে, তবে তার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা করে অজ্ঞাতকুলশীলা রেখে গেলে কেন? কেন আমায় প্রকৃত তথ্য জানতে দিয়ে গেলে না? ওঃ তা যদি করতে,—তবে আজ আমায় পুত্রহারা সর্ব্বহারা হতে হ'ত না। আমার হৃদয়ের নিধি নয়নের মণি আমায় স্বহস্তে উৎপাটিত করতে হ'ত না। ওঃ কেন তা করলে না?—কেন করলে না সুপ্রিয়া! কেন করলে না?"

এ আকস্মিক উত্তেজনার কারণ বহুদিন দূর-প্রবাসিনী সুপ্রিয়া বুঝিল না। সে বিহ্বলভাবে নৃপতির উন্মাদবৎ বিঘূর্ণিত রক্তনেত্র বিশৃঙ্খল বেশ বাস সন্দর্শন করিল। সহসা ত্যাগ সংযত চিত্ত তার ব্যথিত অভিমানে ভরিয়া উঠিল। সুগভীর নিশ্বাস সহকারে সে বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"তবে এই আমার প্রাণোৎসর্গের পুরস্কার?"

"কে তোমার এ উৎসর্গ চেয়েছিল? কেন ও বৃথা ভারে ভারাক্রান্ত করে আমায় অতল জলে ডুবিয়ে গেলে? জানো না কি, কি অগ্নিময়ীকে তুমি আমার পুরদ্বারে আগুন জ্বালাতে রেখে গিয়েছিলে? তুমি তো জানো না সুপ্রিয়া! সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু আজ দাবানলে পরিণত হয়ে আমার ঘর দ্বার পুত্র কন্যা সর্ব্বস্ব গ্রাস করে নিয়ে আমার বক্ষে অনির্ব্বাণ হয়ে জ্বলছে! জানো না তো তুমি, যে রাজ সিংহাসন রক্ষা করবার জন্য তোমার এই তাপসী-বেশ, সেই রাজ সিংহাসন দণ্ড মুকুট সমস্তই সেই আগুনে ধুধু করে পুড়ে গিয়ে আজ শুধু তার ছাই পড়ে আছে। জানো না তো তুমি সুপ্রিয়া সেই আগুনে—সেই আগুনে—আমার সারা দেবদহ—"

সহসা সেই মধ্যরজনীর গাঢ় অন্ধকাররাশি কঠোর হস্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া কোথা হইতে এক সঙ্গে সহস্র সহস্র উল্কালোক রোহিণী তীরে জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত উদ্যান ভূমি রাজপ্রাসাদ, এবং আকাশকে পর্য্যন্ত দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল। সেই আকস্মিক অতি তীব্র লোহিতাভ আলোকমালায় অমঙ্গল সূচনা বুঝিয়া শত শত বিহরমান নিশাচর পক্ষী কর্কশ

কণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকারে স্তব্ধ নিশিথিনীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভীত ত্রস্ত পক্ষে আশ্রয় অন্বেষণে দিক বিদিকে ছুটিল। নীড়-সুপ্ত পক্ষীবর্গ সভয় বিস্ময়ে জাগিয়া উঠিল। এই সংগে সহসা সেই আলোকমণ্ডলীর মধ্যভাগে অদূর নদী তীরাভিমুখ হইতে দিক দিগন্ত প্রপূরিত করিয়া সুগম্ভীর নিঃস্বনে ভেরি বাজিয়া উঠিয়া শত শত নিদ্রাকাতর দেবগড়বাসীকে চমকিত ও জাগরিত করিয়া তুলিল।

বিস্মিতা ভিক্ষুনারী চমকিয়া আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল,—"এ কি? এ কি —মহারাজ?"

রাজোন্মাদ করতালি দিতে দিতে প্রলয়-ঝঞ্ঝার ন্যায় উচ্চহাস্য সহকারে উত্তর করিলেন,—"আর কি সুপ্রিয়া! সেই যে অগ্নিস্ফুলিংগ তুমি প্রাসাদ দ্বারে লাগিয়ে গিয়েছিলে, সেই আগুনে আমার সারা দেবদহ পুড়ে--এইবার ভস্ম হয়ে গেল!"

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Again I say— that turban tear
From off thy faithless brow, and swear
Thine injured country's sons to spare,
Or thou art lost—

—*Byron.*

গর্জ্জিত স্রোতা তরঙ্গিণী পথশায়ী প্রতিবন্ধক বিষবস্তু করিয়া মুক্ত পথে দর্পিত বেগে বহিয়া চলিয়া যায়। তার গতিবেগে বাধা দিয়া মহা গজেন্দ্র ঐরাবতও তৃণগুচ্ছের অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। দুঃসাধ্য কঠোরতা, ক্লান্তিহীন ধৈর্য্য, বহু ক্লেশ, বহু ত্যাগ ও অনেক কালের তীব্র আকাঙ্ক্ষাময়ী উন্মত্ত বাসনার রাশি দ্বারা যে কঠিন বিরাট পাষাণ-সৌধ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা যদি আকস্মিক কোন কারণে ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে শুধু নিজেই ধ্বংস হয় না, সমীপবর্ত্তীকেও অনুগামী করে।

এই মুকুট-মণ্ডিতা কোশল যুবরাজ্ঞীই শুক্লা, সেই শুক্লা আজ পুষ্পমিত্রের, হীন বিলাস ব্যসনের স্রোতে নিমজ্জিতাঙ্গ অর্দ্ধশিক্ষিত মধুকরবৃত্ত যুবরাজ পুষ্পমিত্রের! ইন্দ্রজিতের সর্ব্বশরীবের অসংখ্য শিরা উপশিরায় উন্মাদনার বহ্নি শিখা খরবেগে ছুটিয়া গেল। নিদারুণ অঙ্গজ্বালার অসহনীয় প্রদাহ প্রতি রোমকূপ পথে প্রজ্বলিতবেগে বহির্গমনের পথ খুঁজিতে লাগিল। অসহ্য। অসহ্য! অতি অসহ্য এ। কি অন্ধ মোহে কি স্বপ্নঘোরে সে এতদিন পশ্চাতে চাহিয়াছে? সেই অবিবেচনার এই প্রতিফল!

ক্ষুদ্র দেবগড়—কোশল-সেনাপতিব এক নেত্রেঙ্গিতের পরে যার সমস্ত ভবিষ্যৎ একান্তই অনিশ্চিত, তার সেই দুর্ব্বল হস্ত হইতে প্রবল পরাক্রান্ত কোশল-মহাসেনা-নায়কের এত বড় পরাভব? এ একান্তই অসহ্য!

শুক্লা অকস্মাৎ দৃষ্ট এই পুরুষের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারিল না দীপাকৃষ্ট পতঙ্গবৎ অয়স্কান্ত মণিদ্বারা আকর্ষিত

অয়ঃ খণ্ডের ন্যায় সে সেই অপ্রত্যাশিত-দর্শন চিরপরিচিত মূর্ত্তির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া অচলা হইয়া রহিল। তার স্নায়ুকেন্দ্রের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রলয় সংঘাত বাধিয়া উঠিল।

আবার সেই অতীত দিনেরই মত তার অবশ হস্ত-স্খলিত চয়িত পুষ্পগুলি তাদেরই পদপ্রান্তে ঝরিয়া পড়িল, প্রমোদমত্ত মধুকর আবার তেমনি লীলাচ্ছলে তাদের আশে পাশে গুঞ্জরিয়া ফিরিয়া গেল, বসন্ত-মারুত মৃদু মর্ম্মরে ফুলদলে তেমনি মধুরালাপ করিতে লাগিল, কিন্তু আজ আর সেই লোক-বিমোহিনী মূর্ত্তি শরতের পরিপূর্ণ শশী কলা সেদিনের মত দ্রষ্টার হৃদয়-সমুদ্র উত্তাল আনন্দের আবেগে উচ্ছ্বাস-স্ফীত করিল না, ঊর্দ্ধমুখী লেলিহান-শিখা চিতাবহ্নির নির্ম্মম অট্টহাস্যেরই মত জ্বালাময় উত্তপ্ত হাস্যস্রোত বজ্রপাতের ন্যায় কোশল-সেনাপতির ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া তাঁর সম্মুখবর্ত্তিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তার মূর্চ্ছাবসন্ন চিত্তকে জাগ্রত করিয়া দিল।

ইন্দ্রজিৎ কহিলেন,—“শুক্লা! তোমারই জয়!”

এই কথা কয়টির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিতের আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ চিত্ত মহাবিদারণে সহস্রধা হইয়া ফাটিয়া পড়িল। ইন্দ্রজিতের পরাভব! তবে পৃথিবীতে এখনও প্রলয়ারম্ভ হইল না কেন?

প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ সেই বীরমূর্ত্তির পদতলে ঝটিকা-বিচ্ছিন্ন স্বর্ণ-লতিকার মতই লুটাইয়া পড়িয়া চরণযুগল মৃণালভুজে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া সকাতরে শুক্লা কহিল,—এ রহস্য প্রকাশে তোমার দেশের সর্ব্বনাশ হবে। আমায় তুমি ক্ষমা না কর স্বহস্তে হত্যা করে যাও, দেবগড় ধ্বংস করো না।

“তোমায় স্বহস্তে হত্যা করাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু সে সুসময় বহু পূর্ব্বে অতীত হয়েছে।”

ইন্দ্রজিৎ সবেগে চরণ মুক্ত করিতে চাহিলেন। তাঁর রোষ-পাংশু অধর চেষ্টা কম্পিত স্বরে কহিয়া উঠিল,—“শাক্য-রাজপুত্র পুষ্পমিত্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না, আমায় ছেড়ে দাও।”

তখনি ক্রোধোত্তেজিত ইন্দ্রজিতের চরণ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুক্লা কহিল,—“আমায় আপনি ঘৃণা করছেন! কিন্তু কে আজ এই ভাগ্যহীনার ভাগ্য এঁদের সঙ্গে বিজড়িত করেছেন, কুমার? নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যে দস্যুবেশে দস্যুবেশী স্বীয়-সৈন্য সাহায্যে কে স্বীয় কুলকন্যার অবমাননা ঘটিয়ে তাদের

পরপুরুষের কৃপা বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল ? কে দুর্দ্ধর্ষ কোশল-সম্রাটের কালান্তক দৃষ্টি একান্তে অবস্থিত একান্ত অসহায় আম্রকুলের প্রতি আকর্ষিত করে তাঁদের জাতি ধর্ম্ম সমাজ মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব বহ্নি প্রজ্বলিত করেছিল ? স্ব-কুলপূজ্য কপিলাবস্তুপতির অবমাননা, আপন সহোদরা প্রতিমা নিষ্পাপ-হৃদয়া বালিকার সর্ব্বনাশ, পিতৃসম প্রতিপালকের মর্ম্মান্তিক মনস্তাপ,—এমন কি, একত্র এই সমষ্টিভূত মহাবিপদে তাঁর উন্মাদ পর্য্যন্ত সংঘটন, এ সব কার হৃদয়হীন প্রতিহিংসার ফল যুবরাজ ? সেই বিপদ সমুদ্র হতে মাতৃভূমির রক্ষার্থ যদি কেউ আপনাকে এই অকূল সাগর তরঙ্গ মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাকে আপনি ইচ্ছা হলে ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু তার সে চেষ্টাকে উপেক্ষা করবেন না বা সে চেষ্টা ব্যর্থ করবেন না। যত হীন কার্য্যই হোক জানবেন এ আপনারই অনাদৃতা মাতৃভূমির জন্য।"

ইন্দ্রজিতের চিত্ত ক্ষণেকের জন্য এ কঠোর তিরস্কারে স্তব্ধ হইয়া রহিল, কিন্তু ইহা নিতান্তই ক্ষণিক। পরক্ষণেই বজ্রানলের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া রোষ-কম্পিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—"মাতৃভূমির জন্য ?—আমার মাতৃভূমি ? আমার আবার মা কোথায় ? আমাব যদি মাতৃভূমি থাকতো তবে আজ কিসের দুঃখে আমি পরান্নভোজী পর-পদসেবী পরের দাসানুদাস ? আমার দেশ মাতা এ পৃথিবীতে কিছুই বর্ত্তমান নেই জেনো।"

"যুবরাজ ! ভাই ! তোমার জন্য বুক আমার বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু ভাই, তুমি শক্তিমান, শক্তি কখনও ক্ষুদ্রকে আশ্রয় করে না, বাস্তবিক তুমি ক্ষুদ্র নও, কাল্পনিক উত্তেজনার নিম্মর্ম আঘাতে নিজের সেই মহদন্তঃকরণ নিষ্করুণ চিত্তে রুধিরাক্ত করে অগৌরবের রক্তরাগে তাকে রঞ্জিত করে রাখতে চাইছ কেন ভাই ? ক্ষমা করো ভাই ! অতীত বিস্মৃত হয়ে যাও। যত অপরাধীই হোক মাতৃ-সম্বন্ধ কি কেউ মুছে ফেলতে পারে ? মা কখনও পর হয় না ! জন্মভূমি জননী,—জননীকে দাসী করো না।"

"শুক্লা ! আমি মা চিনি না,—জন্ম মুহূর্ত্তে মাতৃহীন ; আমি স্পষ্টই বুঝেছি, পরের মা কখন মা হতে পারে না। আমার মনে ক্ষমা নেই, বিস্মৃতি নেই, কিছু নেই, শুধু প্রতিহিংসা মাত্র অবশিষ্ট পড়ে আছে, আর কিছু না। কেমন করে থাকবে ? মাতৃভূমি আমায় কি দিয়েছে ? কিসের ঋণে আমি তার কাছে ঋণী ? আমার দত্ত গৌরবমুকুট সে তো শিরে ধারণ করতে চায়নি। লঘু পাপে মহাপাপীর ন্যায় ঘৃণিত লাঞ্ছনায়

লাঞ্ছিত করে চিরদিনের মতই সে আমায় তার বুক থেকে বিদায় দিয়েছে!—তার কাছে আমার কিসের ঋণ? কিসের মমতা? তবু এতদিন যে আমি তার অপরাধের দণ্ড দিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছি, আমার নিজের কাছেই তা যেন প্রহেলিকা। আর তুমি? তোমায় ক্ষমা?—অসম্ভব! জানতাম বিশ্বাস ছিল, তোমায় আমি না পাই, তোমার হৃদয় আমারই, তুমি আমার না হও অন্যেরও হবে না। আজ সেই সামান্য ভ্রান্তির সুখটুকুও তুমি আমার জন্য অবশিষ্ট রাখলে না! শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও আজ তুমি অপরের। শুক্লা! শুক্লা! স্থির জেনো তুমি আমার পরে' জয়লাভ করেছ বটে,—কিন্তু এ বিজয়লব্ধ ফল ভোগ করতে কখনই সমর্থ হবে না। আমার দেহে প্রাণ থাকতে আমি তোমায় অন্যের অঙ্কাশ্রয়ী দেখতে পারবো না।

"আমি তো আপনার নিকট নিজের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিনি কুমার! শুধু দেবগড়—"

"কিসের দেবগড়? স্থির জেনো প্রতিশোধ ব্যতীত এই বিরাট বিশ্বে আমার জন্য আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

"তবে যাও! মাতৃঘাতী মহাপাপী! নরশোণিত-পিপাসী রাক্ষসেরও অধম নারী-মাংসলোলুপ পিশাচ! তোমার হস্তে ক্ষমা লাভের চাইতে দেবদহের পক্ষে ধ্বংস হওয়াও শ্রেয়।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

One kind kiss before we part,
drop a tear, and bid adieu,
Though me sever, my fond heart,
till we meet shall pant for you—
—*Robert Dodsley.*

ঘন নীল মেঘস্তর সদৃশ বিশাল হ্রদবক্ষ বাসন্তী মলয়মারুত সংস্পর্শে উপজাত বীচি-বিক্ষেপে আনন্দ চপল, দূরে তালবৃক্ষের শীর্ষদেশ গোধূলির তিরোধানোন্মুখ স্বর্ণরশ্মিরেখায় তখনও সমুজ্জ্বল। উদ্যানে বসন্তের প্রমোদ লীলা অশোকে-কিংশুকে মালতী-মাধবীকায় সুব্যক্ত হইতেছিল। সেই উদ্যান মধ্যস্থ প্রমোদকক্ষে শুক্লা স্বামীর প্রতীক্ষায় মুহুর্মুহুঃ দ্বার পথে চাহিতেছে। ক্রমে শান্তভাবে বসিয়া প্রতীক্ষা করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হওয়ায় অধীরভাবে পদচারণ আরম্ভ করিল। শরীর অথবা মনে কোন গভীর উদ্বেগ বা যন্ত্রণা থাকিলে স্থির হইয়া বসিয়া চিন্তা করিবার শক্তিও বুঝি মানুষের মধ্যে থাকে না। তখন মস্তিষ্ক অতিশয় ঘূর্ণন বেগে বার্য্য শক্তি হীন অন্তর বিকল এবং স্নায়ুমণ্ডল অবশ হইয়া পড়ে। তার উদ্বেগ শঙ্কিত অন্তরের অন্তঃস্থলে কেবল আশাহীন সুরে ধ্বনিত হইতেছিল,—'হতভাগ্য দেবগড়। আর তোমায় রক্ষা করতে পারলাম না। আজ তোমার সব শেষ।'

তাহার চঞ্চল পাদক্ষেপ জনিত অধীর ও মুখর মঞ্জীর রব তাহারই কর্ণে সৈনিকের অস্ত্রঝনৎকার ভ্রমোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে সহসা সর্ব্ব শরীরে মনে চমকিয়া তুলিতেছিল। এমন করিয়া কিছুকাল অধীর প্রতীক্ষায় কাটাইবার পর সহসা এক সময় কর্ণে দ্রুত গুরু পদশব্দ প্রবেশ করিল। এ ব্যগ্র আগমন ঘোষণা আর কাহার? তবে এখনও কি তার সব শেষ হইয়া যায় নাই? আর একবার তবে সে তার অতি প্রিয় মুখ সন্দর্শন করিবে? জীবনে আর একবার তাঁর অগাধ প্রেমের অমৃতাস্বাদ উপভোগ করিতে পাইবে? -তিনি আসিয়াছেন,—তিনি আসিয়াছেন।

"মায়াবিনি! এ কি মায়াপাশে আমায় বেঁধেছিস্ বল্ তো? আমি যে কোন কাজেই আর এক মুহূর্ত্ত মন দিতে পারি না।"

উভয়ে উভয়ের দৃঢ় বাহুপাশে আবদ্ধ হইল। বিবশা বেপমানা পত্নীর তৃষিত চুম্বনের প্রতিদান করিয়া হাসিয়া পুষ্পমিত্র কহিলেন,—"আদরিণি! এই আদরের ফাঁস দিয়েই বুঝি তুই এই অশান্ত হৃদয়-মৃগকে আবদ্ধ রেখেছিস্? এ ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে বাহির কি হওয়া যায়?—হৃদয়ের রাণী আমার! এমনি করেই তুই চিরজীবন আমায় তোর এই স্নেহ-তপ্ত বক্ষে বেঁধে রেখে দিস্। এ বন্ধন যেন আমার—"

"দেব! প্রসন্ন হউন! অশেষ সম্মানিত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ যুবরাজ ভট্টারককে এই মুহূর্ত্তেই তাঁর স্মরণ বিজ্ঞাপিত করতে আদেশ প্রদান করেছেন।"

যুবরাজ দ্বার সমীপস্থ প্রতিহার মুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণে শশব্যস্তে পত্নীকে বক্ষচ্যুত করিতে গেলেন। অমনি শুক্লার শুষ্ক কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া একটা অর্দ্ধস্ফুটব্যক্ত কাতরোক্তি নির্গত হইয়া গেল। সে স্বামীর কণ্ঠ দৃঢ়রূপে বাহুবদ্ধ করিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

যুবরাজ হাসিয়া রহস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি যে আমাকেও পরাস্ত করলে দেখছি? অয়ি সাহসিকে! প্রেমার্ণবে ডুবে আমরা দুজনেই কি সমাবস্থ হলাম না কি? এ কি, সখি!—চোখে তোমার জল কেন? এখনই আমি পিতার আদেশ শুনেই ত ফিরে আসবো, এরই জন্য এত অধীরতা?—"

শুক্লা নির্ব্বাক মুখে শুধু তেমনি করিয়া স্বামীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

"ছেড়ে দাও,—শুনছ ত পিতার আদেশ—আজ তুমি এমন করছো কেন?"

শুক্লা তখন বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া স্বামীকে মুক্তি দিল। তারপর আবার অশ্রু প্লাবনে অন্ধ দৃষ্টি স্বামীর মুখের দিকে ফিরাইতে গিয়া তার অবসন্ন মস্তক স্বামীর বক্ষস্থলে সহসা ঘুরিয়া পড়িল, অশ্রুরুদ্ধ করুণস্বরে সে কহিল, "আর একটু আমায় দেখতে দাও;—হয়ত এই শেষ দেখা;—এ জীবনে আর আমাদের দেখা হবে না—"

"শুক্লা! শুক্লা! কি হয়েছে? কি অলীক কল্পনায় আজ—"

"দেব! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। মহারাজাধিরাজ অবিলম্বে গমনের আদেশ দিয়েছেন।"

"এখনি চললাম।—সখি! শান্ত হও, অতি সত্বর ফিরে এসে এই দুঃসহ বিচ্ছেদ ব্যথা প্রশমিত করে দেবো।"

যুবরাজ দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেলেন। যতটুকু দেখা যায় চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি বহির্ভূত প্রিয়তমের গতিপথ হইতে অবশেষে অপরিতৃপ্ত অশ্রু-আবিল দৃষ্টিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া সেই দৃঢ়চিত্তা নারী আজ আসন্ন বিচ্ছেদভীতা বিহ্বলা নববধূর ন্যায় দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া যন্ত্রণার্ত্ত বক্ষে ধূলি শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

সেই সঙ্গে সন্ধ্যার বিদায় কাতব ম্লানমুখ রজনীব কৃষ্ণ বসনাঞ্চলে আবৃত হইয়া গেল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

He stood alone—a renegade
Against the country he betrayed—

—*Byron.*

মন্ত্রণা কক্ষ। কক্ষের বহির্ভাগে অমাত্য সভাসদমণ্ডলী রাজার সহিত আগত কোশলের মহাপ্রতিভাব দণ্ডনায়ক এবং এই সকল অভিজাত সম্প্রদায়কে বেষ্টন করিয়া প্রতিহারবর্গ দণ্ডায়মান। সকলেই শঙ্কা বিবর্ণ উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব। যুবরাজ কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়া কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার বিস্মিত চিত্ত এবং নেত্রদ্বয় পুনঃ পুনঃই স্পন্দিত হইল।

মদোদ্ধত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহারাজাধিরাজ বত্নসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদভরে মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া কক্ষ মধ্যে পবিক্রমণ করিতেছিলেন। পুত্রকে দেখিয়াই বজ্রনির্ঘোষ স্ববে সম্বোধন করিলেন—"তুমি যাঁকে দস্যুহস্ত হতে মুক্ত করেছিলে তিনিই তোমার পত্নী কি না?"

আকাশের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য সমেত যদি এক সঙ্গে খসিয়া পড়িত অথবা যদি মহাপ্রলয়েব বারিবাশি সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত কবিয়া তাহাকে নিমজ্জনোন্মুখ করিত তথাপি বোধ করি শ্রাবস্তি-যুবরাজ এরূপ বিহ্বল কণ্ঠ হইতেন না। কিছু বলিতে গেলেন, কিন্তু জলমধ্যে নিমগ্ন ব্যক্তির কণ্ঠ শব্দ যেমন

বাহিরে আইসে না তেমনি তাঁহারও কণ্ঠস্বর কণ্ঠনালী মধ্যে চাপিয়া রহিল। বৈখরীরূপে তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিল না।

রাজাধিরাজ বারেক পুত্রের মুখে ভীষণ কটাক্ষ করিয়া পূর্ব্ব-স্বরেই কহিলেন,—"বুঝেছি,—তোমার এই পত্নী রাজকন্যা নহেন।"

"হাঁ, তিনিই আমার ঈপ্সিতা।"

"সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা!"

"কি!—কে বল্লে একথা মিথ্যা?"

যুবরাজ তড়িৎবেগে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন বক্তা কোশলের মহা-সেনানায়ক অম্বরীষ।

রাজকীয় কক্ষ সজ্জার সমস্ত আলোক দীপ্তি নিষ্প্রভ করিয়া অম্বরীষের নেত্র হইতে অগ্নিকণা ঠিকরিয়া পড়িতেছিল, বিদ্যুৎকষার ন্যায় তীক্ষ্ণস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা!"

"মহানায়ক অম্বরীষ! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ?"

"হতে পারে,—কিন্তু তুমি কোশলের যুবরাজ! তুমি ভণ্ড প্রতারক মিথ্যাবাদী!"

"রাজাধিরাজ! ক্ষমা করবেন, রাজবয়স্যের নিকট হতেও এরূপ ধৃষ্ট অভিনয় রাজপুত্রের পক্ষে অসহনীয়! সেনাপতি! তোমার তরবারি কোষমুক্ত করলে বাধিত হব—"

"যাহোক এতদিনে তবু কোশল-যুবরাজের মুখ হতে একটা পুরুষোচিত বাক্য শ্রবণ করা গেল এবং শুনে বিশেষ পরিতৃপ্ত হলাম।"

উভয়ের উলঙ্গ কৃপাণ এক সঙ্গে শত শত দীপালোকে ঝলসিয়া উঠিল, উভয়েই উভয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

মহারাজাধিরাজ উচ্চ গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "প্রতিহার!"

দুইজন প্রতিহার প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। রাজাধিরাজ তাহাদিগকে ইঙ্গিতে অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আপনা হতে নিবৃত্ত না হলে প্রতিহারগণ এখনি উভয়কে নিরস্ত্র করবে। অম্বরীষ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর, বন্ধু! তোমার সম্রাটের হস্তে তুমি বিচারের ভার ফেলে দিয়ে নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করতে থাক। এই আসনে উপবেশন কর দেখি, তোমায় বড়ই উত্তেজিত দেখাচ্চে।"

বলিয়া রাজা সেনাপতিকে হস্তেঙ্গিতে আসন প্রদর্শন করিলেন।

মহাসেনানায়ক আদেশ মান্য করিল না। সেই ক্ষুধাকাতর মুক্ত কৃপাণ হস্তে সেই স্থলেই দণ্ডায়মান রহিলেন। আলোক প্রতিফলিত শাণিত কৃপাণ ফলকেরই মত তাঁহারও বক্ষের মধ্যে দুরন্ত শোণিত পিপাসা উদ্দাম অশাস্য হইয়া উঠিতেছিল।

যুবরাজ পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখনি রত্নখচিত অসি-কোষ-মধ্যে নিজের অসি সংস্থাপিত করিলেন।"

রাজাধিরাজ তখন আবার পুত্রের দিকে চাহিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ ক্রোধ-সংযত স্বরে সেই প্রশ্নই ফিরাইয়া করিলেন,—"তোমার পত্নী যথার্থই দেবগড়ের শাক্য-রাজার কন্যা কি না?—ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য। গোপন চেষ্টা বৃথা, কোন রহস্যই শেষ অবধি গোপন থাকে না, ইহাও গোপন নেই, সত্য কথা বলাই ভাল বলে মনে হয়। তোমার যেরূপ অভিরুচি বুঝে দেখ!

যুবরাজ দেখিলেন পৃথিবীটা অতিবেগে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ক্রীড়া-গোলকের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য-সমীপস্থ হইতেছে, আবার এদিকে পূর্ণ পরিণত চন্দ্রমাও বুঝি তেমনি বেগবান গতিতে পৃথিবীর অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে? পরস্পর সংঘর্ষে এখনি বুঝি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা পৃথিবী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিচূর্ণিত হইয়া যাইবে! তিনি ভাবিলেন-'তাই হোক, তাই হোক!' কহিলেন,—"মিথ্যা বলি নাই;—আমি ইঁহাকেই দস্যু হস্ত হতে উদ্ধার করেছিলাম, তখন জানতাম না যে ইনি রাজকন্যা নন।"

রাজার বৈশাখী আকাশতুল্য মেঘাবৃত মুখমণ্ডলে সঘন বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল,—"প্রবঞ্চক! হীনচিত্ত বালক! একটা গণিকার রূপমোহে কুলমান আত্মসম্ভ্রম সমস্তই বিসর্জ্জন দিলি!"

বলিতে বলিতে ক্রোধে সংজ্ঞাহীনবৎ তিনি দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া সবেগে আসনোপরি বসিয়া পড়িলেন। আর ঘোর তুফানের মুখে দিক্‌ভ্রষ্ট তরীর ন্যায় যুবরাজ ঘূর্ণিত মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এ জীবনে আর দেখা হবে না!"

ক্ষণকাল সে কক্ষ গভীর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া রহিল। নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্তব্ধ স্থির যুবরাজের প্রতি সেনাপতির অনলবর্ষী যুগ্মনেত্র সর্ব্বক্ষণ তেমনি অচঞ্চলে সংস্থাপিত; তদ্‌ভিন্ন তাঁহারও সর্ব্বশরীর গঠিতবৎ স্তব্ধ স্থির। ক্রুদ্ধ কেশরীর গর্জ্জন শব্দে আবার সে ঘোর নীরবতা ভঙ্গ হইল।

"জেনে শুনেও যৌবনের অন্ধমোহে যে নরাধম বংশমর্য্যাদার শিরে পদাঘাত

করে পবিত্র কুলে কলংক লেপন করে, মৃত্যুই তার উপযুক্ত দণ্ড, কিন্তু রাজপুত্রের মরণ দণ্ড বিধেয় নয়। তদপেক্ষাও তোমায় আমি ভীষণতর দণ্ড দিতে চাই। তোমার সেই স্বৈরাচারিণী পত্নীর ছিন্ন শির তোমার বন্দী গৃহে জল্লাদ রেখে আসবে। যে মুখের মায়াজালে বদ্ধ হয়ে এই অনপমেয় কলংক তুমি স্বেচ্ছায় ক্রয় করেছ, সেই মুখের গলিত বিকৃত মূর্ত্তি দর্শনে দিনের পর দিন হৃদয়ানন্দ প্রবর্দ্ধিত করবে।"

আকাশের সমস্ত জলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় অতি তীব্র বিষোদ্‌গীরণ পূর্ব্বক যুবরাজকে দংশন করিতে যেন এক সংগে সহস্র সহস্র মুখব্যাদন করিল। যন্ত্রণার্ত্ত উচ্চৈঃস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"পিতা! পিতা! রাজাধিরাজ! কৃপা করুন, কৃপা করুন, এর চেয়ে আমায় প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করুন।"

অমংগলজনক উচ্চহাস্যের ভীষণ রোলে গৃহ বহির্ভাগে উৎসুক অমাত্যমণ্ডলীর সর্ব্বশরীরে রোমহর্ষণ হইল। রাজাধিরাজ জলদগম্ভীর নিঃস্বনে উত্তর দিলেন,—"প্রাণদণ্ডের যোগ্য হলেও প্রাণদণ্ড তোমায় দিব না। দয়া চাহিতেছ?—বেশ আর একটু দয়া করো, তোমাকেই সেই প্রতারিকা শাক্য-সুন্দরীকে হত্যা করে সেই রক্ত তোমার কলংকিত হস্ত ধৌত করতে সাহায্য করবো।—আরও কিছু দয়া চাইবে কি?"

পৃথিবীর সমস্ত আলোক রেখা এক সংগে যুবরাজের নেত্র হইতে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পদতলের অবলম্বন কক্ষভূমি মহা ভূকম্পনে সঘনে দুলিয়া উঠিল। স্খলিতপদ পুষ্পমিত্র দুই নেত্র পরিপূর্ণ অন্ধকার লইয়া গৃহ প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। "রাজাধিরাজের রাজ্যে ঘাতুকের অভাব নেই—"

"রাজ্যে ঘাতুকের অভাব নেই, এ কথা সত্য, কিন্তু যে পাপিষ্ঠা কোশলের পবিত্র রাজবংশ রাজপুরী এবং রাজপুত্রকে কলংক-সাগরে নিমগ্ন করেছে, আর যে পাপিষ্ঠ নারী মুখের মিষ্ট হাসিতে ভুলে গিয়ে উর্দ্ধ এবং অধঃস্তন বংশীয়, রাজ্য এবং নিজের ঘোরতর অবমাননার এই পোষকতা করতে দ্বিধা বোধ করে নি, এতে তাহারা উভয়ে একসংগে দণ্ডিত হবে। আর—"

সহসা অলংকার সিঞ্জিত ধ্বনির সহিত দ্বারান্তর পথে কোশলের পট্টমহাদেবী কক্ষ প্রবেশ করিয়াই কহিয়া উঠিলেন,—"শুনলাম রাজাধিরাজ গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, কিন্তু অন্তরাল হতে অপর কেহ এস্থলে উপস্থিত নাই দেখে আমি একবার এলাম! আজ আমি ও আমার লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বধূমাতা

উভয়ে মিলে সারাদিন বিবিধ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করেছি, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে, যদি সম্ভব হয় আজকার মত রাজকার্য্য স্থগিত রেখে রাজাধিরাজ ও পুষ্প তুই আহার করবি আয়। আমি—এ কি? পুষ্প তুই অমন করে আছিস্ কেন? কেন রাধাধিরাজ! বাছাকে কি আপনি ভৎর্সনা করেছেন?"

রাজা পট্টমহাদেবীর এই অসময়ে ও অস্থানে আগমনে মনে মনে গর্জ্জিতে ছিলেন, অশনিভরা বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণ ক্রূর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সে কি, মহাদেবি। তোমার সুযোগ্য সন্তানের কীর্ত্তি কাহিনী এখনও কি তোমার কর্ণগোচর হয়নি? তবে শুনে ধন্যা হও,—ইনি যে কন্যাকে ইক্ষাকু বংশীয়া শাক্য কন্যা পরিচয়ে বিবাহ করে এ'নে—যাঁর স্পৃষ্ট অন্ন জল দ্বিধাহীন চিত্তে তোমার মুখে তুলে দিতেই, সে কন্যা শাক্য-কন্যা নয়, দেবগড়ের এক কুলটা নারী মাত্র!"

অদূরে কোশল-সেনাপতির হস্তস্থিত কৃপাণ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া শব্দ উৎপাদন করিল। পুষ্পমিত্রের আনত মুখ অধিকতর অবনত হইয়া গেল। শুধু মহাদেবী অবিশ্বাসের হাস্য করিলেন,—"কোন্ হতভাগ্য কুচক্রী এ মিথ্যা রটনা করেছে রাজন্? এখনও কি সে ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়নি?"

"সত্য মিথ্যা তোমার গর্ভজাত সুপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেই নিরূপণ করলে সুখী হবো। আমি কিছুই বলতে চাই না।"

পট্টমহাদেবী তখন পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আপন কপালে করাঘাত করিলেন। "হায় হায়, শত সম্রাজ্ঞীর গুণ যার মধ্যে সে কন্যা—না মহারাজাধিরাজ! বধূমাতা আমার পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মলা। তাঁর বংশ হীন হতে পারে, তিনি নিজে কখনই হেয় নন।"

"তবে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে মাতা পুত্র তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।"

ব্যথা-কাতর চক্ষে চাহিয়া মহাদেবী কহিলেন,—"এই বহু প্রাচীন এবং সম্মানিত রাজবংশে তা' কেমন করে সম্ভব হতে পারে। তাঁকে দেবগড়েই প্রতি-প্রেরণ করা হোক এবং—"

"মহাদেবি! আজ শুধু তুমি বলে একথা উচ্চারণের পরও জীবিত রইলে। সখে! সেনাপতি! কয়দিনের মধ্যে শাক্যকুল নির্ম্মূল করে সমগ্র শাক্য প্রদেশের রাজ্যাধিকার তুমি স্বহস্তে গ্রহণ করবে আমার সম্মুখীন হয়ে

সেই কথা আমায় একবার শুনিয়ে দাও। এই শাক্য-কুটুম্বগণও তা স্বকর্ণে শ্রবণ করে বিশেষ আনন্দলাভ করুন।"

"তৃতীয় দিবসের সূর্য্যাস্ত মধ্যে শাক্যগৌরব অস্তমিত করবো ইহা স্থির।"

"ধন্য অম্বরীষ!—অম্বরীষ! কে জানত যে, এতবড় তোমার ব্রত! বাস্তবিক এত বড় মহৎ ব্রতধারণ এ যুগের পাপ-ভীত ক্ষুদ্রপ্রাণ অতি অল্প লোকেই করতে পারে। শুনলে তো মহাদেবি! এখন অনায়াসেই স্বস্থানে প্রস্থান করে নির্বিঘ্নে নিদ্রা যেতে পার। পুষ্প। রজনী প্রভাতের পূর্ব্বেই তোমার তরবারি যেন তোমার দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা ক্ষালন করতে সক্ষম হয়। যাও, যে যার নিজ নিজ স্থানে গমন কর। আর সেনাপতি! তুমি, একমাত্র প্রিয়তম বান্ধব আমার! অদ্য রজনীর অবসানেই সমুদয় কোশল-সৈন্য সুসজ্জিত করে আমার এই ঘোরতর অবমাননার প্রতিফল শাক্যবংশের শোণিত তরঙ্গে ধৌত করতে যাও।"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! একি করছেন? এ মহাপাপে যে এ রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে! জন-পূজ্য পবিত্র শাক্যকুলের পরে এ অমানুষিক অত্যাচার ঘটতে দেবেন না। আর পিতা হয়ে নারীরক্তে বাছাকে আমার ডুবাবেন না।"

"তোমার বাছা যখন কলঙ্ক-সাগরে আমার এবং আমার বংশাবলীর চির সম্মান ডুবাচ্ছিলেন, তখন এ বুদ্ধি তোমার কোথায় ছিল মহাদেবি? কেন তোমরা অনর্থক আমার ক্রোধ বর্দ্ধিত করছো! অম্বরীষ। এই মুহূর্ত্তে ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক মহাপাপিষ্ঠ নরাধম শাক্যকুলের সমূল উচ্ছেদ জন্য আমার অর্দ্ধ সৈন্য সজ্জিত করে তুমি দেবগড় যাত্রা কর। আর জয়সেন! রত্নাকর! অর্দ্ধ সৈন্যের অধিকার গ্রহণ করে কপিলাবস্তু ধ্বংস করতে আমার সঙ্গে তোমরাও রজনী মধ্যে যাত্রার উদ্যোগ কর। সেই নরাধম বৃদ্ধ-শৃগাল মহানামটাকে জীবন্ত দগ্ধ করে অথবা —যতদূর যন্ত্রণায় মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে তার ভাগ্যে আমি তারই বিধান করবো। আমার এ অবমাননা তারই কুপরামর্শজাত। এর জন্য সেই সম্পূর্ণ দায়ী। আর অম্বরীষ! সুরজিৎ সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা জেনো! তার সেই আলোক সামান্যা রূপসী কন্যা প্রভৃতিকে আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম দাসের উপভোগ জন্য ধরে আনবে। অতঃপর এ পৃথিবীতে যেন শাক্যপুরুষ জীবিত এবং শাক্যনারী পবিত্র বিদ্যমান না থাকে।"

সুসভ্য আর্য্য জাতি কোন করণেই কখনও নারীর অবমাননা করেন না। কোশলেশ্বরের এই অনার্য্যোচিত ভীষণ আদেশে তাঁর শত অত্যাচার দর্শনে অভ্যস্ত সমস্ত রাজামাত্য মণ্ডলী ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল।

"এতবড় স্পর্দ্ধা ! শাক্যনারীর পবিত্রতা সম্বন্ধে এরূপ অকথ্য আদেশ !"

দণ্ডাহত কেশরী অকস্মাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে কেশর ফুলাইয়া যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া ফিরে, বহুদিনের সুষুপ্ত আভিজাত্য-গৌরব যেন আজ পদাহত প্রসুপ্ত কালসর্পবৎ তেমনি বিস্মৃত ফণা ধরিয়া জাগিয়া উঠিল। কাষ্ঠস্থিত অগ্নি কাষ্ঠ সঞ্চালনে যেমন করিয়া প্রজ্বলিত হয় তেমনি করিয়া আঘাতপ্রাপ্ত বিবেক জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—'এ জগতে অনেক হিংস্র জন্তু আছে, কিন্তু কেহই আত্মশোণিত পান করে না ! তুই কি তাহাদেরও অধম ?'

"আমার এ দেহে জীবন থাকতে আমি কখনই শাক্যমহিলার অবমাননা ঘটতে দেব না।"

বিস্ময় বিমূঢ়তায় বিহ্বল গৃহবাসিগণ আবার নূতন কোন অঘটন ঘটনার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, কিন্তু অতি বিস্ময়ে কেহ শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল না।

কোশলেশ্বরই সর্ব্বপ্রথম সে নীরবতা ভঙ্গ করিলেন ! "অম্বরীষ ! কিছু দোষ নেই। রামগড়ের কাদম্বী বড়ই উগ্রবীর্য্য, তোমারও ওসব তেমন অভ্যাস নয়। যাই হোক সুরজিতের সুন্দরী কন্যা সমেত সুরজিৎকে জীবিত আমার নিকট উপস্থিত করবে ! নিতান্ত না হয় উভয়ের ছিন্ন মস্তক—"

"তৎপূর্ব্বে তোমার ছিন্ন মুণ্ড শাক্যসমাজে উপহার দিতে পারলে হয়ত এ মহাপাতকের যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত হলেও হতে পারে !"

"কি সর্ব্বনাশ !"—"কি স্পর্দ্ধা !"—"কি সাহস !" "মহারাজাধিরাজের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত !"

"আঘাত কি গুরুতর ?"

"না, না, না, লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। ভগবান মার্ত্তণ্ডদেব রক্ষা করেছেন।—কিন্তু উঃ, কি দুঃসাহস !"

"কি ভয়ঙ্কর কালসর্পই আমি এতদিন দুগ্ধ দানে পোষণ করে এসেছি ! জয়সেন ! পুণ্ডরীক ! পিশাচকে অবিলম্বে বন্দী কর।"

কিন্তু কে সেই কালন্তক কালের সম্মুখীন হইবে ?

শিকারলোলুপ হিংস্র পশুর লেলিহান জিহ্বার ন্যায় সুদীর্ঘ কৃপাণ মস্তকোপরি সঞ্চালন করিতে করিতে অনুতাপলেশ শূন্য নিম্মর্ম কঠোর হাস্য সহকারে ইন্দ্রজিৎ কহিল,—"পুষ্পমিত্র ! কাপুরুষ ! পিতৃ-আততায়ীর পরে প্রতিশোধ নেবার এতটুকু চেষ্টা পর্য্যন্ত করলি না ? ওরে, ঘৃণিত ক্লীব !

ও হায় জীবনধারণে জননী ধরিত্রী বক্ষের বৃথা ভার বৃদ্ধি করে অনর্থক ফল কি ?”

এই কথা বলিতে বলিতেই চিন্তা শোক বিস্ময় বিমূঢ় অবিচল মূর্ত্তি কোশল-যুবরাজের উপর সেনাপতি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রবৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর তীক্ষ্ণ কৃপাণফলক আকস্মিক আক্রমণে আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট পুষ্পমিত্রের শোণিতধারায় রঞ্জিত হইয়া যাইত, কিন্তু কোশলের প্রৌঢ়া পট্টমহাদেবী শাবক অপহরণোদ্যত আততায়ীর প্রতি ব্যাঘ্রীর ন্যায় তীব্ররোষে ফিরিয়া অসি বিঘূর্ণিত সেই অপরাজিত হস্ত অকুতোভয়ে নিজের উভয় করে ধারণ করিলেন।

“মহানায়ক অম্বরীষ! আমার রক্তপান ব্যতিরেকে তুমি আমার পতি-পুত্র বধ করতে পারবে না।”

সেই বীরহস্তে কম্পিত হইয়া অতৃপ্ত কৃপাণ ঝণ-ঝণা ধ্বনি সহকারে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল।

“মহাদেবি! ইন্দ্রজিৎ কোন কার্য্যেই ভীত নয়, শুধু তাকে মাতৃহত্যায় অক্ষম জানবেন। যাও, পুষ্পমিত্র। সুবোধ বালক, পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করে ধন্য হও গিয়ে। বড় দুঃখ তোমার সেই রাগ রঞ্জিত আরক্ত হস্তের অনুপম শোভা আমার এই তৃষিত নেত্র সন্দর্শন করতে পাবে না।—তবে আর কেন ?—ইন্দ্রজিৎ আজ সর্ব্বত্রই পরাভূত! তার এ জীবনের আর আবশ্যকই বা কি ? এস জয়সেন! পুণ্ডরীক! ঘৃণ্য ভেক দল! এস, আর তোমাদের পশ্চাৎপদ হবার প্রয়োজন নেই। এখন আর আমি কোশলের মহাসেনানায়ক নই, নিরস্ত্র নির্ব্বান্ধব দেবগড়ের নির্ব্বাসিত হতভাগা রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ মাত্র। এসো, আমায় বন্দী কর।”

এই বলিয়া কুমার ইন্দ্রজিৎ আপনার সেই শত্রুবিমর্দ্দন অজেয় বাহুযুগল ভয়সন্ত্রস্ত মহাপ্রতিহার ও কোশলের ভূতপূর্ব্ব মহাসেনানায়কের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

O dark, dark, dark, amid the blaze of noon !
The sun to me is dark, and silent as the moon.

—*Milton*.

পুষ্পমিত্র মহাসমুদ্রে ভাসমান নাবিকশূন্য ভগ্নতরীর ন্যায় অকূলের দিকে আকুলচিত্তে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সহসা কে তাঁহার পৃষ্ঠে স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে ডাকিল,—"যুবরাজ !"

স্বর অপরিচিত, বিস্ময় সন্দেহে ফিরিয়া চাহিতে অন্ধকারমধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি নেত্রগোচর হইল; কিন্তু আলোকহীনতা প্রযুক্ত সে ছায়ামূর্ত্তির অবয়ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইল না; অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে বিস্ময় এবং বিরক্তি বর্দ্ধিততর হইল, চিত্তের অস্থৈর্য্যতা প্রযুক্ত কিছু ক্রোধোদ্রেকও হইয়া গেল, সহসা উৎপন্ন রোষভরে যুবরাজ উদ্ধত কর্কশ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"কে' তুই, আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলি ?"

রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর। রাজ-অন্তপুর গভীর নিস্তব্ধতা মগ্ন। স্থানে স্থানে দুএকজন প্রহরী মাত্র জাগ্রত। মন্ত্রণা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শত শত দীপালোক ও সহস্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পরিহার ইচ্ছায় যুবরাজ এই জনশূন্য এবং নিরালোক পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্নিজ্বালাময় চক্ষে এবং ততোধিক বহ্নিজ্বালাদিগ্ধ বক্ষস্থলে এসব সহিবার শক্তি ছিল না।

অভূতপূর্ব্ব ঘটনা পরম্পরা অপ্রত্যাশিতরূপে কত অল্পকালের মধ্যেই ঘটিয়া গেল! সে সব যেন ভোজবাজির ন্যায় মিথ্যা বোধ হইতেছে, অথচ কিছুই মিথ্যা নহে। মেঘগর্জ্জন স্বরে কোশলেশ্বরের মুখ হইতে শাক্যবংশ ধ্বংসের আদেশ পুনঃপুনঃ প্রচারিত হইতেছে। ঐ তো ষড়ানন তুল্য রূপ-বীর্য্যবান্ কোশলের মহানায়ক সেনাপতি মন্ত্র নিরুদ্ধবীর্য্য কাল ভুজঙ্গমের ন্যায় নতশিরে ভয়বিহ্বল রক্ষীগণের মধ্য ভাগে দণ্ডায়মান। এ সবই তো সত্য!—সব সত্য!—আবার এ হইতেও আরও এক ভীষণ সত্য এখনও ঘটিতে বাকি! আর সেই সত্যপালনের বৃথা বিলম্ব কোশল-সম্রাট্‌কে অধীর করিয়াই তুলিতেছিল। শোণিত গন্ধে তিনি মাতিয়া উঠিয়াছেন।

যুবরাজ সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেই তাঁহার গর্ভধারিণী পট্ট-

মহাদেবীর সকরুণ বিলাপোক্তি তাঁহার কর্ণপটহে পুনঃ পুনঃ অগ্নিতপ্ত শেলাঘাতের ন্যায় প্রহৃত হইল। সে আপেক্ষ বাক্য শ্রবণে তাঁর আহত অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিতে গেল কিন্তু ভাগ্যহীনের ভাগ্যে সে সুখও ঘটিল না। অনিশ্বসিত দীর্ঘশ্বাসের গুরুভারে বক্ষ তাঁর পাষাণের ন্যায় চাপিয়া রহিল। একবিন্দু অশ্রুপাত কামনা করিলেন, কিন্তু হায় নেত্রস্থিত সলিল যে ততক্ষণে আভ্যন্তরিক বহ্ন্যুত্তাপে শুখাইয়া তপ্ত শোণিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে! নেত্র দিয়া জ্বালাময় রক্তধারা ঝরিয়া পড়িতে গেল, জল আসিল না। এই নিশিথ রাত্রে জনহীন অন্ধকারে নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় নিষ্পীড়িত এ রাজ্যের ভাবী অধিকারী রাজ্যের ঘোরতর অমঙ্গল সূচনার দিনে এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মী স্বরূপিণী জননী মহাদেবীর মুখ নিঃসৃত—'এ পাপে এ রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে'—এই হতাশোক্তি স্মরণ করিয়া যেন অন্তরে বাহিরে শিহরিয়া উঠিলেন। দৈববাণীর ন্যায় সে ভয়ানক বাণী বারংবার তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—এরাজ্য ছারখার হয়ে যাবে, এরাজ্য ছারখার হয়ে যাবে,—এ রাজ্য যাবে,—এ রাজ্য যাবে!' তিনি সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মনে হইল যেন রক্তবসনা সুবর্ণোজ্জ্বল-গৌরী রাজপুরাধিষ্ঠাত্রী তাঁর মাতৃবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে করিতে ঐ ভীষণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়া যাইতেছেন। আবার সেই ভীষণ অশরীরী বাণী, সেই ঘোরান্ধকারে হৃদয়ের প্রতি কন্দরে কন্দরে ভয়াবহ শব্দে শব্দায়মান হইয়া উঠিল—'এ পাপে—ছারখার হয়ে যাবে, রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে।'—পুষ্পমিত্র মনে মনে বলিলেন,—

"তাই যাক্।"

অমানিশার জমাট মেঘে গগন আবৃত থাকিলে সেই ভীষণ অন্ধকার প্রবাহ যেমন ঘনীভূত সূচীভেদ্য বিরাট ও বিশ্বব্যাপী মনে হয়, পুষ্পমিত্রের হৃদয়ও সেইরূপ আলোক-রেখাপাত শূন্য অনন্ত অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত। কোথা যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন, সে কথাও বুঝি আর তাঁর স্মৃতিপথে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল না। স্রোতের মুখে দেহ ভাসাইয়া স্রোতবেগেই ভাসিয়া চলিয়াছেন। হায় যথার্থই যদি এ পথের শেষ না থাকিত!

সহসা মানব করস্পর্শে লুপ্ত চৈতন্য যেন অচেতন শরীরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। যে সকল মনোবৃত্তি মহাঝড়ে লুটাইয়া পড়িয়াছিল মন্দানীল সংস্পর্শে তাহারাই আবার ক্ষণমধ্যে উত্থিত হইয়া দাঁড়াইল। প্রবলের স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে দুর্ব্বলের পরে প্রতিশোধ লওয়া মানবের স্বভাবসিদ্ধ। যুবরাজও তাই

অন্তরস্থ অফুরন্ত অগ্নিদাহের কথঞ্চিৎ জ্বালামাত্র অজ্ঞাত দেহস্পর্শকারীর প্রতি ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

সেই আঁধার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি এ তিরস্কারের আঘাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, তেমনি মৃদু শান্তকণ্ঠে কহিল,—"এই কাষায় বস্ত্র সংগ্রহ করেছি, ধারণপূর্ব্বক উভয়ে দুর্গস্থিত গুপ্তপথ অবলম্বন করুন। তরণী গুপ্তস্থানে রক্ষিত আছে অনায়াসেই আপনারা এস্থান হতে পলায়ন করতে পারবেন।"

সহসা নিবিড় অন্ধকার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিলে সমস্ত স্থান একবার মাত্র আলোকিত হইয়া আবার পরমুহূর্ত্তে দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবিয়া যায় এই অপরিচিতের পরামর্শ যুবরাজের চিত্তকেও তেমনি বারেকমাত্র আশালোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া পুনরায় দ্বিগুণ অন্ধকার-সাগরে ডুবাইয়া দিয়া নিবিয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন—"কণ্ঠস্বরে মনে হয় আপনি নারী। ভদ্রে! আপনার এ সুপরামর্শ গ্রহণ করতে পারলাম না। এ দুর্গের কোন গুপ্তপথই আমি অবগত নই। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই আজ সশস্ত্র প্রহরী ও সৈনিকগণ প্রহরা নিযুক্ত। সে কথা সম্ভবতঃ আপনি বিদিতা ন'ন? যা হোক আপনার এই অযাচিত সাহায্য চেষ্টার জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। আমাদের রক্ষা সম্ভবতঃ বিধাতার অভিপ্রেত নহে।"

গভীর নৈরাশ্যে দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক যুবরাজ চলিতে উদ্যত হইয়া পুনশ্চ পশ্চাতে উচ্চারিত হইতে শুনিলেন,—"গুপ্তপথের সন্ধান আমি বলে দিচ্চি। আপনার বিশ্রামকক্ষের ঈশান কোণে শকুন্তলা চিত্র সম্বলিত গৃহপ্রাচীরে সজোরে আঘাত করলেই তার মধ্যস্থিত গুপ্তদ্বার মুক্ত হবে এবং তন্মধ্যে এক অপ্রশস্ত স্বল্পালোকিত পথ দেখতে পাবেন। সেই সুড়ঙ্গ পথ যেখানে শেষ হয়েছে তথায় অপর এক ক্ষুদ্র দ্বার দেখতে পাবেন, সেই দ্বার মুক্ত হ'লে দুর্গচ্ছায়ায় ক্ষুদ্র তরণী দৃষ্ট হবে। 'সুদক্ষিণা' এই নাম উচ্চারণ করলেই কর্ণধার অতি সত্বর আপনাদের নিরাপদে উত্তীর্ণ করে দেবে। সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান না থাকায় কোন প্রহরী ঐ দিকে প্রহরা দেয় না। বিশ্বাস দুর্গের ঐ পশ্চাৎ ভাগ রন্ধ্র হীন ও নিরাপদ।"

"বুঝেছি আপনি বৈশালী কুমারী সুদক্ষিণা। দেবী! আজ বুঝলাম আপনি যথার্থই স্বর্গচারিণী দেবী,—কখনই এই ঈর্ষা দ্বেষ বিদ্বিষ্ট মলিন মর্ত্ত-মানবী নন! আবার আমার চিত্তে আশালোক জ্বলে উঠছে!"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Lo ! there once more—
this is the seventh night ;
You grimly glaring,
treble-brandished scourge.

—*Tennyson.*

যে নিশিথ রাত্রে শ্রাবস্তি সৈন্য অকস্মাৎ দেবদহ আক্রমণ করিল সেই রাত্রের প্রথম যাম শেষে দুইজন দেবগড়বাসী নাগরিক গ্রীষ্ম প্রযুক্ত বীত নিদ্র থাকায় গৃহাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

প্রথম নাগরিক বলিল,—"এই সবেমাত্র বসন্তের মধ্যভাগ ইহারই মধ্যে কি দারুণ গ্রীষ্ম দেখা দিয়েছে দেখছো।"

দ্বিতীয় অর্দ্ধবয়স্ক নাগরিক আকাশের পানে উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়াছিল। সে অবস্থাতেই উত্তর করিল,—"দেখছি বই কি। ইহার মূলতত্ত্বানুসন্ধানই তো এতক্ষণ করছিলাম।"

"সন্ধান মিলেছে ?"

"ভায়া হে। তামাসা করো না, এ সকল তুচ্ছ করবার বিষয় নয়। আকাশের ঐ পশ্চিম দিকে ভাল করে লক্ষ্য কর দেখি।"

এই পরম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আদেশের অর্থবোধ করিতে না পারিয়া বিস্মিত যুবা নাগরিক তথাকথিত স্থানে নেত্রপাত করিতেই তাহার মুখ হইতে বিস্ময়-সূচক ধ্বনি নিঃসৃত হইল,—"উঃ, কি প্রকাণ্ড ধূমকেতু !"

"হাঁ ভাই, ধূমকেতুই, ধূমকেতু কিসের লক্ষণ জানা আছে কি ?"

"দেবতার ক্রোধ চিহ্ন বলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খলোকেদের বিশ্বাস।"

"মূর্খ বলতে হয় বলো, উহাই যথার্থ।"

"তা দেবতা সহসা এমন চটলেন কেন ? আর তাঁদের ক্রোধের পাত্রটাই বা কে ? বলুন দেখি, শোনা যাক্।"

"ভায়া ! তোমরা নিতান্ত আধুনিক, শাস্ত্র বাক্য বিশ্বাস করতে চাও না,—কিন্তু এসব যে মিথ্যা নয় তার সহস্র সহস্র প্রমাণ পুরাণ গ্রন্থে লিখিত আছে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নেই।"

"বেশ, এবার প্রত্যক্ষেই প্রমাণ হবে। ধূমকেতু দেখা দিলে কোন্ কোন্ প্রকার অমংগল ঘটে থাকে পুরাণ শাস্ত্রে তা' কিছু লেখে কি ?"

"লেখে বই কি! বন্যা মহামারী ভূমিকম্প রাজ্যবিপ্লব এ সমস্তই একে একে অথবা একসংগেও ঘটতে পারে!"

"তবে তো খণ্ড প্রলয়েরই কাছাকাছি পৌঁছিল।"

"হেসো না ধর্ম্মকীর্ত্তি! বাস্তবিকই ঐ প্রকাণ্ড ধূমকেতু দর্শনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে! দেখ ওর কি সুদীর্ঘ ভীমকান্ত পুচ্ছ—"

"দেখছি বই কি! সেই কথাই তো ভাবছি যে, দেবগণের ক্রোধবহ্নিতে ঐ পুচ্ছটা যোগ হ'বার অর্থ কি ?"

এই সময় একজন দিব্যাকৃতি পাত্র-চীবরধারী শ্রমণের সহিত একজন সুসজ্জ তরুণ নাগরিক কণ্ঠস্থিত পুষ্পমাল্য দোলাইয়া মৃদু মৃদু গীত গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছিল। প্রথম নাগরিকের উত্তেজিত কণ্ঠ শ্রবণে চাহিয়া দেখিয়া সে ব্যক্তি অংগনে উঠিয়া আসিল। তখন সেই শ্রমণবেশধারী দিব্যকান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিও কি ভাবিয়া তাহারই এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে তখন কেহ লক্ষ্য করিল না।

"কিসের পুচ্ছ মাতামহ ?"

"ঊর্দ্ধে চেয়ে দেখ।"

"এঃ, প্রকাণ্ড একটা ধূমকেতু না ? কই, এতক্ষণ তো ওটাকে দেখতে পাই নি! কতদিন এ দেখা দিয়েছে ?"

"মাত্র এই তিন দিন। চতুর্থযাম ছেড়ে আজই প্রথমে যামার্দ্ধে দেখা দিয়েছে। দিসম্পতি! ঐ কম্পমান-শিখ দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতুর কি উদ্দেশ্য কিছু আন্দাজ করতে পার ?"

"মাতামহ! আমি তো জ্যোতির্ব্বিদ্ নই।"

স্থবির এতক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গগনাংগনের সেই নূতন অতিথিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি এই সময় কহিয়া উঠিলেন,—"উদ্দেশ্য যাহাই হোক তা' যে আদৌ মংগলজনক নয়, ইহা সুনিশ্চিত।"

যুবা নাগরিক একথা শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল,— "মাতামহের এবার একজন উপযুক্ত বন্ধু মিলেছে! আমি বলি শুনুন, আকাশের গায়ে অনেক দিনের ধূলা মাটি জমেছিল, সেজন্য ওরা একজন উপযুক্ত পরিচারক নিযুক্ত করেছে মাত্র, সে ব্যক্তি ঐ দীর্ঘ সম্মার্জ্জনী দ্বারা

আকাশটাকে পরিষ্কার করে দেবে। আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, এ পৃথিবীর সঙ্গে ওর কোনই যোগাযোগ নেই।"

যুবকের এ বিদ্রূপ বাক্য তখন আর ভিক্ষু বা প্রৌঢ় কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট অথবা চিত্তে স্থানলাভ করিতে পারিল না, তাঁহারা ততক্ষণে নিজ নিজ চিন্তায় অন্যমনা হইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষণপরে মহাস্থবির অনিরুদ্ধ গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে সুগত! তোমার বংশীয়গণের এ ঘোর অমঙ্গল তুমি দূর না করলে আর কে করবে?"

প্রৌঢ় সভয় চকিত নেত্রে সেই কাষায়ধারী ভিক্ষুর চিন্তা-কাতর মুখপানে চাহিলেন। সে মুখে যে লেখা পাঠ করিলেন তাহাতে তাঁহার সদ্য অমঙ্গল চিহ্ন দর্শনে ভীত প্রাণ শতগুণেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভদন্ত! কি জন্য আপনি ঐ সাংঘাতিক বাক্য উচ্চারণ করলেন?"

স্থবির অনিরুদ্ধ তাঁর স্বপ্নপূর্ণ বিষাদ-দৃষ্টি ধীরে ধীরে সেই দীর্ঘ পুচ্ছ রহস্যময় জ্যোতিষ্কের উপর হইতে টানিয়া আনিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াই সখেদ ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—"জগতে এ পর্য্যন্ত যে সকল ভয়াবহ মহাঘটনা ঘটেছে, আমার এই দুঃখজনক ভবিষ্যৎবাণীও তারই অন্যতম। বহুপূর্ব্বেই ভগবান তথাগত বলেছিলেন,—'যখন আত্মকলহে সুসংযত চরিত্র আত্মনির্ভরশীল শাক্য-লিচ্ছবিকুল বল হারা হবে,—তখনই জেনো তাদের ধ্বংসের বীজ মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত হলো। যে দিন রোহিণী নদীর জলভাগ নিয়ে কোলিয়দিগের সঙ্গে শাক্যদিগের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শাক্যগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে লোভ এবং মোহবশে ঐ নদীজলে বিষ মিশ্রিত করতে পরাঙ্মুখ হয় না, তখনি সেই বীজ হতে অঙ্কুরোদগম হয়েছে, একথাটি স্মরণ রেখো।— তার পর সেই বিষ-বীজোৎপন্ন পাপদ্রুমের শাখা-প্রশাখা নানাবিধ অনাচার মিথ্যাচারের দ্বারা বর্দ্ধিতায়তন হতে হতে একদা যেদিন কোন এক শাক্য সিংহাসনের উর্দ্ধভাগে বিশালকায় ধূমকেতুরূপে ফলোন্মুখ কর্ম্মফল দৈব কোপ রূপে প্রকাশ্যে দেখা দেবে,—সেই দিনই বিশ্বাস করো সেই ধ্বংসবৃক্ষের ফল সুপক্ক হয়েছে। বৃজি-লিচ্ছবি পরাজয়ে দেবদেহের মর্য্যাদাহানিতে এর আরম্ভ, এবং—"

"একি দাবানল! অকস্মাৎ চারদিক এরূপ আলোকিত হয়ে উঠলো কেন? এও কি বিমানমার্গ হতে শাক্যকুলের প্রতি বর্ষিত দৈব-রোষাগ্নি

বিদ্রূপকারী যুবা মাতামহ-সম্বোধনকারীকে সভয়ে জড়াইয়া ধরিল,—"এবার বুঝি মরলাম, মাতামহ! রাজার পাপে রাজ্য ভস্ম হলো!"

"ধর্ম্মকীর্ত্তি! ওরূপ বাক্য মুখেও উচ্চারণ করো না। ব্যষ্টির পাপে কখনই সমষ্টি নষ্ট হতে পারে না। আমাদের রাজা অতি ধর্ম্মশীল। জানিনা এ কার কোন্ অজ্ঞাত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে!"

ভিক্ষু ততক্ষণে রাজপথে অবতরণ করিয়া দ্বিতীয় আর এক দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক আত্মগত কহিয়া উঠিলেন,—"শাক্যকুল-প্রদীপ! এ কি অন্ধকার-সাগরে তোমার আত্মকুল নিমজ্জিত প্রায়?—কই দেব! তোমার রক্ষা-হস্ত কই?"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

O let me think we yet shall meet.

—*Burns.*

জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল সুপ্তি-শান্ত মধ্যরাত্রি। রামগড়-হ্রদে নিথর জলরাশি চন্দ্র-কিরণ-সম্পাতে সুবর্ণরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। উদ্যানের নিবিড় পত্রকুঞ্জে আবৃত পাদপশ্রেণী ভেদ করিয়া শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমে স্থানে স্থানে সেই তপ্ত কাঞ্চনাভ আলোক আপনাকে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। চারিদিক স্তব্ধ শব্দশূন্য। কেবল অদূর-প্রবাহিতা কৃত্রিম নির্ঝরের মৃদু সংগীত এবং এক মাত্র জাগ্রত কোকিলের পঞ্চম স্বর কদাচিৎ শ্রুত হয়। প্রকৃতি-সুন্দরী সুসজ্জা সানন্দা, মানবের দুঃখ সুখে সম্পূর্ণ রূপেই উদাসীনী।

পুষ্প পরিমল বাহিয়া মন্দ মলয় যে কক্ষে অতি ধীরে প্রবেশ করিতেছিল, পূর্ণচন্দ্রের ষোড়শ কলার অতি উজ্জ্বল অত্যন্ত স্নিগ্ধ আলোক-সম্পাতে সেই রাজকীয় সুসজ্জিত কক্ষ পূর্ণরূপেই আলোকিত। আর সেই শীতল বায়ুসেবিত গন্ধামোদিত জ্যোৎস্না-স্নাত কক্ষ মধ্যে সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিল শুক্লা। তাহার নেত্র নিমীলিত, কিন্তু সে নিদ্রিতা নহে। অতীত এবং ভবিষ্যতের বিবিধ চিত্র তাহার মানস-নেত্র-পটে তখন ক্ষণে উদিত ও ক্ষণে অস্তমিত হইতেছিল। যেদিন দেবগড় প্রাসাদের চিত্রশালায় সেই ভীষণ শপথ গৃহীত হয়, যেদিন পর্ব্বত কান্তারে দস্যুবেশী ইন্দ্রজিতের হস্তে বন্ধন লাভের পরক্ষণেই সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষ কর্ত্তৃক উদ্ধার ঘটে, সেই পুরুষের প্রতি তাহার চিত্ত সেই

ক্ষণেই কি অপার কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যায়—তারপর ?—তারপর ইন্দ্রজালবৎ কতই না বিচিত্র ঘটনাবলী ঘটিয়া গেল ! অনাথিনী রাজেন্দ্রাণী হইল, শত সম্রাজ্ঞী অপেক্ষাও অধিকতর সুখ সৌভাগ্য লাভ করিল ।—তারপর ?

কক্ষ বহির্ভাগে সহসা শব্দহীনা প্রকৃতির নীরব নিস্পন্দতাকে খণ্ডিত করিয়া, "কে যায় ?"—এই সতর্ক সম্বোধন অকস্মাৎ ত্রস্ত-বিস্ময়ে জাগিয়া উঠিল। প্রহরায় নিযুক্ত প্রতিহারের কোষ মধ্যে অসি ঝনৎকার সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন রজনীর নিঝুম মধ্যযামে অধিকতর কর্কশ শুনাইল। ধীরে উত্তর আসিল,—"নিশ্চিন্ত থাক।" বারেক ধাতব পদার্থের সংঘর্ষণ ধ্বনির সহিত আবার সেই মুহূর্ত্তে ক্ষণমাত্র সজাগ ঘুমন্ত প্রকৃতি গভীর নিদ্রাভরে এলাইয়া পড়িলেন। রামগড়ের কুঞ্জকাননে সেই জাগ্রত কোকিলটাও বুঝি এতক্ষণের পর তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল ? আর তার সেই বেদনা রুদ্ধ সুরের ঝঙ্কারটুকুও শুনা গেল না, রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল ।

কোথা হইতে আকাশের গায়ে পুঞ্জ পুঞ্জ রৌপ্য-মেঘ আসিয়া দেখা দিল। তাহাদেরই এক খণ্ড অকস্মাৎ সেই অমল শুভ্র জ্যোৎস্না বিতরণকারী পূর্ণ-চন্দ্রকে পৃথিবী হইতে আবৃত করিয়া দিল। জগতের সমস্ত আলোক তরঙ্গ সহসা যেন প্রাণহীনতায় প্রভাহীন ধূসর হইয়া গেল। যে ব্যক্তি দ্বিধাপূর্ণ চিত্তে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সন্দেহ-কুণ্ঠিতচরণে অগ্রসর হইতেছিল, সে সহসা প্রকৃতির এই নিরানন্দ ম্লানতায় তাঁর সভয় শিহরণ অনুভব করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তার হস্ত হইতে ঝন্‌ঝনা ধ্বনি সহকারে যে বস্তু হর্ম্ম্যতলে পতিত হইল তাহারই শব্দে শয্যোপরি উঠিয়া বসিয়া স্মিত মাধুরী বিকশিত প্রসন্ন মধুর হাস্যের সহিত শুক্লা কহিয়া উঠিল,—"এসেছ ?—এসো, এসো, আমি তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম ।"

অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকচ্ছটা প্রতিভাসিত পদ্মরাগমণি দীপ্তির মত মনোহর স্বর্গীয় হাসি ! সে হাসি আত্মদুঃখ জয়কারী,—অন্যের তাহা হৃদয়তাপ বিস্মৃতিকারক। যে তাঁহাকে তাঁর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিনে, এই হাসি এই স্বরে সম্বোধন করিয়াছে, আজি জীবনের এ ঘোর অমানিশায়ও এ সেই হাসি সেই স্বর।

কোশল যুবরাজের অন্তরের মধ্যে এই করুণা-কিরণ উদ্ভাসিত উজ্জ্বলায়ত গভীর কৃষ্ণতারক যুগ্ম নেত্রের সপ্রেম দৃষ্টিও অকুণ্ঠ বিশ্বস্ত নির্ভরতায় উদ্দাম বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। বেদনার বিদ্যুৎ ক্ষণিক সন্দেহের তরল

অন্ধকার কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, 'অধর্ম্ম কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। পাপ সে সর্ব্বাবস্থাতেই পাপ!' তিনি নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটিও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন রক্তোজ্জ্বল অধর-ওষ্ঠ সেইরূপ স্নিগ্ধ মধুর হৃদি-বিমোহিনী হাস্যচ্ছটায় সমুজ্জ্বল করিয়া শুক্লা পুনশ্চ কহিতে লাগিল,—"তুমি অমন করে রইলে কেন? পিতৃ-আজ্ঞা, রাজ-আজ্ঞা পালনে দ্বিধা কিসের?"

সহসা যেন ঘোর তন্দ্রাচ্ছন্নতা হইতে জাগিয়া উঠিয়া পুষ্পমিত্র ত্বরিতপদে তাহার নিকটস্থ হইলেন, বেদনাক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—"অম্বরীষ যে কে' সে সংবাদে তুমিও হয় তো অজ্ঞ নও? কিন্তু জগতে পিশাচ আছে বলে দেবতারও অভাব নেই। সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপিণী সুদক্ষিণা দেবী আমাদের সহায়; এসো আমরা তাঁর সহায়তায় গুপ্তপথে এখান হতে পালিয়ে যাই।"

"পালিয়ে যাব?—সে কি প্রভু? আমি মরলেও তোমার শত শুক্লা মিলবে, এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা পাবে দেব?"

"তুমিই আমার শত সাম্রাজ্য শুক্লা! এ শোণিত-স্নাত রাজ্যধনে আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই, এ রাজ্যের কণ্টকময় রাজমুকুট শিরে ধারণাপেক্ষা বরং আমরা উভয়ে ভিক্ষান্নে উদরপূরণ করবো, সেও শ্রেয়।"

"রাজনীতিতে দয়াধর্ম্ম তো প্রধান নয় প্রভু! রাজাধিরাজপুত্র তুমি আপনার গৌরবান্বিত রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হয়ো না। প্রজা হিতার্থে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সাধ্বীপ্রধানা সীতাদেবীকেও বর্জ্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই রাজনীতির কাছে আমি কতটুকু?"

"শুক্লা! তিনি দেবতা, দেবতায় মানবে তুলনা করো না। বিলম্বে বিপদ বর্দ্ধিত হবে মাত্র, আমার সংকল্প টলবে না।"

শুক্লা তথাপি উঠিল না। সে তার পদ্মকোরক তুলনীয় ক্ষুদ্র কর দুইটি যুক্ত করিয়া করুণা মথিত শান্তপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিতে লাগিল,—"প্রভু আমার! তুমি যে এ দাসীকে তার অপ্রত্যাশিত অধিকার দিয়েছিলে, সে যে সত্যসত্যই তোমার সেই প্রসাদ পুরস্কারে কৃত-কৃতার্থা হয়েছে। সেই অতুলনীয় মহা-প্রাপ্তির এই প্রতিদান কি আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব? তোমায় ধর্ম্মচ্যুত, রাজ্যচ্যুত, স্বজন-বিচ্যুত করবো?"

যুবরাজ দ্রুতপদে বাতায়ন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক অধীর দৃষ্টি নিক্ষেপে হ্রদ বক্ষে কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, তৎপরে পত্নীর নিকট পুনঃ প্রত্যাগত

হইয়া কহিলেন,—"দুর্গচ্ছায়ান্ধকারে ক্ষুদ্র তরণী লুক্কায়িত আছে দেখলাম, সুদক্ষিণা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতীক্ষা করছেন।—তোমার হৃদয়-শোণিতে এ হস্ত কলুষিত করার পরিবর্ত্তে যে কোন মহাপাতক স্বীকারেই আমি প্রস্তুত আছি, জানবে, তুমি অবিলম্বে উঠে এস। রজনী তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়।"

এই কথা বলিতে বলিতে মত্ত উত্তেজনায় উত্তেজিত যুবরাজ পত্নীর হস্তাকর্ষণ করিলেন। প্রচ্ছন্ন বিষাদের নম্রকরুণ হাস্যরেখায় তারুণ্যপূর্ণ সুন্দর মুখ রঞ্জিত করিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র শুক্লা স্থির হইয়া রহিল, তারপর কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সে কথা সেই জানে, কিন্তু তখন কোন গোপন মানসিক বিপ্লবের উগ্র আতিশয্যে কণ্ঠ ও করযুগল তার সঘনে কম্পিত হইতেছিল।

"এ কি! তোমার অসি নিলে না?"—এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীর হস্ত হইতে নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া ভূমে প্রসারিত যুবরাজের হস্তচ্যুত কৃপাণ সে নত দেহে কুড়াইয়া লইল।

ভাল কথা বলেছ, এই অসিই আমাদের একমাত্র সহায়। এই অসি সহায়েই আজ সংসার-সমুদ্রে অসহায় আমরা ঝাঁপ দিলাম। শোন শুক্লা! তুমি আর মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব করো না—" হস্ত প্রসারিত করিয়া যুবরাজ অস্ত্র গ্রহণ করিতে গেলেন।

"না, আর না—"

সেই সমুজ্জ্বল কৃপাণ-ফলক মুহূর্ত্ত মধ্যে মেঘকবল-বিমুক্ত বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ চন্দ্রালোকে ঝকিয়া উঠিল, যেন অকস্মাৎ কক্ষমধ্যে তড়িল্লতা চমকিয়া গেল। পরক্ষণেই সেই সূচ্যগ্র-তীক্ষ্ণ উষ্ণ শোণিত পিয়াসী ক্ষুরধার অসি শুক্লার পুষ্প-বিনোদিত কোমল বক্ষে সবেগে বিদ্ধ হইল এবং সেই ক্ষণেই ছিন্নমূল কনকলতার ন্যায় স্বর্গচ্যুত সৌদামিনীর ন্যায়, কেন্দ্রচ্যুত তারকার ন্যায়, শুক্লা বর্শাবিদ্ধ মৃগশিশুর মতই স্বামীর প্রতি বারেক বিহ্বল করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই শোণিতাপ্লুত দেহে তাঁহারই পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

এঘটনা চক্ষের নিমিষে ঘটিয়া গেল। যুবরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—"শুক্লা! শুক্লা! কি কর! কি কর,—এ কি করলে?

তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শুক্লার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—হায়! ততক্ষণে সবই যে শেষ হইয়া গিয়াছে!

পুষ্পমিত্র ভূমে বসিয়া পত্নীর ধরালুণ্ঠিত মস্তক আপন অঙ্কে অতি সাবধানে তুলিয়া লইলেন। যে অনির্ব্বচনীয় গভীর যন্ত্রণা বাড়বানল শিখার ন্যায় তাঁহাকে

দগ্ধ করিতে লাগিল—তাহার অনুভূতি তাঁহার নিজের সেই মথিত সমুদ্রের ন্যায় উন্মত্ত তরঙ্গাকুল হৃদয় মধ্যেই ছিল না, মানব জীবনের সেই সদ্য প্রলয় সঙ্ঘাত অপরে কি বুঝিবে ?

শুক্লার রক্তজবার ন্যায় শোণিতাপ্লুত বদনমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে হাহাকার করিয়া পুষ্পমিত্র কহিলেন,—"পাষাণী। এ কি করলি ? এ এ জগতে আমার জন্য কিছুই বাকি রাখলি না ?"

গভীর শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ধারাকারে বর্ষিত তাঁর শোকাশ্রুজলে শুক্লার শোণিত সিক্ত দেহ ধৌত হইয়া যাইতে লাগিল।

আঘাত যে আহতার মর্ম্ম ভেদ করিয়াছে,—শোণিতস্রাব দেখিয়াই যুবরাজ তাহা বুঝিয়াছিলেন। উত্তপ্ত রক্তধারার সুলোহিত রাগে তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ ও হর্ম্ম্যতল রঞ্জিত হইয়া ধারাকারে তাহা বহিয়া গেল। তখন শুক্লা তড়িৎ স্ফুর্ত্তির ন্যায় উজ্জ্বল হাসিমুখে মৃণাল বিনিন্দিত দুই হস্তে স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিল। তাহার প্রবাল রক্ত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠে যে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল সে হাসি বড় সুখের হাসি। এ সংসারে সকল নর বা নারী মরণকালে তেমন করিয়া হাসিতে পারে না। শুক্লা সেই শান্ত মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,—"নিজের প্রাণ দিয়েও স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য, সেই ধর্ম্মই পালন করলাম। প্রভু! তোমার এ অকৃতজ্ঞা চিরদাসীকে ক্ষমা করো! বড় অপরাধই তো তুমি এতদিন ক্ষমা করেছিলে—তোমার স্নেহের তো অন্ত নেই। তোমায় ছেড়ে যেতে কি আমারই সাধ ছিল ? তবে এই যে যেতে হচ্চে এ শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, তোমার ধর্ম্ম, তোমার রাজ্য, তোমার সম্মান রক্ষার জন্যে। আমি তো মরণের দ্বারেই বসে ছিলাম। আমার জন্য দুঃখ কি ? তোমার দাসীর অভাব হবে না। আমাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ সেবিকা তুমি পাবে। সংসার-পথে ঘুরতে ফিরতে কত লোকেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, সবার কথাই কি চিরদিন স্মরণে রাখতে হয় ? আমায়ও তেমনি দুদিন পরে ভুলে যেও। মনে করো ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলে—নিদ্রাভঙ্গে দুঃস্বপ্ন টুটে গিয়েছে।"

ক্লান্তিভরে শুক্লা ক্ষণকাল নীরব রহিল। শোণিত ক্ষয়ে তাহার জীবনীশক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল।

যুবরাজ সেই শোণিত সিক্ত অর্দ্ধশীতল শিথিল দেহ আলিঙ্গন করিয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন,—"এ জীবনে তোমায় কখনই ভুলতে পারবো না। যার জন্য তুমি আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে, আমিও এই প্রতিজ্ঞা

করে বলছি, সে রাজ্য আমার পরিত্যজ্য। স্থির জেনো আমিও তোমার অনুগামী হবো। তোমায় ছেড়ে আমি কেমন করে বাঁচবো শুক্লা? আমার আর এ জগতে কি রইল?”

শুক্লার বাক্যস্ফুরণের বড় বেশি শক্তি ছিল না; তথাপি সে কুণ্ঠিত করুণ স্বরে ঘন কম্পিত কৃচ্ছ্র-শ্বাসে ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—“এখনও যে তোমার অনেক কাজ রয়েছে—তোমার জননী আছেন, তদ্ভিন্ন দেবগড়—যদিও হতভাগ্য দেবগড় রক্ষা পাবে না বুঝতেই পারছি, কিন্তু তুমি আমার স্নেহ পুতলী প্রাণাধিকা অমিতাকে রক্ষা করবে;—অন্ততঃ তার নারী-মর্য্যাদা তোমার দ্বারা রক্ষিত হবে—এই আশ্বাসটুকু তুমি আমার শেষের সম্বল করে দাও! আর যদি কখন সম্ভব হয়, কুমার বসন্তশ্রীকে বলো।—”

জীবন-মৃত্যুর শেষ দ্বন্দ্ব-দোলায় মৃত্যুর অতি ভীষণ আক্রমণ বেগে অপগত শক্তি শুক্লার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

“তোমার ইচ্ছা পূরণার্থ আমায় কিছুদিন বাঁচতেই হবে,—কিন্তু—কিন্তু ওঃ, শুক্লা, কেন এমন করলে! রাজ্যহারা হয়েও আমরা কত সুখেই ত থাকতে পারতাম! কেন আমায় এমন করে ফাঁকি দিয়ে ফেলে পালালে? প্রাণাধিকে! কেন এমন করলে?”

“ছিঃ তুমি কেঁদো না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজপুত্রের পক্ষে তো অসহায় কান্না শোভা পায় না। শান্ত হয়ে একবার প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর,—আমার স্বহস্তঘাতী-আত্মা যেন শক্তিলাভ করে। আর কিছুই সে চায় না, শুধু যেন জন্ম জন্ম তোমার দাসী হবার অধিকারটুকু তার নষ্ট হয়ে না যায়। সেই স্বর্গ, সেই মোক্ষ, সেই আমার পরিনির্ব্বাণ! আমি স্বর্গ মোক্ষ কিছুই চাই না, যেখানে গেলে তোমায় পাব,—সেই মহাপীঠই আমার একমাত্র কাম্য। দেবতা আমার! যেন অনন্তকাল আমি—তোমারই,— তোমারই দাসানুদাসী থাকি।”

শুক্লার মুখে শুভ্রবর্ণের উপর কে যেন আরও অনেক সাদা রং লেপিয়া দিল। মৃত্যুর ছায়া সে মুখে নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল, বক্ষের শোণিত-স্রাব সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল, স্বামীর অংক হইতে মস্তক পদ প্রান্তে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল, শুক্লার শেষ নিশ্বাসবায়ু তার স্বামীর উত্তপ্ত নিশ্বাসে মিশিয়া গেল।

পুষ্পমিত্র সযত্নে শুক্লার মস্তক স্বীয় অংকে সন্তর্পণে তুলিয়া লইলেন। তার তুষারশীতল হিম-হস্ত আপনার দাহজ্বালাপূর্ণ হস্তে ধারণ করিলেন। তারপর অশ্রুশূন্য শুষ্ক জ্বালাময় উভয় নেত্র তাহার নিমীলিতপক্ষ্ম মুদিত কমল-

কোরকের ন্যায় নেত্র দুটির উপর স্থির রাখিয়া ভাস্কর খোদিত শিলামূর্ত্তির ন্যায় অচল হইয়া বসিয়া রহিলেন। সব ফুরাইল।

কপোত যেমন ব্যাধ-শরবিদ্ধা উদ্‌ভিন্ন-হৃদয়া কপোতীকে স্বীয় পক্ষপুটে ঢাকিয়া গভীর মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার অসহনীয় বহ্নিদাহের মধ্যে লুটাইতে থাকে, সেই গভীর রাত্রে এই হতভাগ্য রাজকুমার—কোশলের মহাসম্মানিত অরিন্দম ভট্টারক-পাদীয় যুবরাজ সেই চিরাপগত প্রিয়তমাকে ধরিয়া রাখিবার একবিন্দু উপায় নাই জানিয়াও তেমনি বিদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁর ইহজীবনের প্রিয়তমার প্রাণ-শূন্য দেহ অঙ্কে লইয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় তেমনি অধীর চিত্তে সেই জনশূন্য শব্দশূন্য স্তব্ধ গৃহে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল এবং হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জগতের সকল সুখের আধার,—সকল শান্তির স্থল সর্ব্বদুঃখের বিরাম একমাত্র জীবন-সঙ্গিনী আজ তাঁহাকে চিরদিনের মতই নিঃসঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—আর সেই মহাযাত্রা শুধু তাঁহারই ভবিষ্যতের সুখ সৌভাগ্যের জন্য!

শোকাহত যুবরাজ বিগতপ্রাণা পত্নীর দেহ কোলে তেমনি বসিয়া রহিলেন। স-চন্দ্র নক্ষত্রাবলী, উন্মুখ প্রকৃতি বিস্ময় বিষাদে স্তব্ধ হইয়া ব্যথাকাতর দৃষ্টিতে তাঁদের প্রতি মৌন মুখে চাহিয়া রহিল। তাঁদের ঘেরিয়া অসীম মহাশূন্য নীরবে মর্ম্মভেদী হাহাকার করিতে লাগিল। সে রোদন পুষ্পমিত্রের সেই শোক শেলাহত রুধিরাপ্লুত অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইতেছিল, তাই তাহা অমন ভাষাহীন শব্দহীন এবং বুঝি সীমাহীনও।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

But soft ! what messenger of speed
Spurs hitherward his panting steed ?

—*Scott.*

পার্ব্বত্য উপত্যকা সবে মাত্র নবোদিত সূর্য্য-রশ্মিচ্ছটায় আলোকিত হইয়াছে। তখনও গুহা-গহ্বরে পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার বিশ্রাম-শায়িত। অদূরস্থ শালবন পর্ব্বত পদতলে অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন। বাতাস তখনও সেই পার্ব্বত্যভূমে শৈত্য-বহন করিতেছে, শৈল-অঙ্গ-জাত নানাবিধ বন্যলতা ও আরণ্যবৃক্ষে রাশি রাশি বন্যপুষ্প বায়ুভরে সানন্দচিত্ত শিশুর ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে ক্রীড়া করিতেছে,

গিরিগাত্র প্রবাহিতা নির্ঝর-ধারার গম্ভীর কলকল নাদ যেন ব্রহ্মবাদীর সুগম্ভীর বেদধ্বনি বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করিতেছে, বহুদূর দূরান্তর ব্যাপিয়া ধূসর বিশাল ভীমকান্ত পর্ব্বতশ্রেণী নীলাম্বুধি সমতুল্য মহিমময় প্রভাত গগনের অংগস্পর্শ করিয়া উচ্চাবচভাবে তরংগিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল গিরিমালার অংগে কোথাও মেঘপুঞ্জ সূর্য্য-করোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তিতে ভাসমান। কোথাও সুদূরে চিরতুষার রাশি বহু বহু উর্দ্ধে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে বীচিবিক্ষেপকারিণী অস্থিরগতি রোহিণী নদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিতরংগিণী সকলের সংমিশ্রণে প্রশস্ততা লাভ করিতে করিতে অকস্মাৎ সুপ্রশস্তাকারে রাপ্তির সহিত সম্মিলিতা হইবার জন্য দেবদহের রাজধানী দেবগড়াভিমুখে প্রস্থিতা হইয়াছেন।

এই অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া কৃষ্ণবর্ণ তেজস্বী অশ্বারোহণে এক তরুণ আরোহী সেই পার্ব্বত্য ভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক রোহিণী-নদীর কূলে কূলে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। যুবকের চিত্ত সুখলেশহীন। মুখের ভাব তাঁর তরুণ বয়সের উপযোগী তারুণ্যময় নহে, বড় বিষাদময় বড়ই গম্ভীর। তিনি কোন দিকে না চাহিয়া চিন্তামগ্ন ভাবে ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। ক্রমে বহুপথ অতিক্রান্ত হইলে অদূরে দেবগড়ের দুর্গশীর্ষে শাক্যপতাকা অশ্বারোহীর নেত্রপথে পতিত হইল। তখন সেই যুবক যেন সমধিক বিমনা হইয়া সেইদিকে চাহিতে চাহিতে অধিকতর শ্লথ গতিতে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। যেন আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার ইচ্ছা নাই অথচ প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টাও যেন সম্ভব হইতেছিল না।

এদিকে কানন-প্রহ্লাদিনী গিরিনদী অপর পার্শ্বে দূর হইতে দূরান্তরে সুবিস্তৃত সমুন্নত শৈল-প্রাকার। উভয়ের মধ্যস্থিত পথ সংকীর্ণ। এরূপ সংকটময় স্থলে উপস্থিত আত্মাবিস্মৃতি-বশে ঘোর অন্যমনস্ক অশ্বারোহীর কর্ণে অকস্মাৎ এক উচ্চ আবেদন প্রবেশ করিল।

"মহাশয়! কৃপা করে পথ ছেড়ে দিন, মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করতে পারছি না।" এই জনহীন গিরিপথে সহসা এই ভাবে সম্বোধিত হইয়া বিস্ময়ভরে অশ্বারোহী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, একব্যক্তি অতি বেগে অশ্ব-সঞ্চালনপূর্ব্বক তাঁরই অভিমুখে আগমন করিতেছে। পর্ব্বতগাত্রে অশ্ব-পদাঘাত-ধ্বনি চতুর্দ্দিককে শব্দায়মান করিয়া শ্বেতবর্ণ মহাহয় যেন পবনবেগে উড়িয়া আসিতেছিল। ইহা দেখিয়াও যুবক আপনার মৃদু গতিশীল অশ্বের গতিবেগ বর্দ্ধিত বা সংযত করিলেন না।

এদিকে সেই বেগমান অশ্ব চক্ষের নিমিষে আরোহী সমেত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। উত্তেজনাপূর্ণ আদেশের স্বরে পশ্চাৎ হইতে পুনশ্চ মৃদু গতিশীল পথিকের কর্ণে আসিল,—"ভদ্র! পথ মুক্ত করুন।"

যুবক তথাপি পথ ছাড়িল না।

"যদি আপনার মধ্যে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, তবে তাহারই শপথ—সত্বর পথ মুক্ত করুন, নতুবা—"

"প্রথম অশ্বারোহী এইবার বক্তার অভিমুখে বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া ক্রোধপূর্ণ কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন,—নতুবা?"

অসহিষ্ণু আগন্তুক পার্শ্ববিলম্বিত কৃপাণ কোষমুক্ত করিতে করিতে নিরুপায় রোষে অসহিষ্ণু তিক্তস্বরে কহিলেন,—"নতুবা, মরিবে।"

"শুনিয়া বিশেষ বাধিত হইলাম। এক্ষণে উহাই আমার একমাত্র অন্বিষ্য, এ স্থলে লাভ করলে অধিকদূর যেতে হয় না।"—এই কথা বলিয়া সেই কন্দর্পকান্তি তরুণ পুরুষ আপনার অসিও ক্ষণমধ্যে নিষ্কাসিত করিলেন।

তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ কৃপাণ যথাস্থানে আবদ্ধ রাখিয়া অশ্ববল্গা পুনগ্রহণ-পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ সংযত ভাবে কহিলেন,—"ভাই! ক্ষমা করো, বুঝেছি তুমি আমারই মত হতভাগ্য। নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হলে মরণকে কেউ খুঁজে বেড়ায় না, সচরাচর মৃত্যুই জীবকে অন্বেষণ করে। কিন্তু মরণের পথ বহুদূরও তো নয়? যদি মরতেই চাও, তবে এখানে এই নির্জ্জন কাননপথে লোকচক্ষের অন্তরালে বৃথা মরে লাভ কি? দেবগড়ের প্রশস্ত যুদ্ধক্ষেত্র মরবার পক্ষে বোধ করি নিতান্ত মন্দ হবে না? চল, তবে একসঙ্গে সেই খানেই যাই, মরবার পূর্ব্বে হয়ত কিছু সম্বলও করেও যেতে পারবে।"

এই বলিয়া সেই ব্যক্তি অশ্ব চালনার জন্য একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

শ্রোতার চিত্তেও সহসা এই ভীষণ শব্দাঘাতে যেন নির্ঘাত বিদ্যুৎ কশা বাজিল। অতীত গর্ভাঙ্কের অনেক খানি স্মৃতি-লিপি তাঁর জীবনের অন্ধকার গহ্বর তল হইতে অকস্মাৎ ভাসিয়া উঠিয়া যেন বর্ত্তমানকে অন্তরাল করিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তে চমকিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"দেবগড!"

"হ্যাঁ, দেবগড়। সেখানে এখনও হয়ত নরমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হয় নি। পথিক! ক্ষমা করো আমায়, কোন প্রশ্ন করো না; তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করতে গেলে অমিত পরাক্রম কোশল-সৈন্য হতে শাক্য-ললনাকুলের মর্য্যাদা রক্ষার যেটুকু অবসর এখনও ঘটতে পারে, সেটুকুকেও হারিয়ে ফেলতে হবে।

তুমি পথ না ছাড় আমি নদীমধ্য দিয়ে পথ করে চললাম। ইচ্ছা হয় পশ্চাতে এসো।"

বলিতে বলিতে সহসাগত সেই সাহসী দ্বিতীয় অশ্বারোহী তাঁর সুশিক্ষিত বাহনকে কূলপ্লাবিনী বেগবতী তরঙ্গিণীর শীতল সলিল মধ্যে অবগাহিত করিয়া কিয়দ্দূরান্তরে পুনর্ব্বার উপকূলে উত্থানপূর্ব্বক সবেগে তাহার অঙ্গে কশাঘাত করিলেন। তখন সেই অশ্বরাজ আরোহী সমেত চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ততক্ষণে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক দুঃসংবাদের ঘোর বিস্ময় জাত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রথম অশ্বারোহী উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া বলিতেছিলেন,—"তোমার এ কথা সত্য কি? যথার্থই কি দেবগড় আজ শ্রাবস্তিপতির দ্বারা বিপন্ন? বিশাল আর্য্যাবর্ত্তে নারী-মর্য্যাদার পরে হস্তক্ষেপ আর কে করতে পারে? বহিঃশত্রুর কলুষ স্পর্শ আর্য্যভূমিকে কলঙ্কিত করে নিত?"

কিন্তু ঝটিকাবেগে উড্ডীয়মানবৎ অতি বেগে সঞ্চালনশীল অশ্বের আরোহী সেই দূরপ্রস্থিত সম্বোধিতের কর্ণে সে প্রশ্ন অস্পষ্ট শব্দমাত্ররূপে অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

The city is sleeping ; the more to deplore, it
May drawn on it weeping : Sullenly, slowly.

—*Byron.*

নদীর উভয় কূলে কোশলের অগণিত শ্বেত স্কন্ধাবার শোভা পাইতেছে, অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সমাবেশে নদীতীরস্থ ভূমিভাগ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত্রির দ্বিতীয় যামার্দ্ধে অন্ধকারময় রোহিণী-তীর অকস্মাৎ সহস্র সহস্র উল্কালোকে উজ্জ্বল ও নৈশ নীরবতা সুশিক্ষিত কোশল-সেনার রণ হুঙ্কারে শব্দায়মান হইয়া উঠিলে সদ্য নিদ্রোত্থিত দেবগড়বাসী প্রথম মুহূর্ত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আত্ম সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। এই আকস্মিক বিপৎপাতের হেতু এখানের কাহারও অবিদিত নয়। যে রাজা প্রজার জন্য নিজের কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জনেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন সেই ন্যায়পর নৃপতির জন্য সকলেই আজ প্রাণ বিসর্জ্জনে স্বেচ্ছাসম্মত।

অতঃপর সেই দুর্দ্ধর্ষ কোশলবাহিনীর সহিত ক্ষুদ্র জনপদবাসিগণের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দুর্গবাসী বৃদ্ধ বালক ও নারী ব্যতীত সমস্ত পুরুষ প্রাণপণ শক্তিতে কোশল-সেনার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। শত শত শূল ভল্ল বর্শা দুর্গপ্রাকার হইতে কোশল-সেনার প্রতি ধারাকারে বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহাতে শত শত ব্যক্তি হত এবং সহস্র সহস্র আহত হইলে অপ্রতিহত-বেগ কোশল-সেনা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এই ক্ষুদ্র দুর্গ মধ্য হইতে এরূপ প্রচণ্ড বাধা তাহারা কল্পনাও করে নাই, বিশেষতঃ এরূপ অতর্কিত আক্রমণে। তাদের ছত্রভঙ্গ হইতে দেখিয়া দুর্গবাসিগণ নবীন উদ্যমে দুর্গরক্ষায় যত্নবান্ হইলেন।

রজনীর তিমিরান্ধকার রাশি সহস্র কিরণ রূপ মহাচক্রে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শত শত বিধবার করুণ অশ্রুপাত সমতুল্য শিশিরাশ্রুরাশি বিসর্জ্জন করিতে করিতে উষাগম হইল। সেই বালারুণ দ্যুতি ক্রমে চক্ষু ঝলসিতকারী মধ্যাহ্ন-কিরণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, পক্ষীরা ঊর্দ্ধপক্ষে শাবক সম্ভাষণে কুলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল, রৌদ্রতেজে গিরিগাত্রস্থ প্রস্তরখণ্ড কোথাও হীরকখণ্ডবৎ কোথাও মরকতের ন্যায় রক্তরাগে জ্বলিতে লাগিল, যুদ্ধের বিরাম হইল না। ক্ষুদ্র দুর্গ অভেদ্য, অপ্রতিহতবেগ সহনে সক্ষম, ক্ষুদ্র সৈন্যদল অকুতোভয় চেষ্টা প্রাণপণ। কোশলের অগণ্য হয় হস্তী সৈন্য সেনাপতি দুর্গ-প্রাকার নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শর শেল জাঠা দ্বারা হতাহত হইতে লাগিল। দুর্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুই জানা গেল না, বাহিরে তার সেই ক্ষুদ্র পাষাণ মূর্ত্তি অবিচল দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে যুদ্ধক্ষেত্র ভয়ংকররূপ ধারণ করিল। অশ্ব হস্তী ও মনুষ্যের শব রাশিতে দুর্গের চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া গেল। কোথাও আহত সৈনিক ক্ষীণকণ্ঠে 'জল' 'জল' করিতেছে, কোথাও যাতনার্ত্ত অংগহীনের মর্ম্মভেদী বিলাপ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে, কোথাও উল্কা হস্তে দু'একজন স্বীয় আত্মীয়ের দেহ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে পেচকের কর্কশ রব ও আনন্দমত্ত শিবাদলের ঘোরতর কোলাহল শুনা যাইতেছে।

নদীতীরে অসংখ্য কোশল-শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তথায় শত শত উল্কালোক প্রজ্বলিত রহিয়া আলোকচ্ছটায় ভীষণ রণক্ষেত্র ভীষণতর রূপে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। অদূরে সংগম-তীর্থ, রোহিণী ও রেবতী নদীদ্বয় কলকল নাদে প্রবাহিতা। নদীর তীরভূমি শোণিতপংকে পিচ্ছিল ও আরক্ত,— নদীজল অকলংক নির্ম্মল, নদীবক্ষ শান্ত সুশীতল এবং সচন্দ্র তারকালোকে

সমুজ্জল। আশ্রিতবর্গের এই আসন্নপ্রায় মহাবিপদে কি কিছুমাত্র উদ্বেগও সেই প্রশান্ত বক্ষে তরঙ্গিত হয় নাই? চির সঙ্গিগণের সুখ দুঃখ জয় পরাজয় সত্যই কি মানবত্বের বহির্ভূত তাদের এই জড় সঙ্গিগণকে এতটুকুও বিচলিত করিতে পারিবে না?

দুর্গাভ্যন্তরের দৃশ্য বহির্ভাগের অপেক্ষাও সমধিক শোচনীয়। জনাকীর্ণা আনন্দময়ী নগরীতুল্যা রাজদুর্গ আজ শ্মশানবৎ স্তব্ধ স্থির তেমনি ভয়প্রদ। দুর্গ-প্রাকারের নিম্নে বহিরংশের মতই বর্ষা উদ্ভিন্ন, শূল বিভক্ত রাশীকৃত শবদেহ। বিপক্ষ-হস্ত-নিক্ষিপ্ত তীরবিদ্ধ যোদ্ধার মৃত শরীর ইতস্ততঃ ভূলুণ্ঠিত। দুর্গমধ্যে এক্ষণে অতি অল্পসংখ্যক সুস্থদেহ যুবক বা প্রৌঢ় জীবিত আছে। যে কয়জন বাঁচিয়া আছে তাদেরও সকলেই প্রায় বিকলাঙ্গ আহত, অনেকেই মুমূর্ষু। তথাপি যুদ্ধেরও বিরাম নাই। শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অবিরাম শরবৃষ্টি, বিপক্ষের সিংহনাদ, আহতের মৃত্যু-যন্ত্রণাপূর্ণ শ্রবণ-বিদারী আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বল দুর্গবাসীর আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা সমভাবেই চলিতেছে।

রাত্রে যখন বিশ্রামশীল কোশল-সৈন্য আক্রমণ বন্ধ রাখিয়াছে, সেই সময় দেবগড় দুর্গমধ্যে ধীরে ধীরে এক অতি শোচনীয় অভিনয় অভিনীত হইতেছিল। মন্ত্রী সেনানায়ক রাজার পার্শ্বচর প্রতিহার সামান্য দৌবারিক চৌরোদ্ধরণিক তরুণ ও প্রৌঢ় নাগরিক সকলেই একে একে দুর্গরক্ষার্থ প্রাণ দিয়াছে। এক্ষণে শিশু পশু বৃদ্ধ এবং নারীই শুধু এ রাজ্যে অবশিষ্ট আছে, আর আছে তাদের উন্মাদগ্রস্ত অভাগা রাজা সুরজিৎ।

রজনী বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। দুর্গমধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, দেবালয়ে আরাত্রিকের মঙ্গল বাদিত্র বাদিত হইল না। রাজবর্ত্ম জনশূন্য, বিপণির দ্বার রুদ্ধ, নাগরিকগণের গৃহ নিস্তব্ধ, রাজপ্রাসাদ অন্ধকারময়। দেবগড়ে আজ যেন মানুষের দেহে প্রাণ নাই, দেবগড় আজ মহা শ্মশান।

সেই অতীতের গৌরব বর্ত্তমানের বিভীষিকা এবং ভবিষ্যের শ্মশান সমতুল্য দেবগড়ে রাজপ্রাসাদে রাজকুললক্ষ্মী অরুন্ধতী দেবী তাঁর উন্মাদগ্রস্ত স্বামীর পরিচর্য্যায় একাগ্র চিত্তে ব্যাপৃতা। মস্তকোপরি যে ভীষণ বিপদ মেঘে পতনোন্মুখ বজ্র গর্জ্জিতেছিল, তাহাতে সেই শোকসংযত হৃদয়াভ্যন্তরকে ভীত-ব্যাকুলতা মাত্র প্রদান করিতে পারে নাই। স্বামীর অসুস্থতা ক্লেশ এই আসন্ন বিপদকেও সতী চিত্ত হইতে মুছিয়া দিয়াছে।

রাজা ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্বানুভূতি লাভ করিলেও অধিকক্ষণ কিছুই স্মরণ রাখিতে পারিতেছিলেন না, এত বড় বিপদেও আজ তাঁর অন্তরে তাই এক বিন্দু চিন্তারেখা পতিত হয় নাই। তিনি কঠিন বর্ত্তমানকে বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া সুদূর অতীতে আশা মরীচিকাময়ী নবযৌবনে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। পার্শ্বে তাঁর নবীনা প্রেয়সী। সে কি সুখের—কি সুখেরই সে কাল!—কিন্তু কে সেই নারী?—অরুন্ধতী কি? না—সে তাঁর প্রথম জীবনের একমাত্র প্রেমপাত্রী কৌমার হৃদয়ের প্রণয় মন্দারমাল্যে সুপূজিতা সুপ্রিয়া দেবী! অরুন্ধতী সকলই শুনিয়াছিলেন, সকলই শুনিতেছিলেন, শুধু সহানুভূতিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ব্যতীত পতিপ্রাণা সতীচিত্ত আর কিছুই অনুভব করে নাই।

গৃহে দীপশিখা ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল। রাজা এই মাত্র অজস্র প্রলাপ থামাইয়া ঈষৎ তন্দ্রামগ্ন হইয়াছেন। তিনটি উৎকণ্ঠিতা নারী তাঁরই শয্যাপার্শ্বে সঘন স্পন্দিত বক্ষে অবসন্ন চিত্তে জাগিয়া বসিয়া আছে। এই যে অতি ক্ষীণশিখা জীবনদীপ ইহারা প্রাণপণ চেষ্টায় জ্বালাইয়া রাখিতেছে, ইহাকে নির্ব্বাপিত হইতে দেওয়াই কি ইহার পরে আজ যথার্থ করুণা করা নয়? এই প্রশ্নই ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া—সুরজিতের প্রথমা ধর্ম্মপত্নীর হৃদয়ে উত্থিত হইয়া নিজের এ যুক্তিকে ক্রমশঃই বলীয়ান্ করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু দ্বিতীয়া পত্নী—মহারাণী অরুন্ধতী মুহূর্ত্তকালের জন্যও এমন পাপ-চিন্তার প্রশ্রয় দান করিতে পারেন নাই, এ চিন্তার শক্তি তাঁর মধ্যে কোথায়?

গৃহ বহুক্ষণ গভীর স্তব্ধ থাকিবার পর সহসা সচিন্তিত মৃদুস্বরে মহারাণী কহিয়া উঠিলেন,—"দেবি! শ্রাবস্তিপতির এ অনর্থক পরপীড়নের কারণ তো কিছুই জানা গেল না? তাঁর নিকট আমরা কি এমন অপরাধে অপরাধী,—আপনি তো সর্ব্বজ্ঞা, আপনি কি এর কারণ কিছু বলতে পারেন?"

তপস্বিনী কহিলেন,—"মহাদেবি! নিজ কন্যার সম্মান রক্ষার্থ তোমরা যাকে উৎসর্গ করেছ, সেই বলি দেবতার মনঃপূত হয়নি, এও কি আপনি এতক্ষণ বুঝতে পারেননি?

মহারাণীর পদনখ হইতে মস্তকের কেশগুচ্ছ অবধি শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—"দেবি! দেবি! তবে তো শুক্লাকে—আমার শুক্লাকেও এরা—উঃ ভগবান্ সূর্য্যদেব! বাছাকে আমার রক্ষা করো!"

ত্যাগ-কঠিন ভিক্ষু ব্রতাবলম্বিনীর কঠিন নেত্রদ্বয় অকস্মাৎ অশ্রুপরিপ্লুত

হইয়া আসিল, তিনি অশ্রু গোপন সচেষ্ট গাঢ়স্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"সরলে! তুমি কি এখনও তার জীবিত থাকার আশা করছো?"

"দেবি! সেই পুণ্যপ্রতিমা যে দেশের জন্য রাজার জন্য আত্মবলি দিয়েছে—সে ত্যাগের কি এই পুরস্কার? না, না, দেবি! জগতে এখনও ধর্ম্মের জয় পুণ্যের পুরস্কার বন্ধ হয়নি।"

"পিতামাতার পাপে সন্তানকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, একি তুমি বিশ্বাস করোনা?"

"দেবি?"

"চমকিত হবেন না, মহারাণি! যে জন্মদাতা পিতা নিজ সন্তানকে স্বার্থের ব্যাঘাতক বোধে ফিরে চায়নি, নিকটে রেখেও নিজ সন্তানের পরিচয় হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারেনি, অথবা বুঝেও বুঝেনি বলে তাকে জগৎ সমক্ষে গভীর লজ্জার কালি মাখিয়ে রেখেছিল, যার গর্ভ-ধারিণী সন্তানের বিধিদত্ত অধিকারে বঞ্চিত করে নিজ হৃদয়ের অপহৃত শান্তি অন্বেষণ লোভে লুব্ধ হয়ে পথের ধূলায় তাকে ফেলে যায়, সেই উভয়ের মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি একা তাকেই করতে হবে না?—এই কি তুমি আশা কর?"

"দেবি! কিছুই তো বুঝলাম না। আমার প্রভু যে দেবতার মতই নির্ম্মল দেবি?"

"পুণ্যচরিতে! তোমার দেবতা সত্য সত্য দেবতাই। আমি মহাপাপিনী, তাই এই পাপ সংস্পর্শে ঐ পবিত্র দেবতাও মুহূর্ত্তের জন্য একদিন ভ্রান্তিপঙ্কে পঙ্কিল হয়েছিলেন—সে কথায় আর এই শেষদিনে তোমার নিষ্ঠাপূর্ণ সতীচিত্তে ব্যথা দিতে চাই না,—ভগিনি! বিধিলিপি অখণ্ডনীয় জেনো, দোষ কারুই নয়, দোষ শুধু নিয়তির।"

"কিন্তু দেবি!—" অরুন্ধতীর বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দাসী আসিয়া জানাইল, মহামন্ত্রী রাজ-দর্শনেচ্ছুক।

ভিক্ষুণী কহিলেন,—"মহারাজ নিদ্রিত, এসো আমিই তাঁর আবেদন শুনে আসি।"

ভিক্ষুণী গাত্রোত্থান করিলে কি ভাবিয়া অমিতাও তাঁর সঙ্গ লইয়াছিল। কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সে শশি-লেখার ন্যায় ক্ষীণ তনু নত করিয়া সুপ্রিয়ার পদধূলি মস্তকে লইয়া ডাকিল,—"মা!"

ব্রতোপবাস-শীর্ণা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনে তেজোময়ী ভিক্ষুনারী এই অশ্রুত-

পূর্ব্ব 'মা'—সম্বোধনে সর্ব্ব কায়মনে কণ্টকিত শিহরিত হইয়া সেই মাতৃ-সম্বোধনকারিণীকে অননুভূতপূর্ব্ব গভীর স্নেহে আপন স্নেহ-বুভুক্ষিত বক্ষে মর্দ্দিত ও নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় স্বরে উত্তর করিলেন,—"মা !"

দেখিতে দেখিতে তাঁর সন্ন্যাস-কঠোর নেত্র দিয়া চির বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের জ্বালাময় অশ্রুবিন্দু মুক্তামালার ন্যায় ঝরিয়া পড়িল।

শুক্লকেশ লোলচর্ম্ম শাক্যবংশীয় বৃদ্ধমন্ত্রী শুদ্ধান্তঃপুরদ্বারে প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। সন্ধ্যালোকে তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি আগন্তুকার পীতবাস বা ভিক্ষুণী-চিহ্ন বুঝিতে পারিল না, তিনি তাঁহাকেই রাণী অরুন্ধতী বোধে অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ পুরঃসর সকাতরে কহিলেন,—"মাতা! দেবগড় রক্ষার আর ত কোনই ভরসা দেখি না। শক্তি-মদমত্ত নীচাশয় কোশলেশ্বরের অনার্য্যোচিত প্রতিজ্ঞার বিষয় আপনার ত অবিদিত নেই? স্বামীপুত্র যখন রক্ষায় অসমর্থ হয় তখন আর্য্য-নারীর মর্য্যাদা রক্ষার আর যে একমাত্র উপায় তাঁদেরই হাতে আছে, সেই শেষ উপায় তাঁরা নিজে নিজেই অবলম্বন করে কুলগৌরব ও আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করুন, এ বৃদ্ধের এই একমাত্র শেষ নিবেদন।"

রাজকার্য্যে পলিতকেশ শাক্যকুলসম্ভব এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজমন্ত্রীর উক্তিমধ্যে কি যে ভীষণ ইঙ্গিত ব্যক্ত হইল তাহা শ্রবণ মাত্রে বনচারিণী তাপসীও অন্তরমধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেন, কিন্তু আজন্ম সুখৈশ্বর্য্য-লালিতা কিশোরী এ সংবাদে একবিন্দুও বিচলিতা হইল না, বরং তার বহুদিন হাস্যবিস্মৃত শীর্ণ অধরপার্শ্বে আজ আবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় এক ফোঁটা বড় সুখের ক্ষীণ হাসি দেখা দিল!

ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া ভিক্ষুণী প্রস্থানোদ্যত রাজ-মন্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্গ রক্ষার আর কি কোনই উপায় নেই?"

মন্ত্রী এ প্রশ্নে ঈষৎ বিস্ময় বোধ করিয়া উত্তর করিলেন,—"না, মা!"—কোশল-সৈন্য-লহরীর প্লাবন হতে দুর্গরক্ষা যে কোনমতেই সম্ভব নয় দুর্গবাসী সকলেই তা প্রথম হতেই বিদিত আছে, দুর্গের তোরণদ্বার ভগ্নপ্রায়—"

"কয়দিন উহা শত্রুসেনার আক্রমণ সহ্য করতে পারে?"

"কয়দিন কি, মা! এবারের প্রথম আক্রমণেই দেবগড় শত্রু-হস্তগত হবে। তাই বলি মা, সময় থাকতে কুলমর্য্যাদা—"

অন্ধকারে অর্দ্ধাবরিত চরাচর তখনও গভীর নিদ্রামগ্ন। দুর্গমধ্যে আসন্ন

মরণ কোলে লইয়া দুর্গবাসী শুধু এই শেষবারের জন্য বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহন করিল। কোশল স্কন্ধাবারে সৈনিক সেনানায়ক সকলেই বিশ্রাম-শয়ান, কেবল স্থানে স্থানে এবং মণ্ডপের দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরিবৃন্দ জাগিয়া আছে, আর গগনপটে চির বিনিদ্রিত অযুত জ্যোতিষ্কনেত্রও তেমনি অনিমেষ-জাগ্রত।

এমত কালে উত্তর দ্বারের প্রহরী দেখিল দুর্গ-তোরণের গর্ভদ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া গেল এবং একমাত্র মানবমূর্ত্তি সেই ক্ষুদ্র দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র পুনশ্চ সেই দ্বার ভিতর হইতে তেমনি নিঃশব্দে রুদ্ধ হইল। তাহারা সেই স্তিমিত নক্ষত্রালোকে সবিস্ময়ে দেখিল সেই মূর্ত্তি নারীর এবং আরও চিনিল তাহা ভিক্ষু নারীর।

প্রহরী চতুষ্টয় তৎক্ষণাৎ আসিয়া ভিক্ষুণীকে বেষ্টন করিল।

ভিক্ষুণী সহাস্য মুখে কহিলেন,—"বৎস দেখছো ত আমি অহিংসক-ব্রত সন্ন্যাসিনী, আমাতে তোমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনাই নেই। আমায় ছেড়ে দাও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রোহিণী-নীরে স্নানপূর্ব্বক আমি অসুস্থ মহারাজের আরোগ্য কামনায় বিজয়াদেবীর উপাসনা করবো. সংকল্প করেছি।"

প্রহরিগণ তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া উঁহাকে কোশল সেনাপতির শিবিরোদ্দেশে লইয়া চলিল। সেনাপতি তখন গভীর নিদ্রাসুখে মগ্ন কিন্তু এ সংবাদ কর্ণে যাইবামাত্র তাঁর তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেল। উল্কাধারী ও প্রহরী বেষ্টিতা সুপ্রিয়াকে দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁর উন্নত ও দর্পিত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। শশব্যস্তে উঠিয়া আসিয়া তাহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতদিন পরে এ অবস্থায় দর্শন দান কি উদ্দেশ্যে মাতা?"—

প্রহরিগণকে ভর্ৎসনা করিয়া কোশলের নবীন মহাসেনানায়ক তাহাদিগকে বিদায় দান করিলে, সুপ্রিয়া কহিল,—"পুত্র! আপনার নিকট আমার কিছু ভিক্ষা আছে।"

"সে কি মাতা! ভিক্ষা কি, আদেশ করুন। আপনি আমার আসন্নমৃত্যু একমাত্র পুত্র দণ্ডধরের জীবন-দাত্রী, সে কথা আমি মুহূর্ত্ত জন্য বিস্মৃত হইনি। তারপর বিদ্রোহী অঙ্গুলী মালগণের দমন কালীন যুদ্ধে বিষাক্ত তীর যখন আমার দেহে প্রবিষ্ট হয়, আপনি জেতবন বিহার হতে সে দৃশ্য দর্শন করে তৎক্ষণাৎ কোন্ অপূর্ব্ব বিশল্যকরণী প্রয়োগে সেই উৎকট যন্ত্রণাযুক্ত তীব্র বিষক্রিয়ার প্রতিরোধ করলেন।—আমি আপনার চরণে এই দুইবারের জীবন মূল্যে চির বিক্রীত। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।"

"তবে আমার এই অনুরোধ যে আমি যাবৎকাল রোহিণী জলমধ্যে নিমজ্জিত থেকে জপে নিযুক্ত থাকবো তাবৎকালের জন্য দেবগড়বাসী যথেচ্ছ গমনাগমনের জন্য স্বাধীনতা লাভ করবে। জলের মধ্যে মানুষ কতক্ষণই বা ডুবে থাকতে পারে? কতটুকু সময়?—তুমি নিজেকে আমার নিকট যেরূপ ঋণগ্রস্ত বোধ করছ আমিও ঠিক উঁহাদের নিকট সেই একই ঋণে ঋণী, কথঞ্চিৎ ঋণমুক্ত হতে চাই। পুত্র! নীরব কেন?—তোমারই নিজমুখে স্বীকৃত জীবন মূল্যে এতটুকু উপকারও কি আজ বিক্রীত হতে পারবে না?"

সেনানায়ক জয়সেন ক্ষণকাল নত মস্তকে চিন্তা করিলেন, তাঁর বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি কহিলেন,—"যত কঠিনই হোক আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি আমার নেই,—কিন্তু মাতা! আপনিও আমায় ক্ষমা করবেন। রাজা বা রাজকন্যা ব্যতীত অপর সমস্ত দেবগড়বাসীকে আমি আপনার আদেশ মত উক্ত কালের জন্য স্বাধীনতা প্রদান করলাম। ঐ দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমি নিজেই স্বাধীন নই।"

ভিক্ষুণীও এই প্রত্যুত্তর প্রাপ্তে ক্ষণকাল বাক্য স্ফুরণ করিতে সমর্থা হইলেন না, তৎপরে গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন,—"ভাল, তবে তাই হোক!"—

পরে, পুনশ্চ কহিলেন,—"আর এক অনুরোধ, এই লিপি সম্রাটের পুত্র বা মহাদেবীর হস্তে আপনি স্বয়ং প্রদান পূর্ব্বক তাঁদের বলবেন যাকে অজ্ঞাতকুলশীলা বলে তাঁরা ঘৃণাপূর্ব্বক নৃশংস হত্যা করেছেন, বস্তুত সে হীনসম্ভূতা নয়, সে এই দেবগড়েরই ইক্ষাকুবংশীয়া রাজকন্যা।"

অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই ভীষণ ঝনঝনা শব্দে দেবগড় দুর্গের ভগ্নপ্রায় তোরণদ্বার খুলিয়া গেল। জলকল্লোল বেগে জনস্রোত সেই মুক্ত দ্বারপথে ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতে লাগিল। জীবনরক্ষার এই একমাত্র স্বল্পাবসর! সকলেই এই অবসরকে সফল করিয়া লইতে চায়। তবে এই প্রাণরক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টার ভিতরেও একটা সুশৃঙ্খলা ছিল। দুর্গমধ্যে যুবাবয়স্ক কেহ প্রায় জীবিত নাই বলিলেই চলে। যে দু দশজন আছে তাহারা এই আত্মরক্ষার্থী দলে মিশ্রিত হয় নাই। বালক নারী এবং ইহাদের পরিচালক জীবনে একান্ত বিতৃষ্ণ অনিচ্ছুক শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধরাই দুর্গত্যাগ করিয়া যাইতেছিল। তদ্ভিন্ন প্রাণভয়ে ভীত বহু সংখ্যক অনার্য্য জাতীয় নরনারী পলায়নপর হইয়াছিল। তখন কোশল সেনাপতির আদেশে কোশল-সৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় রোহিণী-তীরে দাঁড়াইয়া এই

অপূৰ্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল। গজসেতু পূৰ্ব্ববৎ নদীবক্ষে প্রসারিত। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনস্রোত সেই সেতু সাহায্যে নিরাপদে নদীপার হইয়া চলিয়া যাইতেছে। বালক বৃদ্ধ শিশু অপত্যবতী নারী।—নিরপত্যা বা অপত্যহারা মাতৃগণ দুর্গত্যাগে স্বীকৃতা হন নাই।

কোশল-সেনাপতিও নিজের এই আশ্চর্য্য মহত্ত্বলব্ধ অদৃষ্টপূৰ্ব্ব দৃশ্য অপলক নেত্রে দর্শন করিতে করিতে অন্তরের অন্তর মধ্যে যেন কি এক অননুভূতপূৰ্ব্ব আনন্দলাভ করিতেছিলেন। চিরদিন যার নরশোণিতপাতে অতিবাহিত হইয়াছে আজ প্রাণভয়ভীত অসংখ্য নরনারীর জীবনদানে কি যে আনন্দ ও কি অনিৰ্ব্বচনীয় শান্তি ইহা হৃদয়ংগম করিয়া চিত্ত তাঁর সেই ক্ষণেই তিতিক্ষাভরে নিজের অতীত ও বর্তমান জীবনকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। জীবন নশ্বর, সম্মান প্রতাপ অচিরস্থায়ী এবং সৎকৰ্ম্মে একমাত্র সুখ জ্ঞান হইবামাত্রে স্মরণ হইল কর্তব্য পালনও তাঁর পক্ষে তুচ্ছ নয়, ইহা তাঁর স্বধৰ্ম্ম —ক্ষাত্রধৰ্ম্ম,—অমনি সংগে সংগেই স্মরণ হইল, ভিক্ষুণীর নদীজলে নিমগ্ন হওনের পর প্রায় দুইদণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অনুদিত সূর্য্যদেব এক্ষণে গগনের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়াছেন, দুর্গতোরণ হইতে বহির্গত প্রবল জনতরংগ এক্ষণে মন্দীভূত বেগে ক্ষীণধারে প্রবাহিত হইতেছে, তখন তাঁর চিত্ত সংশয়দোলায় দোদুল্যমান হইয়া উঠিল।

নদীজলে ভিক্ষুণীর চতুর্দ্দিকে প্রহরা নিযুক্ত প্রহরিগণকে জলমধ্যে অন্বেষণে আদেশ প্রদান করিলে তাহারা নদীর নিৰ্ম্মল জল পঙ্কিল করিয়া সম্ভব মত সৰ্ব্বত্র অনুসন্ধান করিল, কোথাও ভিক্ষুণীর সন্ধান মিলিল না, তথাপি সেনাপতি নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। নগর হইতে জালিক আনয়নে আদেশ প্রদান করিলেন। জালিকের সন্ধানে কয়েকজন প্রহরী দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিল, এক অশীতিপর বৃদ্ধ তোরণপার্শ্বে যেন কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। বৃদ্ধের মস্তক পশ্চাৎভাগে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার সৰ্ব্বশরীর একান্ত শিথিল, স্নায়ুকেন্দ্র অস্পন্দ অসাড়, যেন সেই পুরাতন জীর্ণ দেহ-পিঞ্জরের প্রস্থানোদ্যত প্রাণপক্ষীকে কোন অমানুষী চেষ্টা বলেই শুধু সে দেহে ধরিয়া রাখিয়াছে, নতুবা এতক্ষণ এই শীর্ণ বিবর্ণ দেহ শীতল শবদেহে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত।

বৃদ্ধের অম্লান শুভ্র পরিচ্ছদ, বহুমূল্য শিরস্ত্রাণ, রত্নখচিত অসিকোষ তাঁহার আভিজাত্য ও উচ্চপদ নির্দ্দেশ করিতেছিল। প্রহরী চতুষ্টয় দেখিল তিনি তাদের নিকটে আসিবার জন্য অতি ক্ষীণ ইঙ্গিত করিতেছেন। তাহারা

বিস্ময়ের সহিত সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, মুমূর্ষু নিজের শিথিল কম্পিত করধৃত একখণ্ড ভূর্জ্জপত্র তাদের দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিতে গেলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। এই শেষ চেষ্টার ফলে শক্তিহীন দুর্ব্বল হস্ত দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল এবং সংগে সংগেই—'দেবগড়' এই শব্দ একটা সুগভীর শেষ নিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবগড়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহামন্ত্রী তাঁর শেষ কর্ত্তব্যটুকু সম্পাদনপূর্ব্বক ইহলোক হইতে চির বিরাম লাভ করিলেন।

প্রহরিগণ যে ভূর্জ্জপত্র কোশল সেনাপতির নিকট আনিয়া দেয়, তাহাতে এই কথাগুলি লিখিত ছিল,—"আমার অন্বেষণ করিও না। আমার এই ছলনাটুকু ক্ষমা করিও। দেবগড়বাসীর প্রাণরক্ষার অবসরটুকু কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইবে এই আশায় আমি জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আত্মবিসর্জ্জন স্থির করিয়াছি। এই শেষ মুহূর্ত্তে আমার পরিচয় জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়া যাই,—আমি দেবগড় অধীশ্বরের পরিণীতা প্রথমা ধর্ম্মপত্নী।

সর্ব্বত্যাগের উদাস মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াও আমি স্বামী সন্তানের মমতা বিসর্জ্জন করিতে পারি নাই।—তাঁহার সুখের দিনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজি এ দুঃখের দিনে পারিলাম না। এ দেহ আমার আর ভিক্ষুণী ব্রতের উপযুক্ত নহে, সেইজন্য এই প্রাতিমোক্ষ গ্রহণ করিলাম। কিন্তু বড় দুঃখ রহিল, ইহাতেও আমার প্রভুর আমি জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে তাঁর সন্তান—স্নেহপুত্তলী অমিতা এতক্ষণে সুরক্ষিতা হইয়াছে। তার মুখে অদ্য রাত্রে আমার চিরআকাঙ্ক্ষিত 'মা' ডাক আমি শুনিয়াছি। আমার দুরন্ত স্নেহ-তৃষা সে আজ নিবৃত্ত করিয়াছে, এখন অনায়াসে মরিতে পারিব। আর আমার পতি বীর, বীরধর্ম্ম রক্ষা করিয়াই তিনি স্বর্গগত হইবেন তাহাতে সংশয় নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা

"ভিক্ষুণী।"

জয়সেন এই লিপি দুইবার পাঠ করিলেন। তাঁহার কঠিননেত্রে সহসা অশ্রুবাষ্প দেখা দিল। সেই গলদশ্রু মোচন করিয়া গদগদ স্বরে তিনি কহিলেন,—"মাতা! এমন করিয়া সন্তানকে অপরাধী করে গেলে? সাধ হয় তোমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করি, কিন্তু আমি যে পরের দাস।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

And is she dead ?—and did they dare
Obey my frenzy's jealous raving ?
My wrath but doomed my own despair ;
The sword that smote her's o'er me waving.—
But thou art cold, my murdered love !
And this dark heart is vainly craving
For her who soars alone above,
And leaves my soul unworthy saving.—

—*Byron.*

ঘোর দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতি। ঝড় ঝঞ্জার বিরাম নাই। গগন অন্ধকারময়। পৃথিবী অন্ধকারে আবৃতা। ভূগর্ভে সে অন্ধকার নিবিড় এবং প্রগাঢ়। সেই সূচিভেদ্য বিরাট অন্ধকারে পাতালগর্ভে পতিত ইন্দ্রজিতের অবস্থা অবর্ণনীয়। এই ভূগর্ভ মধ্য হইতে তাহার আর পরিত্রাণ নাই, ইহাই তাহার সমাধি-কন্দর,—এই দারুণ সন্দেহ তাঁর চির নির্ভীক চিত্তে উদিত হইল। ইহা কোন্ স্থান ?—আপনা আপনি এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহার সবল হৃদয় অবসন্ন-বৎ হইয়া উত্তর প্রদান করিল,—হ্রদ-গর্ভস্থিত রামগড়ের ভিত্তিমূল !

প্রহরী সহ রামগড়ের অন্ধকূপ কারামধ্যে সদর্প চরণে প্রবিষ্ট হইবামাত্রে তাহার সংগী প্রহরিগণ সবিস্ময়ে দেখিল, বন্দী সমেত কারাগার কক্ষভূমি ক্রমশঃ নিম্নাবতরণ করিতেছে। ইহা দর্শন মাত্রে তাহারা লম্ফ প্রদানে সভয়ে সে কক্ষ ত্যাগ করিল, কিন্তু প্রহরী বেষ্টিত বন্দীর পক্ষে সে সুযোগ না ঘটায় তাহাকে সেই কক্ষেই অবস্থিতি করিতে হইল। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত এ অবস্থায় পতিত হইয়া প্রত্যুৎপন্নমতি ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ আকস্মিক রহস্যময় অবতরণের ভীষণ ফল উপলব্ধি করিয়া অতি সত্বরই তাঁহার লুপ্ত বুদ্ধি বিহ্বল অন্তঃকরণে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কোন একটা কিছু অবলম্বনার্থ তিনি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তাঁহার ব্যগ্র বাহুমূলে অতি শীতল আর্দ্রতাময় কোনও কঠিন বস্তুর স্পর্শ লাভ ঘটায় প্রাণপণ শক্তিতে

তাহাকেই চাপিয়া ধরিয়া তিনি নিজের সেই অজ্ঞাতলোকে গমন নিবারণ করিলেন।—বহুদিনের অব্যবহারের ফলেই সম্ভবত সেই অবতরণশীল কাষ্ঠ-খণ্ডের গতি ক্ষিপ্র নয়, এইরূপে বাধিত হইয়া তাহা মধ্য পথেই স্থির হইয়া রহিল, আর নামিল না। সৌভাগ্যক্রমে সেই গুপ্তহত্যা গৃহের কক্ষভূমি যে স্থান দিয়া তাঁহাকে চির সমাহিত করিতে নিম্নাবতরণ করিতেছিল তাহারই নিকটে একটা পাষাণ স্তম্ভ থাকায় ইন্দ্রজিৎ তখনকার মত আত্মরক্ষায় সক্ষম হইলেন। নতুবা অপরাধীকে পাতাল গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া ইহা আবার এতক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইত। বৃজি-দুর্গের এ কৌশল কোশলগণের অজ্ঞাত থাকায় এই বিভ্রাট ঘটিতেছিল, অবশ্য জ্ঞাত থাকিলেই যে ঘটিত না এমন শপথ কে' করিবে? তখন কুমার ইন্দ্রজিৎ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিজের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। চারিপাশের অন্ধকার এতই গাঢ় যে তিনি নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না। নিম্নে মাত্র অনতিদূরে মৃদু মৃদু জলোচ্ছ্বাস শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বায়ুহীনতা প্রযুক্ত এবং দূষিত বাষ্পের আঘ্রাণে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম করিল। তার উপর সমস্ত শরীরের শক্তি প্রয়োগে শূন্যগর্ভ দুর্গের আলম্বন কয়েকটা বিশালকায় পাষাণ-স্তম্ভের অন্যতমকে চাপিয়া ধরিয়া থাকার শ্রমে ক্রমশঃ সেই অমিত শক্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছাবসন্নবৎ অবসাদগ্রস্ত করিবার উপক্রম করিল। তথাপি তিনি আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এমন করিয়া মরিবার জন্য তোমার জন্ম নয়। তা যদি হইত তবে পতনকালেই মরিতে। নিশ্চয়ই এখনও তোমার বাঁচিবার পথ আছে।"

এমন করিয়া কত সময় গত হইল বলা যায় না। ইন্দ্রজিতের মনে হইতেছিল শত শত যুগ এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন, কত মাস কত বর্ষ বুঝি কত কল্প মহাকল্পও অপগত হইয়া গিয়াছে,—তিনি এই জালবদ্ধ মূষিকের অবস্থায়।

সহসা এক সময় সেই দিবারাত্রের প্রভেদশূন্য ঘোরান্ধকার মধ্যে, শব্দমাত্র হীন মহা গুহামধ্যে সহস্র সহস্র প্রতিধ্বনি দশদিক হইতে প্রতিধ্বনিত করিল,—"মহাসেনাপতি! জীবিত কি?"

কাহার বা কাহাদের এ অশরীরী বাণী? নিশ্চয়ই উহা জাগতিক নয়? তথাপি সেই অকুতোভয় ইন্দ্রজিৎ উত্তর করিলেন,—"জীবিত।"

"তবে এই কয়েকটি রজ্জু নিক্ষেপ করিলাম একটিও যদি আপনার অংগ স্পর্শ করে সুদৃঢ়রূপে কটিদেশে বন্ধন করুন।"

"করিলাম।"

"খুব সাবধানে দৃঢ় হস্তে রজ্জু ধারণ করিবেন, স্খলিত হইলে সহস্র সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া চূর্ণিত হইতে হইবে।"

"সাবধানেই ধরিয়াছি"—ইন্দ্রজিৎ মনে মনে করিলেন,—"আমার হস্ত দুর্ব্বল নয়, স্খলিত হইবে না, আমি জানি আমি মূষিকের ন্যায় মরিব না, মানুষের মত মরিতে পাইব।"

বহু আয়াসে উর্দ্ধদেশ হইতে প্রাণপণে কেহ বা কাহারা সেই রজ্জু টানিয়া টানিয়া উঠাইতে লাগিল। অনেকক্ষণের চেষ্টার পর কুমার ইন্দ্রজিৎ রন্ধ্র মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন।

"সুদক্ষিণা! তোমায় আমি কি বলিব?"

"কিছু না, কুমার! পুরাতন দুর্গস্বামীর এই বিশ্বাসী ভৃত্য বৃজিবংশীয় সুদর্শন আপনাকে রক্ষা করেছে। সুদর্শনের তরণী আপনার প্রতীক্ষা করছে, আপনাকে নিরাপদে হ্রদের পরপারে উত্তীর্ণ করে দেবে। আসুন, প্রভু!"

"আর আমি তোমার প্রভু নই, সুদক্ষিণা! এ পৃথিবীতে ইন্দ্রজিৎ আজ শুধু এই একমাত্র তোমার কাছে নূতন করে ঋণগ্রস্ত হ'ল। এই অসামান্যা তোমাকে না চিনে আমি যে পাপ করেছি আমার সকল পাপের মত তারও প্রায়শ্চিত্ত নেই!

"আমি তো বহু পূর্ব্বেই আপনাকে ক্ষমা করেছি, বীর!"

"না না ক্ষমা করো না, ক্ষমা করো না সুদক্ষিণা! তোমার ক্ষমা সহ্য করতে পারবো না। আমি তো জীবনে কা'কেও ক্ষমা করিনি।"

মহারাজনন্দিনী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অনুতপ্ত মহাপাতকীর অনিবার্য্য মহাযন্ত্রণার শান্তি কোথায়? তার প্রশান্ত চিত্তাভ্যন্তর হইতে উত্তর আসিল,—আছে, আছে, আছে—সেই খানেই ইহার অশান্ত প্রাণটাকে টানিয়া লইয়া ফেলিয়া দাও, কালে একদিন এ দাবানলও নির্ব্বাপিত হইয়া জুড়াইয়া যাইবে।

ইত্যবসরে যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুক্লা কোথায় সুদক্ষিণা?"

সুদক্ষিণা নিজের সেই ছায়াময় সুশীতল দৃষ্টি সুধীরে উর্দ্ধে উত্তোলন করিল।

"আঃ! এতদিনে তবে সে আমায় নিশ্চিন্ত করেছে! কিন্তু—স্বর্গ কি সত্য?"

"সত্য বই কি কুমার!"

"নরকও তবে মিথ্যা নয়?"

"না।"

"আঃ বাঁচা গেল। এই প্রায়শ্চিত্ত বিহীন মহাপাতকের রাশি যে এ জীবনের সঙ্গে ভস্মীভূত হবে না, এ চিন্তাতেও আজ আনন্দ বোধ হচ্ছে!—পুষ্পমিত্র?"

"তিনি শাক্যনারীর ধর্ম্মরক্ষার্থ সেই রাত্রেই দুর্গত্যাগ করেছেন।"

"পুষ্পমিত্র?"

"হাঁ যুবরাজ পুষ্পমিত্র।"

ইন্দ্রজিৎ গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

"বাহিরে ভীষণ ঝটিকা, পুরী অরক্ষিতা,—সকলেই প্রায় শাক্যবিজয়ে চলে গেছে, একমাত্র তরী অবশিষ্ট,—চলুন আমরাও এই সময় রামগড় ত্যাগ করি।"

"সুদক্ষিণা! আজ কত দিন—?"

এ প্রশ্নের বিশদার্থ বুঝিয়া সুদক্ষিণা ধীর কণ্ঠে উত্তর করিল,—"তৃতীয় দিবসারম্ভ।"

"তুমি যাও সুদক্ষিণা! তোমার দ্বারা সকলই সম্ভবে। যাও আমার জননীকে,—এই মাতৃহীনের মাতাকে, স্নেহের পুতলী অমিতাকে রক্ষা করো গে। আমি যাব না।"

"আমি যাইব, রাজকুমার! আপনিও চলুন।"

"আমি?—না সুদক্ষিণা! আমি আমার মাতৃভূমি হতে চির-নির্ব্বাসিত,—সে দেশে আমার প্রবেশাধিকার কোথায়?"

এ কথার পর উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন,—এ দুর্দ্ধর্ষ অভিমানের প্রচণ্ডবেগ অনুভবে শান্তিময়ী রাজকন্যা আশ্চর্য্যানুভব করিলেন। হায় মানবের বিচিত্র চিত্ত!

ইন্দ্রজিৎ কহিতে লাগিলেন,—"তুমি নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন—আমি আর ফিরবো না—তুমি যাও, যদি এখনও কোন উপায়ে আমার জননী ও ভগ্নীর সম্মান রক্ষিত হয় তবে সে তোমার দ্বারাই সম্ভব। এতক্ষণ সেখানে হয়ত—ওঃ, ওঃ সুদক্ষিণা! দেবি! জননি! সন্তানের অনুরোধ রক্ষা কর।—যাও মা, যাও মা, যাও!"

এ সংকল্প অপরিবর্ত্তনীয় বুঝিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বৈশালী-কুমারী বৃথা কালক্ষয় অবিধেয় বোধে তাঁহার নিকট বিদায় লইল। পুরাতন দুর্গরক্ষককে ডাকিয়া বলিল,—তুমি ইঁহার সহায় থেকো সুদর্শন। আমি তবে চললাম।"—

আর একবার শেষ চেষ্টাচ্ছলে সে ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরিয়া আবার সান্ত্বনা-শীতল কণ্ঠে কহিল,—"গত কার্যের প্রতিবিধান নেই রাজকুমার! কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আছে। কৃপাময়ের চরণাশ্রয়ী হলে আপনিও এই দেহে পুনশ্চ হৃত শান্তির অধিকারী হতে পারবেন।"

উচ্চহাস্যে তাহার সুযুক্তি খণ্ডন করিতে চাহিয়া ইন্দ্রজিৎ কহিয়া উঠিলেন,—"আমি আমার আত্মকুল নিবিষ্ট করেছি,—তিনিও তো কই বাধা দেননি? তবে কিসের জন্য তাঁর শরণ নিতে বলো সুদক্ষিণা? কিসে তিনি আমার অপেক্ষা বড়?"

সুদক্ষিণা মনে মনে বলিল,—"বিশ্বকর্ম্মা তো তাঁর নিয়ন্ত্রিত বিশ্বনিয়মকে খণ্ডন চেষ্টা করেন না।"—

প্রকাশ্যে আর কিছুই সে বলিল না। কেবল বিষাদপূর্ণ বিদায় অভিবাদন জানাইয়া ধীর পদে বাহির হইয়া গেল।

সুদক্ষিণা চলিয়া গেলে ইন্দ্রজিৎ আত্মগতই কহিলেন,—"শুক্লা, শুক্লা! —ইচ্ছা করলে অনায়াসেই তুমি আমার হতে পারতে। আমার হলে না তাই অপরেরও হতে পেলে না। এক্ষণে আমার হীন জিঘাংসা-বৃত্তি তোমায় তোমার সেই নবপ্রেমের স্বর্গরাজ্য হতে নিষ্ঠুর অকাল বিদায় নিতে বাধ্য করেছে। আমায় তুমি একদিনের জন্যও ভালবাস নি, কিন্তু যাকে বেসেছিলে, আমায় মমতাহীন প্রত্যাখ্যান করে যার হাতে আত্মসমর্পণ করেছিলে, সেই বিশ্বস্ত হস্ত তোমার নিষ্পাপ শোণিতে আজ অভিষিক্ত! হয় তো একদিন সেই হাতই উত্তরাপথের সর্ব্ব-সমাদৃত সম্মানিত রাজদণ্ড ধারণ করবে! তোমার অভাব তার জীবনে এতটুকু রেখাপাতও করবে না,—তোমার কিন্তু আমি,—আমি যে আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করতে পারছি না! আমি,—যদি মৃত্যুর পর যথার্থ কোন স্থান থাকে শীঘ্রই সেখানে যাব। সেখানেও কি তোমার হৃদয় আমার অভিমুখী হবে না? কি বলছ?—শাক্য-শোণিতের দুস্তর সাগরে এখন আমাদের দুজনকে পূর্ব্বাপেক্ষাও দূরবর্ত্তী করে দিয়েছে?—সত্য!—এ সমুদ্র পার হয়ে উভয়ের সম্মিলন কোন সুদূর কালেও আর সম্ভব নয়?—তাও ঠিক!—তবে সেখানেও কি আবার তুমি এই রাজমুকুট পুষ্পমিত্রেরই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকবে। ওঃ,—ওঃ,—কেন মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না!"

—কুমার ইন্দ্রজিৎ ডাকিলেন,—"সুদর্শন !"

"কুমার !"

"দাসত্বের মরুপ্রান্তরে প্রবিষ্ট হয়ে বৃজি-শোণিত কি তোমার শিরা ধমনী মধ্যে রুদ্ধ হয়ে গেছে ? তোমার বংশপতির—তোমার প্রভুর শোচনীয় হত্যা, তোমার বংশজাতা-কন্যার অবমাননা, কেমন করে তোমায় জিঘাংসা-বৃত্তি বিহীন শত্রুপদানত করে রেখেছে, একথা যে আমি বুঝতে পারছি না ! এই দীর্ঘ—দীর্ঘকাল সেই ভীষণ দৃশ্যের দ্রষ্টা হয়েও তুমি সুখ-শীতল শরীরে সেই স্বজাতিদ্বেষিগণেরই পদসেবা করছো ! আমা হতেও তুমি হীন ? অথবা তুমিও বোধ করি বুদ্ধ সেবক ? হায় গৌতম ! কি জড়তা, কি কাপুরুষত্বই তুমি এই মানব রাজ্যে পৌরুষ-ধর্ম্মী ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করতে এসেছিলে ? ফলে,—এর ফলে শুধু ধার্ম্মিকেরই নির্য্যাতন, দুর্ব্বৃত্ত পর-পীড়ক এ ধর্ম্মকে কোনদিনই স্পর্শ করবে না ।"

কুমার ! আমায় অযথা তিরস্কার করছেন ! বৃদ্ধ লোলচর্ম্ম একক আমি প্রবল প্রতাপান্বিত সমগ্র উত্তরাপথ ও বিদেহ প্রদেশের একছত্রা ছত্রপতির সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারি, আমার এমন কি সাধ্য ? তথাপি এই দীর্ঘকাল শুধু ঐ একটি মাত্র সাধনাতেই এ হতভাগ্য বৃজি-পুত্রের দিন অতিবাহিত হয়েছে জানবেন । এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে একমাত্র পথ আছে,—কিন্তু সে পথে অগ্রসর হবার সুযোগ ঘটে নি । সেই সুযোগের অন্বেষণে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অস্থির আগ্রহে যাপন করতে করতে প্রৌঢ় সুদর্শন আজ বৃদ্ধত্বের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়েছে । যতদিন বাহুতে বল ছিল,—সেও বড় সামান্য বল নয়,—মত্ত হস্তীর বল,—ততদিন এ অবসর তার ভাগ্য তাকে দেয় নি । আজ যখন সামান্য শ্রমেও হাত তার কম্পিত শ্বাস নিরুদ্ধ হয়ে আসে, তখন,—তখন তাকে উপহাস করার অর্থ হয় কিছু ?"

"কোথায় সে পথ সুদর্শন ?"

"সেই পথ দেখাবার জন্যই অপর এক ব্যক্তির সন্ধানে উন্মাদ প্রায় হয়ে দিন যাপন করেছি, আপনাকে সেই সহায় বোধেই ঐ ভীষণ অন্ধকূপ হতে উদ্ধার করলাম । এখন সেই কথাই বলবো, কিন্তু তার পূর্ব্বে আরও এক আশ্চর্য্য কাহিনী আপনাকে শুনাতে চাই । ইতঃপূর্ব্বে আর একবার এতবড় সুযোগ না ঘটলেও এক সামান্য অবসর আমার অদৃষ্ট আমায় এনে দিয়েছিল । সেদিনে তার চাইতে অধিক প্রাপ্তির আশা না থাকায় মনের মধ্যে বড়ই লোভোদয় ঘটে, কিন্তু সে ইচ্ছা

ফলবতী হয় নি। কারণ ?—কারণ একদিন কার্য্য ব্যপদেশে উদ্যান মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য অকস্মাৎ নেত্রে পতিত হল! আমার প্রতিশোধের পাত্রী শ্রাবস্তির যুবরাজ্ঞীকে জিঘাংসার দ্বিতীয় পাত্র তাঁরই স্বামীর কণ্ঠলগ্না দেখতে পেয়ে, আমার চির সাধনা আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম! সেই ক্ষণ দর্শনেই এক পূর্ব্বস্মৃতি আমার চিত্তপটে সজীব হয়ে ওঠে।—সে ঘটনা এই ;—বহুদিন গত হয়, যখন আমার রাজা,—আমার বৃজিরাজ এ রমণীয় রাজত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করতেন, তখন তাঁর ভক্তিবলে আকৃষ্ট হয়ে সেই লোকবিশ্রুত পরমপুরুষ যাঁকে আপনি এই কতক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে 'গৌতম' বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন, সেই করুণাবতার ভগবান শাস্তা এবং সারিপুত্র থের, আনন্দ থের, ভদ্দিয় থের, অনিরুদ্ধ থের প্রভৃতি তাঁর অশীতি প্রধান শিষ্য মহাস্থবিরগণ এবং আরও অনেকগুলি ভিক্ষু ভিক্ষুণী প্রভৃতি আমাদের অতিথি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যের এক আনিন্দ্যসুন্দরী পরিণতযৌবনা ভিক্ষুণীর প্রতি কে জানে কেন আমার হৃদয়ে বড়ই শ্রদ্ধার উদয় হয়। ভিক্ষুণী সর্ব্বত্যাগিনী হয়েও সর্ব্বদা বিষাদিনী,—সদাই মৌনাবলম্বিনী ও অন্যমনা। কথায় কথায় আমারই প্রগল্ভ আগ্রহে একদা তিনি মাতৃ-সম্বোধনকারী আমার প্রতি প্রসন্না হয়ে আমার নিকট নিজের পূর্ব্বকাহিনী যথাযথ বিবৃত করে ফেলেন। তাহারই ফলে আমি জানতে পারি তিনি দেবদহের শাক্যরাজমহিষী,—তাঁর—"

কুমার ইন্দ্রজিৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ বক্তার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "বাতুল! মিথ্যা প্রলাপ রচনা করো না। তোমার ন্যায় আমার শরীর রক্ত এখনও হয় ত শীতল হয়ে যায় নি! তুমি প্রতি-হিংসার সাধনায় কি পথ পেয়েছ ?—শুধু ঐ একটি মাত্র কাহিনী শুনবার জন্য আমি ব্যগ্র। এ পৃথিবীতে এভিন্ন অন্য কোন কিছু আমার জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট নেই। মহারাণী অরুন্ধতী দেবী কখনই ভিক্ষুণী ব্রত অবলম্বন করেন নি।"

বৃজি উত্তর করিল,—"সে কথা খুব সত্য,—তিনি ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ইনি অরুন্ধতী দেবী নহেন, এঁর নাম সুপ্রিয়া দেবী, ইনি রাজার গোপন-বিবাহে বিবাহিতা প্রথমা পত্নী এবং সিংহাসনচ্যুতি ভয়ে পরিত্যক্তা স্ত্রী,—ইনি শাক্যা নন।"

"অসম্ভব!"

"হলেও ইহা সত্য! দেবী সুপ্রিয়া মিথ্যা-চারিণী নহেন। তিনি নিজের

মুখে আমায় বলেছিলেন, তিনি স্বামীর মানসিক বেদনা লক্ষ্যে নিজের মিথ্যা মৃত্যু রটনা করে দিয়ে স্বেচ্ছায় তাঁকে ছেড়ে এসেছেন। ব্রতচ্যুতির ভয়ে একমাত্র সন্তানটিকেও পরিত্যাগ করেছেন,—কিন্তু তাকে অন্যত্র ফেলতে পারেন নি, রাজপুরদ্বারেই রেখে এসেছেন। তাঁর বিশ্বাস নিশ্চয়ই তাঁর স্বামী নিজ সন্তানকে চিনে সযত্নে পালন করবেন, যতই হোক তাঁরই তো কন্যা সে। কুমার! পুষ্পমিত্রের মহিষী কোশলের ও উত্তরাপথের যুবরাজ ভট্টারিকাই সেই সুপ্রিয়ার মাতৃত্যক্তা কন্যা, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই। বিশেষ সুপ্রিয়াদেবীর মুখেই শুনেছিলাম এবং সচক্ষেই দেখলাম তাঁর অনাবৃত বামবাহুতলে ত্রিপত্রাকৃতি রক্তবর্ণ জতুকচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। এর মৃত দেহেও সে চিহ্ন আমি সেদিন স্বচক্ষে দেখেছি।"

"সুদর্শন! সুদর্শন। একথা কেন আমায় আগে বলনি? হতভাগ্য বৃদ্ধ! কেন একথা এতদিন তুই গোপনে রেখেছিলি?—আমার হাতে তোর মৃত্যু ছিল বলে?—"

"কুমার ইন্দ্রজিৎ! কাকে আমি একথা বলবো? আর কেনই বা তা' বলবো?—এ রহস্য প্রকাশের কারণ তো কিছু ঘটে নি।"

ইন্দ্রজিৎ বজ্রমুষ্টি শিথিল করিয়া বৃদ্ধকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন। তাঁহার যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় আবার এক নূতন প্রাপ্ত হবিতে'জে তীব্রতর মহাজ্বালায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। শুক্লা! শুক্লা তাঁরই ভগ্নী। রাজকন্যা সে? সম্ভব এও? কিন্তু কেনই বা অসম্ভব? মহারাজার শেষ কথাগুলা,—সেই বিদায় সম্ভাষণ স্মরণ হইল,—তাহা তবে অর্থহীন বিলাপমাত্র নহে? এতদিনে এত অসময়ে এ রহস্য প্রকাশ পাইল!—এখন ইহার আর সার্থকতা কি? কিন্তু হায়! পূর্ব্বে জানিলেই বা কি হইত?—সেত কখনই তাঁকে ভালবাসে নাই!

ইন্দ্রজিৎ ডাকিলেন—"সুদর্শন!"

"দেব!"

"রামগড় ধ্বংসের সেই একমাত্র পথ তোমার অজ্ঞাত নয়, তা বুঝেছি,—আমায় দেখাও সে কৌশল,—আমায় বলে দাও ধ্বংসের সেই উপায়। উঃ আর যে আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারছি না!—বৃদ্ধ! বৃদ্ধ। তোমারই বা আর বেঁচে থেকে লাভ কি?"

"কিছু না,—আসুন,—দেখাব।"

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

The wild dove hath her nest, the fox his cave,
Mankind their country—Israel but the grave.

—*Byron.*

যুবরাজ পুষ্পমিত্র যখন নদীসংগম উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রথমতঃ সেখানে যুধ্যমান কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। নদীতীরে কোশলের স্কন্ধাবার-শ্রেণী শুভ্রপক্ষ অসংখ্য বকশ্রেণীর ন্যায় সুদূরাবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। শ্রাবস্তির শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত ধবল পতাকা শিবির মণ্ডলীর মধ্যভাগে শোভা পাইতেছে। নদীজল রৌপ্যময়, তীরে শোণিতলেখা পিপাসাতুর হয় হস্তীর পদতাড়নে পংকমিশ্র হইয়া এক্ষণে বিলুপ্ত-চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যুবরাজ বিস্ময়ের সহিত মনে মনে হৃষ্ট হইলেন, তবে হয়ত যুদ্ধ এখনও বহুদূর অগ্রসর হয় নাই।—কিন্তু, একি? দুর্গপ্রাকার পার্শ্বে রাশি রাশি শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সেই সকল শবদেহ হইতে অসহ্য পূতি গন্ধ উত্থিত হইতেছে, শকুনি ও শিবাগণ উল্লাস সহকারে সেই দেহ সকল ছিন্নভিন্ন করিতেছে,—শোণিত কর্দ্দমে সে পথ পিচ্ছিল।

পুষ্পমিত্র শিহরিয়া উভয় করে উভয় নেত্র আচ্ছাদন করিতে গেলেন, এ দৃশ্য যোদ্ধার পক্ষেও অসহ্য! যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে তবে,—তবে কি শুক্লার শেষ অনুরোধটুকুও রক্ষিত হইল না? পথ ভ্রান্ত হইযা বিপথে গিযা পড়িয়া তাঁহার কি এতখানি সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে? এতক্ষণে সুরজিৎ-অমিতার ভাগ্যলিপি কি অলঙ্ঘ্যনীয় বজ্রাক্ষরে লিখিত হইয়া গেল? কোথায় কোশল সৈন্য? কোথায় দুর্গবাসী? জন মানবের চিহ্নও তো দেখা যায় না। না না, এখনও হয় ত যুদ্ধ শেষ হয় নাই,—সুরজিতের ও অমিতার সম্মান এখনও হয়ত রক্ষিত হইতে পারিবে।

মুক্তদ্বার দুর্গ তোরণে প্রবল বিপক্ষ সেনার প্রতিরোধ করিয়া জনকয়েক শাক্যবীর শেষবারের জন্য অমিত প্রতাপে যুঝিতেছিল। এই ক্ষুদ্রদলের অধিনায়ক স্বয়ং মহারাজা সুরজিৎ।

সুরজিতের মনের মধ্যে এখন আর উন্মাদ লক্ষণ নাই। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে জীবন মধ্যাহ্নেরই ন্যায় আর একবার তাঁহার অপগত ক্ষাত্রশক্তি ক্ষত্রিয়বীর্য্য দীপ্ত-

তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আজ আর তাঁহাতে শোক নাই, মোহ নাই, পলে পলে জীবনী-শোষক সেই তীব্র হতাশা পর্য্যন্ত যেন আজ দীর্ঘ দিনান্তর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইলে তবেই কি হৃদয়ে এতবড় পরিতৃপ্তি লইয়া মরিতে পারা যায়?

ক্ষুদ্র চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুগণ তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিতেছিল না; কিন্তু তখন সকলের লক্ষ্যস্থল একমাত্র তিনিই। তাঁহার সর্ব্বশরীর অস্ত্রাঘাত জর্জ্জরিত, আহত স্থান সকল হইতে উত্তপ্ত শোণিত ক্ষরিয়া পড়িয়া ক্রমশঃই তাঁহাকে বলহীন করিতেছিল, তথাপি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কেবল উন্মত্ত প্রতাপে শত্রুসৈন্যের উৎসাদন প্রচেষ্টা।—আর ত অবসর বেশী নাই।

আর বুঝি রক্ষা হয় না। বিপক্ষহস্ত-নিক্ষিপ্ত মহাশূল বুঝি রক্তপাত দুর্ব্বল শত্রু-বেষ্টিত আত্মরক্ষার চেষ্টা বিরহিত সুরজিতের বক্ষে এইবারে বিদ্ধ হয়!

পুষ্পমিত্র দূর হইতে এ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কণ্ঠমধ্য হইতে অমনি একটা অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল, পরক্ষণে আত্মসংবৃত হইয়া অনুজ্ঞা জ্ঞাপক উচ্চকণ্ঠে ডাকিযা কহিলেন,—"অস্ত্র সম্বরণ কর, রাজ-অঙ্গে কেহ অস্ত্রাঘাত করিও না।"

কিন্তু তাঁহার সে আদেশ কেহ শুনিতে পাইল না, দূরত্ব প্রযুক্ত সে উচ্চৈঃস্বরও রণকোলাহলে ডুবিয়া গেল। তিনি তখন দ্রুত অশ্ব সঞ্চালন চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁর সেই অশ্ব বহুদূর হইতে আগত, বিপথে চালিত হইয়া অতিশয় শ্রমকাতব। শক্তির অতিবিক্ত পরিশ্রম-জাত প্রবল ঘর্ম্ম-শ্রুতিতে তাহার শ্বেত অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ফেনপুঞ্জে গ্রীবাদেশ প্লাবিত। বিশ্বস্ত বনায়ুজ তথাপি প্রভুর এই সাগ্রহ প্রচেষ্টা সফল করিতে প্রাণ-পণেই চেষ্টিত হইল; কিন্তু সফলপ্রযত্ন হইল না। তাই শেষ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই অতিশয় ক্লান্তিতে সে স্খলিতপদে ভূমিশায়ী হইল। পুষ্পমিত্র কোন মতে পতন হইতে আত্মবক্ষা করিলেন।

সেই কালান্তক কাল-সাদৃশ মহাশূল রাজদেহে বিদ্ধ হইল না। যে মুহূর্ত্তে পুষ্পমিত্র অশ্ব সমেত ভূপতিত হইলেন, সেইক্ষণে তাঁহারই ন্যায় অপর এক সহসা-গত তরুণ অশ্বারোহী সুরজিতের বিপদ নিশ্চিত বুঝিয়া বিদ্যুৎ-বেগে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তখন সেই ভীষণ শূলাগ্র তাঁহারই বক্ষে বিদ্ধ হইল।

রাজা রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা যে মরণাহত হইয়াছিল তাহা তাঁহার সঘন কম্পিত পতনোন্মুখ দেহ লক্ষ্যেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একান্ত বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁর কণ্ঠ হইতে একটা মর্ম্মবিদারী আকুল আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া পড়িল। এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পতনোন্মুখ আহত যুবককে নিজ ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক গভীর শোকপূর্ণ বিলাপ স্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন,—"পুত্র! পুত্র! প্রাণাধিক! সময়ে এসো নাই, আজ এ অসময়ে কেন এলে? এই মরণ-প্রতীক্ষিত বৃদ্ধের জন্য ও অমূল্য জীবন বৃথা অপব্যয়ের ত কোন প্রয়োজন ছিলনা। প্রিয়তম! বৎস!—কেন এমন করলে?"

প্রত্যুত্তরে কুমার বসন্তশ্রী পরিতৃপ্ত বেদনার ঈষৎ বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, —"তাত! মার্জ্জনা করবেন। অনেক অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি,—অতি সামান্যই প্রায়শ্চিত্ত করলাম।"

বসন্তশ্রীর উষ্ণ শোণিতে সুরজিতের সর্ব্বশরীর ভাসিয়া গেল। কুমার মূর্চ্ছিত হইলেন।

রাজা সুরজিৎ যখন গভীর শোকভরে স্থান কাল সমস্তই বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেই জাগতিক শেষ ছিন্ন-বন্ধনটুকু বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া স্তম্ভিত বিষাদে ভূমে বসিয়া ছিলেন, ইহা ব্যতীত আর সমস্তই যখন তাঁহার নিকট হইতে কুহেলিকা-ময় হইয়া গিয়াছিল, ততক্ষণে দেবদহের শেষ সূর্য্য অতি দ্রুতগতিতেই অস্তমিত হইতেছিলেন। তোরণ দ্বার ভগ্ন; সেই ক্ষুদ্র দুর্গ প্লাবিত করিয়া লক্ষ লক্ষ বিজয়ী কোশল সৈন্য মহোল্লাসে শোক-ভারাতুর গগনের বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া সদর্প জয়ধ্বনি করিতেছে ও রাজার চিরবিশ্বস্ত পার্শ্বচরগণ একে একে সকলেই তাঁহারই পার্শ্বে চিরবিরাম লাভ করিয়াছে। বিজয়োন্মাদে মত্ত কোশলগণ একমাত্র জীবিত মূহ্যমান রাজার প্রতি লক্ষ্য করে নাই; তাহার অশ্বপৃষ্ঠ শূন্য দেখিয়া হয়ত বা তাহারা তাঁহাকে আহত বা মৃত মনে করিয়া থাকিবে।

ধীরে ধীরে কেহ আসিয়া প্রায় বীত-সংজ্ঞ মহারাজের বাহুমূল স্পর্শ করিয়া ব্যথা-বিজড়িত সংকোচের সহিত বলিল,—"রাজন্! আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন; আপনি শত্রুবেষ্টিত। ইঁহাকে শুশ্রূষা দ্বারা যদি জীবিত করতে পারি চেষ্টা করে দেখতে চাই।"—

এই বলিয়া সে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট নির্ব্বাক সুরজিতের অংক হইতে বসন্তশ্রীর মূর্চ্ছিত শরীর সযত্নে উঠাইয়া আপনার অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক নিজেও একপার্শ্বে আরোহণ করিল, তারপর তখন পর্য্যন্ত সেইভাবে উপবিষ্ট সুরজিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনশ্চ ডাকিয়া কহিল,—"মহারাজ! শোক-সম্বরণ পূর্ব্বক

গাত্রোত্থান করুন; শত্রুনাশ করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দানই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্লাঘনীয়।"

সুরজিৎ চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁর দেহ শক্তিহীন, চিত্ত বলশূন্য, তাঁহার হৃৎপিণ্ড পুনশ্চ এই নূতন প্রত্যাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নেত্র ঘূর্ণায়মান চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার সমুদ্র দর্শন করিল।

সহসা কোথা হইতে আগত একটা তীক্ষ্ণধার শর আসিয়া তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া দিল। পুষ্পমিত্র এখনও কোশলীয় সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিয়া নির্গত হইতে সক্ষম হন নাই, রাজাকে ভূ-পতিত হইতে দেখিয়া নিকটবর্ত্তী এক কোশল সেনার হস্তে আহতের ভারাপর্ণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনশ্চ মহারাজের নিকটবর্ত্তী হইলেন। শর নৃপতির মস্তিষ্ক ভেদ করিয়াছিল। পুষ্পমিত্র তাঁহার শরবিদ্ধ মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইলে শোণিতান্ধ নেত্র অর্দ্ধ উন্মীলন চেষ্টা করিয়া সুরজিৎ স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন,—"ইন্দ্রজিৎ?"

সেই কাতরাক্রান্ত স্বরে অকস্মাৎ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া করুণকণ্ঠে পুষ্পমিত্র উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! মৃত্যুকালে স্বদেশ-দ্রোহীর অপবিত্র নামোচ্চারণ করবেন না,—ভগবানের নাম গ্রহণ করুন।"

ইহা শ্রবণে মুমূর্ষু যথাসাধ্য গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"প্রসুপ্ত সর্পশিশু যদি পদমর্দ্দিত হয়ে আঘাতকারীকে দংশন করে, তাকে বিদ্রোহী বলে না! কে তুমি?"

"আমি পুষ্পমিত্র।"

"জামাতা! আমার শুক্লা?"

"যেখানে উচ্চনীচের প্রভেদ নেই, প্রতিহিংসা জিঘাংসা নেই—"

"অতি উত্তম স্থান সে। এখানে একদিনের জন্য যে অবশ্য প্রাপ্য অধিকার তাকে দিতে পারিনি, মন প্রাণ নিয়ত যার প্রকৃত পরিচয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেও লোক লজ্জার ভয়ে—যাকে অপরিচয়ের লজ্জা দিয়ে জগতের চক্ষে হেয় করে ঠেলে রাখে, যাকে সেই পিতৃ-কৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তে নির্ম্মম মৃত্যুর হস্তে তুলে দিয়েছি, এইবার সেই সমস্ত ভুল ভ্রান্তি সংশোধন—সেই সমুদয় অনাদর হতাদরের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবো।—সে জন্য আর দুঃখ নেই—এখন শুধু এই ভাবছি, পাঁচ বৎসর ত আজই পূর্ণ হল,—নির্ব্বাসিত ইন্দ্র যদি আজ ফিরে আসে—আমার দেহ ত নেই, সে আজ কোথায় আসবে?"

"এ কি শুনছি মহারাজ! শুক্লা আপনার নিজকন্যা?"

মাতা! নতুবা এতদিন ধরে এ কিসের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লাম?"

"আর্য্য! আর্য্য! এ কথা কেন পূর্ব্বে জানি নাই?"

"কেন?—কেমন করে জানবে?—তখন তো প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়নি।"

"শুক্লা! শুক্লা! কোথা তুমি?—আজ কোথা তুমি?—তাত! তাত!—এ কি?—সব শেষ হয়ে গেছে!"

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

No power in death can tear our names apart,
As n ne in life could rend thee from my heart,
Yes, Leonora! it ꞩhall be our fate—
To be entwined for ever—but too late.—

—*Byron.*

রোহিণীর সুশীতল বায়ুস্পর্শে ও পুষ্পমিত্রের শুশ্রূষায় কুমার বসন্তশ্রীর মুমূর্ষু দেহে চৈতন্য-সঞ্চার হইল। তিনি মুদিত নেত্রে থাকিয়াই অবসাদ-খিন্ন ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—"জল!—জল দাও।"

পুষ্পমিত্র আপন উষ্ণীষ ভিজাইয়া আনিয়া তাঁহার ক্ষত স্থান ধৌত ও নবীন দূর্ব্বা তৃণ পেষণ পূর্ব্বক ক্ষত সকল উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। এবার কুমারের মস্তকাবরণ হইতে রত্নাদি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া নদী হইতে সিক্ত করিয়া আনিলেন এবং জলসিক্ত বস্ত্র হইতে সলিল সেচনপূর্ব্বক বসন্তশ্রীর মুখে প্রদান করিলে জল পানান্তে কুমার কিছু সুস্থবোধে ক্ষণকাল নীরব থাকিবাব পর মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিলেন,—"অমিতা! অমিতা!"

পুষ্পমিত্র মরণাপন্নের সেই মর্ম্মান্তিক ব্যথা-বিজড়িত আকুল আহ্বান বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন এই দুর্দ্ধর্ষ অভিমানী রাজপুত্র কি প্রচণ্ড অভিমান বশে জীবন সর্ব্বস্বকে জীবনে গ্রহণ করিতে না পারিয়া মরণ খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন,—প্রেমহীনতায় নয়, আগ্রহগভীর তীব্র ভালবাসায় প্রেমপাত্রীর জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ ত্রুটি সহনে সক্ষম হয় না, সে ত্রুটি বস্তুতঃ তাহারই অথবা সে হতভাগিনীর দুর্ভাগ্যের, ইহা খুঁজিয়া দেখারও অবসর এ সকল প্রেমোন্মাদের থাকে না। তবু এই সর্ব্বস্বদানকারী প্রেম তুচ্ছ নয়; অবজ্ঞা করিবার অধিকার ইহার পরে কাহারও নাই।

পুষ্পমিত্র গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। এক্ষেত্রে এর বিচারের অধিকার তাঁহার নাই—তিনিই এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তরুণ কুমারের ভগ্নচিত্তে অকাল মৃত্যুর কারণ।

"কে?—অমিতা কি?—অমি! অমিতা!—আবার আমাদের দেখা হল্লো তবে?—আজ বুঝলাম,—কিন্তু বড় অসময়েই মনে হচ্ছে, আমারই সব অপরাধ—তুমি নিরপরাধিনী,—আমার জন্য তুমিও বড় দুঃখ সহিয়াছ—কই তুমি! কোথা তুমি অমিতা?"

কুমারের সাগ্রহ প্রসারিত কর সযত্নে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া শঙ্কা-কুণ্ঠিত বচনে পুষ্পমিত্র কহিলেন,—"রাজকন্যার অন্বেষণে বিশ্বস্ত চর নিযুক্ত রেখে এসেছি, সন্ধান পেলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে। তিনি ছদ্মবেশে প্রত্যুষেই প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছেন, অনুসন্ধানে এই সংবাদ পেয়েছি।"

বসন্তশ্রী তখন কষ্টে মুখ ফিরাইলেন।—"তবে কে' তুমি?—অসময়ের এমন উপকারী বন্ধু এ হতভাগ্যের এ দেবদহে কে' আছে?"

"কুমার! কেমন করে আপনাকে বলবো কে আমি? আমার পরিচয়ের লজ্জা আজ কি দিয়ে জগৎ সমক্ষে ঢাকা পড়বে আমিই যে তা' খুঁজে পাচ্চি না! এ অভিশপ্তের ভয়াবহ নাম যদি এই নিগৃহীতা-শাক্যভূমি সহিতে না পেরে আকস্মিক ভূ-কম্পনে সে অসহিষ্ণুতা প্রচার করে ফেলেন! এই স্তব্ধ পার্ব্বত্য প্রকৃতি বক্ষে আনন্দ বিচরণশীল পশু পক্ষী সে নামের ভীষণতায় বিদ্ধ হয়ে যদি সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, তাই আজ এ নাম উচ্চারণে নিজের মনেই ভীষণ আতঙ্ক হচ্ছে যে কুমার!"

"সে কার নাম?—কে এমন তুমি?—কেন আপনাকে এমন অসঙ্গতির কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত করে বর্ণিত করতে চাইছ?—বিপন্নের প্রতি তোমার এই প্রীতি-মধুর ব্যবহার ত বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করছে না,—কে' তুমি?"

"এখনও কি বুঝতে পারেননি—কে' আমি? নির্ব্বিরোধী শাক্য-সমাজের অহেতুক বৈরী, শাক্যগণের করাল ধূমকেতু, ক্ষমতা মদান্ধতায় অপ্রাপ্য বস্তুতে তীব্র লোভ পরবশ—আজ শাক্য মধ্যাহ্ন-রবি যে রাহুগ্রস্ত করেছে, অনন্তকালের সেই বিশ্ব-ঘৃণিত ধিক্কারজনক পরিচয় কেমন করে নিজ মুখে উচ্চারণ করবো?—অথবা কিসের লজ্জা?—আমার দ্বারা বুঝি সবই সম্ভবে,—আমি—"

"কে?—পুষ্পমিত্র?—সম্ভব!—অমিতার জন্য এসেছ?—এই যে মহত্ত্বের খেলা, এও এক ঘৃণিত অভিনয়!—এ সবই তোমার নীচ ছলনা? পথে তোমার

সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ ঘটে, শত্রুনিপাত মানসে সেই জন্যই পরম আগ্রহভরে যুদ্ধক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করে রেখেছিলে নাকি? পাছে কোন ক্রমে বেঁচে উঠি, সেই উদ্দেশ্যেই এখন এখানে এনেছো?—আমি মরলে অমিতা সম্ভোগে নিশ্চিন্ত হতে পারবে,—এই উদ্দেশ্য তোমার? কিন্তু এ উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না,—এখনও বসন্তশ্রীর দেহে প্রাণ আছে—"

বলিতে বলিতে ক্রোধোত্তেজিত বসন্তশ্রী সবেগে উঠিয়া বসিতে গেলেন কিন্তু শোণিত ক্ষয়ে দুর্ব্বল দেহ তাঁর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিল না, মাত্র ক্ষত স্থান হইতে বেগে শোণিত ক্ষরণ আরম্ভ হইল।

"হায়! হায়! কি করলেন?—এ কি করলেন?"—বলিয়া ভয় ব্যথিত ব্যস্ততার সহিত তৎক্ষণাৎ—তৎকৃত অবমাননায় লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই পুষ্পমিত্র ক্ষত-বন্ধনী পুনশ্চ সাবধানে ধীরহস্তে জলসিক্ত করিয়া দিল।

অতিশয় ক্লান্তিবশতঃ বসন্তশ্রী মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পিপাসা-শুষ্ক মৃত্যু-বিবর্ণ অধর ভেদ করিয়া ক্ষীণ শব্দ বহির্গত হইল,—"জল, জল, জল,"—

অমনি সুশীতল স্নিগ্ধবারি সেই নিদারুণ কণ্ঠশোষ নিবারণ করিল।

তখন সুদীর্ঘতর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমার অতীব বিস্ময়ভরে কতকটা আত্মগতভাবেই মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিলেন,—'পুষ্পমিত্র!'

যুবরাজ পুষ্পমিত্র তাঁহার মুখপানে চাহিয়া উদ্বেগ ব্যাকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"আমার উপর আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। অনেক কষ্টে শোণিতস্রাব রুদ্ধ হয়েছে, চঞ্চল হলে এখনি হয়ত আবার রক্ত ছুটবে—"

একি স্বর! কি এই অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠভরা কাতর মিনতি! এই আবেদন সত্যই কি বসন্তশ্রীর মহাশত্রুর? যার জন্য তাঁর জীবনের সুখের প্রদীপ সৌভাগ্যের সমুজ্জ্বল আলোক শিখা চিরনির্ব্বাপিত হইয়াছিল, যার জন্য আজ এই নবীন যৌবনে তেজ বীর্য্য ঐশ্বর্য্যবান সম্মানিত এই জীবন তাঁর অতি ভারগ্রস্ত, আর সেই জীবনও অকালে আকস্মিক মরণের দ্বারে সমাগত, সত্যই কি সে এমন?

আর একটা তেমনি গভীরতর সুদীর্ঘতর দীর্ঘশ্বাস মরণাপন্নের ভার সহনে একান্ত অক্ষম ক্লান্ত বক্ষের প্রচণ্ড তাপ তপ্ত ব্যথা বাহিরে আনিয়া বহিয়া গেল। বিস্মিত বিতাড়িত ক্ষীণস্বরে তিনি কহিলেন,—"আমার ক্রোধ বিরক্তির সময়ই বা আর কোথায়?—কিন্তু সত্যই কি তুমি এত মহৎ?—অথবা এও আমার শক্তিহীন

দুর্ব্বল মস্তিষ্কের বিকার মাত্র ?—তুমি কি আমায় মারতে চাও না ?—অমিতার জন্য কি তোমাদের এ অভিযান নয় ?—এ সব কি তবে ? সেই কথা আমায় বুঝিয়ে বলবে কি ?

"আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন কিনা জানি না, তথাপি সবই আমি বলবো। প্রথমতঃ এই কথা বলা উচিত মনে করছি, আমি অজ্ঞতা বশতঃ যাঁকে রাজকন্যা বোধে যাচ্ঞা করেছিলাম, তিনি অমিতা ন'ন ; শুক্লা। লোক না জানলেও বস্তুত পক্ষে তিনিও অমিতারই মত রাজকন্যা এবং আপনিও বিদিত আছেন যে, যে কোন প্রকারেই হোক—আমার এই পথভ্রষ্ট পঙ্কিল জীবন সেই আমার আরাধ্যারই পবিত্র জীবনের সহিত সম্মিলিত হয়ে ধন্য হয়েছিল।"

"তুমি অমিতাকে চাওনি ?"

"না, দস্যুবেশী ইন্দ্রজিতের হস্তে শুক্লাই সেদিন বন্দিনী হয়েছিল।"

"তবে অমিতা তোমার কাঙ্খিতা নহেন ?"

"বিশ্বাস করুন কুমার। কুমারী অমিতাকে আমি সেদিন হয়ত লক্ষ্যই করিনি। অবশ্য আমি জানতাম না যে আমার প্রার্থিতা সে সময়ে পরিচয়হীনা, আমি তাঁকেই রাজকন্যা স্থির করি—"

"ওঃ কি পরিতাপ। আমায় প্রথম থেকে সকল কথা খুলে বলবেন কি ?"

"বলবার জন্য আগ্রহে হৃদয় আমার ফেটে পড়ছে।" এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অনুতাপতপ্ত করুণকণ্ঠে পুষ্পমিত্র কহিতে লাগিলেন—

"যে সময়ে লিচ্ছবি-সৌভাগ্য-সূর্য্য মেঘাবৃত হয়, ঠিক তারই পরবর্ত্তী কতিপয় দিবস মধ্যে মৃগয়া ব্যপদেশে আমি একদিন কোশলাধিকৃত প্রদেশ ছাড়িয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে দেবদত্ত ভুক্তির সীমানা মধ্যে প্রবিষ্ট হই,—সেদিন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে দেবগড়বাসিনী কুলকন্যাগণ সেই নির্জ্জন কান্তারে রক্ষক সংগে দুর্গম পর্ব্বত সানুদেশে অবস্থিত সুবিখ্যাত সাবিত্রী-মন্দিরে মানসিক পূজা পরিশোধ উপলক্ষে সমাগতা হয়েছিলেন। উক্ত দেবীগণ তখন আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আমার সহিত এঁদের পরিচয়ের উপলক্ষ এক দৈবদুর্ঘটনা।

রমণীর অসহায় আর্ত্তনাদে অন্বেষিত মৃগ চিন্তা বিস্মৃত হয়ে শব্দানুসরণে দেখতে পেলাম, বহুসংখ্যক সশস্ত্র দস্যু কয়েকটি নারীকে আক্রমণ করেছে। তাঁদের রক্ষিগণের অধিকাংশই দস্যু-শস্ত্রাঘাতে কাল-কবলিত। ক্ষত্র হলেও তখন আমি ক্ষাত্রধর্ম্মের ঠিক উপযুক্ত ছিলাম না. পশু মৃগয়া ভিন্ন মনুষ্য

মৃগয়ায় একপ্রকার অনভ্যস্তই ছিলাম, সত্যকথা স্বীকারে লজ্জা নেই, আসব ও বিলাসিনী নারী সংগই সেদিনে আমার জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন।

"বলেছি ক্ষত্র সন্তানের উপযুক্ত শৌর্য্য বীর্য্য তখন আমাতে ছিল না, অথবা থাকলেও তা কুক্রিয়াসক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল আলস্যাদি দ্বারা বাধিত ছিল, তথাপি নারীনিগ্রহ সইতে পারলাম না, নিরস্ত্র অবস্থায় সাহসে ভর করে শস্ত্রপাণি দস্যুমধ্যে নিপতিত হলাম। এর পরে—"

"এর পরে যা ঘটেছিল, আপনার সে অসমসাহসিকতার কথা আমি ইতঃপূর্ব্বেই শুনেছি।"

"অসম সাহসিকতা!—না না কুমার! আজ আর তাকে এই গৌরবান্বিত আখ্যায় আখ্যায়িত করা চলে না। একদিন হৃদয়নিহিত প্রচণ্ড গর্ব্বের দ্বারা সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের ওইরূপই এক হাস্যকর মীমাংসা করেছিলাম বটে, এখন বুঝেছি কিসের জন্য আমার কণ্ঠস্বর সেই শতাধিক দস্যুর সংগে শালপ্রাংশুভুজ দৃঢ়কায় অধিনায়ককে মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হতে বাধ্য করেছিল। সে আমার ভয়ে নয়, মাত্র রহস্যভেদের আশংকায়! তখন কে জানতো সেই দস্যুরাজ কোশলের মহাসেনাপতি অম্বরীষ নামে পরিচিত দেবগড়ের রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ।"

"ইন্দ্রজিৎ! তুমি নির্ব্বাসিত শাক্যকুমার ইন্দ্রজিতের কথা বলছো কি?"

"হাঁ, সেনাপতি অম্বরীষই সেই স্বদেশদ্রোহী রাজপুত্র।

"পরমারাধ্যা ভগবতী মায়াদেবী ও মহাপ্রজাবতী দেবীর ভ্রাতুষ্পৌত্র, ভগবান শাক্যসিংহের মাতুলবংশীয় শাক্যপুত্র যথার্থই কি এত হীন প্রবৃত্তিযুক্ত হতে পারে? ভগবান তথাগতের বংশশোণিতে চণ্ডালের জন্ম হল—"

"কুমার! এ সংসার অতি বিচিত্র স্থান।"

"কুমার বসন্তশ্রী নিরুত্তরে ধরণী-শয়নে শায়িত রহিলেন। তাঁর আহত বক্ষ-নিম্নে বলহীন হৃদয়ের মধ্যে এই সংবাদে কি ঝড় বহিয়া গেল পুষ্পমিত্র তাহার কোন সংবাদই রাখিলেন না। তিনি আপনার বর্ণিত কাহিনীর অবশিষ্টাংশ ফিরিয়া আরম্ভ করিতে যাইতেই তাঁহার চিন্তামগ্ন শ্রোতা ঈষৎ অধৈর্য্যের সহিত ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞা ভরে কহিয়া উঠিলেন,—"দেবদহবাসীরা শাক্য বটে, কিন্তু আমাদের সেরূপ নিকট জ্ঞাতি নয়। ইন্দ্রজিৎ কাজ করলে কপিলাবস্তুর কোন রাজপুত্র এ কার্য্য করতো না।"

এই কথা একান্ত বিশ্বাসপূর্ণ চিত্তে উচ্চারণ করিয়া বংশাভিমানী রাজকুমার পরম আশ্বস্ততার দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

'কপিলাবস্তুর দেবদত্তও বড় কম অকর্ম্ম করেন নাই'—এই সত্য কথাটা জিহ্বাগ্রে আসিয়া পৌঁছিলেও কোশল যুবরাজ মুমূর্ষুর শেষ তৃপ্তিসুখে বাধা জন্মান অনুচিত বিধায় আপনার জিহ্বা সংযত করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন।

"দস্যুহস্তে বন্দিনী যে নারীরত্নের বন্ধন মোচন করে সেই আমার চির-স্মরণীয় দিনে আমার এই কলুষিত হস্ত পবিত্র হয়েছিল, কি শারীর সৌন্দর্য্যে, কি মহিমা-দৃপ্ত ভঙ্গিমায় তিনি সেই নারী-সমাজের অগ্রগণ্যা ছিলেন, তাই তাঁকেই রাজকন্যা স্থির করে আমি সেই ক্ষণেই তাঁর পদতলে আমার বলতে যা কিছু ছিল সবই উজাড় করে দিয়ে এলাম। আমি তখন গুণের মর্য্যাদা বুঝতাম না, রূপের উপাসনাতেই আমার সমস্ত হৃদয় ভরে ছিল, কিন্তু এবার আমার চক্ষু-পতঙ্গ শুধুই সেই আলোকময়ীর রূপবহ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, আমার অন্তর পুরুষও সেই সঙ্গে তাঁর প্রকৃত আপন জনকে চিনে নিয়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

"গৃহে ফিরলাম, কিন্তু তখন সমস্ত বিশ্ব সংসার আমার চক্ষে পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। সমস্ত হৃদয় উদভ্রান্ত, পরিচিত যা কিছু তিক্ত বিস্বাদ এবং জীবন একান্ত ভারাক্রান্ত অনুভব হল। স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা প্রভৃতি মানবীয় শ্রেষ্ঠ হৃদয় বৃত্তির বিকাশ আমার মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে হয় নি বল্লে অন্যায় বলা হয় না। সেদিন হতে দিনের পর দিন যেতে লাগিল ততই ঐ অপরিচিত অন্তরবৃত্তিগুলির অসংশয়িত তীব্র পরিচয়ের সংঘাতে আমার চিত্ত শুধুই বিস্ময়ে না, ব্যথায়ও ভরে উঠতে লাগলো,—কিসের সে ব্যথা, বিশ্লেষণ করতে পারি নি,—হয়ত চির-স্বাধীন যূথপতির পাদবন্ধন রজ্জু যে ক্লেশ দান করে, আমারও অসংযত প্রবৃত্তি এই নবীনাগত হৃদয়ভাবকে তেমনি ত্রাস-ব্যাকুল বিস্ময়ে দ্বিধাভরেই বরণ করে নিয়েছিল।

"শাক্য বিবাহের জটিলতা আমার অজ্ঞাত ছিল না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র মহারাজা কুশের সন্ততিবর্গ অত্যধিক জাত্যভিমান বশে নিজ সমাজের বহির্ভাগে কুটুম্ব সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসনাসীন আমাদের বংশীয়গণ বিশেষ করেই অবমাননা বোধ করে থাকেন, এঁদেরই ন্যায় মর্য্যাদাশালী লিচ্ছবিগণ রাজগৃহে কন্যাদান করেছেন, অথচ কোশল এই সম্মান লাভে বঞ্চিত। আমার অহঙ্কারে দর্পিত চিত্ত দুর্ব্বলের এ আভিজাত্য ঘোরতর অপরাধ দৃষ্টিতেই দর্শন করলে,—তাই অপ্রাপণীয়া জেনেও দেবগড় কুমারীর আশা পরিত্যাগ—"

"অমিতার আশা ? এই না তুমি নিজ মুখে এখনি বল্লে তুমি তাকে প্রার্থনা আশা কর নি। আবার এখন এ কি বলছ ?"

"আমার ভ্রান্তি মার্জ্জনা করবেন। আমি শুক্লাকেই অমিতা বোধ করেছিলাম এবং তাঁকে মহারাজের কন্যা জ্ঞানে প্রার্থনা করা হয়েছিল। শুক্লা রাজা সুরজিতের কন্যা হয়েও সে সময় অজ্ঞাতকুলশীলা ছিলেন।"

"মহারাজার কন্যা হয়েও!—এ আবার কি প্রলাপবাক্য বলছ ?"

"তিনি রাজার প্রথম বিবাহের সন্তান। উক্তা মহিষী শাক্যা ছিলেন না।"

"বুঝেছি, সেই জন্যই দুই ভগ্নীর মধ্যে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য ছিল!"

"ওঃ এতদিনে আর একটা সন্দেহও আমার নিরাকৃত হ'ল! বন্ধন মোচনের পর দস্যুদল পলায়ন করলে আমি যখন ফিরে এলাম তখন সেই বন্দিনীকে রাজকীয় চিহ্নে বিভূষিতা দেখেছিলাম। হয়ত তিনিই অমিতা। সাদৃশ্য বশতঃ আমার উভয়কেই এক বলে বোধ জন্মেছিল। হায় তখন যদি কোন ক্রমেও জানতে পারতাম!"

অসহ্য অনুতাপের বেদনায় পুষ্পমিত্রের বুক আবার একবার ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। আবার কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন। পুষ্পমিত্র নিজের শোক দুঃখ হতাশা আত্মগ্লানির প্রাবল্যে এতদূর অভিভূত হইয়া না পড়িলে দেখিতে পাইতেন কত শীঘ্র তাঁহার মুমূর্ষু শ্রোতার মুখের উপর বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সেই অপরাহ্ণ বেলায় আলো ম্লান হইতে হইতে যেমন চিরতিমিরাবৃত শাক্য সমাজের শোচনীয় পরিণামের ভীষণ চিত্রপট পৃথিবীর বুকে লজ্জা ও শোকের কৃষ্ণ অঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল, তেমনি করিয়া মৃত্যুর কৃষ্ণ হস্ত সেই সুন্দর তরুণ মুখের উপরেও কালির পর কালি ঢালিয়া দিতেছিল।

সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়াই পুষ্পমিত্র নিজের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। অতীত দিনের শত সুখের শত স্মৃতির আবেগে ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া আগ্রহ ভরে বলিতে লাগিলেন,—"সাহায্য চাইলাম অম্বরীষের নিকট,—যোগ্যের সঙ্গেই যোগ্যের যোজনা হয়। আমার প্রয়োজন ছিল রাজাধিরাজের সম্মতি, তারও—হ্যাঁ তারও মনে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বই কি! তখন বুঝি নি, এখন বুঝেছি,—শুক্লাকে পাবার পথ সহজ হবে, শুক্লা অমিতার সহিত শ্রাবস্তি আগমন করবে—এমনি কোন কিছু প্রত্যাশা সে নিশ্চয়ই করেছিল।"

"অমিতা ?—শ্রাবস্তি গমন করবে ?—ওঃ!—কোথায় আমার তরবারি ?"

"কুমার! কুমার! অনর্থক উত্তেজিত হয়ে—ওঠবার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমার কথা বুঝতে ভুল করছেন। তবে থাক আর কাজ নেই—ঐ দেখুন আবার শোণিত পাত আরম্ভ হ'ল।"

"বল আমায়,—বল বল বল,—আমার অমিতা কি শ্রাবস্তিতে?—পাপিষ্ঠ নরাধম পুষ্পমিত্রের অঙ্কশায়িনী সে?"

"না, না, অমিতা ত শ্রাবস্তিতে যায় নি। পাপিষ্ঠ নরাধম পুষ্পমিত্রকে পশুত্ব হতে মানবত্বে উন্নীত করে তার এই পাপপঙ্কিল অপবিত্র জীবন মন প্রাণ যে নিজের স্বার্থ সংঘাত পরিশূন্য অম্লান অকলুষিত পুণ্য রাশি দ্বারা ধৌত করিয়া দিয়েছে সে অমিতা নয়,- অমিতা নয়, সে শুক্লা,--সে শুক্লা!—সে ব্যতীত কে আর এমন করতে পারতো? এ জগতের আর কোন্ নারী এমন শক্তিমতী, এমন ভক্তিমতী,--এমন পুণ্যবতী আর কে' আছে?—এ জগতের বাইরে কোন ত্রিদিব-নিবাসিনীর চিত্ত সুখে দুঃখে দারিদ্র্যে ঐশ্বর্য্যে সম্মানে অপমানে জীবনে মরণে এমন শান্ত, এমন উপরত, এমন অবিচল? কর্ত্তব্যের মানদণ্ডে মেপে নিজের সমুদয় অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে বিসর্জ্জন করতে ত্রিজগতে ক'জন সমর্থ? ক্ষুদ্র নারীদেহ ধারণ করেও কা'র প্রাণে বিশ্বজয়ী বীরের অপেক্ষাও বল, সমধিক সাহস? এ অপরিসীম আত্মত্যাগ আর কা'রও কি দেখেছেন! সংসারের মধ্যে সন্ন্যাসিনী মানবীর মধ্যে দেবী—এবং সেই দেবীরও ভিতরে সর্ব্বশক্তিময়ী শর্ব্বাণী স্বরূপা;—সে আর কে রাজকুমার? এক সঙ্গে অন্তরে বাইরে এত রূপ এত গুণ এমন করুণা মমতার আধার আর কয়জনা আছে? সে আমার শুক্লা! সে আমার শুক্লা!—সে—আমার শুক্লা।"

যুবরাজ পুষ্পমিত্রের বহুলায়াসরুদ্ধ ভগ্ন হৃদয়ের বাঁধ বন্ধন ভাসাইয়া সুগম্ভীর শোকের বন্যা হা হা করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"বীর! শান্ত হোন!"—বসন্তশ্রীর সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠ পুষ্পমিত্রের বেদনা-বিক্ষত হৃদয় মধ্যে বক্ষশোণিতে দুঃখের আবেগ তোড়পাড় করিতে লাগিল। আত্মদমন শক্তি একান্তই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিলেও সহসা নিজের বিস্মৃতপ্রায় বর্ত্তমান কর্ত্তব্য স্মরণে আসিয়া বহু কষ্টে আত্মদমনে সচেষ্ট হইলেন।

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া সেইক্ষণে মুখ ফিরাইতেই যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহাতে তাঁহার পদতল হইতে কেশগুচ্ছ অবধি কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

প্রায়ান্ধকার গোধূলির শেষ আলোকে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী তরুণ ম্লান মুখের

উপর এমন একটা অকথ্য যন্ত্রণার সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিতে দেখিলেন, যাহাতে তাঁহাকে ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। আরও দেখিলেন কুমারের ক্ষত-বন্ধনি শোণিতার্দ্রতায় রক্তজবার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

"আবার এ কি হ'ল? এমন কেন হ'ল?" চমকিয়া উঠিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পুষ্পমিত্র ব্যস্ত বিস্ময়ে উত্থিত হইতে গেলে বসন্তশ্রী এবার নিজের হাত দিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। একটি ফোঁটা ম্লান হাসি এক বিন্দু অশ্রুজলের মতই তাঁহার সেই সগর্ব্ব সুন্দর মুখখানিকে সকরুণ করিয়া নিমেষের জন্য ফুটিয়া উঠিল। কণ্ঠে নেত্রে শ্বাস প্রশ্বাসে আশাহীনের অন্তর্বিদ্ধ মর্ম্ম বেদনা প্রকটিত করিয়া অথচ শান্তস্বরে তিনি কহিলেন,—"আর কেন, আমার সময় উপস্থিত।"

"কুমার! কুমার! আমি যে শুক্লার নিকট আপনাদের পুনর্মিলন ঘটাব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম! সে প্রতিজ্ঞা কি তবে—"

"ব্যর্থ হবে না,—আবার আমাদের দেখা হবে। আবার আমরা মিলিত হ'ব, কিন্তু—কিন্তু—উঃ কত বিলম্বে!"

"তবে বিশ্বাস করেছেন রাজকন্যা অমিতা নিরপরাধিনী? আপনা গতপ্রাণা, —শরীর মনে বিশুদ্ধা?

আবার সেইরূপ অশ্রুধৌত নির্ম্মল হাস্যে বসন্তশ্রীর অস্তসূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ ম্লান মুখ প্রভাযুক্ত হইয়া উঠিল।—"রাজেন্দ্রকুমার! মৃত্যুকালে অন্ধেরও চক্ষু উন্মীলিত হয়। আমারও নিভৃত হৃদয়ের বহ্নিজ্বালা নির্ব্বাপিত করে হৃত-শান্তি আজ আবার এই মৃত্যুই আমায় ফিরিয়ে দিয়েছে। আজ আমার অনাদৃতা অভাগিনী অমিতাকে অগ্নি-পরিশুদ্ধা দেবী জানকীর মতই আমি পবিত্রা দেখতে পাচ্ছি!—কিন্তু ক্ষমা,—ক্ষমা চেয়ে যাওয়া হবে নাকি? যুবরাজ মহৎ আপনি,—মরণাপন্নের শেষ অনুরোধ—"

"সাধ্যায়ত্ত হলে নিশ্চয়ই হবে।"

"তবে একবার দেখান।"

পুষ্পমিত্র এই অসম্ভব অনুরোধের অসঙ্গততা প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া নত মুখে মৌন রহিলেন। তাঁহার মানসিক সংশয় লক্ষ্য করিয়া বসন্তশ্রী স্তিমিত নেত্রের শঙ্কিত দৃষ্টি মেলিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। তাঁহার বক্ষ সন্দেহে সঙ্কোচে এবং প্রবল বাসনাবেগে আলোড়িত হইতে থাকিল।

"একবার শেষ দেখা,—যুবরাজ! দেখাবেন না?—এই অপরাধের বোঝা বয়েই কি চলে যাব?"

চিরবিদায়োন্মুখের এই কাতর মিনতি পুষ্পমিত্রের সন্বদয় অন্তঃকরণে তীক্ষ্মমুখর শরের মতই বিঁধিল। তিনি অপরাধের লজ্জায় ঘোর রক্তবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিলেন,—"যদি তিনি জীবিতা থাকেন নিশ্চয়ই দেখা হবে, আমি চল্‌লাম।—কিন্তু এ অবস্থায় আপনাকে একা ফেলে—আমি কেমন করে যাই—"

"না, না, যাও,—যতক্ষণ তুমি ফিরে না আসবে, অমিতাকে,—আমার অমিতাকে না আনবে মৃত্যুর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো। একবার তাকে না দেখে মরতে পারবো না।"

"কিন্তু যদি—"

"না না, যাও! নিতান্তই যদি মরণ আসে, যদি বারণ না মানে,—তবে বলো, যদি দেখা হয় তাকে—তাকে বলো, অনুতাপ-জর্জ্জরিত বসন্তশ্রী আসন্ন সময়ে তারই নাম নিয়ে মরেছে।"

পুষ্পমিত্র মুমূর্ষুর এই প্রচণ্ড আগ্রহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেন না, অন্যায় বুঝিয়াও তাঁহাকে একা রাখিয়াই বিদায় লইলেন, মনে হইল, 'কি জানি, যদিই দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হইয়া যায়, আর অবসরই বা কোথায়?'

বসন্তশ্রী বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে শোণিত নিঃস্রাবে শরীরের অবশিষ্ট রক্তটুকু ফুরাইয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। সমস্ত দেহ মন কি এক কুহেলিকাচ্ছন্ন অস্পন্দনীয় বিষম দুর্ব্বলতার অতলে তলাইয়া গিয়া হিম হইয়া আসিতে লাগিল। তারপর সে কি ভীষণ পিপাসা! তৃষ্ণা,—তৃষ্ণা,—জল!—জল! হায় মধ্যাহ্ন মরুপ্রান্তরে দিক্‌ভ্রান্ত পর্য্যটনশীল পথিকের নিদারুণ কণ্ঠশোষের ন্যায় এই অফুরন্ত মৃত্যু-পিপাসায় এক বিন্দু শীতল জল কেহ তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে তুলিয়া ধরিল না! ধন মান পদমর্য্যাদা আত্মীয়-বান্ধবের স্নেহ প্রেম সমস্ত জাগতিক সুখসম্পদের পূর্ণাধিকারী তরুণবয়স্ক সুকুমারকান্তি রাজপুত্র আজ এই অস্ত সূর্য্যের ছায়ান্ধকারে নির্জ্জন রোহিণী-তীরে ধরা-শয়নে নিতান্ত অনাথের মতই তৃষা-কাতর বক্ষে পৃথিবীর শেষ সাধটুকু পর্য্যন্ত অপরিতৃপ্ত রাখিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। শত আশা উদ্দীপনাময় মানব-জীবনের এ—কি পরিণাম!

পশ্চিমাকাশ পূর্ব্বাকাশেরই ন্যায় প্রশান্ত নীলিমায় জুড়াইয়া আসিল। চতুর্দ্দিকের প্রকাশ-কারক দিন-সঞ্চিত পুণ্যের ন্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিলে শাক্য সৌভাগ্য-রবির সহিত শাক্যবংশ-কেতন সৌরপতির অস্তগমনে বিজন নদীতীরে সম্মোহ-মলিন পাপের ন্যায় মলিন-বসনা সন্ধ্যা-সতীর শোকাচ্ছন্ন মূর্ত্তি দীন বিধবার বেশে দেখা দিল।

আর বুঝি হয় না ! মৃত্যু বুঝি আর বারণ মানে না ! চক্ষের সম্মুখে সমস্ত জগৎ বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষীণ শ্বাস খরবেগে বহিল।

"অমিতা ! অমিতা ! তবে একেবারে সেই খানেই দেখা দিও। আর ত বিলম্ব নাই।"

—শ্রান্ত কণ্ঠে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াই কুমার বসন্তশ্রীর জড়িত জিহ্বা চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেল।—

তখন সারাদিনের গুরু পরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত তপন অবসাদ অবসন্ন শরীরে নিদ্রিত হইয়া গেলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

There is no place so fit
For me to die as here.

—*Beaumont ond Fletcher*

কুমার বসন্তশ্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সেই জনহীন নদীতীরে সহসা দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। মূর্ত্তিযুগল ক্ষুদ্রকায়, উভয়েরই ক্ষীণ কৃশতনু। বেশভূষায় তাহাদের ধর্ম্ম সঙ্ঘের উপাসক উপাসিকা এই পরিচয় প্রদান করিলেও আকৃতি প্রকৃতিতে তাহাদের নিতান্তই সুকুমারমতি বালক বালিকা ব্যতীত অপর কিছুই মনে করিতে দেয় না। কে জানে এই বয়সে কি মনের বিরাগে ইহারা এই সংসারাতীত জীবন বহনের দুঃসাহস কোমল প্রাণে জাগাইয়াছে !

সান্ধ্য আকাশে শুক্লপক্ষের পরিণত চন্দ্রমা জ্যোৎস্নারূপ অমৃত-শলাকা দ্বারা জগতের অন্ধকার-অজ্ঞাননেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিলেন।

জ্যোৎস্নাদীপ্ত তরঙ্গলীলায় নৃত্য করিতে করিতে রোহিণী নদী কত সৌন্দর্য্য কত না আনন্দ বিলাইয়া নিজ যাত্রা পথে বহিয়া চলিল। অপর পার্শ্বে মুক্ত প্রান্তর, সেখানেও বায়ু তরঙ্গ হৈমদ্যুতি জ্যোৎস্না তরঙ্গের সহিত খেলা করিতেছিল।

উভয়ে অতি ধীরে সংশয়-শঙ্কিত চরণে অগ্রসর হইতেছিল। তথাপি উভয়ের গতি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছিল ইহাদের চিন্তাধারা একমুখী নহে। উভয়ের চিত্ত বিভিন্ন ভাবনার তালে বিপরীত ছন্দে উঠা নামা করিতেছে।

দুজনে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রালোক এতক্ষণে ইহাদের মুখের উপর তাঁহার সমস্ত কিরণ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন। সংসারের সমস্ত প্রলোভন দুঃখ, সুখ অবজ্ঞার হাসিতে পদদলিত করিয়া মূর্ত্তিমতী সংযম পুণ্যোজ্জলা দেবীরূপিণী কাব্যবর্ণিতা তপঃক্লেশশুদ্ধা কিশোরী পার্ব্বতীর ন্যায় অনুপমা এই তরুণী তাঁহার সমভিব্যাহারী ত্রস্ত মৃগশিশুর মতই শোকভয়শঙ্কিত বালকটিকে প্রায় নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদু মৃদু স্বরে তাহার বিক্ষোভাহত বিষাদ-ম্লান চিত্তে সান্ত্বনার শীতল জল-ধারা-নিষেক-চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু হায়! সান্ত্বনার বাণী যতই মধুর হোক তাহার মাধুর্য্য অনুভব করার মত চিত্তেরও ত প্রয়োজন? যাহার প্রাণে উৎকণ্ঠার তীব্র ঝটিকা বহিতেছে, এ মধুনিষেকে তাহার কি করিবে?

বাহ্য নীরবতা ও অন্তর মধ্যে উদ্দাম ঝঞ্ঝাবেগে মন্থিত উন্মত্ত সাগরবৎ উৎক্ষেপ-ব্যাকুল হৃদয়ে পথ চলিতে চলিতে বালক সহসা সকরুণ ছল ছল নেত্রে পরিচালিকার জ্যোৎস্নাদীপ্ত দেব নির্ম্মাল্যের ন্যায় প্রশান্ত মুখের পানে চাহিল।

"কপিলাবস্তু আর কত দূরে দেবি?"

"বেশী দূর নয়।"

"বেশী দূর নয়?—কপিলাবস্তু কি এত কাছে?"

"আমরা তো কপিলাবস্তুর পথে আসি নাই।"

এই কথা কয়টি যেন নিদারুণ হতাশার তীক্ষ্ণধার বর্ষাফলকের মতই সেই নিষ্করুণ বেদনার সদ্য শেলাহত হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শোণিতক্ষরণকারী একটা অকথ্য যন্ত্রণায় বিদ্ধ হৃদয়টাকে আকুল আর্ত্তনাদে ফাটাইয়া ফেলিতে চাহিল। মুখ দিয়া ও অনিবার্য্য ক্রন্দন রোলে নির্গত হইয়া গেল,—"তবে এ কোথায় এলাম?—এ কোথায় এলাম?"—বলিতে বলিতে অকস্মাৎ আত্মহারা বেদনায় বিহ্বল-করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সঙ্গিনীর মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল।

সে দৃষ্টি সংসারাতীতার সংসার দ্বন্দ্বাতীত বক্ষেও বিকল বেদনায় লৌহকীলক প্রোথিত করিতে ছাড়িল না। আত্মসম্বরণের জন্য কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়া তরুণী ভিক্ষুণী ভূমি-লগ্ন চক্ষে কহিলেন,—"শোন বোন! কপিলাবস্তু যেতে চাও, কিন্তু সেখানেও যদি এই নরমেধ যজ্ঞের দ্বিতীয় অভিনয় ঘটে থাকে?"

মরণোন্মাদ আকুলতায় পরিপূর্ণ আতঙ্ক শিহরণে শিহরিয়া উঠিয়া কিশোর তাপস ভয়ার্ত্ত স্বরে কহিয়া উঠিল,—"এ কি বলছেন দেবি?"

"এ ভীষণ সত্য যদি যথার্থই ঘটে থাকে, তবে সেখানে যাওয়া কি সঙ্গত ?"

সন্দেহের বাড়বানল সেই ক্ষুদ্র দেহ মধ্যে প্রচণ্ড উন্মাদনায় যেন মাতিয়া উঠিল, শোণিত-ধারার উন্মত্ত নর্ত্তনবেগে কণ্ঠ প্রায় রোধ হইয়া আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই অকস্মাৎ কোথা হইতে আগত একটা পরম আশ্বস্ত সবলতায় তাহার শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়া হৃদয় প্রাণ যেন মুহূর্ত্তে আত্ম-সমাহিত ও ধৈর্য্য-সম্পন্ন হইয়া উঠিল।

"মাতা যখন কুলমর্য্যাদা-রক্ষার্থ আত্মবিসর্জ্জন করলেন, শুধু সেই খানের আশ্রয় লাভ আশায় তাঁর চিরস্নেহের কোল ছেড়ে পুরুষের ছদ্মবেশে সঙ্কট-সঙ্কুল পথে গৃহের বাহির হয়েছি। যদি তাঁরা বিপন্ন হয়ে থাকেন তথাপি সেই আমার স্থান। আমার সেই শ্বশুরকুলের আশ্রয়ে গিয়ে বাঁচতে না পারি, মরতে ত পারবো। দেবী!—এ কি ?—মনুষ্যমূর্ত্তি দেখছি যে ?—আহা কে' রে এ হতভাগ্য !—জীবিত অথবা মৃত ?"

ত্রস্ত ব্যাকুলতায় অবনত দেহে নতমুখে সেই সৈকত-শয়ান নিস্পন্দ নিশ্চল উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-বিধৌত মূর্ত্তি পানে চাহিয়াই উদগ্র আতঙ্কের সংঘাতে দ্রষ্টার সর্ব্ব শরীরের স্নায়ুপেশী স্পন্দহীন হইয়া গেল। সেই একটি মুহূর্ত্তের ক্ষণস্থায়ী চকিত দৃষ্টি-স্পর্শে কি যে রহস্যাচ্ছন্ন মহা যবনিকা খসিয়া পড়িল, ইহার অভ্যন্তর হইতে কি যে লোমহর্ষণ মহাসত্য আজ এই সান্ধ্য-গগনতলে উদার উন্মুক্ত বিশ্ব প্রকৃতির বক্ষের মাঝখানে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, তাহা সেই অপ্রত্যাশিত ভীষণ দৃশ্য দর্শনে অসীম শোকোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত বিস্ময়াকুল হৃদয় ব্যতীত আর কে' বুঝিবে ? সেই ক্ষণে যেন একটা অসহনীয় তীব্র বৈদ্যুতিক আলোক-শিখা তাহার আলোড়িত মস্তিষ্কের মধ্যে দৃষ্টিশক্তিবিহীন নেত্র সমক্ষে মূর্চ্ছাবসন্ন হৃদয়াভ্যন্তরে ক্ষণে উদিত ক্ষণে অস্তমিত হইয়া যাইতে যাইতে সুতীব্র আলোকচ্ছটার উজ্জ্বল দীপ্তিতে ও পরক্ষণের ঘোরান্ধকারের সীমাবিহীন নিবিড়তায় তাহাকে দিশাহারা করিয়া ফেলিল। উর্দ্ধস্বরে উচ্চ আর্ত্তনাদে সে কহিয়া উঠিল,—"মাতা! এই জন্যই কি আমায় স্বহস্তে ছদ্মবেশ পরাইয়া স্বামিগৃহ গমনের আদেশ দিয়ে গিয়েছিলে ?"—বলিতে বলিতে শরীর মনের সমুদয় অনুভূতি হারাইয়া লুপ্তচেতনা ব্যাধবিদ্ধা কপোতীর ন্যায় সে তার প্রাণশূন্য প্রিয়তমের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল। সে যে সর্ব্বহারা হইয়া আজ আবার নবীন আশায় দুঃখ-দুর্গম বন্ধুর পথে নিঃসম্বলে বাহির হইয়াছিল।

দূরে ক্ষুদ্র উল্কালোক জ্বলিয়া উঠিল। মনুষ্যের পদশব্দ দূর হইতে ক্রমশঃ

নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভিক্ষুবেশধারিণী সুদক্ষিণা অমিতার স্পন্দহীন দেহ ব্যস্তে নিজ অঙ্কে তুলিয়া লইলেন।

উল্কালোক আরও নিকটবর্ত্তী হইল। দুইজন সৈনিকসহ জলপাত্র ব্যজনী ও কিছু আহার্য্য লইয়া পুষ্পমিত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বসন্তশ্রীর মৃতদেহের নিকটবর্ত্তী হইয়া পূর্ণ বিশ্বাসভরে যুবরাজ কহিলেন,—"কুমার! আজ রাজকুমারীর সংবাদ আপনাকে দিতে পারলাম না। আমার নিযুক্ত চরগণ রাত্রি শেষে নিশ্চয়ই তাঁকে অথবা তাঁর সংবাদ আনয়ন করবে।—ভগবতি! প্রণাম করি। দৈবপ্রেরিত হয়েই এই দুঃসময়ে আপনার শুভাগমন ঘটেছে!"

উল্কালোক রক্তনেত্র বিস্তৃত করিয়া মূর্চ্ছাবসন্না অমিতার ঝটিকা-ছিন্ন ধূলিলুণ্ঠিত পুষ্পের ন্যায় পরিম্লান মুখচ্ছবি প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছিল। সহসা সেই রক্তচ্ছটা মধ্যে অচিন্তনীয় রূপে উদ্ভাসিত সেই বিবর্ণ মুখে নেত্রপাত করিয়াই পুষ্পমিত্র বিস্ময়-বিহ্বলতায় নিজেরও অজ্ঞাতে শিহরিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তন করিলেন। যেন বড় আশ্বাসে বড় প্রত্যাশায় সেই মিশ্রিতালোকে সম্মুখস্থিত সেই মৃত্যু-বিবর্ণ শুভ্র মুখে চকিত দৃষ্টি প্রেরণ করিতেই তাঁর কণ্ঠভেদ করিয়া বিস্ময়ধ্বনি নির্গত হইল,—"শুক্লা! শুক্লা! তুমি ফিরে এলে? সত্যই কি তুমি মৃত্যুর রাজ্য হ'তে আমার জন্য ফিরে এলে?" যুবরাজ পাগলের মতই ধরাশায়িত প্রিয়-প্রতিচ্ছবি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন।

বাধা দিয়া সুদক্ষিণা কহিলেন,—"কোশল যুবরাজ! আত্মসম্বরণ করুন! মৃতজনের পুনরাগমন এ মররাজ্যে সম্ভব নয়, ইনি দেবদহ রাজকন্যা অমিতা দেবী।"

পুষ্পমিত্রেব আশা-মরীচিকা তাঁহার দুঃখদহন তাপতপ্ত আশাহত অন্তর মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল।

অমিতার হৃতচৈতন্য ফিরিয়া আসিলে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া সে কহিয়া উঠিল,—"আমি কোথায়?"

কেহ উত্তর দিল না। সেই অতুল শোভাশালিনী রাজকন্যাকে আজ এরূপ দীনাবস্থা কাঙ্গালিনী বেশে নিশাবসিত শশিকলার ন্যায় প্রভাহীন মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া পুষ্পমিত্রের অন্তঃস্থল ভেদপূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস উঠিল। চন্দ্রমা নিশাগমে স্বীয় হৈম কিরণ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু ইঁহার সুখনিশার চির অবসান ঘটিয়াছে।—তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিল।

"উঃ কি ভীষণ স্বপ্ন দেখি!"—বলিতে বলিতে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সম্মুখস্থ

মূর্ত্তির প্রতি পুনরাকৃষ্ট হইল। দেখিয়া বিশ্বাস হইল না,—বারম্বার চাহিয়া দেখিল,—ইহাকে কি স্বপ্ন বলা যায় ?—এ যে তার অপহৃত রত্ন,—এই শোণিত-রঞ্জিত প্রাণহীন দেহ কুমার বসন্তশ্রীর !

অমিতা বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বজ্রাহত তরুর মত তাহার ভিতরটা নিঃশব্দে জ্বলিতে থাকিলেও বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না। প্রচণ্ড শোকের জ্বলন্ত অগ্নি বোধ করি তার সমস্ত ভয় ভাবনা শোক মোহ একই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তে ভস্ম করিয়া দিয়া তাহাকে পাষাণে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। একদিন যে মন্দ মলয়ানিল স্পর্শেও হেলিয়া পড়িত আজ প্রলয়ঝঞ্ঝা মাথায় লইয়া সে অটল হইয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ তেমনি করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে উঠিয়া নিজের অসম্বদ্ধ কেশভার সংযত করিল। তারপর অতি ধীরে বসন্তশ্রীর দেহ সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত হস্তে স্পর্শ করিল,—সে দেহ হিম-শীতল ! অমিতারও হস্ত শীতল এবং কঠিন হইয়া আসিল সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎ যেন মৃত্যু-নীরবতায় ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর সে অনায়াস সহজে মুখ তুলিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—দেবি ! কি বলিয়া আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো ?—আপনার জন্য—শুধু আপনার জন্যই আমার অভীষ্ট লাভ ঘটলো !—আমার ইষ্টদেবের দর্শন পেলাম।”—

সুদক্ষিণার নেত্রদ্বয় অকস্মাৎ বেদনাশ্রুরাশিতে অন্ধপ্রায় হইয়া আসিল। সে গাঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল,—“আমি দেবী নহি, দিদি।—অভাগিনী লিচ্ছবি কন্যা,—তোমারই ভগ্নী।—কিন্তু একে কি অভীষ্টলাভ বলে বোন ?—এ যে সব ব্যর্থ হল ?”

বসন্তজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হিমত্রস্ত বিশীর্ণা প্রকৃতি যেমন কিশলয়সম্পদে অতর্কিত সহসাই ভূষিতা হইয়া উঠেন, তেমনি ক্ষণ মধ্যে কি জানি কি আনন্দোচ্ছ্বাসে এই তরুণীর সমস্ত দেহ মন এক অভিনব আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং সেই চিরস্থিরা আজ মুখর চাঞ্চল্যে চপলা হইয়া উঠিয়াছিল। নম্রমধুর হাসি হাসিয়া সে প্রত্যুত্তরে কহিল,—“কিছুই তো ব্যর্থ হয়নি বোন ! কে’ জানে, পেয়ে তখনি হয়ত আবার হারাতে হত, তার চেয়ে এই তো একেবারেই পেলাম ! কিন্তু দেখ দিদি ! এই আনন্দময়ী—মধুযামিনী আমার যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়। রজনী মধ্যে আমাদের উদ্বাহ সজ্জা সমাধা করতে হবে, পারবে না কি ?”

“তুমি কি অনুগমনের কথা বলছ ? ভগিনি ! জীবন স্বতঃই নশ্বর, শোকে দেহত্যাগ করা অনুচিত !—একদিন তো যাবার সময় আসবেই, যতদিন সে অবসর

না ঘটছে, ততদিন জগতের অসীম দুঃখরাশির কথঞ্চিৎ প্রতিকার চেষ্টার পরার্থে আত্মনিয়োগ করে জীবনকে ধন্য করে নাও।"

"দিদি! সকলের চিত্তবল একরূপ নয়, সবার জন্য একই ব্রত নিয়মিত তাই হতে পারে না। আমার এ দেহ মন প্রাণ বহুপূর্ব্বেই যে উৎসর্গিত, এর যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকারই বা আমার কোথায়? এ যাঁর ধন তাঁর কাছেই আমি—কে' ও?—ওঃ এখানেও তুমি? কিন্তু আর আমি তোমায় বিন্দুমাত্র ভয় করি না।"

পুষ্পমিত্র অর্দ্ধাভিভূত ভাবে সমস্তই দেখিতে এবং শুনিতেও ছিলেন, বাক্য স্ফুরণের শক্তি বা সাহস তাঁর ছিল না, অমিতার সুগভীর ঘৃণা ব্যক্ত কণ্ঠ তাঁর বেদনা বিক্ষত চিত্তে যেন লবণ নিষেক করিল। চমকিয়া তিনি বহু হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর কম্পিত উভয় করে আপনার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। সেই লজ্জিত মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া নিজেকে এই নিদারুণ অবমানিত লজ্জা জ্বালা হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার বোধ করি সে সময় পৃথিবীকে দ্বিধা বিভক্ত হইবার জন্যও মিনতি করিতে ইচ্ছা করিতেছিল!

চিতা সজ্জিত হইল। সুদক্ষিণার আদেশে সৈনিকদ্বয় সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত করিয়া দিলে সুদক্ষিণারই সাহায্যে শোক-বিরহিতা স্থিরসঙ্কল্পা অমিতা স্বহস্তে কলস পরিপূর্ণ পবিত্র রোহিণী নীরে বসন্তশ্রীর অঙ্গের শোণিত-চিহ্ন অতি সন্তর্পণে ধৌত করিয়া দিল। নিজে স্নান সমাধা করিয়া আসন্ন বর্ষণভারাতুর শ্রাবণমেঘের ন্যায় আজানুলম্বিত কেশরাশি মুক্ত করিয়া দিয়া সৈনিক আনীত নব রক্তবাস পরিধান করিল। রাজধানী শ্মশান, অধিবাসীবৃন্দ পলায়িত মৃত আহত এবং লুণ্ঠিত, পুষ্পমাল্য গ্রন্থনের লোক সেখানে নাই। সহৃদয় সৈনিকদ্বয় অগত্যাই পুষ্পস্তবক আনিয়া চিতা-শয্যা সজ্জিত করিল। সেই অপূর্ব্ব সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠময় ফুল-শয্যার উপর অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি শায়িত হইলে পুষ্প-বাসিত মন্দ মলয়ানিল সদৃশ হাস্যচ্ছটার অভিনব দ্যুতিতে আরক্ত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ উদ্ভাসিত করিয়া আম্র পল্লব ধারণ পূর্ব্বক বধূ-বেশিনী অমিতা চিতাপার্শ্বে আগমন করিল। অসীম ধৈর্য্যের প্রতিকৃতি এই শাক্যনন্দিনী জীবনের মহা দুঃখভারকে দূরে অপসৃত করিয়া দিয়া ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্ন সুখপ্রাপ্তির আশায় এমনই উল্লসিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে তাঁহার আর তিলমাত্র বিলম্ব সহিতেছিল না।

সুদক্ষিণা অকৃত্রিম স্নেহে এই আনন্দ প্রতিমাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিল। আবার তাহার ওষ্ঠ অতি মৃদু মৃদু স্বরে পূর্ব্বের অনুরোধ পুনঃ ব্যক্ত করিল।

কিন্তু হায়! পর্ব্বত ছাড়িয়া সিন্ধুর উদ্দেশে যে নদীধারা একবার অবতরণ করিয়াছে, সে কি কাহারও শত অনুরোধে আর ফিরিয়া যায়?

চিতা প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া কি ভাবিয়া অমিতা আবার একবার ফিরিয়া আসিল, চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে অনুসন্ধান করিল। অদূরে একজন এখনও সেই তেমনই করাচ্ছাদিত মুখে স্তব্ধ হেঁট মুণ্ডে দাঁড়াইয়া আছে। অতি ক্ষণস্থায়ী নিমেষ কালের জন্য একবার অমিতার দুই শান্ত শীতল নেত্রে অগ্নিজ্বালার দুইটি ক্ষুদ্র স্ফুলিংগ দেখা দিল, কিন্তু তাহা অর্দ্ধনিমেষের জন্য মাত্র! পরক্ষণেই আবার তেমনি প্রশান্ত উদার দৃষ্টিতে চাহিয়া সে ধীরপদে এই অনুতাপ-কষা-লাঞ্ছিত অসহনীয় দুঃখদাহে বিদগ্ধচিত্ত অপরাধীর অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল! সহসা সেই লজ্জাক্লিষ্ট ব্যথা-নিপীড়িতের অবসাদ-শিথিল হৃদয়-তন্ত্রীতে বিস্ময় রোমাঞ্চ তুলিয়া স্থির বীণাধ্বনির ন্যায় সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল,—

ক্ষমা করবেন ভদ্র! অহেতুক আপনার পরে আমি অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করে ফেলেছি।"

"দেবি! দেবি! আমার পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নেই?"—পুষ্পমিত্র আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

অমিতা ক্ষণকালের জন্য নীরব রহিল, বারেক নেত্রদ্বয় অবনত করিয়া লইল, তার পর তার মৃত্যুবলে বলীয়ান চিত্ত মানসিক এই দৈন্যটুকুকেও জয় করিয়া ফেলিলে আবার পূর্ব্বের মত শান্ত কণ্ঠেই কহিতে লাগিল,—"আপনি আমার অশ্রদ্ধেয় ন'ন। আমার পরমাত্মীয়, আমার ভগ্নীপতি, আপনাকেও আজ যাত্রাকালে নমস্কার।—না, না, কৃতাঞ্জলি হয়ে আমায় অপরাধী করবেন না। আমার মনে আর তো কোন ক্ষোভ নেই। আপনার অপরাধই বা কি? এ সমস্তই আমাদের নিজ নিজ উপার্জ্জিত কর্ম্মফল।—প্রিয়তম! এতদিনে আমরা তবে সম্মিলিত হলাম। এবার আর সংশয়-সন্দেহে আমায় ঠেলিয়া ফেলো না,—অথবা এবার সেরূপ ঘটলে আমি আপনিই তোমার সংশয় ভঞ্জন করতে পারবো, আর তো আমি এখন সেরূপ নির্ব্বোধ বালিকা নই!"

বিস্ময়ে বিবাদে বিস্ফারিত চক্ষে সমস্ত বিশ্ব চরাচর চাহিয়া দেখিল, সেই ভীষণ চিতাগ্নি-শিখা গগন স্পর্শ করিয়া আরক্তরাগে গর্জ্জিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং অনতিকাল মধ্যেই হৈম-প্রতিম প্রণয়ী-যুগল সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির দাহ মধ্যে ভস্ম-রাশিতে পরিণত হইয়া গেল।

পুষ্পমিত্রের হৃদয়-অরণি রূপ-বহ্নি লাভাশায় যে অনল স্ফুলিঙ্গ জ্বালাইয়াছিল,

আজ এই এতদিনে এই বিজন কান্তারে উষালোকে উদ্ভাসিত ধূসর গগন-তলে রোহিণীর পবিত্র উদকে সেই অগ্নিজ্বালা নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

অন্তরস্থ অসহনীয় গুরুত্বার প্রশমনার্থ এইবার তিনি প্রাণ খুলিয়া হা হা রবে কাঁদিয়া উঠিয়া সেই শ্মশানসৈকতে লুটাইয়া পড়িলেন।

সুদক্ষিণা ডাকিল,—"যুবরাজ!"

"কে আমায় যুবরাজ বললে?—না,—আমি আর যুবরাজ নই,—পুষ্পমিত্র নই, কোশলবাসী নই,—আমি আর মানব নামেরও উপযুক্ত নই! আর কেউ আমার নাম ধরো না,—আমার সান্নিধ্যে কেউ এসো না, আমার ছায়া কেউ স্পর্শ করো না, বাহু পুরাতন পবিত্র শাক্যবংশের কালান্তক এই শ্বাপদ সদৃশ আমার আজ হ'তে মানব সংস্পর্শশূন্য শ্বাপদসংকুল বিজন অরণ্যই একমাত্র উপযুক্ত বাসস্থান, জীব শোণিতপায়ী হিংস্র জন্তুগণই একমাত্র যোগ্য সহচর,—নিঃশব্দ অন্ধকার পর্ব্বত গুহাই উপযুক্ত শেষ শয্যা! আজ হতে কোশলের এবং সমস্ত জগতের চক্ষেই পুষ্পমিত্র মৃত!—এ জগতে আর কেউ কখন পুষ্পমিত্রের অমঙ্গলকর নাম শুনতে পাবে না।"

নির্ব্বাপিত চিতাকাষ্ঠের শেষ ধূম্ররেখাটুকু ও ছায়ালোকমিশ্র ধূসর আকাশে মিশাইয়া গেলে পুষ্পমিত্র সেই দিক হইতে দৃষ্টি ছিনাইয়া লইয়া ধীরপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

O, what noise !
Mercy of Heaven ; what hideous nois‑ was that ?
Horribly loud, unlike the former shout—
Noise call you it, or universal grown,
Chor. As if the whole inhabitation perished ?
Blood, death, and deathful deeds, are in that noise,
Ruin, Destruction at the utmost point

—*Milton.*

"শাক্যকুল নির্ম্মূল, কপিলাবস্তু দেবদহ শ্মশানে পরিণত,—এ সম্বন্ধে যে একটি মাত্র সংশয় ছিল, তাহা বাস্তব হয় নাই ; ভগবান-নামধেয় ভিক্ষুক-শাক্যসিংহ আত্মকুল রক্ষায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া নীরব রয়েছেন ! এ আর এমন আশ্চর্য্য কি ? ভিখারীর এ ভিন্ন কতই বা সামর্থ্য ?—ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র যেমন রাক্ষস বংশ ধ্বংস করে রাক্ষসারি অমর নামের অধিকারী হয়েছিলেন, কলিযুগে আমি এই পরম মহেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়কদেবও নিশ্চয়ই সেইরূপ শাক্যারী নাম ও ভবিষ্য যুগের অতীত-পুরাণে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হ'ব তাতে কোনই সংশয়ই নেই। কেবল আমার হতভাগ্য প্রজাবৃন্দের মধ্যে একজনও মহাকবি জন্মগ্রহণ না করায় আমার এই বিশ্ব বিশ্রুত অতুল কীর্ত্তিকলাপের সমস্তই বৃথা হতে বসেছে। এর কি উপায় ?—মগধ, কৌশাম্বী, অবন্তী, জলন্ধর, পঞ্চনদ সর্ব্বত্র উচ্চ পুরস্কার ঘোষণা করলেও কি কোন তপসাধ্যায়-নিরত বাল্মীকির সন্ধান, মিলবে না ? রামচন্দ্রের অপেক্ষা আমার শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য কিছুই তো অল্প নয় ! কেনই বা—কে' ও ?—এ'কি ? সেনাপতি ! অম্বরীষ ! তুমি কেমন করে এখানে এলে ?—কে তোমায় মুক্তি দিলে ?"

গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎ উত্তর করিলেন,—"অম্বরীষ নয়, দেবদহের নির্ব্বাসিত রাজপুত্র শাক্যবংশীয় ইন্দ্রজিৎ আমি।"

"প্রতিহার ! প্রতিহার !"

বাহিরে ভীষণ রোলে ক্রুদ্ধ ঝটিকা প্রমত্ত গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল,—কেহই প্রত্যুত্তর করিল না।

"কে' উত্তর দেবে রাজাধিরাজ? প্রতিহারদ্বয় তো শমন ভবনে!"—এই কথা বলিয়া কুমার ইন্দ্রজিৎ রাজাধিরাজের সম্মুখস্থ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

মহারাজাধিরাজ ভয়ে বিস্ময়ে অর্দ্ধাভিভূতবৎ তাঁহারই দুই দিন পূর্ব্বের প্রিয় সখার মুখের দিকে হতবুদ্ধি ভাবে চাহিয়া রহিলেন। এই কি সেই অসামান্য রূপবান্ যৌবনের অদম্য তেজে বলে দর্পিত মূর্ত্তি কোশলের মহা সেনা-নায়ক!

তাঁহার দৃষ্টির সে বিস্ময়লেখা পাঠ করিয়া ইন্দ্রজিৎ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

সে হাস্য শ্রবণে পরম ভট্টারক বিরূঢ়কদেবের আপাদমস্তক কম্পিত হইল। তিনি সাতঙ্ক কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"তোমার উদ্দেশ্য কি অম্বরীষ?—না না ইন্দ্র—ইন্দ্রজিৎ! তুমি কি একা পেয়ে আমায় হত্যা করবে?—ওঃ না, না, না—আমায় মেরো না।—দেখ, রাজাধিরাজ আমি,—একদিন তোমার প্রভু ছিলাম—আমায় তুমি হত্যা করলে—"

"পাপী হ'ব? মহারাজাধিরাজ! পাপ-পুণ্যের কথা ও শ্রীমুখ নিঃসৃত এবং এ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া একান্তই হাস্যকর নয় কি? এ পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নেই যা আপনার বা আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে এখনও বাকি আছে! তথাপি সত্য কথা বলবো,—পাপানুষ্ঠান শক্তিতে আপনিও আমার সমকক্ষ ন'ন! আপনি যতই পাপী হোন, পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃহত্যা পর্য্যন্তই করেছেন, আমার মত সমগ্র নিজ কুলের ধ্বংস সাধন করতে পারেন নি! আপনার দ্বারা আপনার কুলনারীর মর্য্যাদা দস্যুর লুণ্ঠন বস্তু হয়েছে কি? তবে আর ও সকল কথায় কাজ কি প্রভু? যে নিজের জননীকে হাতে ধরে দানবের উপভোগ্যা করতে পারে, প্রভুহত্যা তার পক্ষে এতই কি গুরুতর পাপ?"

"অম্বরীষ! অম্বরীষ! আমি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করবো। তুমি পূর্ব্বের মতই কোশলের মহা সেনাপতি—এমন কি মহামন্ত্রী পর্য্যন্ত হতে পারবে।"

"আমার সেনাপতি খেলা সাঙ্গ হয়েছে রাজাধিরাজ!—মহামন্ত্রিত্বের প্রয়োজনও সমাপ্ত।"

"তবে কি, তবে কি কিছুতেই তুমি আমায় রক্ষা করবে না? কিন্তু ভেবে দেখ শাক্যধ্বংসে তুমিই তো আমায় প্রবৃত্ত করেছিলে,—আমি তো তাদের এ ছলনার কথা কিছুই জানতাম না! তবে কেন আমায় মারতে চাও?

অম্বরীষ! আমার বাঁচতে দাও, আমি আমার অর্দ্ধ কোশল তোমায় দান করবো।

"রাজাধিরাজ! আমি আপনাকে হত্যা করতে আসি নি।"

"আহা! অম্বরীষ! এখনও এত ভাল তুমি!—অর্দ্ধ রাজ্য নিয়েই বা তোমার কি লাভ? ইচ্ছা হয় কপিলাবস্তু, দেবদেহ, ইচ্ছা হয় বৈশালী অথবা তোমার যেরূপে যাতে অভিরুচি সেই সেই স্থান, সেই সকল পদাধিকার তুমি লাভ করতে পারবে।"

"রাজাধিরাজ! এ পৃথিবীর রাজ্য শাসন আপনার সমাধা হয়েছে, আমারও এখানের কর্ম্ম শেষ! চলুন এখন, যদি অপর কোন লোক বাস্তবিকই থাকে, তবে দু জনে আবার সেখানের রাজ্যশাসন করতে যাই।"

"সেনাপতি! এই এখনি বল্লে তুমি আমায় হত্যা করবে না, আবার এ সকল প্রাণঘাতী কি সব কথা—ওকি ও? শত বজ্রাঘাতের ন্যায় কিসের ও ভীষণ ধ্বনি?"

"এ জগৎ হতে আমাদের ও বিদায় অভিনন্দন মাত্র মহারাজাধিরাজ!"

"তোমার এ প্রহেলিকাপূর্ণ বাক্যের অর্থ কি? আমার এ সময় বিদ্রূপ সহ্য হচ্ছে না, অম্বরীষ!"

"আপনি কি শুনেন নি, এই সুন্দর রামগড় দুর্গ শূন্যগর্ভ? ইহার এক স্থানে এমন এক গুপ্ত কৌশল নিহিত আছে, সেই স্থলের একটি যন্ত্রাকর্ষণে ইহার ভিত্তিস্থিত অবলম্বন মূল মহাবেগে আকর্ষিত ও স্থানভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং হ্রদ জলে ভিত্তিমূল পরিপূর্ণ হয়?—তারপর মহারাজ সেই জলরাশি এক্ষণে নিরালম্ব-প্রাসাদ-অট্টালিকাসমূহ অতি সহজেই অতি সত্বরেই নিজের ক্ষুধিত বিরাট শূন্যময় জঠরে সে যে টেনে নেবে সে আর এমন বিচিত্র কি? আপনার একথা বিশ্বাস হচ্ছে না? কেন? আমার তো হচ্ছে!"

অম্বরীষ। যেমন সুন্দর তুমি, তেমনই ভয়ঙ্কর! তোমার পরিহাসও কি ভীষণ!"

"সত্য? কোশলেশ্বর! তবে মানুষের নব নব যন্ত্রণায় মরণের আপনিই এক মাত্র আবিষ্কর্ত্তা ন'ন! আপনার চক্ষেও কেউ ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করতেও পারে? একথা কি স্বপ্নেও কখন ধারণা করেছিলেন প্রভু? ঐ শুনুন! আবার আবার সেই ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনি! কয়েকদিনের সুপ্ত বন্যার স্রোতে রামগড়ের শূন্যগর্ভ ভিত্তিমূল শিথিল হতে শিথিলতর হয়েছে, তার উপর প্রাকৃতিক এই মহা দুর্যোগের বেগ সহ্য করতে না পেরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ সকল

সমূলোৎপাটিত শালবৃক্ষের মতই ধরাশায়ী হচ্ছে। আর কি! রামগড়ের শেষ চিহ্ন হ্রদের অতল তলে তলাতে আর অধিক বিলম্ব নেই।"

"ইন্দ্র! মিত্রাবরুণ, ভগবান সূর্য্যদেব! এ বিপদ সমুদ্র হতে আমায় রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!

"আরও একটু উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করুন রাজেন্দ্র! কি জানি যদিই তাঁরা নিদ্রিত হয়ে বা থাকেন, অথবা অনভ্যস্ত ডাকে বুঝবার কোন বিভ্রমই বা ঘটে যায়।"

সহসা সেই ভীষণ শব্দের সহিত তুমুল কলরোলে আর্ত্তনাদধ্বনি উত্থিত হইয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া তুলিল। রাজাধিরাজ আলুথালু বেশে আসন ছাড়িয়া দ্বারোদ্দেশ্যে ছুটিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন,—"নরাধম! এই জন্যই তোকে এতদিন ধরে সযত্নে পোষণ করেছিলাম?—যদি রক্ষা পাই তোকে—"

প্রাসাদ গৃহাদির পতন শব্দ নিকট হইতে নিকটতর এবং ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছিল; ভূমিকম্পের প্রবল কম্পনবৎ সহসা পদতলে শিথিলাবলম্বন কক্ষভূমি সঘনে কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল, এবং সংগে সংগেই বহু বজ্রধ্বনিবৎ একটা শব্দের সংগে একদিকের কক্ষ-প্রাচীর খসিয়া পড়িল। সংগে সংগেই রাজসিংহাসনে গ্রথিত বিশুদ্ধ সূর্য্যকান্তমণি হইতে স্খলিত প্রস্তরখণ্ডের আঘাত-ঘর্ষণে সহসা বহ্ন্যুদ্গম হইয়া সমস্ত গৃহ অগ্নিময় করিয়া দিল।

মহারাজাধিরাজ বিপদের উপর অতর্কিত এ মহাবিপদে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—সুযোগপ্রাপ্ত অগ্নিলম্বিত উত্তরীয়াগ্র অবলম্বনে সমগ্র রাজদেহকে বেষ্টন করিয়া ধরিল,—তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"অম্বরীষ! অম্বরীষ! অর্দ্ধ সাম্রাজ্য তোমার,—আমায় তুমি বাঁচাও—"

এই পাষাণ বিদারী কাতর ক্রন্দনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কণ্ঠশূন্য প্রশান্তস্বরে সেই ভীষণ অভিনয়ের উদ্যোক্তা ও অভিনেতা উত্তর প্রদান করিল,—

আর এখন বেঁচে কি করবেন মহারাজাধিরাজ? এখান হতে উদ্ধার লাভের কোন উপায় ত রাখেননি! সমস্ত তরণীই যে শাক্যকুল ধ্বংসের জন্য সৈন্য সাজিয়ে প্রেরণ করেছেন!—ওরে আমার অনাদৃত দেবদেহ! আমার অবমানিত আত্মীয়জন!—আমার হতভাগ্য শাক্যকুল! না জানি কতবড় লাঞ্ছনার ঝড় আমি তোমাদের উপর নিক্ষেপ করেছি।—হয়ত এতক্ষণে সব শেষ! —জগতের ইতিহাস হতে শাক্যনাম এতক্ষণে হয়ত মুছে গেছে!—"

"আমিই বা তবে একা যাবো কেন ?—আমি যদি পাপী হই ;—তুমিও ত পুণ্যাত্মা নও,—এসো বন্ধু !—আমার সঙ্গে চলে এসো !—"

এই বলিয়া কোশলেশ্বর পরম মহেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়ক দেব তাঁহার পুরাতন প্রিয় বন্ধু এবং অধুনাতন পরম শত্রুকে নিজের অগ্নিময় অর্দ্ধদগ্ধ দেহে প্রাণপণ বলে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন।

কিছুমাত্র বাধা না দিয়া বরং মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া ইন্দ্রজিৎ কহিল, "যাক বাঁচা গেল ! একজন পথের সঙ্গী পেলাম !"

* * * *

সেই দুর্যোগময়ী কালরাত্রিরও অবসান হইল। ভুবনের চক্ষুস্বরূপ এবং সমস্ত জাগতিক প্রাণীদিগের সুখদুঃখের একমাত্র মহান সাক্ষী দিবসাধিপতি উদিত হইলে হ্রদ তীরস্থ জনগণ এবং অনুপস্থিত দুর্গবাসী নৌকাপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গিয়া বিস্মিত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিল সেই সুসমৃদ্ধ প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মাত্র স্থানে স্থানে গভীর জলমধ্য হইতে দ্বীপাকারে জাগিয়া আছে, তদ্ভিন্ন অপর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই !

মহাপাতকের এরূপ অচিন্তনীয় ভীষণ পরিণাম লক্ষ্যে এবং বাস্তবিকই যে জগতের সুখ সম্পদ ক্ষণভঙ্গুর, জীবন জল-তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, রাজ্য স্বপ্নদৃষ্ট-বিবাহোৎসবের মতই মোহমূলক,—ইহার এতবড় সুস্পষ্টতর দৃষ্টান্তে বহু নর-নারী অপরিহার্য্য জরা মরণ পরিহার মানসে বুদ্ধধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরিশিষ্ট

Our acts our angels are, or good or ill,
Our fatal shadows that walk by us still.

—*John Fletcher*.

পবিত্র-নীরা হিরণ্যবতী নদীকূলে কুশী নগরীর প্রান্তসীমায় যোজনব্যাপী সুবিখ্যাত শালবন। সেই ছায়া-সুশীতল কানন-পাদপ শিরে প্রবীণ-রবি পুণ্য পূত কিরণ-ধারা বর্ষণ করিয়া বৃক্ষ ব্যবচ্ছেদ পথে তাঁহারই সহিত সমপ্রভা সম্পন্ন হিমাদ্রি ধবলাকান্তি পরিণতবয়স্ক এক দিব্য পুরুষের প্রশান্তমুখে অসীম প্রীতিভরে চাহিয়া চাহিয়া যেন বিদায় গ্রহণে ইতস্তত: করিতেছিলেন।

ইন্দুপ্রভা খর্ব্বকারী সুবর্ণ-গৌরী এক অনিন্দ্যসুন্দরী ভিক্ষুণী আসিয়া ইঁহার পদপ্রান্তে নতজানু হইল।

"শাক্যকুলসম্ভব! যে পবিত্র কুলে আপনার উদ্ভব কি পাপে সেই প্রাচীন ও মহাসম্মানিত শাক্যকুল এমন নির্ম্মম ভাবে নির্ম্মূল হইয়া গেল?"

সৌরকুলতিলক এই মহাসংশয়ের নিরাকরণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন,—

"অনৈক্য।"

"সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তবাসীই ত একতা বন্ধন হীন দেব!"

"সেই হেতুই প্রবলের নিকট পুনঃ পুনঃ ধর্ষিত হওয়াই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্যফল।"

কিছুকাল সচিন্তিত ভাবে নীরব থাকিয়া রাজকন্যা সুদক্ষিণা আনত-বদনে সংশয়িত প্রশ্ন করিল, "তাত! আপনার ইচ্ছামাত্রেই ত উহারা রক্ষিত হইতে পারিত?"

আত্মজনের সহিত বিবাদকালে শাক্যগণ অপর পক্ষীয়দিগের পানীয় নদী-জলে বিষ মিশ্রাণাদি রূপ কার্য্যের ফলে সমগ্র গ্রাম নগরাদি এককালে উৎসাদিত হইতে পারে, এই প্রকারের অতিশয় হীন ও ভীষণ ভীষণ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে,—উহাদিগের পূর্ব্বানুষ্ঠিত মহাপাতকসমূহ ফলনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল,—ইহাকে কে রোধ করিবে?"

"কিন্তু দেব! আপনার ইচ্ছা যে সর্ব্বক্ষম।"

"পুত্রি! ভবিতব্যতার খণ্ডন নাই। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ শুভাশুভ কর্ম্মই সেই ভবিতব্যতার মূল। আপনার কর্ম্মদ্বারা আপনি সুরক্ষিত না হইলে কহে

কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। শুভানুষ্ঠানের শুভফল সুদৃঢ় বর্ম্মরূপে জীবদেহ এবং জাতি-দেহকে ঘেরিয়া থাকে। সংসার সংগ্রাম ক্ষেত্রে ধর্ম্মরূপ বর্ম্মবিহীন হইয়া কেহ কখন অন্যের দ্বারা রক্ষিত হয় না। সেই জীব বা সেই জাতি যত পুরাতন যত উচ্চকুল-সম্ভব যেমনই শক্তিমান হোক তার ধ্বংস অনিবার্য্য।"

নীরব নত বদনে জগতের এই অলঙ্ঘ্য গভীর রহস্য নিয়মাবলীর বিষয় চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষুণী সুদক্ষিণা পুনঃ প্রশ্ন করিল—"ভগবান! আদেশ করুন, এক্ষণে আমার 'কর্ম্ম' কি?"

শতকোটি বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় মহিম-দ্যুতি প্রকাশক এবং হরশিরস্থিত চন্দ্রকরলেখার মতই সুশীতল মন্দ হাস্যের সহিত ত্রিদিব বন্দিত যুগাবতার ভগবান-তথাগত প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"নৈষ্কর্ম্ম্য"

সমাপ্ত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত